

দু উইডমিন অফ গড

সিডনি সলডন



সূচিপত্র

১. ম্যারি অ্যাসলে.....	2
২. হ্যারি লানজ	67
৩. ওয়াশিংটনের ডালাস এয়ারপোর্টে.....	150
৪. অটোপেনি এয়ারপোর্ট.....	243
৫. অধিবেশনে ব্যস্ত.....	319
৬. মার্কিন দূতাবাস	378

১. ম্যারি অ্যাসলে

গল্প শুরুর আগে

ম্যারি অ্যাসলে, এক উজ্জ্বল তরুণী অধ্যাপিকা, দুই সন্তানের জননী, তাকে কোনো এক লৌহ্যবনিকার অন্তরালে অবস্থিত দেশে পাঠানো হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত করে। কিন্তু দায়িত্ব নেবার আগে দুজন শক্তিশালী শত্রু এসে দাঁড়াল তার যাত্রাপথে। তাদের মধ্যে একজন অ্যাঞ্জেল, ভয়ংকর শয়তান।

হোয়াইট হাউস থেকে প্যারিসের রূপসী রাস্তা, রোম থেকে বুদাপেস্ট শহরের উপকণ্ঠ— এইভাবেই তীব্রগতিতে এগিয়ে গেছে দুরন্ত দুর্বীর ঘটনার পক্ষীরাজ।

দুজন পুরুষ ম্যারিকে সাহায্য করেছিলেন, একজন মাইক শ্লেট শক্ত মনের ডেপুটি চিফ, অন্যজন ফরাসি ডাক্তার লুইস ডেসফরগেস। কিছুদিন বাদে ম্যারি অ্যাসলে বিশ্বাস করতে বাধ্য হলেন, এই দুই সহকারীর কেউ একজন তাকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চাইছেন...

এইভাবেই শুরু হয়েছে সিডনি শেলডনের জনপ্রিয় উপন্যাস ‘দ্য উইন্ড মিল অফ গড’ অর্থাৎ ঈশ্বরের অভিশাপ!

পূর্বাভাস : পারজো ফিনল্যান্ড মিটিংটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল একটা আরামদায়ক শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে, হেলসিন্কে থেকে দুশো মাইল দূরে পাণ্ডববর্জিত অঞ্চলে। কমিটির ওয়েস্টার্ন ব্রাঞ্চার সদস্যরা বিভিন্ন সময়ে এই মিটিং-এ এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তারা আটটি বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন। ফিনিশ কাউন্সিল অব স্টেটসের এক প্রবীণ মন্ত্রী সবকিছুর দায়িত্বে ছিলেন। তাদের পাসপোর্টে কোনো সংকেত চিহ্ন রাখা হয়নি। বিমানবন্দরে নামার সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র প্রহরীরা তাদের কাছে চলে গেছে। সাবধানে তাদের নিয়ে আসা হয়েছে কেবিনে। যখন শেষ অতিথি এলেন, কেবিনের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। জানুয়ারির কনকনে ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে রক্ষীরা যে যার পজিশনে দাঁড়িয়ে পড়ল। কোনো আগন্তুককে আজ এখানে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

অতিথিরা বসেছিলেন বিরাট আয়তক্ষেত্রাকার এক টেবিলের চারপাশে। তারা সকলেই রাজনৈতিক দিক থেকে স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। দেশের কাছে এক মহান সত্তা। এর আগেও তারা একাধিকবার বিভিন্ন জায়গাতে মিলিত হয়েছেন, নানা পরিস্থিতির মধ্যে। এখন সাংকেতিক নামে তাদের ডাকা হবে, এভাবেই নিরাপত্তার বেষ্টনিকে আরও শক্ত করা হবে।

পাঁচ ঘণ্টা ধরে আলোচনা চলেছিল, কোনো কোনো সময়ে তা উত্তপ্ত তর্কে পরিণত হয়।

শেষ অবধি চেয়ারম্যান কোর্টের কথা ঘোষণা করলেন।

শুরু হল সমর্থনের লড়াই। শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটাকে মেনে নেওয়া হল। কন্ট্রোলার সেটিকে নথিভুক্ত করলেন। স্থির হল পরবর্তী মিটিং-এ তারা এ বিষয় নিয়ে আবার আলোচনা করবেন।

দু'ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট কেটে গেছে, টেবিল এখন একেবারে ফাঁকা। একদল মানুষ কেরোসিনের বোতল হাতে সেখানে চলে এলেন। টেবিলে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হল। এলোমেলো বাতাস লকলকে জিভ দিয়ে আগুনকে পরিব্যাপ্ত করল।

পারাহা থেকে ফায়ারব্রিগেড এল, দেখল, কোনো কিছুই সেখানে অবশিষ্ট নেই, শুধু জেগে আছে তুষারের আর্তনাদ।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ফায়ার চিফ সেই ছাইয়ের গাদার কাছে গেলেন, বললেন, কেরোসিন, আরসন।

ফায়ার চিফ ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে আছেন, অদ্ভুত একটা মনোভঙ্গি জেগেছে তার, তিনি বললেন-এটা একটা অবাক করা কাণ্ড!

-কোনটা?

-গত সপ্তাহে আমি এখানে এসেছিলাম, এই অরণ্যে শিকার করতে, এখানে কোনো কেবিন ছিল না!

প্রথম পর্ব

০১. ওয়াশিংটন ডিসি

স্টানটন রজার্সকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে বরণ করা হতে পারে। উনি এক আশাপ্রদ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য। একাধিক শক্তিশালী বন্ধু আছে তার। কিন্তু তিনি কি এই পদটা শেষ পর্যন্ত পাবেন?

স্টানটন রজার্স নিজেকে একজন ক্যাসানোভা বলে থাকেন। তিনি সুপুরুষ, অর্থবান, পৃথিবীর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। কিন্তু এছাড়াও তার চরিত্রের কতকগুলো গুণ আছে। স্ত্রীকে প্রতারণা করার অনেক সুযোগ ছিল, তবু কখনও কোনো মহিলাকে তিনি স্বপ্নের মধ্যেও স্থান দেননি।

স্টানটন রজার্সের স্ত্রী, এলিজাবেথ। সামাজিক, সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী। তারা সর্বত্র একসঙ্গে চলাফেরা করতে ভালোবাসেন। যে মেয়েটির প্রতি রজার্সের সামান্য আসক্তি আছে, তিনি হলেন বারবারা। ডিভোর্স হবার পর, আবার বিয়ে করেছেন, বয়সে স্টানটনের থেকে পাঁচ বছরের বড়। মুখটা খুব একটা খারাপ নয়, কিন্তু তাকে সুন্দরী বলা যায় না।

স্টানটন একজন অ্যাথলিট, বারবারা যে-কোনো ব্যায়ামকেই ঘৃণা করেন। স্টানটন বহির্মুখী জীবনকে ভালোবাসেন, বারবারা একলা থাকার প্রত্যাশী। স্টানটনের রাজনৈতিক সত্তা উদারনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। বারবারা রক্ষণশীল সমাজের প্রতিভু।

স্টানটনের সবথেকে কাছে বন্ধু পল এলিসন একদিন হাসতে হাসতে বলেছিলেন বন্ধু, মেয়েটিকে মন থেকে তাড়িয়ে দাও। তুমি আর লিজ হলে এক সুখী দম্পতি। গিনিস বুক তোমাদের নাম উঠবে।

স্টানটন বলেছিলেন- পল, বারবারাকে আমি সত্যিই ভালোবাসি। ডিভোর্স পেলেই আমি ওকে বিয়ে করব।

-একবার ভাবতে পারছ, এই ঘটনা তোমার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ওপর কী প্রভাব ফেলবে?

-এই দেশে অর্ধেক বিয়ে ডিভোর্সে শেষ হয়। নতুন করে আর কী হবে?

স্টানটন রজার্সের ভবিষ্যদ্বাণী কিন্তু সফল হয়নি। সকলেই তার সম্পর্কে জানতে বেশ উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। হলুদ সাংবাদিকরা চনমন করতে থাকে। স্টানটন রজার্সের ভালোবাসার নীড়ের ছবি তোলা হল। মধ্যরাতের ঘটনাবলির রগরগে বর্ণনা প্রকাশিত হল। অনেক দিন ধরে সংবাদপত্র এইসব গল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। যাঁরা স্টানটন রজার্সকে দেশের রাষ্ট্রপতি পদে সমর্থন করবেন বলে ভেবেছিলেন, অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এক নতুন চ্যাম্পিয়ানের জন্ম হল, পল এলিসন।

পল এলিসন এক ভদ্র স্বভাবের মানুষ। তার মধ্যে অবশ্য পৌরুষের অহমিকা ছিল না। স্টানটন রজার্সের মতো বিরাট পটভূমিকাও নেই তার। তবে তিনি বুদ্ধিমান, মোটামুটি

গ্রহণযোগ্য। আর তার বাতাবরণ খুব একটা খারাপ নয়। খর্বাকৃতি, নীল চোখ, দশ বছর ধরে বিবাহিত জীবন যাপন করেছেন। ইম্পাত ম্যাগনেটের কন্যা অ্যালিসকে নিয়ে তার সুখের সংসার।

স্টানটন রজার্সের মতো পল এলিসন ইয়েলে পড়াশোনা করেছেন। হার্ভার্ড ল স্কুল থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন। এই দুই পুরুষ একসঙ্গে বেড়ে উঠেছেন। সাউদার্ন টানে তাদের গ্রীষ্মকালীন আবাস আছে। ছেলেবেলায় সেখানে একসঙ্গে সাঁতার কেটেছিলেন। বেসবল টিমে যোগ দিয়েছিলেন। হার্ভার্ডে তারা একই শ্রেণিতে পাশাপাশি পড়তেন। পল এলিসনের রেজাল্টটা ভালোই হয়েছিল। কিন্তু স্টানটন রজার্স স্টার পেয়েছিলেন।

হার্ভার্ড ল রিভিউ-এর সম্পাদক হিসেবে ইনি পলকে সহকারি সম্পাদক করেছিলেন। স্টানটন রজার্সের বাবা ছিলেন ওয়ার্ল্ডফিল ল ফার্মের এক অত্যন্ত সম্মানীয় অংশীদার। স্টানটন সেখানে গরমকালে কাজ করতেন। পলকেও তিনি সেখানে ঢুকিয়ে নিলেন। এখান থেকেই স্টানটন রজার্সের রাজনৈতিক ভাগ্য ধীরে ধীরে উঠতে থাকে। আর পল এলিসন ধূমকেতুর লেজ হয়ে বেঁচে থাকেন।

ডির্ভোস সব ঘটনা পালটে দিল। এখন স্টানটন রজার্স লড়াইতে পেছনে পড়ে গেলেন। বোঝা গেল, পল বোধহয় অচিরেই সফলতার সর্বোচ্চ শিখরে উঠে যাবেন।

সেনেটের নির্বাচনে পল হেরে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। তিনি ওয়াশিংটনকেন্দ্রিক স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তখন তার নাম ছড়িয়ে পড়ছে। মাঝেমধ্যেই দারুণ ভাষণ

দিচ্ছেন। চারবছর ধরে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হলেন। প্রিয় বন্ধু স্টানটন রজার্সকে বৈদেশিক দপ্তরে উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত করলেন।

মার্শাল ম্যাকলুহান বলেছিলেন, একদিন টেলিভিশন পৃথিবীকে একটা ছোট গ্রামে পরিণত করবে। বাস্তবিক ক্ষেত্রে তাই ঘটল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিয়াল্লিশতম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অনুষ্ঠান উপগ্রহের মাধ্যমে ১৯০টি দেশের মানুষ সাগ্রহে দেখলেন।

ওয়াশিংটন ডিসি। ব্ল্যাক রুস্টার, সাংবাদিক বেন কোহনের কাছে আদর্শ জায়গা। তার স্ত্রী ওয়াশিংটন পোস্টে চাকরি করেন। তিনি চারজন সহকর্মীকে নিয়ে একটা টেবিলের চারপাশে বসে আছেন, সামনে বিরাট টেলিভিশন পর্দায় ওই শুভ মুহূর্তের প্রতিফলন।

কুকুরের বাচ্চাটা এই পদে বসার যোগ্য নয়।

একজন রিপোর্টার মন্তব্য করেছিলেন।

—একথা বোলো না। এলিসনের মধ্যে একটা ম্যাজিক আছে, তুমি তা বিশ্বাস করো তো?

বেন কোহনের মন্তব্য।

পেনসিলভেনিয়া এভিনিউতে হাজার মানুষের ভিড়। জানুয়ারির শীতাত বাতাসকে উপেক্ষা করে মানুষ ছুটে এসেছে। চারিদিকে লাউডস্পিকার বসানো হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান জ্যাসন মারলিন শপথ বাক্য পড়ালেন। নতুন প্রেসিডেন্ট মাথা নাড়লেন, মাইক্রোফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

বেন কোহন মন্তব্য করলেন-দেখ, এবার উনি কী বলেন। উনি কিন্তু ইতিমধ্যেই ইতিহাস তৈরি করেছেন। কিছুদিন বাদে আমরা আমাদের ছেলে এবং নাতিদের বলব, পল এলিসনের শপথ গ্রহণের দিনে আমরা উপস্থিত ছিলাম।

বেন কোহন এক তুষোড় সাংবাদিক। শুরু থেকেই তিনি পল এলিসনের জীবনকথা প্রকাশ করেছেন। প্রথম দিকে তিনি খুব একটা প্রভাবিত হননি, কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি পল এলিসন সম্পর্কে তার মন্তব্য পালটাতে বাধ্য হলেন। দেখলেন, এই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কারোর তাঁবেদারি করেননি। উইলো গাছের অরণ্যে তিনি এক একক মহীরুহ।

ঝিঁঝিঁ তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে। বেন কোহন ভাবলেন, রাতটা খুব একটা খারাপ হবে না। তিনি আবার টেলিভিশন সেটের দিকে নজর দিলেন।

-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদ হল এক উজ্জ্বল আলোকশিখা। চারবছর অন্তর তা এক হাত থেকে অন্য হাতে চলে যায়। শেষ অবধি আমার হাতে এই অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্রটি এসেছে। এটির মধ্যে শক্তি আছে, কারণ এই অস্ত্র সভ্যতাকে ধ্বংস করতে পারে। আবার ঠিকমতো ব্যবহার করলে এই আলোকশিখা সারা পৃথিবীকে উজ্জ্বল করতে পারে। এখন আমাদের ওপর বেছে নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমি শুধু আমার

বন্ধুদের কথাই বলছি না, যারা সোভিয়েত মনোভাবাপন্ন, তাদেরও ডাক দিচ্ছি। কিছুদিন বাদেই আমরা একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করতে চলেছি। এখন লড়াইয়ের কোনো জায়গা নেই। এখন এক বিশেষ স্বপ্নকে সফল করতে হবে।

ভাষণ শেষ হল, বেন কোহন ভাবলেন, না, পল খুব একটা খারাপ বলেননি, মনে হচ্ছে মানুষটা বোধহয় টিকেই যাবেন।

কানসাসে জাংশন সিটি। দিনটা মোটেই ভালো নয়, হাইওয়ের দিকে তাকানো যাচ্ছে না এই কুয়াশাচ্ছন্ন। ম্যারি অ্যাসলে তার পুরোনো স্টেশন ওয়াগানটা নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। ঝড় শুরু হল। ক্লাসে যেতে দেরি হবে কী? ধীরে ধীরে ড্রাইভ করছেন। গাড়িটা যেন কোনো কারণে পিছলে না যায়, সেদিকে নজর আছে তার।

গাড়িতে যে রেডিয়ো আছে, সেখানে প্রেসিডেন্টের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।

...আমি নতুন এক আমেরিকার জন্ম দেব। ভবিষ্যতে যেন আর কখনও আণবিক যুদ্ধ না হয়, সেজন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ম্যারি অ্যাসলে ভাবলেন, আমি ওঁনাকেই ভোট দিয়েছি। আমার স্থির বিশ্বাস, উনি এক মহান রাষ্ট্রপতিতে পরিণত হবেন।

ম্যারি হাতের বাঁধন শক্ত করলেন। না, তুষার ঝড়টা এবার বোধহয় তেড়েই এল।

সেন্ট ক্রোইক্স ।

আকাশের কোথাও বৃষ্টিপাতের চিহ্ন নেই । হ্যারি লানজ আজ আর বাইরে যাবেন না । বাড়ির মধ্যে অনেক আনন্দ আছে । তিনি বিছানাতে শুয়ে আছেন, একেবারে উলঙ্গ । তাঁর দুপাশে দুই রঙ্গিনী, ওলিজের দুই বোনেরা । লানজ জানেন, এরা সহোদরা নন ।

অ্যানেটে লম্বা, মাথার চুল বাদামি । শ্যালিও লম্বা, চুলের রং সোনালি ।

বাইরের নিকুচি করেছে, দুজনেই একসঙ্গে আমাকে আনন্দ দিচ্ছে । এমন আনন্দ যা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না ।

মোটেল ঘরের একপাশে টেলিভিশনের পর্দায় প্রেসিডেন্টের হাসি মুখ ।

...আমি মনে করি, আলোচনার টেবিলে বসলে যে-কোনো সমস্যার সমাধান করা সম্ভব । শ্যালি কাজকর্ম বন্ধ করল । জিজ্ঞাসা করল, এবার কি আমি শুরু করব সোনামণি?

হ, তোমারটা আরও ভালো লাগে ।

অ্যানেটে জানতে চাইল, তুমি কি ওই ভদ্রলোককে ভোট দিয়েছ?

হ্যারি লানজ মন্তব্য করলেন কাজের সময় আমি বকবক পছন্দ করি না ।

.

...আপনারা জানেন, তিনবছর আগে রোমানিয়ার প্রেসিডেন্ট নিকোলায়কের মৃত্যু হয়েছিল। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রোমানিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। আমি জানাতে চাইছি, রোমানিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট আলেকজানড্রোস আমাদের সঙ্গে আবার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইছেন।

পেনসিলভেনিয়া এভিনিউর জনগণ আনন্দে হাততালি দিল।

হারি লানজ তাকিয়ে আছেন, অ্যানেটের দাঁতগুলো তাঁর পুংদণ্ডকে চোষণ করছে। লানজের মুখ থেকে আরামদায়ক শব্দ বেরিয়ে আসছে। আঃ, সুখ বোধহয় একেই বলে।

—জিনিসটা নড়াচড়া করছে, অ্যানেটে বলল।

লানজ তাকালেন টেলিভিশনের দিকে।

প্রেসিডেন্ট বলছেন— আমরা অবিলম্বে রোমানিয়াতে একজন অ্যাম্বাসাডরকে পাঠাব। এভাবেই কাজটা শুরু হবে।

.

বুখারেস্ট। সন্কে হয়েছে। শীতের আবহাওয়া হঠাৎ নরম হয়ে উঠেছে। রাস্তাঘাটে মানুষজনের ভিড়। চারপাশে খুশি খুশি ভাব।

.

রোমানিয়ার প্রেসিডেন্ট আলেকজানড্রোস তার অফিসে বসে আছেন পুরোনো প্রাসাদের মধ্যে। চারপাশে অনেক সহকারি। তারা শট-ওয়েভ রেডিয়ো মারফত ভাষণ শুনছেন।

মার্কিন প্রধানমন্ত্রকের প্রেসিডেন্ট বলছেন-এখানেই আমি থামব না, ১৯৪৬ সালে আলবানিয়া আমাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। আমি সেই ছেঁড়া সম্পর্ক জোড়া লাগাব। বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া এবং পূর্ব জার্মানির সঙ্গেও সুসম্পর্ক বজায় রাখব।

রেডিয়োতেই বুঝতে পারা যাচ্ছে, জনগণ এক একটি শপথকে কীভাবে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

.. রোমানিয়াতে আমাদের অ্যাম্বাসাডর পাঠাতে হবে। একটা কথা ভুলে গেলে চলবে, আমরা সবাই একই উৎস থেকে পৃথিবীতে এসেছি। আমাদের সকলেরই একই সমস্যা আছে। আমাদের সকলের অন্তিম একইভাবে ঘটবে।

পাঁচ মিনিট ধরে হাততালি।

মারিন গ্রোজা চিন্তার সঙ্গে বললেন- লেফ, কথাগুলো কিন্তু সত্যি।

সিকিউরিটি চিফ লেফ পাসটেরনাফ মন্তব্য করলেন- হ্যাঁ, তাইতো মনে হচ্ছে।

পেট কোনরস, অনেকটা স্কচ খেয়ে ফেলেছেন। পাশে শুয়ে আছেন তার উপপত্নী ন্যানসি, প্রিয়তমা সেক্রেটারি। ভদ্রমহিলা বললেন- পেট, আর খেও না।

পেট হেসে পেছনে একটা থাপ্পড় মারলেন প্রেসিডেন্ট কথা বলছেন, কিছুটা শ্রদ্ধা দেখাতে হবে। কমিউনিস্ট, কুকুরির সন্তান, রাগ করলেন তিনি। এটা হল আমার দেশ, সিআইএ এখানকার সর্বময় কর্তা। নাও, তোমার কারুকাজ শেষ করো।

.

০২.

পল এলিসন বললেন- বন্ধু, সব ব্যাপারে তোমার সাহায্য চাই।

স্টানটন রজার্স জবাব দিয়েছিলেন সাহায্য আমি নিশ্চয়ই করব।

তারা বসে আছেন, ওভাল অফিসে, প্রেসিডেন্ট তার নির্দিষ্ট আসনে, পটভূমিতে মার্কিন দেশের পতাকা। এটাই হল অফিসের প্রথম আলোচনা। প্রেসিডেন্ট এলিসনকে কেমন অসন্তুষ্ট মনে হল।

সামান্য একটা ভুল না হলে, আজ এই আসনে আমার বন্ধু বসে থাকত।

স্টানটন রজার্সের মনে অন্য একটা চিন্তা একটা কথা বলি, যেদিন তোমাকে প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন দেওয়া হল, পল, আমি ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম। এটা আমার স্বপ্ন, কিন্তু

তুমি সেই স্বপ্নটাকে কেড়ে নিয়েছ। শেষ অবধি বুঝতে পারলাম, আমি এই চেয়ারে বসলেও তা রক্ষা করতে পারতাম না। তুমি বসাতে আমি তাই খুশি হয়েছি।

পল এলিসন বন্ধুর দিকে তাকিয়ে চওড়া হাসি হেসে বললেন— স্টান, তুমি একটা সত্যি কথা বলেছ। এখানে বসাটা খুব একটা সহজ নয়, সবসময় ওয়াশিংটন লিংকন আর জেফারসনের ভূত তোমাকে তাড়া করবে।

উনি ডেস্কে বোতাম টিপলেন, সাদা জ্যাকেট পরা স্টুয়ার্ট এসে গেল।

কফি, দুকাপ। তার সঙ্গে আর কিছু লাগবে না।

হঠাৎ বারবারার কথা মনে পড়ে গেল। অনেকে ভেবেছিল, এই বিয়েটা বোধহয় একবছরের বেশি টিকবে না। শেষ পর্যন্ত টিকে আছে। আজ স্টানটন রজার্স এক বিখ্যাত আইনজীবী, বারবারা অভিজাত মহিলা হিসেবে সম্মানিয়া।

পল এলিসন বলতে শুরু করলেন এই সময় অনেকে বিরুদ্ধাচরণ করবে। তুমি সব কটা খবরের কাগজ পড়ছ তো?

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রজার্স বললেন—, কাগজে নানা কথা লেখা হচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক।

—আমিও ওদের খুব একটা দোষ দিতে পারছি না।

দুজনে বেশ কিছুক্ষণ কথা বললেন, কফির কাপে চুমুক দেওয়া হল, এবার আসল কাজ শুরু হবে।

কী কাজ? রোমানিয়াতে একজন যোগ্য অ্যাম্বাসাডর পাঠাতে হবে। এই দায়িত্বটা স্টানটন রজার্সের ওপরেই ছেড়ে দেওয়া হল।

নিউলি, একটা ছোট উপ-শহর। রাত দুটো। মারিন থোজার চেরা। চারপাশে অন্ধকার। চাঁদের মুখে ঝোড়ো মেঘের ওড়না। রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা। একজনের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কালো পোশাক পরা কেউ একজন। কে সে? সাইলেন্সের লাগানো বন্দুক তার হাতে, সে দরজার কাছাকাছি পৌঁছে গেল। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করল। নাইলনের দড়ি খুলল। হুক সঙ্গে ছিল, দরজার প্রান্তভাগে হুকটা লেগে গেল। এবার সে উঠতে শুরু করেছে। অনেক দূর উঠে সারা গায়ে কষলের ঢাকনা দিল। তার হাতে ধাতুর তৈরি কৃত্রিম নখর। চুপচাপ উঠতে থাকল। এবার দড়িটাকে অন্যদিকে ঠেলে দিল। দেখল সব ঠিক আছে কিনা।

কুকুরগুলো চিৎকার করবে কি? যে-কোনো সময়ে এই ঘটনাটা ঘটতে পারে, ডেরাটা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, বোমা মেরেও এর ক্ষতি করা যাবে না।

লোকটি কে?

ওদিকে কুকুররা চিৎকার করতে শুরু করেছে। অন্ধকারে তাদের চোখ জ্বলছে। তারা লোকটিকে আক্রমণ করেছে। লোকটি বন্দুক বাগিয়ে ধরল। গুলি করার চেষ্টা করল।

এবার কী হবে? একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল-প্লিজ, বন্দুকটা ফেলে দাও, হাত তুলে দাঁড়াও।

কালো পোশাক পরা লোকটা বন্দুক ফেলে দিল। তাকিয়ে দেখল। অন্তত ছজন, দরজার মাথায়, ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে, হাতে নানা ধরনের অস্ত্র।

লোকটা আত্নানাদের শব্দ করল তোমরা এখানে কী করছ?

একজন প্রহরী বলল- আমরা জানতাম, তোমাকে আসতেই হবে।

লেফ পাসটেরনাফ-আমাকে তখনই থামালে না কেন? আমি তো সুইসাইড অভিযানের জন্য আসিনি। কাল সকাল আটটায় সবাইকে একটা মিটিং-এ বসতে হবে।

লেফ পাসটেরনাফ এই বিশ্বের অন্যতম সেরা প্রহরী। ইস্টারের যুদ্ধে অভিজ্ঞতা আছে তার। মোসাদ অর্থাৎ ইজরায়েলের গোপন সংগঠনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। দুবছর আগের একটি সকালের কথা আজও তিনি ভুলতে পারেন না।

কর্নেল তাকে ডেকে বলেছিলেন লেফ, তোমাকে কেউ একজন কয়েক সপ্তাহ ভাড়া করতে চাইছে।

-কে?

-মারিন থোজা ।

রোমানিয়া সম্পর্কে মোসাদের হাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ফাইল আছে। থোজা হলেন রোমানিয়ান স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শ্রেণির নেতা। সেখানে একটা অভ্যুত্থান হয়েছিল, সরকার পালটে যাবার মতো পরিস্থিতি। মারিন থোজাকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তাকে হত্যা করার অনেক চেষ্টা করা হয়। একটি আঘাতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন।

পাসটেরনাফ জানতে চেয়েছিলেন- উনি আমার কাছ থেকে, কী চাইছেন? সরকারই ওঁকে সবরকম নিরাপত্তা দেবে।

-সেটাই যথেষ্ট নয়, উনি তোমার সহযোগিতা চাইছেন।

-আমাকে ফ্রান্সে যেতে হবে?

-মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্য।

-আমি পারব না।

-লেফ, কেন এমন করছ? আমাদের কাছে খবর আছে, ওই দেশে গোলমাল শুরু হতে পারে, ততদিন পর্যন্ত এই মানুষটিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

লেফ পাসটেরনাফ বললেন- আপনি ঠিক বলছেন তো, মাত্র কয়েকটি সপ্তাহ?

-হ্যাঁ, আমি আবার বলছি।

সময় সম্পর্কে তিনি ঠিক কথা বলেননি। কিন্তু মারিন গ্রোজা সম্পর্কে ঠিক তথ্য দিয়েছিলেন। পাতলা চেহারার এক ভদ্রলোক, মুখটা কেমন দুঃখী দুঃখী, নাকটা লম্বা, চিবুকটা ধারালো, কপালটা চওড়া। একগুচ্ছ সাদা চুল। তীক্ষ্ণ কালো চোখ। যখন কথা বলেন, মনে হয় উত্তেজনায় কাঁপছেন।

প্রথম সাক্ষাৎকারে লেফকে বলেছিলেন-আমার বাঁচা-মরাটা ওদের ওপর নির্ভর করছে।

-কেন বলুন তো?

-রোমানিয়াকে আমরা স্বাধীন করব। এখানকার জনগণ নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য বেছে নিতে পারবেন।

লেফ পাসটেরনাফ তার বিদ্যাবুদ্ধি জাহির করলেন। তিনি নিউলিতে রক্ষণ ব্যবস্থা তৈরি করলেন। কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরকে নিয়ে এলেন। কিছু মানুষকে ভাড়া করলেন।

পাসটেরনাফ জানতেন, রোমানিয়ার বিভিন্ন বিদ্রোহী নেতা এখানে আসা-যাওয়া করেন। তিনি তাদের সাথে আরও বেশি করে সময় কাটালেন। মারিন গ্রোজা সম্পর্কে পাসটেরনাফ অনেক খবর জানতে পেরেছিলেন।

মাঝেমধ্যে পাসটেরনাফ ডেরার ওপর আক্রমণ করতেন ইচ্ছে করেই। দেখতেন সেটা কতখানি সুরক্ষিত। এখন বুঝতে পারলেন, কোনো কোনো প্রহরী একেবারে বাজে। অবিলম্বে তাদের স্থানান্তরিত করতে হবে।

তিনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। হিট সেন্টার ঠিক আছে কিনা দেখলেন। ইলেকট্রনিক যন্ত্র? অতি বেগুনি রশ্মি? শেষ অবধি মারিন গ্রোজার শোবার ঘরে পৌঁছে গেলেন। গ্রোজা আত্ননাদ করছেন।

লেফ পাসটেরনাফ গ্রোজার ঘর পার হলেন। তখনও তিনি হাঁটছেন।

.

০৩.

সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সির হেড কোয়ার্টার। ভার্জিনিয়ার ল্যাংলেতে অবস্থিত, ওয়াশিংটন ডিসি থেকে সাত মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে।

একটির পর একটি প্রহরীর অবস্থান। গেট হাউসের চারপাশে চব্বিশ ঘণ্টা প্রহরা দেওয়া হয়। ছাড়পত্র আছে এমন আগন্তুকদেরই ভেতরে ঢোকার অনুমতি মেলে। এই ধূসর রঙের সাততলা বাড়িটাই হল নিরাপত্তার শেষ কথা। ভেতরে একতলাতে আছে কাঁচের তৈরি করিডর। মধ্যে ম্যাগনোলিয়া গাছের সমাহার। রিসেপশন ডেস্কের ওপর মার্বেলের কবিতা খোদাই করা-তুমি কি সত্যিটা জানো?

সত্য অবশ্যই মুক্ত এবং স্বাধীন হবে।

এখনও পর্যন্ত কোনো জনগণ এই বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি পায়নি। এখানে কাউকে আসতে দেওয়া হয় না।

সাততলাতে আছে কনফারেন্স রুম। গ্রহরীরা সবসময় পাহারা দিচ্ছে সশস্ত্র অস্ত্রের মাধ্যমে। পয়েন্ট আটত্রিশ রিভলবার, তাদের সুটের মধ্যে ভরা আছে।

সোমবার সকালবেলা।

বিশিষ্ট আধিকারিকদের বৈঠক চলেছে। ওক টেবিলের চারপাশে নানা পদাধিকারীরা উপস্থিত হয়েছেন। আছেন সিআইএ-র ডিরেক্টর নেড টিলিনগাস্ট, জেনারেল অলিভার ব্রুদস, সেক্রেটারী অব স্টেট ফ্লাইওড বেকার, পেট কোনরস এবং স্টানটন রজার্স।

নেড হলেন সিআইএ-র ডিরেক্টর, ষাট বছর বয়স হয়েছে, শান্ত স্বভাবের মানুষ। গুপ্ত কথা চেপে রাখতে ভালোবাসেন। গত সাত বছর ধরে তিনি এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত।

জেনারেল অলিভার ব্রুদস ছিলেন এক বিশিষ্ট সৈন্য, তিনি নিয়মনীতি মেনে চলতেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে কাজ করতে ভালোবাসতেন।

সেক্রেটারী অব স্টেট ফ্লাইওড, জীবন সম্পর্কে নিরাশা পোষণ করেন। তার চেহারাটা খুবই ভালো, মাথায় রুপোলি চুলের ঝিলিক। মুখের মধ্যে আভিজাত্যের ছাপ আছে।

মনটা খুবই শক্ত। দেশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদে আসল মালিক, যথেষ্ট পয়সা আছে তার।

পেট কোনরস হলেন এক কালো আইরিস। সূর্যের আলোয় চেহারাটা ঝলসে গেছে। মাঝেমধ্যে বেশি পান করতে ভালোবাসেন। ভয় শব্দের সঙ্গে তার কোনো পরিচয় নেই। সিআইএ-তে এটাই তার শেষ বছর। আগামী জুন মাসে তাকে অবসর নিতে হবে। পেট কয়েক বছর ধরে এই সংস্থাটিকে চালিয়ে এসেছেন। তিনি বিভিন্ন ইনটেলিজেন্স ডিভিশনে কাজ করেছেন। সেই পুরোনো দিনগুলির কথা মনে পড়ে যায়, যখন সিআইএ তার ষড়যন্ত্রের জাল সারা পৃথিবীতে বিস্তার করেছিল। ব্যক্তিগত জীবনে পেটকে আমরা সোনালি ছেলে বলতে পারি। ইরানের ময়ূর সিংহাসনকে কেন্দ্র করে যে অভুত্থান হয়, পেট সেখানে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯৬১ সালে অস্ট্রিয় সরকারকে ফেলে দেওয়ার জন্য তাপারেশন মংগুজের আয়োজন করা হয়েছিল, পেট ছিলেন এই ষড়যন্ত্রের অন্তরালে।

কিন্তু এখন সব কিছুই পালটে গেছে। পেট মাঝে মধ্যে শোক প্রকাশ করেন। পৃথিবী জুড়ে এখন শান্তির বাতাবরণ। সিআইএ-র কাজ এখন ক্রমশ কমে আসছে। তাই বোধহয় এখন সম্মানের সঙ্গে বিদায় নেওয়াই ভালো।

আলোচনা এগিয়ে চলেছে, পেটের মুখখানা রাগে থমথম করছে।

—প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে হবে, তিনি কি চাইছেন দেশটাকে অন্যের কাছে বেচে দিতে?

বেকার বাধা দিয়ে বললেন- এক সপ্তাহ হল নতুন প্রেসিডেন্ট অফিসে বসেছেন। আগে দেখা যাক তিনি কী করতে চাইছেন, তারপর তো?

না, মিঃ, আমি এটা কখনোই বরদাস্ত করব না। কেন প্রেসিডেন্ট তার পরিকল্পনার কথা খুলে বলছেন না?

-হয়তো উনি কিছু একটা চিন্তা করছেন, বেকার বললেন।

পেট বললেন আপনি কি প্রেসিডেন্টকে সমর্থন করেন?

বেকার বললেন- উনি এদেশের সর্বোচ্চ কর্তা।

নেড স্টানটন রজার্সের দিকে তাকালেন- কোনরসের কথাটা ফেলে দেবার নয়। প্রেসিডেন্ট রোমানিয়া, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়ার সাথে ভালো সম্পর্ক স্থাপন করতে চলেছেন। আপনি কি জানেন এইসব কমিউনিস্ট দেশের গুপ্তচররা এখানে কত সক্রিয়? আমরা কেন জেনেশুনে আবার একটা খারাপ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাব?

জেনারেল ব্রাদস মাথা নাড়লেন- আমাদের সাথে আলোচনা করা হয় না। আমার মনে হচ্ছে প্রেসিডেন্টের এইসব পরিকল্পনা দেশটাকে একেবারে উচ্ছন্নের পথে নিয়ে যাবে।

স্টানটন রজার্স বললেন- ভদ্রমহাশয়রা, আপনাদের উদ্বেগ এবং আকুলতা অনুভব করতে পারছি। একটা কথা মনে রাখবেন, জনগণ কিন্তু পল এলিসনকে ভোট দিয়ে

নির্বাচিত করেছেন। আমরা প্রেসিডেন্টের দলভুক্ত সাধারণ সদস্য মাত্র। তার প্রত্যেকটি কাজকে আমরা সমর্থন করব।

কিছুক্ষণের নীরবতা-ঠিক আছে, তাহলে তাই হোক, কে একজন বলে উঠলেন।

ব্যাপারটা পেটের মোটেই ভালো লাগেনি। বারবার তিনি তার অসন্তোষ প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। নেডও তার দলভুক্ত। হয়তো কোথাও বিপ্লবের কালো মেঘের সঞ্চারণ। দেখা যাক কী হয়!

এইভাবেই আলোচনা তার পরিণতির দিকে এগিয়ে গেল। বোঝা গেল, দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে সকলেই চিন্তা করছেন। বিশেষ করে মস্কোর কেজিবি, সিআইএ-র প্রতিদ্বন্দ্বী। ওদের হাতে অনেক ক্ষমতা। ওরা যদি একবার এই দেশের বুকে আস্তানা তৈরি করে তাহলে কী হবে?

স্টানটন রজার্স তার অফিসে ফিরে এলেন। কাকে রোমানিয়ার রাষ্ট্রদূত পদে বসানো যায়? সম্ভাব্য কয়েকটা নাম মুখ বন্ধ খামের মধ্যে পড়ে আছে। অসাধারণ তালিকা। সেক্রেটারি অফট্রেট তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করেছেন। প্রত্যেকেই ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করেছেন। কেউ কেউ আবার আফ্রিকা কিংবা দূর প্রাচ্যে গেছেন। স্টানটন ভাবলেন, এই তালিকাটি দেখলে রাষ্ট্রপতি নিশ্চয়ই খুশি হবেন।

পল এলিসন বললেন- এঁরা সব ডাইনোসোর, আমি এঁদের সকলকে চিনি।

স্টানটন বাধা দেবার চেষ্টা করলেন-পল, ভেবে দেখ, এঁরা সকলেই কিন্তু প্রশিক্ষিত রাষ্ট্রদূত।

-এটাই হল আমাদের একটা অদ্ভুত ঐতিহ্য! তিন বছর আগে রোমানিয়াতে কী হয়েছিল মনে আছে তো? আমাদের রাষ্ট্রদূত কী করেছিলেন? না, এভাবে হবে না, নতুন কাউকে। খুঁজে বের করতে হবে।

কিন্তু, ওখানে একেবারে অ্যামেচার কাউকে পাঠানো উচিত হবে কী? ব্যাপারটা ভয়ংকর হয়ে যাবে না কি?

-এমন একজনকে, যার সামান্য অভিজ্ঞতা আছে স্টান, রোমানিয়া তার কাছে একটা নতুন বিচরণক্ষেত্র হতে পারে। দেখা যাক, কী করা যায়। ভেবে দেখ, দেশটা কিন্তু স্পর্শকাতর। বুলগেরিয়া, আলবানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া সম্পর্কেও নতুন করে ভাবতে হবে। এখনও পর্যন্ত যে দেশগুলো লৌহযবনিকার আড়ালে থেকে গেছে তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

-তাহলে কি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের তালিকাটা একবার দেখব?

প্রেসিডেন্ট এলিসন মাথা নাড়লেননা, সেখানেও সমস্যা আছে। এমন একজন চাই, যিনি তরতাজা মার্কিন প্রজন্মের প্রতিনিধি।

স্টানটন রজার্স প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালেন, একটু অবাক হয়েছেন পল, তুমি কি কারোর কথা মনে করেছ?

পল এলিসন সিগার ধরালেন। বললেন-হ্যাঁ, একজনের নাম আমার মনে পড়েছে।

-সে কে?

-একজন মহিলা। তুমি ফরেন অ্যাফেয়ার্সের সাম্প্রতিক সংখ্যা পড়েছ?

-হ্যাঁ।

-কী মনে হচ্ছে তোমার?

ব্যাপারটা সত্যিই ভালো। লেখিকা বিশ্বাস করেন যে, কমিউনিস্ট দেশগুলির সাথে। সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। তাহলেই আমরা অর্থনীতির দিক থেকে স্থিতিশীল হয়ে উঠব। অনেকটা তোমার উদ্বোধনী ভাষণের মতো।

-জানো, এটা কিন্তু ছমাস আগে লেখা হয়েছে। ওই ভদ্রমহিলা কমেন্টরি এবং পাবলিক অ্যাফেয়ার্স পত্রিকাতেও নিয়মিত প্রবন্ধ লেখেন। গত বছর আমি পূর্ব ইউরোপের রাজনীতির সমস্যা সম্পর্কে তার লেখা একটি বই পড়েছিলাম। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, ওই বইটা পড়ে আমি আমার মতবাদ খানিকটা পালটাতে পেরেছি।

-হ্যাঁ, প্রবন্ধলেখিকার সঙ্গে তোমার মতের মিল হতে পারে, কিন্তু তা বলে ওই ভদ্রমহিলাকে এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে

-স্টান, এখানেই ব্যাপারটাকে আটকে রেখো না। ভদ্রমহিলার স্বপ্ন আছে, তিনি চারটে সন্ধিচুক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করেছেন।

কীভাবে?

-ভেবে দেখো, ১৯৪৯ সালে কী হয়েছিল? প্রাচ্য দেশগুলি একটা সুন্দর সংগঠন স্থাপন করে। নাম দেওয়া হয়েছিল comecon, ১৯৫৮ সালে ইউরোপের দেশগুলো মিলে স্থাপন করে একটি কমন মার্কেট, তাই তো?

-হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।

-আমাদের হাতে একটা সংস্থা আছে, অরগানাইজেশন ফর ইকোনমিক কোঅপারেশন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট, এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আছে, আছে কয়েকটা পশ্চিম দেশ এবং যুগোস্লাভিয়া। আমরা কেন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে ভুলে যাব? ভেবে দেখ তো, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রথম সারিতে এসে গেছে।

প্রেসিডেন্টের কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা জেগেছে- সম্ভাবনার কথা চিন্তা কর! যদি আমরা এই সমস্ত সংগঠনগুলিকে একীভূত করতে পারি তাহলে কী হবে? তাহলে বিশ্বের বাজারটাতে আমরা কর্তৃত্ব করতে পারব। আর বিশ্বের বুকে চিরস্থায়ী শান্তি স্থাপিত হবে।

স্টানটন রজার্স সাবধানে বললেন- কল্পনার মধ্যে বাস্তবতা কতখানি আছে, আমি জানি না, কিন্তু এটা তো অনেক দিনের ব্যাপার।

তুমি কি একটা পুরোনো চাইনিজ কোয়ার মনে রেখেছ- একটা পা ফেলেই আমরা হাজার মাইলের পদযাত্রা শুরু করি।

-কিন্তু ভদ্রমহিলা একেবারে অ্যামেচার।

-আমাদের অনেক বিশিষ্ট রাষ্ট্রদূত তো অ্যামেচার হিসেবেই জীবন শুরু করেছিলেন। ভেবে দেখতো, গ্রেট ব্রিটেনের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত অ্যামে আর্মস্টং-এর কথা। তার কোনো রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল না। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ।

ডেনমার্ক পাল্‌ মেস্টাকে বসানো হয়েছিল, ইতালিতে আমাদের অ্যাম্বাসাডর ছিলেন ক্লারে বুথে বুস। জন গভিন, একজন অভিনেতা, তাকে মেক্সিকোতে পাঠানো হয়। তাহলে? তোমার চোখে এঁরা সকলেই অ্যামেচার।

-কিন্তু তুমি এই ভদ্রমহিলা সম্পর্কে কী জানো?

উনি বুদ্ধিমতী, ওঁর মাথাটা পরিষ্কার, নতুন জিনিসের সঙ্গে সহজেই মানাতে পারেন। ওঁর নাম হল ম্যারি অ্যাসলে।

.

দুদিন কেটে গেছে, প্রেসিডেন্ট এলিসন এবং স্টানটন রজার্স একসঙ্গে বসে প্রাতরাশ সারছেন।

তোমাকে একটা খবর দেওয়ার আছে, স্টানটন রজার্স, তার পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে বললেন ম্যারি এলিজাবেথ অ্যাসলে, সাতাশ নম্বর ওল্ড মিল ফোর্ড রোড, জাংশন সিটি, কানসাস। বয়েস পঁয়ত্রিশ, ডঃ এডওয়ার্ড অ্যাসলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, দুটি সন্তানের জননী। বেথের বয়স বারো আর টিমের বয়স দশ। ওই ভদ্রমহিলা জাংশন সিটি চ্যাপ্টারের ওম্যান ভোটাসের চেয়ারম্যান। ইস্ট ইউরোপীয়ান পলিটিক্যাল সায়েন্স বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটিতে। ওঁর ঠাকুরদাদার জন্ম হয়েছিল রোমানিয়াতে।

-হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ, রোমানিয়া সম্পর্কে ওঁর ব্যক্তিগত আগ্রহ আছে।

-তাহলে?

এবার ভদ্রমহিলাকে নজরে রাখো। ওঁর অতীত ইতিহাসটা পুরো জানতে হবে।

.

০৪.

ম্যারি অ্যাসলে, আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না।

ব্যারি ডাইলান, সবথেকে উজ্জ্বল এবং কমবয়সি ছাত্র, অ্যাসলের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে, আলেকজানড্রোসের মতো খারাপ মানুষ আমি কখনও দেখিনি।

-ওই ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু বলতে পারবে? ম্যারি জানতে চাইলেন।

এই সেমিনারে বারোজন গ্রাজুয়েট ছাত্র যোগ দিয়েছে। কানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটি হলে এই সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ছাত্ররা সকলে ম্যারির সামনে বসে আছে, অর্ধবৃত্তাকারে। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় অধ্যাপিকা। অসাধারণ বাগ্মী। কথার মধ্যে কৌতুক কণার বৃষ্টিপাত। এমনভাবে আলোচনা করেন, মনে হয় আন্তরিক। মাঝেমধ্যে তার ডিম্বাকৃতি মুখটি পরিবর্তিত হয়। কখন কোন আবেগ তাকে আল্লাত করছে, তার ওপর নির্ভর করে এই রূপান্তর। দেখতে ভারি সুন্দর! চোখের তারায় দৃষ্টিগ্রাহ্য ধূসরতা। মাথার চুল ঘন এবং সংবদ্ধ। তার স্বাস্থ্যসুখমা দেখে মেয়েরা অবাক হয়ে যান, ছাত্রদের মনে স্বপ্ন জগতের হাতছানি। ম্যারি জানেন না, কত সুন্দরী তিনি!

ব্যারি ভাবছিলেন, উনি কি স্বামীকে নিয়ে তৃপ্ত? এখন আবার সমস্যাটা এসে দাঁড়াল।

—হ্যাঁ, যখন ওই ভদ্রলোক রোমানিয়ার শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন, তিনি বিরুদ্ধপক্ষদের বিলুপ্ত করার চেষ্টা করেন। সোভিয়েতপন্থী হয়ে ওঠেন।

আরেকজন ছাত্র উঠে দাঁড়িয়ে বললেন প্রেসিডেন্ট এলিসন তাই তার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছেন।

—আমরা তাকে পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে আনতে চাইছি।

—মনে রেখো, ম্যারি বললেন, নিকোলাই কিন্তু দু তরফের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করতে চান। কখন এই ঘটনাটা শুরু হয়েছিল মনে আছে কী?

ম্যারি বললেন- হ্যাঁ, ১৯৬০ সালে, রাশিয়া এবং চিনের মধ্যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল।

-রোমানিয়ার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কী জানো? ওয়ারশ চুক্তির মধ্যে যে দেশগুলি আছে, তাদের সাথে এবং রাশিয়ার সাথে কেমন সম্পর্ক ম্যারি জানতে চাইলেন।

এখন সম্পর্ক আরও ভালো হয়েছে।

আরেকটি কণ্ঠস্বর শোনা গেল-আমি তা মনে করি না। রোমানিয়া রাশিয়াকে আক্রমণ করেছে, রাশিয়া কেন আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে নাক গলাচ্ছে, প্রফেসর অ্যাসলে?

ঘন্টা পড়ে গেল, সময় হয়েছে।

ম্যারি বললেন সোমবার আমি এ ব্যাপারে আরও কথা বলব। আমি বোঝাব, রাশিয়া পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি সম্পর্কে কী মনোভাব পোষণ করেছে। প্রেসিডেন্ট এলিসন কেন এই ব্লকের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করতে চলেছেন সেটাও বলব। সপ্তাহের শেষটা তোমাদের ভালো কাটুক, কেমন।

ম্যারি দেখলেন, ছাত্রছাত্রীরা উঠে দাঁড়িয়েছে, তারা সার বেঁধে দরজার দিকে এগিয়ে চলেছে।

-আপনিও ভালো থাকবেন প্রফেসর।

ম্যারি অ্যাসলে এইসব সেমিনারে ভাষণ দিতে খুবই ভালোবাসেন। ইতিহাসের পাশাপাশি ভূগোলও জীবন্ত হয়ে ওঠে। বুঝতে পারা যায়, এই সব ছাত্রছাত্রীরাই একদিন দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রক হয়ে উঠবে।

কানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটিতে তিনি পাঁচ বছর ধরে পড়াচ্ছেন, এখনও প্রতি মুহূর্তে উত্তেজনা অনুভব করেন। সারা বছরে পাঁচটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্লাশ তাকে নিতে হয়। এছাড়া গ্রাজুয়েট সেমিনারে যোগ দিতে হয়। প্রত্যেকটি সেমিনারে সোভিয়েত দেশ এবং তার আশ্রিত দেশগুলি সম্পর্কে কথা বলতে হয়। মাঝেমাঝে নিজেকে কেমন যেন প্রতারক বলে মনে হয় অধ্যাপিকার। হায়, যেসব দেশের কথা আমি বলি, সেসব দেশে আমি কখনও পদার্পণ করিনি। শুধুই পুঁথিপড়া বিদ্যা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে যাবার সৌভাগ্য অথবা সুযোগ কিছুই হল না আমার।

ম্যারি অ্যাসলের জন্ম হয়েছিল জাংশন সিটিতে। তাঁর পরিবারের একমাত্র যিনি ইউরোপ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, তিনি হলেন ঠাকুরদাদা। তিনি এসেছিলেন রোমানিয়ার একটি ছোট গ্রাম ওডনের থেকে।

মাস্টার ডিগ্রি লাভ করার পর ম্যারি ভেবেছিলেন বিশ্ব ভ্রমণে বেরোবেন। কিন্তু সেই বছর গরমকালে এডওয়ার্ড অ্যাসলের সঙ্গে তার দেখা হল। ইউরোপীয় পরিভ্রমণ পরিণত

হল জাংশন সিটি থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী ওয়াটারভিলার মধুচন্দ্রিমাতে। এখানে এডওয়ার্ড গিয়েছিলেন এক হার্ট পেশেন্টকে শুশ্রূষা করতে।

ম্যারি বলেছিলেন- পরবর্তী বছর আমরা নিশ্চয়ই যাব। রোম, প্যারিস আর রোমানিয়াতে।

দেখা যাক আসছে বছর গরমকালে।

.

পরবর্তী গরমে বেথের জন্ম হল। এডওয়ার্ড গ্রেগরি কম্যুনিটি হাসপাতালের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দুবছর পর টিমের জন্ম হল। ম্যারি পি এইচ ডি ডিগ্রি নিলেন। কানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়াতে শুরু করলেন। বছরগুলো কোথা দিয়ে কেটে গেল। শিকাগো, আটলান্টা এবং ডেনভা ছাড়া তিনি আর কোথাও যাননি। অর্থাৎ কানসাস রাজ্যের বাইরে যাবার সুযোগ তার হয়নি।

একদিন... ম্যারি ভাবলেন।

.

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। তুমার অদ্ভুত কারুকাজ আঁকছে, ধূসর পৃথিবী। আবার তুমার পড়তে শুরু হল। ম্যারি চামড়ার কোটটা পরলেন, লাল উলের স্কার্ফ, এবার এগিয়ে গেলেন যেখানে তার গাড়ি পার্ক করা আছে সেইদিকে।

ক্যাম্পাসটা বিশাল, তিনশো পনেরো একর, সাতাশিটা বাড়ি আছে, ল্যাবরেটরি, থিয়েটার চ্যাপেল, চারপাশে গাছের সমারোহ। দূর থেকে মনে হয় এটা বোধহয় প্রাচীন দুর্গপ্রসাদ।

ম্যারি টেনিসন হলকে পাশে রেখে এগিয়ে গেলেন। এক অজানা ভদ্রলোক নিকন ক্যামেরা নিয়ে তাকে অনুসরণ করছেন। তিনি একটির পর একটি ছবি তুলছেন ম্যারিকে সামনে রেখে।

কিন্তু কেন? বোঝা গেল না। এক ঘণ্টা বাদে এই ফটোগ্রাফার নেগেটিভ পাঠানো হল ওয়াশিংটন ডিসিতে।

প্রত্যেক শহরের একটা নিজস্ব ছন্দ থাকে, থাকে নিজস্ব জীবন যন্ত্রণা এবং উন্মাদনা। জাংশন সিটি, কানকাস সিটির একশো ত্রিশ মাইল দূরবর্তী একটা ছোট্ট শহর। এখানে ‘ডেইলি ইউনিয়ন’ নামে একটি পত্রিকা আছে। একটি রেডিও এবং টেলিভিশন স্টেশন আছে। আর অসংখ্য দোকান আছে শহরের কেন্দ্রস্থলে। দুনম্বর স্ট্রিট সবথেকে জনপ্রিয়। ফাস্ট ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক আছে, ডোমিনো পিজা, সাভার জুয়েলারি, আরও কত কী। ফাস্টফুডের চেন আছে, বাস স্টেশন, ছেলেদের পোশাকের দোকান, মদের দোকান। জাংশন সিটিতে যাঁরা বাস করেন তারা শান্তি এবং নৈঃশব্দ্যকে ভালোবাসেন। সপ্তাহের শেষের দিকে জাংশন সিটির পার্শ্ববর্তী ফোর্টরিলের সৈন্যদের দাপাদাপিতে ভরে ওঠে। শুরু হয় তাদের অবসর এবং আনন্দের প্রহর।

ম্যারি অ্যাসলে ডিরঙ্গ মার্কেটে থামলেন। কিছু খেতে হবে। তারপর, বাড়ি অর্থাৎ ওল্ড মিল ফোর্ড রোডের দিকে এগিয়ে যাবেন। লেকের ধারে তাদের ছোট বাসস্থান। ওক আর এলম গাছের সমাহার।

অ্যাসলের বাড়িটি দোতলা, পাথর দিয়ে তৈরি। একটু উঁচু টিলার ওপর। ডঃ এডওয়ার্ড অ্যাসলে এই বাড়িটি কিনেছিলেন তেরো বছর আগে। মস্ত বড়ো একটা লিভিংরুম আছে। ডাইনিং রুম, লাইব্রেরি, ব্রেকফাস্ট রুম, কিচেন। দোতলায় আছে মাস্টারস সুইট আর দুটো অতিরিক্ত বেডরুম।

ম্যারি মাঝে মধ্যেই অনুযোগ করতেন- দুজনের পক্ষে বাড়িটা বিরাট।

এডওয়ার্ড প্রিয়তমা স্ত্রীকে আদর করতে করতে বলতেন- কেন ভাবছ, আমরা চিরদিন দুই থাকব নাকি?

.

ম্যারি ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে এলেন। টিম এবং বেথ তাকে অভ্যর্থনা করার জন্য অপেক্ষা করছে।

টিম আনন্দের সঙ্গে বলল- মা-মা, তুমি কি জানো খবরের কাগজে আমাদের ছবি ছাপা হবে?

ম্যারি বললেন- আঃ, ব্যাগটা রাখতে দে। কোন্ কাগজ?

-লোকটা বলেননি, উনি আমাদের ছবি নিচ্ছিলেন।

ম্যারি ছেলের মুখের দিকে তাকালেন- উনি বলেননি কেন?

না, টিম জবাব দিল। কিন্তু ওঁনার হাতে একটা নিপটি নিকন ক্যামেরা ছিল।

রোববার, ম্যারি তার পঁয়ত্রিশতম জন্মদিন পালন করলেন। এডওয়ার্ড তার জন্য কাউন্টি ক্লাবে একটা সারগ্রাইজ পাটির ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রতিবেশী ফ্লোরেন্স আর ডগলাসকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আরও চার জোড়া দম্পতি। এডওয়ার্ডকে মনে হল, তিনি বুঝি হারোনো শিশুদিনে পৌঁছে গেছেন। ম্যারির মুখে কৌতূহল এবং উজ্জ্বলতা। তারা ক্লাবের দিকে এগিয়ে গেলেন। গেটে রয়েছে হ্যাপি বার্থডে ব্যানার। আঃ কী দুষ্ট, আমাকে কিছুটি বলেনি। গত দু সপ্তাহ ধরে নীরবে এই আয়োজন চলছিল।

এখনও আমাকে কত ভালোবাসে! এডওয়ার্ডের দিকে চোরা চোখে তাকাতে তাকাতে ম্যারির মনে হয়েছিল। এঁরা সকলেই ডাক্তারের পরিবার। তাই বোধহয় এমন পরিশীলিত মনের অধিকারী। জাংশন সিটির সব সেরা সার্জেন। বাবা হিসেবেও অতুলনীয়। স্বামী হিসেবে অনন্য।

ম্যারি মোমবাতি নিভিয়ে দিলেন। জন্মদিনের কেক কাটলেন। তাকালেন এডওয়ার্ডের দিকে, ভাবলেন, এই পৃথিবীতে আমি সুখীতমা রমণী।

সোমবার সকালবেলা, হ্যাং ওভার কেটে গেছে, ম্যারি উঠেছেন। কাল খুব হৈ-হৈ হয়েছে। যথেষ্ট শ্যাম্পেন পেটে পড়েছে। ম্যারি খুব একটা মদ খেতে অভ্যস্ত নন। তাই বোধহয় এখনও ঘুম-ঘুম পাচ্ছে।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলেন। ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে হবে।

ম্যারি কিছু বলার চেষ্টা করলেন।

বেথ ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। হাতে অনেকগুলো বই- মা, কার সঙ্গে কথা বলছ? মনে মনে!

বেথ কিচেন টেবিলে পৌঁছে গেছে-না মা, আমি এটা খেতে পারব না। তুমি কি আমায় মেরে ফেলবে নাকি?

মা বললেন আজকের মতো খেয়ে নে। কাল অন্য কিছু দেব।

দশ বছরের টিম রান্নাঘরে ছুটে গেছে। সে মাথা ঝাঁকিয়ে বলছে, আমি বেকন আর ডিম খাব।

দিন তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলেছে, অসহ্য মাথার যন্ত্রণা।

বাচ্চাদের স্কুলের যাবার সময় হল। ওরা চলে গেলেই বাড়িটা শান্ত হবে।

এডওয়ার্ড সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছেন। এতদিন বাদেও এডওয়ার্ডকে দেখে খুবই আকর্ষণীয় পুরুষ বলে মনে হয়।

সুপ্রভাত ডার্লিং, এডওয়ার্ড চুমু দিলেন। তারা দুজনে কিচেনে চলে গেলেন।

—সুইট হার্ট, তুমি একটা কাজ করবে?

কী কাজ বলো।

আমি দুটো ছেলেকেই বেচে দেব।

কাদের কাছে?

যাকে পাব তার কাছে।

—কে ওদের কিনবে?

—অপরিচিত কেউ। ওরা এত দুষ্টুমি করে। আর ভালো লাগছে না।

এডওয়ার্ড হাসলেন, বুঝতে পারলেন, এটা মায়ের আদর।

এত সুন্দর সুখী দাম্পত্য জীবন। আনন্দ যেন উপচে পড়ছে।

আরও একবার স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে ম্যারি ভাবলেন, আমি কত সুখী।

শেষ পর্যন্ত ম্যারি বললেন- ঠিক আছে, ছেলে দুটিকে আমি আমার কাছেই রাখব। কারণ তাদের বাবাকে আমি খুবই ভালোবাসি।

-সত্যি কথা বলব? আমিও ওই বাচ্চা দুটির মাকে ভালোবাসি। ম্যারিকে আলিঙ্গনে নিষ্পেশিত করতে করতে এডওয়ার্ড বললেন- শুভ জন্মদিন।

-তুমি এখনও আমাকে ভালোবাসো, আমি তো বুড়ি হয়ে গেছি!

আমি বুড়িদেরই ভালোবাসি।

ধন্যবাদ।

কিছু একটা মনে পড়ে গেল ম্যারির, আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। ডিনার বানাতে হবে।

.

ম্যারি আর এডওয়ার্ড একসঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। বাতাসে তাদের চুল উড়ছে। এডওয়ার্ড ফোর্ড থানাডেতে উঠে পড়লেন। ম্যারি তার স্টেশন ওয়াগনে ঢুকে পড়েছেন।

এডওয়ার্ড বললেন- হাইওয়েতে বরফ জমেছে। সাবধানে চালিও, কেমন?

-তুমিও সাবধানে যেও।

বাতাসের ভেতর ম্যারি চুমু ছুঁড়ে দিলেন। দুজনে দুদিকে চলে গেলেন। এডওয়ার্ড যাবেন হাসপাতালের দিকে। ম্যারির গন্তব্য ম্যানহাটন। ষোলো মাইল দূরে, যেখানে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের অবস্থান।

বাড়ির সামনেই একটা গাড়ি দাঁড় করানো ছিল। দুজন মানুষ নেমে এলেন। তারা দেখলেন, স্বামী-স্ত্রী চলে যাচ্ছেন।

একজন বললেন— এবার আমরা যাব।

ড্রাইভার বসেছিলেন। এবার যাত্রা শুরু হল।

ম্যারিদের পাশের বাড়িতে তারা পৌঁছে গেছেন। মধ্যবয়সী এক ভদ্রমহিলা।

আপনি কি মিসেস ডগলাস সিফার?

হ্যাঁ।

ভদ্রলোক পকেট থেকে কার্ড বের করলেন। তিনি বললেন, আমার নাম রোনাল্ড জ্যামলক। আমি স্টেট গভর্নমেন্টের সিকিউরিটি এজেন্সিতে কাজ করছি।

কী হয়েছে? একথা বলবেন না যে, আমার স্বামী ব্যাঙ্ক ডাকাতি করেছে।

এজেন্ট হাসলেন না ম্যাডাম, আমি আপনার প্রতিবেশী মিসেস অ্যাসলে সম্পর্কে দু-চার কথা জানতে চাইছি।

– কেন? ম্যারি? কী হয়েছে?

–আমি কি ভেতরে আসব?

–অবশ্যই আসুন। বসুন। কফি নেবেন?

না, ধন্যবাদ। আমি কয়েকটা মিনিট সময় নেব।

–ম্যারি সম্বন্ধে কেন জানতে চাইছেন?

–এটা একটা রুটিন চেক। উনি কোনো খারাপ কাজ করতেই পারেন না। সেটা আমরাও জানি।

— আমারও তাই মনে হয়। ম্যারি অ্যাসলেকে আমি এক অনবদ্য চরিত্রের মেয়ে বলতে পারি।...ওঁনার সাথে আপনার দেখা হয়েছে?

না ম্যাডাম, ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়। আপনিও গোপনীয়তা রক্ষা করবেন। কতদিন ধরে আপনি মিসেস অ্যাসলেকে চেনেন?

–তেরো বছর ধরে। সে তো আমার পাশের বাড়িতেই থাকে।

-অ্যাসলের সঙ্গে আপনার ভালো বন্ধুত্ব?

-হ্যাঁ, ম্যারি আমার খুব কাছের বন্ধু।

-তার স্বামী সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

-ডগলাস এবং আমি ছাড়া ওঁরা হলেন পৃথিবীর সবথেকে সুখী দম্পতি।

শ্রীমতী অ্যাসলের দুটি সন্তান আছে, বারো বছরের একটি ছেলে আর দশ বছরের একটি মেয়ে। কী তাই তো?

-হ্যাঁ, বেথ আর টিম।

-মা হিসেবে তিনি কেমন?

-অসাধারণ! কোনো অভিযোগ নেই।

-তাহলে আপনি বলছেন, মিসেস অ্যাসলে এক আবেগসঞ্চারিত মহিলা?

অবশ্যই।

-তার জীবনের কোনো সমস্যা?

-না-না।

-উনি কি মদ খান?

-না, উনি অ্যালকোহল পছন্দ করেন না।

ড্রাগসের বিষয়?

-মিস্টার, আপনি ভুল শহরে এসেছেন। জাংশন সিটিতে এই ধরনের কোনো সমস্যা নেই।

মিসেস অ্যাসলে এক ডাক্তারকে বিয়ে করেছেন...?

-তাতে কী হয়েছে?

-যদি তিনি ড্রাগস চান?

-আবার কেন এক কথা বলছেন? উনি সেই ধরনের মহিলা নন।

এইভাবে কথাবার্তা এগিয়ে চলল। অনেক খবর পাওয়া গেল।

.

দুজন এজেন্ট চলেছেন ওয়াশিংটন স্ট্রিটের দিকে। তারা উত্তরদিকে যাবেন। তারা একটা বিলবোর্ড পার হলেন। লেখা আছে- আপনি স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করছেন। আনন্দ উপভোগ করুন।

রেকস বললেন- ঠিকই বলেছে।

চেম্বার অফ কমার্সের বাড়ি, রয়্যাল অর্ডার, একটি বার, কমার্সিয়াল বাড়িগুলি, পথ এগিয়ে গেছে।

রোনাল্ড বললেন- যিশু, প্রধান রাস্তাটা দুটো ব্লক পরে! মস্ত বড় একটা শহর?

রেক বললেন- হ্যাঁ, এ পথেই আমাদের এগোতে হবে।

ডগলাস এক সহজ সরল স্বভাবের মানুষ। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মুখে বিষাদঘন অভিব্যক্তি। কেন? সিম্বার এখন ব্রিজ খেলাতে হারতে বসেছেন। দশ হাজার পয়েন্ট পেছনে আছেন তিনি। আজ সন্ধ্যায় এই ঘটনা চারবার ঘটল। ফ্লোরেন্সের স্থির বিশ্বাস, অবস্থাটা কাটিয়ে ওঠা যাবে।

ডগলাস কার্ড ফেলেছিলেন- ফ্লোরেন্স! কী খেলছ তুমি? তুমি কি খেলতে জানো না?

-আমি দুঃখিত, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

-ঠিক আছে, ভালো করে খেলার চেষ্টা করো।

এডওয়ার্ড ফ্লোরেন্সকে জিজ্ঞাসা করলেন ম্যাডাম, কিছু অসুবিধা হচ্ছে কী?

ম্যারি, এবার তোমার খেলা।

আমি খেলব?

–কোনো সমস্যা?

ম্যারি বললেন– সমস্যা কেন?

–আমি বলব না, আমি বলতে পারি না।

কাকে আপনি কথা দিয়েছেন? এডওয়ার্ড জানতে চাইলেন।

–ওয়াশিংটন থেকে এক ফেডারেল এজেন্ট এসেছিলেন। তিনি আজ সকালে ম্যারি সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করলেন। তার কথা শুনে মনে হল, ম্যারি বোধহয় এক ইন্টারন্যাশনাল স্পাই।

এডওয়ার্ড জানতে চাইলেন– কী ধরনের প্রশ্ন?

–আপনাদের সম্পর্কে, বিশেষ করে ম্যারি সম্পর্কে। ম্যারি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সং নাগরিক কিনা? মা এবং স্ত্রী হিসেবে তিনি কি কর্তব্য পালন করছেন? ড্রাগস গ্রহণ করেন কিনা?

কী আশ্চর্য! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

ম্যারি বললেন- না-না, মনে হচ্ছে, এটা বোধহয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে। আমার কার্যকাল বাড়ানো হবে কিনা, তা নিয়ে।

ফ্লোরেন্স জানতে চাইলেন- কী ব্যাপার?

মাঝে মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় এই ধরনের লোক পাঠায়। যাঁরা সেখানে অধ্যাপনা করেন, তাদের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সবকিছু নিয়ে আলোচনা করা হয়।

-তা হতে পারে, ফ্লোরেন্স স্যার একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। আমি ভেবেছিলাম ওঁরা বোধহয় আপনাকে বন্দি করবেন।

ম্যারি হাসলেন- না-না, তা কী করে সম্ভব!

ডগলাস সিফার বললেন- খেলাটা চালিয়ে যাবে কী? আমার পায়ে ব্যথা হচ্ছে।

না, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আর বাজে তাস ফেলব না।

.

০৫. অ্যাবিউড, ইংল্যান্ড

চেয়ারম্যান ঘোষণা করলেন পূর্ব নির্ধারিত নিয়ম অনুসারেই আমরা এই মিটিং-এ এসেছি। মনে রাখবেন এই মিটিং-এর কোনো রেকর্ড রাখা হবে না। আমরা এখন থেকে একে অন্যকে কোড নামে ডাকব।

ফ্লেমোর ক্যাসল, পঞ্চদশ শতাব্দীর একটি দুর্গ। তার লাইব্রেরি ঘরে আটজন এসেছেন। দুজন সশস্ত্র ব্যক্তি, সাদা পোশাকে। তাদের পরনে হেলি ওভারকোট। তারা সবদিকে সতর্ক নজর রেখেছেন। তৃতীয় জনও সশস্ত্র। আমন্ত্রিত অতিথিরা বিভিন্ন জায়গাতে বসলেন।

চেয়ারম্যান বলতে শুরু করলেন কয়েকটা বাজে খবর এসেছে। মারিন থোজা আলেকজানড্রোসের বিরুদ্ধে একটা অভ্যুত্থান ঘটাতে চলেছেন। রোমানিয়ার একজন পদস্থ সরকারি কর্মচারি তাকে এব্যাপারে সমর্থন করবেন। এবার মনে হয় তিনি সফল হবেন।

ওডিন বললেন- আমরা এখন কী করব?

-আমাদের আরও সাবধান হতে হবে। পশ্চিম অভিমুখে অনেকগুলো জানালা খুলতে হবে।

লেয়ার মন্তব্য করলেন যাতে এই অভ্যুত্থান না হয় সেদিকে আমরা নজর দেব কী?

বালডার জানতে চাইলেন কীভাবে?

-থোজাকে মেরে ফেলতে হবে। চেয়ারম্যান বললেন।

-এটা অসম্ভব! তার অনেক বন্ধু আছে। তার ভিলাটি যেখানে অবস্থিত, সেখানে ঢোকা খুব একটা সহজ নয়। কেউ এই কাজে যোগ দেবে কী?

না, আমরা সরাসরি করব না। ষড়যন্ত্র করতে হবে। চেয়ারম্যান আবার বললেন।

-সেটা হবে কীভাবে?

কনট্রোলার এব্যাপারে একটি গোপন আলোচনা করতে চাইছেন। আমরা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীদের ভাড়া করতে পারি।

-আবুল আব্বাস?

-না, এখন নতুন কেউ এসেছেন। তার নাম অ্যাঞ্জেল।

-আমি তো কখনও তার নাম শুনিনি। সিগমন্ড বললেন।

-ঠিকই বলেছেন। অ্যাঞ্জেলের ইতিহাসটা খুব ভালোভাবে জানতে পারা যায়নি। কনট্রোলার অফিসে যে ফাইল আছে, তাতে দেখতে পাচ্ছি, অ্যাঞ্জেল ভারতের শিখ খলিস্তান আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা। সে পুওরতিরিকোর সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গেও ভালো যোগাযোগ রেখে চলেছে। কম্বোডিয়াতে যে অভ্যুত্থান হয়েছে, তার অন্তরালেও ওই লোকটির ভূমিকা স্বীকার করা হয়েছে। ইজরায়েলে অন্তত ছজনকে সে গুপ্ত হত্যা করেছে। ইজরায়েল তার জন্য দশ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

বাঃ, ব্যাপারটা উৎসাহব্যঞ্জক! থর বললেন, আমরা কীভাবে তার দেখা পাব?

তার দাম খুবই বেশি। যদি সে শর্তে রাজি থাকে। খরচা পড়বে ২০ লক্ষ ডলার।

ফেয়ার বললেন- সেটা না হয় হবে। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটবে তো?

সিগমন্ড আবার জানতে চাইলেন- অ্যাঞ্জেলের সাথে কথা বলা কী করে সম্ভব?

ভদ্রলোকের এক রক্ষিতা আছে, নেউসা মুনেজ।

-কোথায় গেলে মেয়েটিকে পাওয়া যাবে?

-সে আর্জেন্টিনায় থাকে। অ্যাঞ্জেল তাকে বোয়েসআয়ার্সে একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনে দিয়েছে।

থর বলল- তাহলে আমরা কি ওই মেয়েটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করব?

চেয়ারম্যান জবাব দিলেন- কনট্রোলার হ্যারি লানজের নাম করেছে।

-নামটা শোনা বলে মনে হচ্ছে।

চেয়ারম্যান বলতে থাকেন- হ্যাঁ, হ্যারি নামটা পরিচিত। তিনি সিআইএ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। ভিয়েতনামে নিজস্ব ড্রাগ ব্যবসা আছে। একবার দক্ষিণ আমেরিকাতে গিয়েছেন। এই অঞ্চলটা তার নখদর্পণে। এজেন্ট হিসেবে চমৎকার।

চেয়ারম্যান বললেন- আমরা কি ভোট নেব? যাঁরা অ্যাঞ্জেলাকে পেতে চাইছেন, তারা দয়া করে হাত তুলুন।

আটজনের হাতই আকাশের দিকে উঠে গেল।

চেয়ারম্যান বললেন- সভা এখানেই শেষ হল। আপনারা সতর্কতা অবলম্বন করবেন।

সোমবার কনস্টেবল হ্যানসন গ্রিনহাউসে পিকনিকে ব্যস্ত। তিনি একা আসেননি। সঙ্গে আছেন অ্যানি নামে এক অসাধারণ সুন্দরী।

অ্যানি হাসতে হাসতে বললেন- তুমি খাবার তৈরি করো, আমি ডিজার্টটা দেখছি।

এই ডিজার্ট মানে কী? ছ ইঞ্চি লম্বা অসাধারণ কিছু একটা?

কিন্তু কনস্টেবল হ্যানসনের ভাগ্যটা খারাপ। একটা লিমুজিন গাড়ির শব্দ শোনা গেল।

উনি দাঁত খিঁচিয়ে বললেন- মনে হচ্ছে শয়তানরা এখানেও ধাওয়া করেছে।

অ্যানি জবাব দিলেন রাগ কোরো না।

না, এখনও রাগ করিনি।

কুড়ি মিনিট কেটে গেছে। আর একটা গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। জানালায় গিয়ে তিনি দেখলেন, মনে হচ্ছে, এটা বোধহয় সরকারি লিমুজিন। মদরঙা কাঁচ, বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না। প্যাসেঞ্জারদের লুকিয়ে রাখে।

-লেসলি, এখন কী হবে?

-দেখা যাক, এবার কী ঘটতে চলেছে।

আঃ, বুঝতে পারছি না।

কুড়ি মিনিট বাদে কনস্টেবল হ্যানসন বুঝতে পারলেন, তিন নম্বর গাড়িটিও চলে গেল। এবার পুলিশম্যানের সত্তা জেগে উঠছে। আরও পাঁচটা গাড়ি আছে। সবকটি লিমুজিন, এক এক করে সবকটি গাড়ি চলে যাবে।

কনস্টেবল হ্যানসন লাইসেন্স প্লেটের নাম্বারগুলো টুকতে শুরু করলেন।

অ্যানি অভিযোগ করলেন- আজও তুমি পুলিশের কাজ করবে? আরাম ফুটি করবে না?

কনস্টেবল বললেন-ব্যাপারটা ভবিষ্যতে কাজে দেবে হয়তো।

সার্জেন জানতে চাইলেন- ফ্লেমোর ক্যাসলে আপনি কী করছিলেন?

বেড়াতে গিয়েছিলাম স্যার ।

ক্যাসলটা বন্ধ ছিল ।

-কিন্তু গ্রিনহাউস খোলা ছিল ।

-আপনি গ্রিনহাউসে গিয়েছিলেন?

-হ্যাঁ, স্যার ।

-একা, না কাউকে নিয়ে?

স্যার, সত্যিটা বলব?

-হ্যাঁ, সবকিছু । আপনি কেন গাড়িগুলো সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন?

-ওদের ব্যবহারে ।

-গাড়িরা আচরণ করতে পারে কি হ্যানসন? ড্রাইভারদের কথা বলছেন?

-অবশ্যই স্যার। ড্রাইভারদের খুবই সতর্ক বলে মনে হয়েছে। কুড়ি মিনিট অন্তর গাড়িগুলো পার্কিং লট ছেড়ে চলে যায়।

বাঃ, এটা ভালো পর্যবেক্ষণ! তবে এর অন্তরালে অনেক যুক্তি খাড়া করা যেতে পারে। হ্যানসন আপনার কী মনে হচ্ছে?

-আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

-দেখি, কী কী লাইসেন্স নাম্বার আপনি পেয়েছেন?

-এই দেখুন স্যার।

ঠিক আছে, আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব।

.

লাইসেন্স প্লেটের রিপোর্টটা হাতে এল। সার্জেন টুইল ভাবলেন, হ্যানসন বোধহয় কোথাও একটা ভুল করেছেন। তিনি ইন্সপেক্টর পাগোলার কাছে পৌঁছে গেলেন।

-ইন্সপেক্টর, লাইসেন্স প্লেটের নাম্বার।

-হ্যাঁ, দেখি।

অনেক ধন্যবাদ।

এসআইএ-র হেডকোয়ার্টার। ইন্সপেক্টর পাগোলা তার সহকর্মীদের সাথে কথা বলতে ব্যস্ত। এখানে ব্রিটিশ সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের কর্তাব্যক্তিরও এসে উপস্থিত হয়েছেন। দেখা গেল এক ভদ্রলোককে। স্যার আলেক্স হাইডভাইড।

-আমার সাথে কথা বলে আপনার কেমন লাগছে স্যার? আলেক্স জানতে চাইলেন।

স্যার, আপনাকে এ ব্যাপারে জড়িয়েছি বলে আমি দুঃখিত। ইন্সপেক্টর পাগোলা বললেন।

না ইন্সপেক্টর, বুঝতে পারছি আপনার ব্রাঞ্চ কাজ করছে। ওই কনস্টেবলের নাম কী?

-হ্যানসন, লেসলি হ্যানসন।

ইন্সপেক্টর পাগোলার পেছন দিকের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। স্যার আলেক্স হাইডভাইড লাল টেলিফোনে হাত রাখলেন।

বললেন- বালডার, তোমার জন্য একটা খবর আছে। একটা ছোট সমস্যা হচ্ছে। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। তিন জনকে সরাতে হবে। পুলিশ সার্জেন টুইল, ইন্সপেক্টর পাগোলা, কনস্টেবল লেসলি হ্যানসন। খুব তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করতে

হবে। তাদের বিভিন্ন পোস্টে পাঠিয়ে দাও। লন্ডন থেকে যত দূরে সম্ভব। কনট্রোলারকে এখুনি খবরটা দিতে হবে।

নিউইয়র্কের হোটেল ঘর। হ্যারি লানজের ঘুম ভেঙে গেছে। মাঝরাত, টেলিফোনের আর্তনাদ।

এখন কে ফোন করল? ঘড়ির দিকে চোখ পড়ে গেল। রাত চারটে বাজে।

—কে?

মিষ্টি কণ্ঠস্বর, লাইনটা কথা বলতে শুরু করেছে। হ্যারি আমতা আমতা করতে থাকেন।

-হ্যাঁ, স্যার, ইয়েস স্যার। আমি এখুনি যাচ্ছি। প্রথম যে ট্রেনটা পাব, সেটা ধরেই সোজা বুয়েন্স আয়ার্স। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

লানজ রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। সিগারেট ধরালেন। হাত কাঁপছে। যে ভদ্রলোকের সঙ্গে উনি কথা বললেন, তিনি এই পৃথিবীর সব থেকে খতরনক আদমি। হ্যারিকে এখন কী করতে হবে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। হ্যারি নিজেকেই প্রশ্ন করলেন, বিরাট কোনো কাজ কী? একটা খবর দেবার জন্য এই মানুষটি পঞ্চাশ হাজার ডলার অনায়াসে দিয়ে দেন। আর্জেন্টিনাতে গেলে কত পাওয়া যেতে পারে? হ্যারি দক্ষিণ আমেরিকার মেয়েদের

ভালোবাসেন। অন্তত জনা বারো সুন্দরীর খবর তিনি রাখেন, যাদের শরীরের সব জায়গা চিবিয়ে খেতে হয়।

-তার মানে দিনটা শুভ সংকেত দিয়ে শুরু হবে।

.

সকাল নটা। লানজ টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন। অ্যারোলাইন্স আর্জেন্টিনার নাম্বারে ফোন করলেন।

বুয়েন্স আয়ার্সের দিকে আপনাদের প্রথম বিমান কখন উড়বে?

.

৭৪৭ বুয়েন্স আয়ার্সের এয়ারপোর্টে এসে থামল। বিকেল পাঁচটা। দীর্ঘ যাত্রা। হ্যারি লানজ এতে কিছুই মনে করেননি। একটা খবর দেওয়ার জন্য পঞ্চাশ হাজার ডলার! মাথার ভেতর উত্তেজনা। পাঁচ বছর আগে তিনি আর্জেন্টিনায় শেষবারের মতো এসেছিলেন। সবকিছু কেমন নতুন বলে মনে হচ্ছে।

হ্যারি লানজ প্লেন থেকে বাইরে এলেন। গরম বাতাস তাকে অভ্যর্থনা জানাল। হ্যাঁ, এখানে বড্ড গরম।

ট্যাক্সি এগিয়ে চলেছে। লানজ তাকিয়ে আছেন আকাশ পথের দিকে। অনেক কিছু পালটে গেছে। আহা, কত সুখই না ছিল এখানে।

ফিয়েস্টা শেষ হয়েছে। মানুষজন আবার বেরিয়ে এসেছে। ট্যাক্সি হোটেলে এসে থামল। হোটেলটি শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, ফ্যাশান দুরন্ত এলাকায়। লানজ ড্রাইভারকে টাকা দিলেন। বললেন, বাকিটুকু তোমার কাছে রেখে দাও।

ডেস্কে নাম লেখা হল। পরিচয় লিখলেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার তাঁর দিকে তাকালেন। বেডরুমের ভাড়া দৈনিক ষাট ডলার। বাথরুম, লিভিংরুম সব পাওয়া যাবে। টেলিভিশন এবং শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বসার ঘর। ওয়াশিংটনের সঙ্গে এর তুলনা করতে ইচ্ছে হল।

এখানে আমি বেশ কয়েকদিন থাকব। নেউসাকে কাল ডেকে পাঠাব।

দু-সপ্তাহ লেগেছিল নেউসারের সাথে যোগাযোগ করতে। কিন্তু কেন?

অনুসন্ধান শুরু হল। হ্যারি টেলিফোন ডিরেক্টরির পাতায় চোখ রাখলেন। অনেকগুলো নাম পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আসল নামটা কোথায়? সেই ভদ্রমহিলা, যার জন্য হন্যে হয়ে আমি এখানে ছুটে এসেছি? লানজ অবাক হলেন! এখান থেকে সেখানে ছুটে যাচ্ছেন। কিন্তু কারোর সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না।

লা বেলা নামে একটি বারে গিয়ে ঢুকলেন। বারটেন্ডার তাকে দেখে অবাক আমি ভেবেছিলাম আপনি বোধহয় বেঁচেই নেই! ভারি ভালো লাগছে আপনি আবার এলেন, তাহলে? এবার কেন এসেছেন?

লানজ বললেন- আমি এক পুরোনো বান্ধবীর সন্ধানে এসেছি। একসময় ভেবেছিলাম আমরা বিয়ে করব। কিন্তু সেই বান্ধবীর পরিবার হঠাৎ এখান থেকে চলে যায়। সম্পর্কটা কেঁচে গেছে। তার নাম নেউসা মুনেজ।

বার-টেনডার বললেন- এই নাম তো কখনও শুনিনি!

-যদি এই নামটা শোনেন, তাহলে অ্যান্টনি, আমাকে জানাতে ভুলবেন না।

.

লানজ এলেন তার এক বন্ধুকে দেখতে, পুলিশ হেড কোয়ার্টারে।

লানজ, আমি হ্যারি লানজ!

-হ্যালো জর্জ, তোমার সাথে অনেকদিন পর দেখা হল।

-শুনেছি সিএ নাকি তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে?

হ্যারি হাসলেন- ঠিক সেভাবে নয়, ওরা আমাকে থাকতে বলেছিল। কিন্তু আমার নিজস্ব কাজ আছে।

কী কাজ?

-আমি একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছি। এই কাজে আমি বুয়েন্স আয়ার্সে এসেছি। আমার এক ক্লায়েন্টের মৃত্যু হয়েছে। পাঁচ সপ্তাহ আগে। তিনি এক মেয়েকে রেখে গেছেন। অনেক টাকা দেবেন তাকে, আমি সেই মেয়েটাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করছি। আমি শুনেছি ওই মেয়েটি নাকি বুয়েন্স আয়ার্সে থাকে।

তার নাম কী?

নেউসা মুনেজ।

-এক মিনিট দাঁড়াও তো। না, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারছি না। আমাদের কম্পিউটার বা ফাইলে এই নাম লেখা নেই।

-ঠিক আছে, আমি দেখছি, অন্য কোথাও খবর পাওয়া যায় কিনা।

.

এবার বারগুলোতে অনুসন্ধান করতে হবে। পুরোনো চেনা বার, তারপর নতুন বার। কিন্তু সব জায়গায় একই খবর। এই মেয়েটির কোনো চিহ্ন নেই।

হারি লানজ ভাবলেন, কোথায় যাওয়া যায়? ভাবতে ভাবতে লা বোকাতে এলেন। শহরের কেন্দ্রস্থলে অসাধারণ বিনোদন কেন্দ্র। চারপাশে ঝকঝকে দোকান। এখানেও নেউসা মুনেজের সন্ধান পাওয়া গেল না। এই প্রথম মনে হল, আমি বোধহয় অরণ্যের মধ্যে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছি। নিষ্ক্রমণের পথ জানি না।

পিলার । ছোট্ট একটা বার এবং ভাগ্য পরিবর্তিত ।

শুক্রবার রাত্রি । বারে শ্রমজীবী মানুষের ভিড় । দশ মিনিট পর লানজ বার অ্যাটেনডারের কাছে পৌঁছোতে পারলেন ।

বার অ্যাটেনডার বললেন- নেউসা মুনেজ? হ্যাঁ, আমি ভদ্রমহিলাকে চিনি । আপনি মধ্যরাতে আসুন, তাহলে দেখা পাবেন ।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা হ্যারি লানজ পিলারে এসে পৌঁছেছেন এগারোটায় সময় । দেখছেন, বারে জনসমাগম ক্রমশ বাড়ছে ।

মধ্যরাত । তিনি আরও নার্ভাস হয়ে উঠলেন, কীভাবে কথা হতে পারে? সত্যি সত্যি উনি কি নেউসা মুনেজ?

হো-হো করে হাসতে হাসতে একদল তরুণী বারে ঢুকে পড়েছে । তারা একজন পুরুষের চারপাশ ঘিরে বসল । লানজ ভাবলেন, না, এদের মধ্যে বোধহয় নেউসা নেই ।

কিন্তু এই মেয়েটি কি নেউসা হতে পারেন? বয়স্ফেন্ডের সঙ্গে কথা বলছেন । অ্যাঞ্জেল একজনকে হত্যা করার জন্য কুড়ি লক্ষ ডলার পাবে । অ্যাঞ্জেল কি এই ভদ্রমহিলার তুরূপের তাস? ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না ।

তারপর? দরজা খুলে গেল। লানজ তাকালেন, মধ্য বয়সিনী, দেখতে খুব একটা ভালো নয়, পেটে মেদ জমেছে, বড়ো বড়ো দুটো স্তন হাঁটার তালে তালে দুলছে, মুখে পাউডারের ছাপ, মাথার সোনালি চুল রং করেছেন। চামড়ার রং কালো। বুঝতে পারা যাচ্ছে, হয়তো আগে ভারতীয় বংশের ছাপ ছিল। স্পেনদেশীয় কারও সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। যে স্কার্টটা পরেছেন, ঢলঢল করছে। সোয়েটার অনেক রোগা কারও জন্য তৈরি।

এই ভদ্রমহিলা চারপাশে তাকালেন, চোখের তারায় উজ্জ্বলতা নেই। কয়েকজনের দিকে উদাসীন দৃষ্টিক্ষেপ করলেন। এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে।

স্পেনীয় ভাষায় বললেন- আমাকে কিছু মদ দেবে?

আরও-আরও, অনাকর্ষণীয় দেখাচ্ছে তাকে।

লানজ ভাবলেন, মদ খেয়ে তুমি পাগল হয়ে যাও, মাতাল হয়ে যাও, তারপর আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব।

এবার কথা শুরু হল। হ্যারি লানজ বললেন- আমি নেউসা মুনেজের সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলাম। আমার ভাগ্য কি খুলে গেছে?

-আমিই নেউসা মুনেজ।

হ্যারি লানজ ভাবলেন, না, এবার জিজ্ঞাসা করব, আপনি কি অ্যাঞ্জেলের বন্ধু?

-হ্যাঁ।

হ্যারি লানজ বললেন ঠিক আছে, আমি কি আপনার সাথে হলের এককোণে বসতে পারি?

-ঠিক আছে।

তারা এককোণে চলে গেলেন। বসা হল।

হ্যারি লানজ বললেন আমি আপনার সঙ্গে কথা বলব।

-আমাকে এক বোতল রাম কিনে দেবেন?

হ্যারি বললেন- ঠিক আছে, এখুনি দিচ্ছি।

একজন ওয়েটারকে দেখা গেল। লানজ বললেন-একবোতল রাম, স্কচ আর সোডা।

মুনেজ বললেন- না-না, অনুপাতটা দ্বিগুণ করে দিন।

ওয়েটার চলে গেল।

লানজ বললেন আমি অ্যাঞ্জেলের সঙ্গে দেখা করতে চাইছি।

ভদ্রমহিলা তাকালেন, সন্দেহের চোখে কী বলছেন?

তার জন্য একটা ছোট উপহার আছে।

-কী ধরনের উপহার?

কুড়ি লক্ষ ডলার।

মদ এসে গেছে। হ্যারি লানজ গ্লাস তুললেন। বললেন-চিয়ারস।

ভদ্রমহিলা একচুমুকে চো-চো করে সবটা মেরে দিয়েছেন। তারপর বললেন- কী জন্য অ্যাঞ্জেলকে কুড়ি লক্ষ ডলার দেওয়া হবে?

তার সাথেই কথা বলতে হবে।

-এটা সম্ভব নয়। অ্যাঞ্জেল সকলের সঙ্গে দেখা করে না।

-দেখুন, কুড়ি লক্ষ ডলারের জন্যও নয়!

বেশ বুঝতে পারা গেল, মদ এবার নেউসাকে আক্রমণ করেছে। নেউসার কথা জড়িয়ে আসছে। কোনোমতে বললেন ভালো করে বলুন তো আপনি কী চাইছেন?

হ্যারি লানজ বললেন- আপনি এখনই যাবেন না। আপনার সাথে দরকারি কথা আছে।

উঠে দাঁড়িয়ে নেউসা আবার বসে পড়লেন। বললেন- কী কথা?

লানজ বললেন আমি সত্যি কথাটা বলব কী?

আর এক বোতল রাম?

হারি ভাবলেন, কাজটা ঠিক হবে কি না।

-অ্যাঞ্জেল কী ধরনের মানুষ? উপপত্নী রাখতে পেরেছেন অথচ টাকা দিতে পারছেন না!

লানজ আবার মদের অর্ডার দিলেন। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য, কিন্তু এটা করতেই হবে। না হলে পঞ্চাশ হাজার ডলার কমিশন মারা যাবে। তিনি মুনেজকে লক্ষ্য করলেন। মুনেজ ভিথিরির মতো মদ পান করছেন।

লানজ হেসে বললেন- নেউসা, অ্যাঞ্জেলের সঙ্গে কথা বলতে হবে। কিন্তু কী করে?

-আমি ব্যবস্থা করতে পারি, কিন্তু আমার কী থাকবে?

-সব কথা বলছি, তার আগে বলুন আপনি মারিন গ্রোজার নাম শুনেছেন কী?

-না।

-শোনা সম্ভবও নয়।

আরও কিছু মদ দেবেন?

এবার লানজ হাতে হাত রাখলেন- অবশ্যই।

ডাবল রামের অর্ডার দেওয়া হল।

-অ্যাঞ্জেল জানে গ্রোজাকে। আপনি শুধু মারিন গ্রোজার নাম বলবেন।

তাহলে কী হবে? বোকা

-একেবারে বোকা। অ্যাঞ্জেল কী করে এই মেয়েটার সাথে সময় কাটায়?

হারি বললেন- ওই লোকটাকে পৃথিবী থেকে সরাতে হবে।

-কেন? ও কী করেছে?

নেউসা উদাসীনভাবে মাথা নাড়লেন।

মনে হচ্ছে, উনি বোধহয় দুঃস্বপ্ন দেখছেন।

.

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা। হারি লানজ আবার সেই বারে পৌঁছে গেছেন। মুনোজের এখনও দেখা নেই। লানজ বারটেন্ডারকে জিজ্ঞাসা করলেন, উনি কোথায় থাকেন জানেন কী?

বারটেন্ডার বললেন- না, আমার ঠিক জানা নেই।

নেউসা বোধহয় সকলকে বোকা বানিয়েছে। লানজের মনে হল, আমিও কেটে পড়ি। সময় এগিয়ে চলেছে। অ্যাঞ্জেলের সাথে কী করে দেখা হবে? একমাত্র রাস্তাটাও তো কেটে গেল।

সব কথা বলতে হবে, পরাজয়ের খবর।

না, হ্যারি লানজ ভাবলেন— মনে হচ্ছে নেউসা এখানে আবার ফিরে আসবেন। কারণ মদ খাওয়া দরকার। তিনি জানেন, আমি তাকে এখন মদ জোগাতে পারব।

২. হ্যারি লানজ

০৬.

পরের দিন রাত এগারোটা। হ্যারি লানজ একটা টেবিলের পাশে বসে আছেন, বাদাম চিবোচ্ছেন।

অপেক্ষার প্রহর দীর্ঘ হচ্ছে। রাত দুটো বেজে গেছে। নেউসা মুনেজকে দেখা গেল, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, হয়তো যথেষ্ট মদ গিলেছেন ইতিমধ্যে। হ্যারির হৃৎপিণ্ড স্পন্দন করতে শুরু করেছে।

হাসছেন নেউসা, চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন।

—আপনার কী হয়েছিল?

হ্যারি জানতে চাইলেন, কণ্ঠস্বরে অসহিষ্ণুতা। রাগকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলেন।

নেউসার চোখে দুটু ইশারা- হাই!

—গত রাতে আপনার এখানে আসার কথা ছিল, তাই না?

—হ্যাঁ।

নেউসার কী হল কী?

-আমি আমার এক মেয়েবন্ধুর সঙ্গে মুভি দেখতে গিয়েছিলাম। একটা নতুন মুভি। আহা, একটা মানুষ যাচ্ছেতাই কাণ্ড করেছে।

লানজ খুবই হতাশ হয়েছেন। হয়তো কেঁদে ফেলতেন। অ্যাঞ্জেল কী ভেবেছেন? এই মাতাল কুকুরির বাচ্চাটাকে বারবার পাঠাচ্ছে কেন? আহা, তবে আমার কাছে এই মেয়েটি একটা সোনালি বিড়াল হতে পারে।

লানজ জিজ্ঞাসা করলেন- নেউসা আপনি কি অ্যাঞ্জেলের সাথে যোগাযোগ করেছেন?

নেউসা লানজের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকালেন। প্রশ্নটা বোঝার চেষ্টা করছেন- অ্যাঞ্জেল! আমি কি এক পাত্র মদ খেতে পারি লানজ?

লানজ ডাবল রামের অর্ডার দিলেন মেয়েটির জন্য। নিজের জন্য ডাবল স্কচ। এই মুহূর্তে তাকে মদ খেয়ে চাঙ্গা হতেই হবে।

-নেউসা, অ্যাঞ্জেল কী বললেন?

-অ্যাঞ্জেল? উনি হা বলেছেন।

-ঠিক আছে।

হারির বুকে পাষাণ ভার চেপে বসেছিল। নেমে গেল।

ব্যাপারটা সুন্দর । এবার কাজটা শুরু করা যাবে ।

ভাবনাটা পাখনা মেলে উড়ছে ।

এই কুকুরির বাচ্চাটার কথা বিশ্বাস করা যাবে কী? দশলক্ষ ডলার? ভাবতেই কেমন লাগছে ।

লানজ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে । নেউসা মনের সুখে মদ গিলছেন । কিছুটা ব্লাউজে পড়ে গেছে ।

-অ্যাঞ্জেল আর কিছু বলছেন?

ভুরু দুটি কুঁচকে উঠেছে অ্যাঞ্জেল? সব তথ্য না পেলে তিনি এই কাজটা করবেন কিনা ঠিক নেই ।

লানজের মুখে মধুর হাসি বলুন ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়, নেউসা, আমি তাকে সব খবর দিতে পারব না ।

নেউসা মাথা নাড়লেন উদাসভাবে- তাহলে অ্যাঞ্জেল ব্যাপারটা করতে রাজি হবেন না । প্রস্তাবটার মধ্যে পেছাব করে দেবেন । আমাকে রাম খাওয়াতে পারেন?

হারি লানজের মন অতি দ্রুত ছুটতে শুরু করেছে । যদি মেয়েটা এই মুহূর্তে হাওয়া হয়ে যান তাহলে কী হবে? ওঁকে তো পরবর্তীকালে আর কখনও পাওয়া যাবে না ।

হ্যারি বললেন-নেউসা, আমার ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করুন। যে-সমস্ত লোক এই ব্যাপারটার সঙ্গে যুক্ত আছেন তাদের ফোন করতে হবে। তারা যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি নাম বলব।

কাঁধে ঝাঁকুনি ঠিক আছে, আপনার যা ইচ্ছে।

না, লানজ ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলেন। অ্যাঞ্জেলকে রাগ করতে বলবেন না। কালকের মধ্যেই আমি জবাব দেব। কোথায় গেলে আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে বলুন তো?

-কেন এখানে?

মদ এসে গেছে, কুকুরির বাচ্চাটা এক চুমুকে সবটা মদ গিলে ফেললেন, মনে হচ্ছে। যেন একটা পশু।

লানজের ইচ্ছেহল, মেয়েটিকে এখনই মেরে ফেলে। এই বেয়াদপি আর তিনি সহ্য করতে পারছেন না।

.

লানজ পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করলেন। কনট্রোলারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল-না, কোনো নাম বলা যাবে না।

ইয়েস স্যার, কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। অ্যাঞ্জেলের রক্ষিতা নেউসা মুনেজ জানিয়েছেন, পরিচয় না দিলে কাজটা করা সম্ভব হবে না। কার হয়ে অ্যাঞ্জেল কাজ করছেন সেটা নাকি তাকে জানাতেই হবে। আমি বলেছি, আপনার অনুমতি পেলে নামটা বলে দেব।

-এই ভদ্রমহিলা, দেখতে কেমন?

কনট্রোলার রিসিভার ধরে আছেন।

লানজ বললেন- মোটা, দেখতে বিচ্ছিরি, বোকাসোকা চেহারা স্যার।

আমার নাম বলাটা উচিত হবে না।

হ্যারি লানজ বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা কত ভয়ংকর। তিনি বললেন-ইয়েস স্যার, আমি বুঝতে পারছি।

তাহলে? অ্যাঞ্জেলের কর্মদক্ষতা কীভাবে যাচাই হবে?

দীর্ঘক্ষণ নীরবতা।

আবার লানজ বলতে শুরু করলেন-মনে হয় অ্যাঞ্জেল কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। একবার তিনি যদি অবিশ্বাসের কাজ করেন তাহলে ভবিষ্যতে আর কেউ তাঁকে কাজ দেবেন না। তিনি খাবেন কী?

আবার দীর্ঘক্ষণের নীরবতা ।

-আপনি ঠিকই বলেছেন ।

-ঠিক আছে অ্যাঞ্জেলকে আমার নাম বলতে পারেন । তবে দেখবেন অ্যাঞ্জেল যেন কারো কাছে নামটা প্রকাশ না করেন । আমাকে কখনও উনি যেন সরাসরি যোগাযোগ না করেন । উনি কেবল আপনার মাধ্যমেই কাজ করবেন ।

হারি লানজের মন আকাশে উড়ছে তখন- হ্যাঁ, স্যার, আমি সব বুঝিয়ে বলেছি । আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ ।

রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন, মুখে শরৎ সূর্যের আলো । পঞ্চাশ হাজার ডলার, কত সহজে টাকাটা পকেটে আসবে ।

তারপর? দশ লক্ষ ডলার, গুনগুনিয়ে একটা গান গেয়ে উঠলেন হারি!

.

বেশি রাতে নেউসা মুনেজের সঙ্গে হারি লানজের দেখা হল, ডাবল রামের অর্ডার দেওয়া হল ।

হারি বললেন-আমি অনুমতি পেয়েছি ।

নেউসার দায়সারা অভিব্যক্তি ।

-ঠিক বলছেন?

আসল লোকের নাম বলে দেওয়া হল। এই নামটা অনেকেই জানে, তাই লানজ ভেবেছিলেন নেউসা হয়তো খুশি হবেন। নেউসা কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে বললেন-”আমি কখনও এই নামটা শুনিনি।

-নেউসা, ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি করতে হবে। মারিন গ্রোজা নিওলির একটি ভিলাতে লুকিয়ে আছেন।

-কোথায়?

একটা মাতালের সাথে এভাবে কথা বলা যায় কী? তবুও না রাগ করে হ্যারি বললেন প্যারিসের পাশে একটা ছোট্ট শহর অ্যাঞ্জেল নিশ্চয়ই জানবেন।

-আমাকে আরেক পাতুর মাল দিন প্লিজ!

.

এক ঘণ্টা কেটে গেছে, নেউসা তখনও মাল খাচ্ছে। হ্যারি লানজ তাকে আরও বেশি মাল খেতে উৎসাহিত করছেন। কেন? পুরোপুরি মাতাল হয়ে গেলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন, বয়স্ফেন্ডের কাছে। বাকি কাজটুকু সহজেই করা যাবে।

লানজ মাঝেমধ্যেই নেউসার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। আহা, চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু।

অ্যাঞ্জেলকে ধরা আর শক্ত হবে না। সম্ভাবনা ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

-অ্যাঞ্জেল কবে শহরে ফিরে আসবেন?

-আগামী সপ্তাহে।

হ্যারি লানজ মেয়েটির হাতে হাত রেখে বললেন- চলুন না আপনার বাড়িতে যাই।

চোখমুখে একটা অদ্ভুত আমন্ত্রণ।

-ও.কে, ঠিক আছে।

ব্যাপারটা তাহলে শুরু হল।

নেউসা মুনেজ বাস করে একটা অপরিচ্ছন্ন ঘরে। দু ঘরের আপার্টমেন্ট। বুয়েন্স
আয়ার্সের বেনগানো অঞ্চলে। দেখলেই বোঝা যায় দরিদ্রতার চিহ্ন মাখানো। এলোমেলো
সবকিছু। বিশৃঙ্খলা। আর অবহেলা। দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন। নেউসা এক
কোণে হেঁটে গেলেন। হাঁটতে পারছেন না। বেশ কয়েকটা মদের বোতল সাজানো আছে।

-আপনি কী খাবেন?

-আমি আর খাব না, লানজ বললেন, আপনি চালিয়ে যান।

টলমল পায়ে নেউসা মদ ঢাললেন। দেখতে খারাপ, রাস্তার কুকুরি, কিন্তু ওর সাথে এখন ভালো ব্যবহার করতে হবে। কারণ-দশ লক্ষ ডলার। ডলারটাই এখন আমাকে উন্মাদ করে দিয়েছে।

দশ লক্ষ ডলার? ভাবতেই মনটা আনন্দের পাখা মেলে দেয়।

লানজ চারপাশে তাকালেন। কফি টেবিলের ওপর গাদাগুচ্ছের বই। একটির পর একটি বই খুলে পড়ার চেষ্টা করলেন লানজ। অ্যাঞ্জেলের মন সম্পর্কে জানা যাবে। অদ্ভুত! এ বইগুলো এখানে আছে কেন? ভাবতে অবাক লাগে, জর্জ আমানডোর গাব্রিয়েলা, ওমর কাবেজাসের ফায়ার অন দ্য মাউনটেন', গার্সিয়া মারকুইজের ওয়ান হানড্রেড ইয়ারস অফ সলিচিউড, অ্যান্টিনিও কিসনারোসের অ্যাট নাইটস দ্য ক্যাট এবং আরও অনেক বই। এই ঘর অথবা ওই মহিলার সাথে বইগুলো মিলছে না।

লানজ এগিয়ে গেলেন। হাত রাখলেন ওই মহিলার মস্ত বড়ো কোমরে।

-আপনাকে দেখতে কত সুন্দর! আপনি কি তা জানেন?

আলতো করে স্তনবৃত্তে টোকা দিলেন। বিরাট আকারের দুটো বেলুন, লানজ এই বড়ো বুকওয়ালা মেয়েদের অপছন্দ করেন। তবু বললেন- আপনার সৌন্দর্য চেয়ে দেখার মতো।

নেউসার চোখের তারায় দ্যুতি- সত্যি বলছেন?

লানজ এগিয়ে গেলেন। মোটা মোটা দুটো উরুতে হাত দিলেন। পাতলা ফিনফিনে সুতির পোশাক বেশ্যাটা পরেছে।

একবার করতে ইচ্ছে করছে। আমি আমন্ত্রণ জানাব কী?

এই মোটা মেয়েছেলেটাকে বিছানায় ফেললে কী হবে? সাবধানে পা ফেলতে হবে। হয়তো অ্যাঞ্জেলের কাছে সব খবর পৌঁছে যাবে। ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হবে। না, এখন কথা বলা যাক।

লানজ খেলতে নেমে পড়লেন।

নেউসা জানতে চাইলেন কী করবে না?

ওঁর চোখে কেমন একটা আভা- বেবি, এটা একটা সুন্দর ব্যাপার।

তাহলে আমার বেডরুমে চলে এসো।

টলতে টলতে নেউসা এগিয়ে চলেছেন। লানজ তাকে অনুসরণ করতে থাকেন। ছোট্ট বেডরুম। একটা ক্লোসেট, একটা অগোছালো বিছানা, দুটো চেয়ার। ভাঙাচোরা আয়না দেওয়া একটা ড্রেসিং টেবিল।

হ্যারি লানজ দেখলেন, ক্লোসেটে পুরুষের পোশাক ঝুলছে। তার মানে, অ্যাঞ্জেলা এখানে প্রায়ই এসে বাস করেন।

নেউসা বিছানার ধারে চলে গেছেন। ব্লাউজের বোতামে হাত রেখেছেন। অন্য সময় হলে হ্যারি ওখানে চলে যেতেন, একটা একটা করে বোতাম খুলে দিতেন। শরীরের এখানে সেখানে দুট্টু মিষ্টি আদরের চিহ্ন আঁকতেন। কানে কানে অসভ্য কথা শোনাতে। কিন্তু মুনেজের চেহারাই তাঁকে অসুস্থ করে তুলছে। তিনি দেখলেন, স্কাটটা ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল। ভেতরে কিছু নেই— প্যান্টি অথবা ব্রেসিয়ার। একেবারে উলঙ্গ। আরও খারাপ লাগছে। জঘন্য মহিলা, বড়ো বড়ো বুক দুটো ঝুলে পড়েছে। পেটটা বেরিয়ে আছে সামনের দিকে। মোটা দুটো উরু। এমন কুতসিৎ মহিলা আমি কখনও দেখিনি। লানজ মনকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কয়েক মিনিটেই খেলাটা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু ওই দশ লক্ষ ডলার? সারা জীবন আমার পকেটে থাকবে।

ইচ্ছের বিরুদ্ধে নিজেকে ল্যাংটো করতে বাধ্য হলেন লানজ। মেয়েটি ইতিমধ্যেই বিছানাতে শুয়ে পড়েছেন, অপেক্ষা করছেন। হামাগুড়ি দিয়ে সেখানে পৌঁছে গেলেন লানজ।

কী ভালোবাসো তুমি?

চকোলেট, আমি চকোলেট ভালোবাসি।

—ঠিক আছে, এটাই ভালো লাগবে।

আঃ, তুমি কত সুন্দরী!

নেউসার চোখে জেগেছে অপূর্ব পরিতৃপ্তি।

-আমার জীবনটা কত সুন্দর, তুমি তা জানো কী?

-কেন?

-আমি অ্যাঞ্জেলের গার্লফ্রেন্ড।

এবার অনেক কিছু জানতে চাইলেন লানজ।

-বলো বলো, অ্যাঞ্জেল মানুষটি কেমন?

নীরবতা- নেউসা কি ঘুমিয়ে পড়েছেন? লানজ পায়ের ওপর আঘাত করলেন। হ্যাঁ, কাঁপছে।

-ঘুমিও না সুইটহার্ট, বলল, অ্যাঞ্জেল কেমন মানুষ? হ্যান্ডসাম কী?

-প্রচুর-প্রচুর টাকা আছে তার।

-তোমাকে ভালোবাসে?

-হ্যাঁ, আমাকে খুব ভালোবাসে।

-আমি কি তোমাকে জড়িয়ে ঘুমোব?

ব্যাপারটা খুবই খারাপ। সব কিছুই নেতিয়ে পড়েছে, দশ লক্ষ ডলারের উদ্দীপনা চাই। ডলি বোনেদের কথা মনে পড়ল। আহা, এখন ওদের কাছে পেতে ইচ্ছে করছে। ওরা কত যৌন উদ্দীপক! সমস্ত শরীরটাকে জিভ দিয়ে চাটে। আমিও সাড়া দেবার চেষ্টা করি। স্তনবৃত্তে মৃদুমন্দ আঘাত। ভালো লাগছে না, ভালো লাগছে না এভাবে সঙ্গমে অংশ নিতে।

শেষ পর্যন্ত পুংদণ্ডটা খাড়া হয়ে উঠল। সবটা ঢুকে গেল মেয়েটির গহ্বরে। আঃ, এভাবে কি ভালো লাগে? হ্যারি লানজ ভাবলেন।

কেমন লাগছে?

—অসম্ভব ভালো।

অনেকক্ষণ দুটি শরীর এইভাবে একে অন্যকে জড়িয়ে শুয়েছিল। পৃথিবীতে কত ভালো ভালো মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর এই কুকুরি ভাবছে, আমি ওকে ভালেবাসি।

কোমর দোলানো শুরু হল, সামনে এবং পেছনে।

-বলো অ্যাঞ্জেল সম্পর্কে আরও কথা। তার বন্ধুরা কে কেমন?

-অ্যাঞ্জেলের কোনো বন্ধু নেই। আমি তার একমাত্র বান্ধবী।

—বেবি, তুমি তার প্রিয় বান্ধবী, আমি জানি। অ্যাঞ্জেল এখানে থাকতে আসে? নাকি নিজস্ব বাড়ি আছে তার?

—আমার ঘুম পাচ্ছে। তুমি কাল কখন আসবে?

—আমি কি আজ থাকব?

চলো আমরা ঘুমিয়ে পড়ি।

ঘুম এসেছে মেয়েটির চোখের তারায়। কিন্তু লানজের চোখে ঘুম নেই। আরও অনেক কথা বের করতে হবে। অনেকক্ষণ লানজ চুপচাপ তাকিয়েছিলেন। নেউসা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তার সমস্ত শরীর নিঃশ্বাসের তালে তালে কাঁপছে।

পায়ে পায়ে উঠে দাঁড়ালেন লানজ। ভালোভাবে ক্লোসেটটা পরীক্ষা করলেন। জ্যাকেট আছে, লেবেলগুলো দেখলেন। এভিনিউ লা প্লাটা থেকে তৈরি হয়েছে। জুতো এসেছে ভিল থেকে। আমি জ্যাকপট পেয়ে গেছি। ওখানে গেলেই অ্যাঞ্জেলের ঠিকানা পাওয়া যেতে পারে। সকালে ওখানে যেতে হবে। কিন্তু? প্রশ্ন তো করা যাবে না। তাহলে ব্যাপারটা কেঁচে যেতে পারে। তাহলে? চুপচাপ থাকতে হবে।

বিছানা থেকে একটা শব্দ এল। লানজ তাড়াতাড়ি ক্লোসেটের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। নেউসা ঘুমিয়ে আছেন।

লানজ ক্লাসেটের আলো বন্ধ করে দিলেন। বিছানাতে এসে বসলেন। ড্রয়ারের দিকে তাকাবার চেষ্টা করলেন। কোনো ফটোগ্রাফ আছে কী? না, তিনি আবার বিছানাতে এলেন। নেউসা নাক ডাকছেন।

হারি লানজ ঘুমিয়ে পড়েছেন। স্বপ্ন, একটা সাদা প্রমোদ তরণী এগিয়ে চলেছে। চারপাশে সুন্দরী রূপসী স্বাস্থ্যবতী রমণীদের ভিড়। ভারি সুন্দর স্তনের অধিকারিণী তারা। ছোট স্তন, যাকে মুঠোবন্দি করা যায়।

সকালবেলা হারি লানজের ঘুম ভেঙেছে। নেউসা কোথাও নেই। এক মুহূর্তের জন্য হারি ভয় পেয়েছিলেন। তাহলে? মেয়েটি কি অ্যাঞ্জেলের সাথে দেখা করতে গেল নাকি? কিচেনে শব্দ শোনা গেল।

লানজ বললেন- সকাল হয়েছে।

নেউসা বললেন- আমি কফি তৈরি করতে পারব না। এখুনি বেরোতে হবে। একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

অ্যাঞ্জেলের সঙ্গে? হারি লানজ মনে মনে ভাবলেন।

-ঠিক আছে, আমার খিদে পায়নি। ডিনারের সময় দেখা হবে, কেমন?

একটু আদর, দুটো নেমে আসা বুকে টোকা।

-ডিনারে কী পছন্দ করবে? তাই আনব।

লানজ ভাবলেন, এখন আমাকে অভিনয় করতে হবে।

-আমি যা হোক কিছু খাব।

-তাহলে? তুমি কি ওই পাবটা চেনো? কাংগালো এভিনিউতে।

-না।

-এটা ভালো লাগবে। এখানে আটটার সময় আসব। সারা দিন অনেক কাজ আছে।

-ওকে।

একটি দীর্ঘ চুম্বন। নেউসা গুডবাই জানাল। তার ঠোঁট ভিজে গেছে।

-রাত আটটায়।

লানজ অ্যাপার্টমেন্ট থেকে হেঁটে বেরিয়ে গেলেন। ট্যাক্সি ডাকলেন। তিনি জানেন,, নেউসা হয়তো জানালা দিয়ে সব দেখছে।

-পরের রাস্তায় চলুন। ড্রাইভারকে বললেন।

হ্যারি লানজ ভাবলেন, আমি এখান থেকে চলে যাব।

ড্রাইভার অবাক হয়ে গেছে মাত্র এইটুকু?

-হ্যাঁ, আমার শরীরটা ভালো নেই। পায়ে ব্যথা আছে। হ্যারি লানজ পয়সা দিলেন। তারপর নেউসার অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর পাশে এসে দাঁড়ালেন। সিগারেট ধরালেন। তাঁকে এখন অপেক্ষা করতে হবে।

কুড়ি মিনিট কেটে গেছে। নেউসা বেরিয়ে এলেন। তিনি কোথায় যাবেন? নিরাপদ দূরত্ব থেকে অনুসরণ করতে হবে। এই মেয়েটিকে এখন চোখের আড়ালে রাখা চলবে না।

নেউসাকে দেখে মনে হল, কোথাও কোনো তাড়া নেই। অ্যাভিনিউ বেলগানো দিয়ে উনি হেঁটে চলেছেন। স্প্যানিশ লাইব্রেরিকে পেছনে ফেলে এলেন। এবার অ্যাভিনিউ করোডোবা, বারেনেস, একটা চামড়ার দোকান। তখনও অনুসরণ করছেন লানজ। শেষ পর্যন্ত নেউসা ওই দোকানে ঢুকে গেলেন। লানজ ভাবলেন, ওই দোকানের সাথে নেউসার কী সম্পর্ক আছে?

নেউসা কয়েক মুহূর্ত বাদে ফিরে এলেন। হাতে একটা ছোট প্যাকেট। এবার অন্য একটি দোকান। আইসক্রিমের দোকান। সান মার্টিন, হাটার গতি কমে এসেছে। উদ্দেশ্যবিহীন হাটা, মনে হচ্ছে কোথাও যাবার জায়গা নেই।

তাহলে? অ্যাপয়নমেন্টের ব্যাপারে কী হল? অ্যাঞ্জেলের সঙ্গে দেখা করা? অ্যাঞ্জেল শহরের বাইরে? না, বিশ্বাস করা সম্ভব হচ্ছে না।

নেউসা মুনেজকে চোখের সামনে দেখা গেল না। কোথায় হারিয়ে গেল মেয়েটি? লানজ পায়ের গতি বাড়ালেন। চারপাশে ঘুরে দেখলেন। না, চিহ্নমাত্র নেই। রাস্তার দুপাশে নেই। সর্বত্র চোখ ঘুরছে। তাহলে? নেউসা কি আমাকে দেখতে পেয়েছে?

শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল এক মুদির দোকানে। কেন? আজ লাঞ্চে কেউ আসবে নাকি? অ্যাঞ্জেল নামের কেউ একজন?

দূর থেকে লানজ নেউসাকে নিরীক্ষণ করতে থাকলেন। অনেক কিছু কিনছে ওই মেয়েটি। বেশ কিছুটা ফলও কিনেছে সে।

অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর দিকে হাঁটতে হবে।

হারি লানজ বিল্ডিং-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন অনেকক্ষণ। তারপর? ভাবলেন, এবার একটা সিদ্ধান্তে আসতেই হবে।

হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিস। বিকেল হয়েছে। পল এলিসনের দিনটা কর্মব্যস্ততার মধ্যে কেটে গেছে। একাধিক কাউন্সিল তৈরি করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কথা হল বন্ধুদের সঙ্গে। বন্ধু স্টানের সাথে আলোচনা হল। দুজনে মিলে একটা সিদ্ধান্তে আসতেই হবে।

ম্যারি অ্যাসলেকে নিয়ে আলোচনা শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

হ্যারি লানজ নেউসার অ্যাপার্টমেন্টে এসে পৌঁছোলেন ডিনারের জন্য তৈরি হয়ে। দরজায় আঘাত করলেন। কিন্তু শব্দ নেই, অসহায় অবস্থা।

কী আশ্চর্য, দরজাটা খোলা, অ্যাঞ্জেল কি ভেতরে আছেন? হয়তো এই শর্তের ব্যাপারে মুখোমুখি কথা বলতে চান।

হ্যারি ভেতরে প্রবেশ করলেন। ঘরটা ফাঁকা।

-হ্যালো?

প্রতিধ্বনি ফিরে এল। উনি বেডরুমে গেলেন। নেউসা বিছানাতে শুয়ে আছেন, মদ খেয়ে একেবারে বেসামাল।

কী ব্যাপার? উরুতে হাত রাখলেন। জাগাবার চেষ্টা করলেন।

নেউসা চোখ দুটি খুললেন- কী হয়েছে?

-আমি তোমার জন্য ভাবছিলাম। তোমাকে এ অবস্থায় দেখে খারাপ লাগছে। আমি জানি কেউ তোমাকে অসুস্থ করেছে। তুমি কি আমাকে অ্যাঞ্জেল সম্বন্ধে সব কথা বলবে?

ঠোঁট কাঁপছে অ্যাঞ্জেল।

-আমি জানি উনি একজন ভালো মানুষ । তবে বোধহয় আর কেউ?

হ্যাঁ, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ।

নেউসার চোখের তারায় রক্ত-আভা । বললেন- চলল, ওটা আবার শুরু হোক ।

-না, রাতটা পড়ে আছে । তবে এখনই করতে চাইছ?

অনিচ্ছুকভাবে লানজ পোশাক খুলতে শুরু করলেন ।

পরের দিন সকাল হয়েছে । লানজ শুয়ে আছেন একা । স্মৃতির তোলপাড় । অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ।

মাঝরাতে নেউসা তাকে জাগিয়ে দিয়েছিলেন ।

-আমি কী চাইছি তুমি কি তা জানো?

এইভাবে? ভাবতেই পারা যাচ্ছে না । এই মেয়েটি কি এক বন্য বাঘিনি? লানজকে যা বলছে তাই করতে হবে ।

বাথরুমে জলের শব্দ, গুন গুন গান । অনেক হয়েছে । আর ভালো লাগছে না ।

নেউসার কাছে চলে গেলেন। বাথরুমে আয়নার সামনে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। চুলে জলের ছোঁয়া লেগেছে। আরও-আরও খারাপ লাগছে।

লানজ বললেন- এবার কথা বলা যাবে?

নেউসা বাথটবে নেমে গেলেন।

-আমি এখানেই থাকব। তারপর? এখানেই সব কিছু করতে হবে।

সকালে কী খাবে? ওমলেট?

-না, কিছু ভালো লাগছে না।

-আমি ওমলেট তৈরি করতে পারি। অ্যাঞ্জেল আমাকে শিখিয়েছে। বাথটবে দুটি শরীর, ভাসছে পাশাপাশি।

নেউসা একটা বিরাট ইলেকট্রিক ড্রয়ার হাতে নিল। প্লাগটাকে পুরে দিল। তারপরে চুল শুকোতে লাগল।

জল গরম হচ্ছে। এখানে? কী হতে পারে? অনেক কথাই মনে পড়ল। হ্যারি লানজ আর সইতে পারছেন না।

তারপর? সেই হেয়ার ড্রয়ারটা জলের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল। এক মুহূর্তের মধ্যে লানজের শরীরটা কেঁপে উঠল। মৃত্যুর কী বীভৎস উন্মাদনা!

০৭.

প্রেসিডেন্ট পল এলিসন, ম্যারি অ্যাসলে সম্বন্ধে রিপোর্ট পেয়েছেন। না, ব্যাপারটা ঠিকই আছে।

-না, আমার মনে হয় উনি এ ব্যাপারে সেরা কান্ডিডেট। আমরা কেউই অসুখী হব না।

-তাহলে? খবরটা এখনই পাঠাতে হবে।

ম্যারি অ্যাসলের অফিস। ছোট গোছানো ঘর। মধ্য ইউরোপীয় দেশের ওপর অসংখ্য বই নিয়ে একটি ব্যক্তিগত লাইব্রেরি। ফার্নিচারগুলো চমৎকার। ডেস্ক আছে, রিভলভিং চেয়ার, জানালার ধারে ছোট একটা টেবিল। একটি রিডিং ল্যাম্প। বলকান প্রদেশের বিরাট ম্যাপ, দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে। ম্যারির ঠাকুরদার ছবি ঝুলছে। পুরোনো ফটোগ্রাফ। কত বছর আগে নেওয়া হয়েছিল। অন্য ছবিগুলো কেমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। তখনকার দিনের পোশাক পরা। এই ছবিটি ম্যারির অন্যতম সম্পত্তি।

রোমানিয়ার অনেক গল্প ম্যারি শুনেছিলেন তার ঠাকুরদার মুখে। রানি ম্যারির গল্প। ব্যারন কন্যাদের কাহিনি। আলবার্টের রূপকথা। এরই পাশাপাশি, ইংল্যান্ডের রাজা, দ্বিতীয় আলেকজান্ডার, রাশিয়ার জার, আরও অনেক উত্তেজক চরিত্র।

আমার রক্তে কোথাও এই রাজকীয় আভিজাত্য আছে। যদি বিপ্লব না হত, তাহলে আমি হতাম যুবরানি।

এখনও মাঝে মধ্যে ম্যারি এই স্বপ্নটা দেখতে ভালোবাসেন।

.

ম্যারি ব্যস্ত ছিলেন পরীক্ষার খাতা দেখতে। ডিন হান্টার প্রবেশ করলেন।

-এক মুহূর্ত সময় দিতে হবে।

কী হয়েছে? ম্যারির মনে উৎসাহ। কেন? হয়তো আমার পড়ানোর সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

-হ্যাঁ, বসুন।

উনি বসলেন।

আপনি কি এখন ক্লাসে যাবেন?

-হ্যাঁ, যাব। তবে

কিছু বলতে গিয়ে ম্যারি থেমে গেলেন।

ডিন হান্টার বললেন- কোনো সমস্যা হয়েছে কী?

না।

কয়েকজন ওয়াশিংটন থেকে এসেছেন, আপনার সম্বন্ধে প্রশ্ন করছিলেন।

ফ্লোরেন্সের কথা মনে পড়ে গেল। ওয়াশিংটনের ফেডারেল এজেন্ট।

তাহলে? মনে হচ্ছে এটা আমার বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত ব্যাপার নয়। কী হতে পারে?

ম্যারির মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে- ডিন হান্টার, ওঁরা কী বিষয়ে জানতে চাইছিলেন?

-অধ্যাপক হিসেবে আপনার জনপ্রিয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতা। আপনার ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি প্রশ্ন।

-আমি বুঝতে পারছি না, কেন এমনটা ঘটছে।

ভদ্রলোকের চোখে সন্দেহের আগুন।

-ওঁরা কিছু বলেননি?

না, ওঁরা বলে গেছেন ব্যাপারটা গোপন রাখতে। কিন্তু আমি ভাবলাম আপনাকে সব কথা জানানো উচিত।

ম্যারি মাথা নাড়লেন- আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

-তাহলে তো চিন্তা করার কিছু নেই।

ডিনারের আসর, ম্যারি শান্ত থাকার চেষ্টা করলেন, এডওয়ার্ডের খাওয়া শেষ হল। ম্যারি খবরটা শুনিতে দিলেন। সমস্যাটা গম্ভীর হতে শুরু করেছে কী?

কী হতে পারে? দুজনের মুখেই আতঙ্ক।

টেলিফোনটা বাজল। বেথ লাফিয়ে উঠল- আমার ফোন। ছুটে গেল সে। তারপর বলল, না বুঝতে পারছি না। রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

এডওয়ার্ড জানতে চাইলেন।

সে বলল- একটা বাজে লোক। হোয়াইট হাউস, মাকে ডাকছে।

এডওয়ার্ড জিজ্ঞাসা করলেন হোয়াইট হাউস?

টেলিফোনটা আবার বেজে উঠল। ম্যারি বললেন- এবার আমি দেখব।

ম্যারি উঠে গেলেন- হ্যালো। তার মুখে একটা অদ্ভুত ভাব জেগেছে।

কী হয়েছে? প্রেসিডেন্ট? গুড ইভিনিং, মিঃ প্রেসিডেন্ট।

মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারা যাচ্ছে ম্যারি অবাক হয়েছেন। পরিবারের অন্য সদস্যরা বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে আছেন।

-হ্যাঁ, আমি আপনার গলা চিনতে পেরেছি। আগে আপনি ফোন করেছিলেন, আমি বুঝতে পারিনি। ধন্যবাদ।

এডওয়ার্ড উঠে দাঁড়ালেন। ফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

-কোনো একটা ভুল হয়েছে, আমার নাম ম্যারি অ্যাসলে। আমি কানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। আপনি প্রবন্ধটা পড়েছেন?

অনেকক্ষণের নীরবতা।

-স্যার, আমি বুঝতে পারছি না, আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। এটা একটা দারুণ সুযোগ। তবে, আপনার সঙ্গে কথা বলতে হবে। ঠিক আছে, আমি নাম্বারটা লিখে নিচ্ছি।

-আপনাকে অনেক ধন্যবাদ মিঃ প্রেসিডেন্ট। গুডবাই।

রিসিভারটা ম্যারি নামিয়ে রাখবেন। দাঁড়িয়ে আছেন। বোধহয় আঘাত পেয়েছেন।

-কে ফোন করেছেন?

টিম জানতে চাইল- সত্যিই প্রেসিডেন্ট?

ম্যারি চেয়ারে বসতে বসতে বললেন- হ্যাঁ, ঘটনাটা সত্যি।

এডওয়ার্ড ম্যারির হাতে হাত রেখে বললেন- কী হয়েছে?

তাহলে? ম্যারি কী উত্তর দেবেন?

এডওয়ার্ডের দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট আমার ফরেন আফিয়ার্স ম্যাগাজিনের প্রবন্ধটা পড়েছেন। লেখাটা দারুণ বলে প্রশংসা করেছেন। তিনি আমাকে রোমানিয়ার অ্যাম্বাসাডর হিসেবে নিযুক্ত করতে চান।

এডওয়ার্ডের মুখে অবিশ্বাস কিন্তু কেন?

উত্তরটা ম্যারির জানা নেই।

-তোমার তো কোনো রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নেই।

ম্যারি বললেন- হ্যাঁ, আমি কিছু কিছু জানি।

-সত্যি তুমি অ্যাম্বাসাডর হবে। আমরা রোমে যাব? টিম জানতে চাইল।

-না, রোমানিয়া।

রোমানিয়া কোথায়?

এডওয়ার্ড ছেলেমেয়ের দিকে তাকালেন- তোমাদের খাওয়া শেষ হয়েছে? তোমার মা আর আমি একটু কথা বলব।

টিম বলল- তাহলে? আমরা কি চলে যাব?

এডওয়ার্ড ম্যারিকে নিয়ে লাইব্রেরির দিকে হেঁটে গেলেন। বললেন- ঠিক বুঝতে পারছি না, কী হয়েছে বলে তো?

-এডওয়ার্ড, আমাকেই কেন নির্বাচিত করা হল, বলল তো?

বোঝা গেল, কোনো একটা সমস্যা হয়েছে।

-অ্যাম্বাসাডর? আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না। ব্যাপারটা অভাবিত।

বিনা মেঘে বজ্রপাত। এখনও অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে। ফ্লোরেন্সকে সব কথা বলতে হবে। ফ্লোরেন্স বোধহয় শুনে মরেই যাবেন।

উত্তেজনা, শিহরণ, অবিশ্বাস্য অনুভূতি। তারপর, ব্যাপারটা শেষ করতে হবে।

কিন্তু এখান থেকে চলে যেতে হবে? ভাবতেই কেমন লাগে।

.

পরের দিন সকালবেলা, প্রেসিডেন্ট যে ফোন নাম্বার দিয়েছিলেন, ম্যারি সেখানে ফোন করলেন। অপারেটরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

মিসেস এডওয়ার্ড অ্যাসলে, প্রেসিডেন্টের অ্যাসিসট্যান্ট মিঃ গ্রিনকে একবার দেবেন?

-এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন।

-হ্যালো, মিসেস অ্যাসলে?

প্রেসিডেন্টকে একটা মেসেজ দেবেন কী?

-নিশ্চয়ই, অবশ্যই।

তার এই আমন্ত্রণ পেয়ে আমি খুবই খুশি হয়েছি। কিন্তু আমার স্বামী একজন ডাক্তার। তাকে এখানেই থাকতে হবে। তাই এই আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করতে পারছি না। এজন্য দুঃখিত।

-আপনার সংবাদটা আমি বলে দেব, ধন্যবাদ মিসেস অ্যাসলে।

লাইনটা কেটে গেল। ম্যারি শান্তভাবে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। এক মুহূর্তের মধ্যে স্বপ্নটা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। কিন্তু এটা তো স্বপ্নই। আমার নিজের জগৎটা অনেক ভালো। না, এবার ইতিহাস ক্লাসের জন্য তৈরি হতে হবে।

মানামা, বাহারিন ।

-এই বাড়িটাকে আলাদা করে দেখলে চিনতে পারা যাবে না । অসংখ্য বাড়ির মধ্যে মুখ লুকিয়ে এটা দাঁড়িয়ে আছে ।

টেলিফোনে একটা কণ্ঠস্বর- আমরা আর একদিন অপেক্ষা করব ।

চেয়ারম্যানের গমগমে গলা- একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে । এটার সমাধান করতে হবে ।

বালডার জানতে চাইলেন- কী ধরনের সমস্যা?

-হারি লানজ, মরে গেছে ।

-সে কী?

তাকে খুন করা হয়েছে । বুয়েন্স আয়াসের কাছে সমুদ্র সৈকতে তার মৃতদেহটা ভাসতে দেখা গেছে ।

-পুলিশ কিছু বলেছে?

না, পুলিশ বুঝতে পারেনি । আমরা এখনও নিরাপদ স্থানে আছি ।

থর জানতে চাইলেন তাহলে আমাদের পরিকল্পনা?

-অ্যাঞ্জেলের সঙ্গে কীভাবে দেখা হবে, বুঝতেই পারছি না! হ্যারি লানজকে সব তথ্য দেওয়া হয়েছিল। আমাদের নামও বলা হয়েছিল। জানি না অ্যাঞ্জেল সেই খবরটা পেয়েছেন কিনা। দেখা যাক, কয়েক দিন অপেক্ষা করতে হবে।

জাংশন সিটির ডেইলি ইউনিয়ন-এ বড়ো বড়ো অক্ষরে খবরটা বেরিয়েছে ম্যারি অ্যাসলে অ্যাম্বাসাডরের পদে যেতে অস্বীকার করছেন।

দুটো কলম জুড়ে প্রতিবেদন। একটা ছবিও ছাপা হয়েছে। এখন সবাই একথাই আলোচনা করছেন।

ম্যারি দোকানে এলেন ডিনার সারতে হবে। শুনলেন, তার নামটা বাজছে গাড়ির রেডিয়োতে।

-প্রেসিডেন্ট এলিসন বলেছিলেন যে, রোমানিয়ার জনগণের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। কিন্তু ম্যারি অ্যাসলে কেন যে এই প্রস্তাবটা প্রত্যাখান করলেন তা আমরা ভাবতেই পারছি না।

অন্য একটা স্টেশন- উনি ডাঃ এডওয়ার্ড অ্যাসলেকে বিয়ে করেছেন।

ম্যারি রেডিয়োটো বন্ধ করে দিলেন। অন্তত তিন ডজন টেলিফোন পেয়েছেন সকাল থেকে। বন্ধুবান্ধবদের পাশাপাশি প্রতিবেশীরা, ছাত্র-ছাত্রী এবং অচেনা অজানা ভদ্রলোকেরা, রিপোর্টাররা ছেকে ধরেছেন, লন্ডন থেকে টোকিও পর্যন্ত। তারা নিজস্ব মতামতের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদন লিখতে চাইছেন।

স্টেশন ওয়াগন থেকে একটা ডারবি ক্যাশ স্টেশনে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। সেলফ সার্ভিস পাম্প থেকে কিছু পেট্রল তুলতে হবে।

ম্যারি বেরিয়ে এলেন। মিঃ ব্রাউনের স্টেশন ম্যানেজার বললেন- আপনি অ্যাম্বাসাডর, আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

না-না, এভাবে সাহায্য করতে হবে না।

ট্যাক্স ভরা হয়ে গেছে। ম্যারি ওয়াশিংটন স্ট্রিটে এলেন। শু বক্সের সামনে গাড়টাকে দাঁড় করালেন।

ক্লার্ক বললেন- অ্যাম্বাসাডর, এই সকালে আপনি কী করছেন?

ম্যারি ভাবলেন, না, ব্যাপারটার এখানেই ইতি ঘটতে হবে।

উনি বললেন- আমি অ্যাম্বাসাডর নই। তিনি মুচির হাতে জুতো তুলে দিয়ে বললেন, তাড়াতাড়ি ঠিক করতে হবে কিন্তু।

এবার তিনি এলেন লং ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে। ড্রেস ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজার মিসেস থ্যাকার বললেন- রেডিয়োতে এইমাত্র আপনার নাম শুনতে পেলাম। আপনি জাংশন সিটিকে একটা আলাদা মর্যাদা দিয়েছেন। আমার মনে হয় আপনি বোধহয় কানসাসের সবথেকে নামি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

-আমি এখনও অ্যাম্বাসাডর হইনি। ম্যারি বললেন। আমি সেই প্রস্তাবটা প্রত্যাখান করেছি। বেথের জন্য জিনসের প্যান্ট চাই, যাতে ইস্ত্রি করা যাবে, এমন কিছু।

-বেথের বয়স কত হল?

-ও বারো বছরের।

-সময় কি তাড়াতাড়ি কেটে যাচ্ছে। দেখুন ওই মেয়েটিও টিনএজে পা দিল।

.

এখানে সেখানে কিছু খুচরো কেনাকাটা। ডিলনের কাছ থেকে মুদির জিনিসপত্র কেনা হল। মিসেস ডিলন এগিয়ে এসে বললেন- সুপ্রভাত মিসেস অ্যাসলে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি অ্যাম্বাসাডর হচ্ছেন?

ম্যারি হাসলেন, খবরটা চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে।

.

ম্যারি গাড়ি চালাচ্ছেন। মিল ফোর্ড লেকের পাশ দিয়ে চলে গেলেন। তাপমাত্রা শূন্য থেকে কয়েক ডিগ্রি তলায় নেমে গেছে। প্রচণ্ড জোরে হাওয়া বইছে, তুষার পড়তে শুরু করেছে। অনেকদিন ধরেই বিদ্যুতের ঝামেলা চলছে। এডওয়ার্ডের সঙ্গে আজ রাতে ভালোবাসার সুন্দর সুনিপুণ খেলা। আঃ, ভাগ্য কি আবার সুপ্রসন্ন হয়ে উঠল...

ম্যারি বাড়িতে ফিরলেন। এডওয়ার্ড তখনও হাসপাতাল থেকে ফেরেননি। টিম স্টাডিতে বসে একটা সায়েন্স ফিক্সন অনুষ্ঠান দেখছে। ম্যারি মুদির জিনিসগুলো রান্নাঘরে রাখলেন। এবার ছেলের সাথে ঝগড়া করতে হবে।

-হোমওয়ার্ক হয়েছে?

করতে পারছি না।

-কেন?

-আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

-তুমি স্টারনিউজ দেখো, আমি তোমার পড়াশোনা দেখব।

টিম তার অঙ্ক বইটা দিল- এই সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারছি না।

-আমি দেখছি, আমাকে একবার দেখাও তো।

বেথের ঘর। শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বেথ মেঝের ওপর বসে আছে। টেলিভিশন দেখছে।
রক রেকর্ড শুনছে, আর হোমওয়ার্ক করছে।

ম্যারি চিৎকার করে বললেন- এত হৈ-হট্টগোলের মধ্যে পড়ায় মন দাও কী করে?

ম্যারি টেলিভিশনটা বন্ধ করে দিলেন। রেকর্ড প্লেয়ারটাও বন্ধ করে দিলেন।

বেথ রেগে গিয়ে বলল- কেন বন্ধ করলে জর্জ মাইকেল?

বেথের ঘরে বড়ো বড়ো সংগীত বিশেষজ্ঞদের ছবি। ম্যারি তাকালেন, মুখে একটা
বিরক্তির ছাপ।

-বেথ, এরকম নোংরা ঘরে তুমি থাকো কী করে?

বেথ তাকাল- মা কী বলছ?

ম্যারি হাসার চেষ্টা করলেন।

কথাবার্তা চলতে থাকে। বেথ গানের জগতের সর্বশেষ খবর রাখে। কে কোথায় কী গান
গাইছে, সব কিছু তার নখদর্পণে।

ম্যারি অ্যাসলে রান্না করতে খুবই ভালোবাসেন। নিত্যনতুন রান্না করে পরিবারের সবাইকে খাওয়াবেন। এটা তার অনেক দিনের অভ্যেস। তাই সেদিনও তিনি রান্নাঘরে চলে গেলেন। কাজের মেয়ে লুসিনডাকে ছুটি দিয়ে দিলেন।

.

হাসপাতাল থেকে এডওয়ার্ড ফিরে এলেন। ম্যারি তখনও কিচেনে। এখনও মুগ সেদ্ধ বাকি আছে। স্টোভটা বন্ধ করে দিলেন। এডওয়ার্ডকে আদর করলেন- হ্যালো ডার্লিং, দিনটা কেমন কাটলো?

-মেয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে? কেন এমন করছে বলে তো? দিনটা ভালো কাটেনি, তেরো বছরের এক কিশোরী এসেছিল। কিছু সমস্যা নিয়ে।

টমেটো এবং মটরশুটি, রান্নাটা রেডি।

.

ডিনার টেবিলে, টিম প্রশ্ন করল- ড্যাড, আমি আমার জন্মদিনে একটা সার্কবোট পাব কী?

টিম, তুমি সত্যি তাই চাইছ?

-হ্যাঁ, আমি হাওয়াই বেড়াতে যাব। সেখানে আমার বন্ধু জোহনিদের একটা বিচহাউস আছে।

এডওয়ার্ড বললেন- তা হলে সেখানে সার্কবাট পাবে।

টিম মায়ের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল- মা, আমি যাব।

পরে দেখা যাবে, এখন তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।

-ভালো লাগছে না। এই খাবারগুলো খুবই খারাপ হয়েছে।

রাতের খাওয়া এগিয়ে চলেছে। একটি সুখী পরিতৃপ্ত সাংসারিক জীবনছবি।

খবরটা ছড়িয়ে পড়ল বিস্ফোরণের মতো। ইন্টারন্যাশনাল সিক্রেট সার্ভিসকে আঘাত করেছে। কিং হাসান দ্বিতীয়র বিরুদ্ধবাদী, মেহেদি বেন বার্গা প্যারিসে অন্তরীণ ছিলেন। তাকে হত্যা করা হয়েছে। ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিসের সহায়তায়।

প্রেসিডেন্ট চার্লস ডগল এই সার্ভিসের সর্বময় কর্তা হয়ে বসেছেন। এই সংগঠনটিকে প্রতিরক্ষা দপ্তরের অধীনে নিয়ে এসেছেন। এখন যিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রী, সেই রোনাল্ড পাসির ওপর মারিন থোজার নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাকে ফরাসি সরকার রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছিল। তিনি নিউলিতে থাকতেন, একটি ভিলাতে। চব্বিশ ঘণ্টা

প্রহরীর ব্যবস্থা থাকত। লেফ পাসটেরনাফকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। অনেকদিন ধরেই তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

কিছুদিন ধরেই বাতাসে গুজব ভাসছিল, মারিন থোজা রোমানিয়াতে ফিরে যাবেন। আলেকজানড্রোসকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করানো হবে।

লেফ পাসটেরনাফ দরজায় শব্দ করলেন। মারিন থোজার অফিস। থোজা ডেস্কের পাশে বসে আছেন। কাজ করছেন। তিনি দেখলেন লেফ পাসটেরনাফকে প্রবেশ করতে।

সবাই জানতে চাইছেন কখন সত্যি সত্যি বিপ্লবটা ঘটবে? পাসটেরনাফ জানতে চাইলেন। এটা বোধহয় পৃথিবীর সবথেকে বাজে গোপন খবর।

-ওঁদের শান্ত থাকতে বলুন, আপনি কি আমার সঙ্গে বুখারেস্টে যাবেন?

লেফ পাসটেরনাফ কিছু বলতে এসেছিলেন। তিনি ইজরায়েলে গেলেই বোধহয় ভালো হয়। এই কাজটা বেশি দিন করবেন না। মারিন থোজাকে সেকথা অনেকবার বলেছেন।

পৃথিবীর সব লোকই বোকা নাকি? এইভাবে কাউকে লুকিয়ে রাখা যায়? লেফ পাসটেরনাফের চোখে মারিন থোজা এক মোটা বুদ্ধির মানুষ। সম্পূর্ণ আদর্শবাদী, ব্যবহারিক জ্ঞান একেবারে নেই।

যখন পাসটেরনাফ থোজার সঙ্গে কাজ করতে এসেছিলেন, তিনি এই মানুষটির পারিবারিক গল্প শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। থোজা কখনও পরিবারের লোকজনের

সঙ্গে কথা বলেন না। গল্পটা শুনিয়েছিলেন ওই ভদ্রলোক যিনি লেফ পাসটেরনাফের সাথে মারিন গ্রোজার আলাপ করে দিয়েছেন।

গ্রোজাকে প্রতারণা করা হয়েছে। সিকিউরিটির লোকেরা তাঁকে পাঁচদিন আটকে রেখেছিল। তখন তাঁর ওপর শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন করা হয়। বলা হয়েছিল, তিনি যেন কখনও কোথাও নাম প্রকাশ না করেন। করা হয়নি। গ্রোজার চোদ্দো বছরের মেয়েকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। তার স্ত্রীকেও আটক করা হয়। বলা হয়েছিল একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কথা বলতে হবে, অথবা চোখের সামনে স্ত্রী-কন্যার মৃত্যু দেখতে হবে। একটা মানুষের জীবনের সবথেকে কঠিন সিদ্ধান্ত একদিকে প্রিয়তমা স্ত্রী এবং পুত্রের জীবন, অন্য দিকে হাজার হাজার মানুষের জীবন, যারা তাকে অন্ধের মতো ভালোবাসে।

ভদ্রলোক কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন- ভেবে দেখুন, ভালো করে ভেবে দেখুন।

ভবিষ্যৎ অজানা জেনেও গ্রোজা কিন্তু কথা বলতে রাজি হননি, প্রহরীরা তাকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে ফেলে। চোখের সামনে দেখানো হয়, কীভাবে তার স্ত্রী এবং কন্যাকে গণধর্ষণ করা হল। এইভাবেই ধর্ষিতা হয়ে তাদের মৃত্যু হয়। গ্রোজা তখনও কথা বলেন নি। ঘটনাটা ঘটে গেল, তারপর? আরও রক্ত, আরও বীভৎস উল্লাস।

অফিসার লেফ চোখের দিকে তাকালেন। মারিন গ্রোজার মন অত সহজে বোঝা সম্ভব নয়। তিনি তার জনগণের মধ্যে ফিরতে চাইছেন। তিনি সকলকে বোঝাবেন, এই মারাত্মক ঘটনা ভবিষ্যতে আর ঘটবে না।

লেফ পাসটেরনাফ তখন থেকেই গ্রোজার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন। তিনি ওই বিপ্লবীর সঙ্গে মাঝে মধ্যে কথা বলেন।

পাসটেরনাফ হলে এলেন, সন্ধ্যাবেলা। মারিন গ্রোজার বেডরুমের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভেতর থেকে একটা যন্ত্রণার আর্তনাদ। আজ শুক্রবার। পাসটেরনাফ ভাবলেন, এইদিন, ওই বারাদিনাদের আমদানি ঘটে। ইংল্যান্ড, উত্তর আমেরিকা, ব্রাজিল, জাপান, থাইল্যান্ড থেকে তাদের বেছে আনা হয়েছে। তারা জানে না, কোথায় তারা চলেছে। তারা চালর্স ডগল এয়ারপোর্টে এসে জমা হয়। সেখান থেকে সোজা এই ভিলাতে। কয়েক ঘন্টা বাদে আবার তাদের এয়ারপোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। রিটার্ন ফ্লাইটের টিকিট ধরিয়ে দেওয়া হয়।

প্রতি শুক্রবার এক যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা। মারিন গ্রোজার আর্তনাদ। অথবা চিৎকার।

লেফ পাসটেরনাফ অবশ্য এখানে ঢুকতে পারেন। কিন্তু তিনি এসব ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী নন। এক সপ্তাহের মধ্যে একবার গ্রোজা নিজেকে নগ্ন করেন। একজন রমণী তাকে চেয়ারের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ফেলে। তার সর্বাঙ্গে চাবুকের আঘাত। রক্ত বেরিয়ে আসে। এইভাবেই তিনি হয়তো স্ত্রী এবং কন্যার মৃত্যু যন্ত্রণাটা উপলব্ধি করার

চেপ্টা করেন। তারপর ঘটনাটা শেষ হয়ে যায়। সমস্ত শরীরে ঘাম জমে। হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি আরও বেড়ে যায়।

দশদিন বাদে টেলিফোনটা এল, হ্যারি লানজের মৃতদেহটা পাওয়া গেছে।

-আমি বলেছি, আমাকে বিরক্ত না করতে।

বুয়েন্স আয়ার্স থেকে কোনো নেউসা মুনেজ কথা বলতে চাইছে?

-আমি তো বলেছি...

ইন্টারকমের শব্দ, কনট্রোলারের কাছে ফোন।

আবেগকে চেপে রাখা হল- আমি এই কলটা আমার প্রাইভেট অফিসে নিয়ে আসব।

কমিশনার, কনট্রোলার তার অফিসে চলে গেলেন। দরজা বন্ধ করলেন। টেলিফোন নিয়ে বললেন- হ্যাঁ, আমি কি মিস মুনেজের সঙ্গে কথা বলছি?

-হ, দক্ষিণ আমেরিকার উপভাষা ভাসছে বাতাসে, খ্যাড়খেড়ে এবং অশিক্ষিত।

-অ্যাঞ্জেলের কাছ থেকে একটা খবর আছে। আপনাকে দিতে হবে। ওই দুই লোকটাকে অ্যাঞ্জেল পছন্দ করে না।

-আমি দুঃখিত, এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

কবে দেখা হতে পারে?

যাক বাবা, একটা মস্ত বড় বিপদের হাত থেকে বাঁচা গেল।

মেয়েটি হেসে ওঠে- অ্যাঞ্জেল, তাকে কোনো আগাম টাকা দিতে হবে না। অ্যাঞ্জেলকে কেউ ঠকাতে পারে না। কাজটা শেষ হবার পর টাকাটা পেলেই চলবে।

ঠিক আছে, আমি লিখে নিচ্ছি। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ জুরিখ, সুইজারল্যান্ডের কোনো এক জায়গাতে।

-অ্যাকাউন্ট নাম্বার?

নাম্বার? হায় যিশু, আমি ভুলে গেছি! কোথায় লুকিয়ে রেখেছে?

একগোছা কাগজের খসখসানি শব্দ।

-বি 349077।

কত তাড়াতাড়ি?

কাজটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

-ঠিক আছে, আমি আমার প্রাইভেট টেলিফোন নাম্বার দিয়ে দিলাম। প্রয়োজনে আমাকে যোগাযোগ করতে পারেন।

ধীরে ধীরে কনট্রোলার নাম্বারটা দিলেন।

.

০৮. বিলসি, রাশিয়া

একটা একক দ্বীপ, উরা নদীর ধারে, সেখানেই বিশেষ অধিবেশন। চেয়ারম্যান উপস্থিত আছেন। দুটো খবর এসেছে। কনট্রোলার অ্যাঞ্জেলের কাছ থেকে সম্মতি পেয়েছেন। কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট রোমানিয়াতে কাকে রাষ্ট্রদূত করবেন? ব্যাপারটা গোলমালে। ম্যারি অ্যাসলে যেতে চাইছেন না। ছাত্রদের কাছে তিনি এখনই এক কিংবদন্তির নায়িকা। অসাধারণ অনুভূতি।

১৯৫৬- পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির কাছে স্মরণযোগ্য বছর। গুনিউসকা আবার শাসনে ফিরে এসেছেন। পোল্যান্ডে জাতীয় সাম্যবাদের জন্ম হয়েছে।

রোমানিয়া বুখারেস্ট, ছবি দেখে ম্যারি চিনতে পেরেছেন, ইউরোপের অন্যতম সেরা শহর। দাদুর কাছ থেকে শোনা গল্প তাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করত। কিন্তু সংসারের কাজ?

ঘরে নীরবতা, ক্লাস শুরু হতে চলেছে। আমি কতদিন এখানে দাঁড়িয়ে থেকে দিবাস্বপ্ন দেখব? লেকচার এগিয়ে চলল, রোমানিয়ার ইতিহাস। ওয়ার্কার পার্টির জন্ম।

ক্লাসের কি শেষ হবে না? বাড়ির কাজ, ছাত্রদের কী?

চোখ বন্ধ করলেন তিনি। রোমানিয়া, ম্যাডাম অ্যান্ড্রাসাডর, আপনার লিমুজিন তৈরি আছে। আপনাকে এমবাসিতে নিয়ে যাবে।

না, ঘণ্টা পড়ে গেছে। ক্লাস শেষ হয়ে গেছে। এবার বাড়ি ফিরতে হবে। এডওয়ার্ড বোধহয় এতক্ষণে হাসপাতাল থেকে চলে এসেছে।

কোর্টরুম, লাইড স্পিকারের শব্দ শোনা যাচ্ছে হাসপাতাল করিডরে। কাকে ডাকা হচ্ছে? বিরাট এই হাসপাতালটি সেন্ট মেরি রোডের ওপর। জাংশন সিটির দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে।

ব্যস্ত শুক্রবার। ডাঃ এডওয়ার্ড আজকে ব্যস্ত আছেন, একজন আহত সৈনিককে পরিচর্যা করছেন। অনেক দিন ধরে এই হাসপাতালের সঙ্গে তিনি যুক্ত।

কাজটা শেষ হল। চারপাশে তাকালেন। শুনলেন, অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন। ডাঃ ডগলাস সিফার, তিনিও রোগীর চিকিৎসা করছিলেন।

এডওয়ার্ড অ্যাসলে বললেন— কী হল? যুদ্ধ লেগেছে নাকি? এ ধরনের শব্দ কেন?

-চলুন, আমরা এমারজেন্সিতে যাই। ডগলাস জবাব দিলেন।

আঠারো বছর বয়স, কোনো এক রোগী, প্রচণ্ডভাবে ঘামছে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।
ডাঃ অ্যাসলে তার নাড়ি অনুভব করলেন, খুবই দুর্বল। ইউনিফর্ম জ্যাকেটে একঝলক
রক্ত। এডওয়ার্ড অ্যাসলে ভাবলেন, এই পেশেন্টকে এবার ও.টিতে নিয়ে যেতে হবে।

-কী হয়েছে?

-বুকে ছুরির আঘাত।

-দেখা যাক, ফুসফুস ঠিক আছে কিনা? এখনই এক্সরে করতে হবে। তিন মিনিটের
মধ্যে।

ডাঃ ডগলাস এগিয়ে গেলেন, এডওয়ার্ডের দিকে তাকালেন।

মনে হচ্ছে, অবস্থা খুবই খারাপ।

নার্স বললেন- ব্লাডপ্রেসার কমে আসছে। মনিটরে দেখা গেল।

আর একজন নার্স বললেন- সত্যি, বাঁচবে কিনা বুঝতে পারছি না।

ডাক্তার বললেন- একটা টিউব ঢুকিয়ে দিন। ফুসফুসকে বাড়াতে হবে।

কিন্তু, এত প্রয়াসের শেষে কী হবে? একটুবাদে ঘরে মৃত্যুর গন্ধ। কেউ কোনো কথা বলতে পারছেন না। ডাঃ অ্যাসলেকে এখনই তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই মৃতদেহটিকে ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

তিনি হাতে একটা ছুরি নিলেন, মৃত রোগীর বুকের ওপর আঘাত করলেন। কোনো রক্ত নেই? কেন? সব রক্ত কি হারিয়ে গেছে?

-ডিটাকটর!

এই যন্ত্রটি তার হাতে দেওয়া হল। তিনি যন্ত্রটি বুকের ভেতর ঢোকালেন।

-ছুরি কই?

এখন আর চেষ্টা করে কী লাভ? মনিটর শব্দ করতে শুরু করেছে।

তিন মিনিটের মধ্যে রোগীকে অপারেশন টেবিলে নিয়ে যাওয়া হল।

রক্ত পালটাতে হবে। এক হাজার সিসি।

ও নেগেটিভ, ইউনিভারসাল ডোনার দেওয়া হল।

রক্তের রূপান্তর শুরু হল। অ্যাসলে বললেন- বত্রিশ টেস্টটিউব।

নার্স তা দিলেন। ডক্টর স্বীকার করলেন, মনে হচ্ছে, কিছু একটা হবে।

মনিটরের দিকে তাকালেন, আবার কি হার্ট চলতে শুরু করেছে?

তিনি পোশাক পালটে নিলেন। মেডিকেল রিপোর্টে চোখ বুলিয়ে নিলেন, বাড়ির জন্য মন কেমন করছে। এডওয়ার্ডের শরীরটা খুবই ক্লান্ত। সাংঘাতিক টেনশন গেছে। একই সময়ে তিনি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছেন। সারাদিন মৃত্যু নিয়ে খেলা। আর ভালো লাগে না।

নিজেকে ভীষণ অপরাধী বলে মনে হল তার। স্ত্রী এত বড়ো একটা সুযোগ পেল, অথচ আমি কিনা বাধার সৃষ্টি করলাম। পরক্ষণেই ভাবলেন, যদি প্রেসিডেন্ট নিজে থেকে আমাকে। এই সুযোগটা দিতেন, তাহলে কী হত?

তারপর ভাবলেন, ঠিক আছে, গরমকালে প্যারিস এবং লন্ডন বেড়াতে যাবেন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। একবার রোমানিয়ায় যেতে হবে। সত্যিকারের মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্য।

জাংশন সিটি, কাউন্টি ক্লাব। বেলপাথরের বাড়ি, এক সুন্দর পাহাড়ি টিলার ওপর। এখানে আঠারো গর্তের গলফ কোর্ট আছে। দুটি টেনিস কোর্ট, একটি সুইমিংপুল, একটি বার এবং ডাইনিং রুম। এককোণে বিরাট ফায়ার প্লেস। ওপরে তাস খেলার ঘর, নীচের তলায় লকার রুম।

এডওয়ার্ডের বাবা এই ক্লাবের সদস্য ছিলেন। ম্যারির বাবাও ছিলেন। ছোটো থেকেই এডওয়ার্ড এবং ম্যারি এই ক্লাবে নিয়মিত আসা-যাওয়া করেন। এখানে শহরের গণ্যমান্য সকলেই আসেন।

সেদিন যখন তারা পৌঁছোলেন, একটু দেরি হয়েছে। ডাইনিং রুমে দু-চারজন গেস্ট তখনও বসে আছেন। তারা দেখলেন ম্যারিকে। ম্যারি চেয়ারে বসলেন।

এডওয়ার্ড বললেন- কিছু বলবে কী?

দুঃখজনক ঘটনা?

না, স্বপ্ন দেখা শেষ হয়ে গেছে। ম্যারি বাস্তবের সাথে আপস করেছেন।

ম্যারি বললেন না, একথা আমাকে আর জিজ্ঞেস করো না। আমি তোমাকে বা ছেলেমেয়েদের ছেড়ে কোথাও থাকতে পারব না। প্রস্তাবটা প্রত্যাখান করতে পেরেছি বলে আমি খুশি। সত্যি বলছি।

ডাক্তার ঝুঁকে দাঁড়ালেন। বললেন- আমি তোমাকে এমন একটা প্রস্তাব দেব, তুমি তা ফেলতেই পারবে না।

এভাবেই তো শুরু হয়েছিল ভালোবাসা, প্রথম দিকের প্রেমে আগুন ছিল, কাছে আসার তাগিদ ছিল, একে অন্যের প্রতি তীব্র শারীরিক আকর্ষণ বোধ করতেন। চরম সন্তুষ্টিতে

পৌঁছোনো না পর্যন্ত চলত শরীরের ভয়ংকর খেলা। তবে সব কিছুই এখন হারিয়ে গেছে। এখন শুধু কর্তব্যবোধ, আবেগের মৃত্যু ঘটছে।

তারা বাড়িতে ফিরে এলেন। অতি দ্রুত পোশাক ছাড়লেন। বিছানাতে চলে গেলেন। শুরু হল ভালোবাসাবাসির অবুঝ খেলা। ডাক্তার জানেন, মেয়ে-শরীরের কোন্ কোন্ অংশ সংবেদনশীল। স্তনবৃত্ত নিয়ে কিছুক্ষণ খেলা করলেন। বৃত্তদুটিকে অকারণে বিরক্ত করলেন। তারপর? সেই সুন্দর কোমল উপত্যকায় হাত রাখলেন। ম্যারি আনন্দে চিৎকার করে বলছেন- ভীষণ ভালো লাগছে।

ম্যারি এবার ওপরে, ডাক্তার নীচে। শুরু হল কাছে আসা এবং দূরে যাওয়ার খেলা। ওটা খুব শক্ত হয়ে উঠেছে। দুজনেই এখন তৈরি হয়েছেন। তারপর ভালোবাসা, কেউ কাউকে কোনোমতেই ছাড়বেন না।

.

রাত্রি তিনটে, ফোনটা সশব্দে আত্ননাদ করছে। এডওয়ার্ড বললেন- হ্যালো।

একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর- ডাক্তার অ্যাসলে?

-হ্যাঁ।

-পিটের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। আমার মনে হয় ও বাঁচবে না। আমি বুঝতে পারছি না, কী করব।

এডওয়ার্ড উঠে বসলেন- কিছু করবেন না। শক্ত করে শরীরটা ধরে থাকুন। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি।

-এডওয়ার্ড? ম্যারির চোখে উদ্বেগ। কী হয়েছে?

-সব কিছু ঠিক আছে। ঘুমিয়ে পড়ো।

কখন আসবে? আমার আবার করতে ইচ্ছে করছে।

এডওয়ার্ড বললেন- ঠিক আছে, আমি আসছি। পাঁচ মিনিট।

এডওয়ার্ড এগিয়ে চলেছেন, ওল্ড মিলফোর্ড রোড ধরে, জে হিল রোডে এলেন। সকাল এখনও হয়নি। উত্তর-পশ্চিম থেকে তীব্র শীত-বাতাস ছুটে আসছে। তাপমাত্রা শূন্য থেকে কয়েক ডিগ্রি নীচে। এডওয়ার্ড কারহিটার জ্বালিয়ে দিলেন। ভাবলেন, একটা অ্যাম্বুলেন্সকে ডাকলেই মনে হয় ভালো হত। আগে দু বার পিটের হাট অ্যাটাক হয়েছে। কখন রক্তক্ষরণ শুরু হয়, আগে দেখতে হবে।

আঠারো নম্বর রুটে গাড়িটা ঢুকে পড়ল। জাংশন সিটির সবথেকে বড় ডা রাস্তা। শহর এখনও ঘুমন্ত।

এডওয়ার্ড শেষ পর্যন্ত ছ নম্বর স্ট্রিটে এলেন। লু ৫৭-র দিকে তাকালেন। এবার তাকে গ্রান্ড ভিউ প্লাজার দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

আগে কতবার তিনি এখানে এসেছেন গাড়ি করে, এখানে সিডার গাছ আছে, আছে রাশিয়ার অলিভ গাছ। আগস্ট মাসে জায়গাটা ভারি সুন্দর হয়ে ওঠে। মনে হয়, কে যেন গাছের অরণ্যে দাউদাউ আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। কত শীতসকালে তিনি এখানে এসেছেন। দেখেছেন, তুষারের কারুকাজ।

এডওয়ার্ড খুব দ্রুত চালাচ্ছিলেন। এখনই তাকে ঠিক জায়গাতে পৌঁছাতে হবে। একবার ম্যারির কথা মনে পড়ল। তারই জন্য সে অপেক্ষা করছে। ফিরে গিয়ে ম্যারির ঘুম ভাঙাতে হবে। আমার মনেও আবার যৌনবোধ জেগেছে।

ঠিক আছে, আর কতক্ষণই? এবার এমন একটা সুন্দর মধুচন্দ্রিমা উপহার দেব, কোন মেয়ে সেটা স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না।

সামনে দুটো হাইওয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চল। এডওয়ার্ড সাবধানে এগিয়ে গেলেন। একটা ট্রাক উলটোদিক থেকে ছুটে আসছিল। তীব্র গর্জন শোনা গেল। গাড়িটা ওপর দিকে উঠে গেল। চোখের নিমেষে তিনি পাঁচটন আর্মি কারকে আসতে দেখলেন। শেষ মুহূর্তে তিনি নিজের আত্ননাদ শুনতে পেয়েছিলেন। তারপর ঘন অন্ধকার।

নিউলি, রবিবার।

ঘণ্টা ধ্বনি বেজে উঠেছে। মধ্য দুপুরের বাতাস। মারিন গ্রোজার ভিলা। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এখানে কে কেন এসেছেন?

মারিন গ্রোজাকে এখন এক মৃত মানুষ বলা যেতে পারে। আর্জেন্টিনাতে অ্যাঞ্জেলের মা তার সন্তানের জন্য অপেক্ষা করেন। অ্যাঞ্জেল অনেকদিন ধরেই দরিদ্রতাকে দেখেছেন। দেখেছেন মৃত্যুকে। তিনি জানেন, মৃত্যুই জীবনের শেষ গন্তব্য।

এইভাবে অ্যাঞ্জেল বড়ো হয়েছেন। আর বেছে নিয়েছেন এমন একটা পথ, যে পথে মৃত্যুই হতে পারে একমাত্র অবশেষ।

.

০৯.

তুষার ঢাকা কানসাস। গাড়ি ছুটে চলেছে, লাল আলোর ইশারা। বিশাল আকারের ট্রাক! অ্যাম্বুলেন্স, হাইওয়ে পেট্রল, গাড়ি শেরিফের গাড়ি, হেডলাইটের আলো, আরও কত কী। পুলিশ অফিসাররা এগিয়ে চলেছেন। শেরিফের গাড়ি পাশে দাঁড়াল। ম্যারি অ্যাসলে ছুটে এসেছেন। কাঁপছেন তিনি। দাঁড়াতে পারছেন না।

শেরিফ মুনস্টার বললেন মিসেস অ্যাসলে, দোহাই অমনটি করবেন না।

তখনও আতর্নাদ আমাকে আগে যেতে দিন।

-প্লিজ মিসেস অ্যাসলে, এই অবস্থায় দেখবেন না।

মিসেস অ্যাসলে অচেতন হয়ে গেলেন।

শেরিফের গাড়িতে তার ঘুম ভেঙে গেল। শেরিফ সামনের দিকে বসে আছেন।

কী হয়েছিল? ম্যারি জানতে চাইলেন।

-আপনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

ম্যারি জানালা দিয়ে তাকালেন, গাড়ির ছোটোছুটি।

কীভাবে?...ম্যারি আর কথা বলতে পারছেন না। কীভাবে এটা ঘটল?

-আপনার স্বামী ভুল পথে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। একটি আর্মি ট্রাক ছুটে আসে। আপনার স্বামীর গাড়িটিকে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু...

ম্যারি চোখ বন্ধ করলেন। অ্যাকসিডেন্টের দৃশ্য তার চক্ষুপটে ভেসে উঠল। মনে পড়ে গেল, এডওয়ার্ডের হাসি মুখ।

এডওয়ার্ড কিন্তু খুব সাবধানে গাড়ি চালাত। এমন কাজ সে কেন করল?

শেরিফের কণ্ঠে সহানুভূতি- মিসেস অ্যাসলে, আমি তো এক প্রত্যক্ষদর্শী। একজন যাজক আর দুজন সিস্টার নিজের চোখে দেখেছেন। একজন কর্নেল, তারা সকলে একই কথা বলেছেন। আপনার স্বামী যে কেন এমন আচরণ করলেন?

সবকিছু ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। এডওয়ার্ডের মৃতদেহটা অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হল। একজন যাজককে পুলিশ প্রশ্ন করছে। ম্যারি ভাবলেন, হায় ঈশ্বর, শেষ পর্যন্ত আমার ভাগ্যে!

-দেহটা এখন মর্গে নিয়ে যাওয়া হবে।

ম্যারি বললেন- ঠিক আছে।

চোখের ভাষা তার হারিয়ে গেছে। তারপর?

শেরিফ বললেন-আপনাদের ফ্যামিলি ডক্টরের নাম কী?

ম্যারি বললেন- এডওয়ার্ড অ্যাসলে, বোঝা গেল কথা বলার শক্তিও তিনি হারিয়ে ফেলেছেন।

শেরিফ তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিলেন। লিভিং রুমে ফ্লোরেন্স এবং ডগলাস বসে আছেন।
ছেলেমেয়ের ঘুম ভাঙেনি।

ফ্লোরেন্স বললেন- ডার্লিং, আমি ভাবতেই পারছি না।

ম্যারি বললেন- ঠিক আছে, এটা একটা অ্যাকসিডেন্ট।

ম্যারি হাসছিলেন।

ডগলাস বললেন- তোমাকে ওপরে নিয়ে যাব?

-আমি ঠিক আছি। আমার জন্য একটু চা আনবেন?

ডগলাস বললেন- আসুন, আমি বিছানা ঠিক করে দিচ্ছি।

-আমার ঘুম পাচ্ছে না। আমি ভালোই আছি!

.

ডগলাস ম্যারিকে সাহায্য করছিলেন, সিঁড়ি দিয়ে হাটবার সময়।

ম্যারি বললেন- এটা তো একটা দুর্ঘটনা, এডওয়ার্ড একটা দুর্ঘটনায় পড়েছিল।

ডগলাস তার চোখের দিকে তাকালেন। চোখ শূন্য, বোবা এবং ভাষাহীন।

এডওয়ার্ডের মেডিকেল ব্যাগটা নিয়ে আসা হল। ডগলাস ফিরে এলেন। ম্যারি তখনও ওপরে যাননি।

ডগলাস তাকে একটা ঘুমের ওষুধ দিলেন। তার পাশে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। এক ঘণ্টা কেটে গেছে, তখনও ম্যারি ঘুমোত পারেননি। দ্বিতীয় ওষুধ, তৃতীয়, শেষ পর্যন্ত ম্যারি ঘুমিয়ে পড়লেন।

জাংশন সিটিতে এই ধরনের ঘটনা খুব একটা ঘটে না। অনেকদিন আগে এমন এক ঘটনা ঘটেছিল। তাই সকলেই অবাক হয়ে গেছেন।

সিআইডি থেকে একদল ইন্সপেক্টর এসেছেন ব্যাপারটার তদন্ত করতে। শেরিফ মুনস্টারকে নানা প্রশ্ন করা হয়েছে। পাঁচজন প্রত্যক্ষদর্শী আছেন। একজন যাজক এবং দুজন সন্ন্যাসিনী, কর্নেল জেনকিন্স এবং ট্রাক ড্রাইভার সার্জেন্ট ওয়ালিশ। সকলেই বলেছেন, ডাক্তার অ্যাসলের গাড়িটা বিশ্রীভাবে ছুটে আসছিল। এটা নেহাতই একটা দুর্ঘটনা। মনে হচ্ছে, এটা বোধহয় অনিবার্য ছিল। পাঁচজন একই জবানবন্দি দিয়েছেন।

সিআইডির বিশেষ কিছু করার নেই। শেষ অব্দি তদন্তের কাজটা বন্ধ করে দেওয়া হল।

ম্যারি ছেলেমেয়ের চিৎকারের শব্দে ঘুম থেকে উঠলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়েছিলেন। ভাবছিলেন, না, এটা বোধহয় একটা দুঃস্বপ্ন, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, চোখ খুলতেই আবার এডওয়ার্ডকে দেখতে পাব।

কান্নাটা ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। ম্যারি শূন্য চোখে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। শেষ অব্দি তিনি অনিচ্ছুকভাবে বিছানা থেকে উঠলেন। টিমের বেডরুমের দিকে এগিয়ে গেলেন। ফ্লোরেন্স এবং বেথ সেখানে বসে আছেন। তাঁরা তিনজনেই কাঁদছেন। ম্যারি ভাবলেন, আঃ আমার চোখের জল কি শুকিয়ে পাথর হয়ে গেল?

বেথ জানতে চাইল- মা, ড্যাডি সত্যি মারা গেছে?

ম্যারি মাথা নাড়লেন, কথা বলতে পারছেন না।

ফ্লোরেন্স বললেন- আমি বলতে বাধ্য হয়েছি।

ম্যারি মাথা নাড়লেন। টিমের মাথায় হাত দিয়ে বললেন- কেঁদো না, সব কিছু আগের মতোই চলবে।

না, কোনো কিছুই আর কিন্তু আগের মতো চলেনি।

.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্মি সিআইডি কমান্ড হেডকোয়ার্টারে এই দৃশ্যপট উন্মোচিত হচ্ছে। চারপাশে গাছের সারি। একটা পুরোনো লাইমস্টোনের বাড়ি। একতলায় একজন

অফিসার দাঁড়িয়ে ছিলেন। শেল প্ল্যানচার্ড, তিনি কর্নেল জেনকিন্সের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

আমি একটা খবর শুনছি, ট্রাক ড্রাইভার নাকি এক ডাক্তারকে হত্যা করেছেন?

-খবরটা সত্যি? হা, ওই ভদ্রলোকের দেহ সমাহিত করা হয়েছে।

-খুবই খারাপ খবর। কিন্তু এর জন্য বোধহয় একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রমোশন দরকার।

-অনেক-অনেক ধন্যবাদ, স্যার। অনেক কষ্টে এই প্রমোশনটা জোগাড় করা হয়েছে।

ম্যারি অ্যাসলে অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করছিলেন। কীভাবে এই অবস্থার হাত থেকে বাঁচা যায়?

শ্রাদ্ধবাসর শেষ হয়ে গেল জেফারসন স্ট্রিটের ফিউরানেল হোমে। শোকস্তব্ধ পরিবেশ। অনেক পুষ্পস্তবক, সবথেকে বড়োটি এসেছে পল এলিসনের কাছ থেকে। লেখা আছে? আমার সহানুভূতি এবং সমবেদনা।

ম্যারি, বেথ আর টিমকে নিয়ে এককোণে বসেছিলেন। ছেলেমেয়ের চোখ কান্নায় ভেজা, রক্ত লাল।

ভাবা যাচ্ছে না, কীভাবে ঘটনাটা ঘটে গেল!

লাতিন ভাষায় মন্ত্ৰ পড়া হচ্ছে। আহা, ম্যারি চোখ বন্ধ করলেন, তিনি আর এডওয়ার্ড মিলফোর্ড লেকে নৌকো ভ্রমণ করছেন।

প্রথম রাত, প্রথম দেখা হবার রাত। এডওয়ার্ড জানতে চেয়েছিলেন- তুমি কি সাঁতার জানো?

-ঠিক আছে, আমি তোমাকে সাঁতার শেখাব।

এক সপ্তাহ পরে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

এডওয়ার্ড পেছনে লেগেছিলেন- তুমি কি জানো, আমি কেন তোমাকে বিয়ে করছি? তুমি সবকটা পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছ, তাই। তুমি আমার মতো একটা গোমড়া মুখের মানুষকে সহ্য করেছ।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান শেষ হল। ম্যারি ছেলেমেয়েদের নিয়ে কালো লিমুজিনে উঠে পড়লেন। এবার শোকযাত্রা সমাধিক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যাবে।

বিশাল একটা পার্কের মধ্যে সমাধিস্থল। এটি হল জাংশন সিটির সবথেকে পুরোনো কবরখানা।

আবার লাতিন ভাষায় মন্ত্ৰ- আমি বেঁচে আছি, আমি বেঁচে থাকব।

ম্যারি শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকালেন। গুডবাই মাই ডার্লিং, এ জীবনে আর কখনও তোমার সঙ্গে কোথাও দেখা হবে না আমার।

এই প্রথম, এই প্রথম কান্নার একটা উদ্বেগ-আকুল অনুভূতি। ম্যারি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলেন না।

মৃত্যুতেই বোধহয় জীবনের সবকিছু শেষ হয়ে যায়, কিন্তু ম্যারি অ্যাসলের কাছে এটা নরক যন্ত্রণা। কতবার তিনি এবং এডওয়ার্ড মুখোমুখি বসে মৃত্যুকথা আলোচনা করেছেন। শেষ পর্যন্ত ওর মৃত্যু যে এভাবে আসবে, ম্যারি তা ভাবতেও পারেননি।

আমার বয়স পঁয়ত্রিশ বছর। দুটি ছেলেমেয়ে আছে আমার। আমি জানি না, আমি কে? এতদিন পর্যন্ত আমি শ্রীমতী এডওয়ার্ড অ্যাসলে নামে পরিচিতা ছিলাম। আমার একটা চিহ্ন ছিল, একটা প্রতীক। আমি এমন একজনকে ভালোবাসতাম, যে আমাকে সত্যি সত্যি প্রেম নিবেদন করেছিল।

এখন চারপাশে নিদারুণ শূন্যতা, নৈঃশব্দের হাহাকার।

ফ্লোরেন্স, ডগলাস এবং অন্য বন্ধুরা মাঝে মধ্যেই দেখা করতে আসেন। শোকস্তব্ধ পরিবেশকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। ম্যারি কিন্তু এখনও একাকিত্বের যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাতে চান।

শেষ অদি কী হবে ভাবতে ভাবতে ম্যারি শিহরিত হয়ে ওঠেন।

এবার বাস্তব পৃথিবী। এডওয়ার্ডের ইচ্ছাপত্র, বীমা কোম্পানি, ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট, ট্যাক্স এবং বিল। লইয়ার ও ব্যাঙ্কারদের আনাগোনা, শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা।

ম্যারি একা একা শুয়ে শুয়ে দেন। এডওয়ার্ড চলে গেছে, টাকাপয়সার হিসেব করে কী হবে?

শেষ অদি বাধ্য হলেন তিনি, এব্যাপারে আলোচনা করতে।

কিন্তু এই আলোচনার শেষে কী থাকল? শুধুই দুঃখ, শুধুই কষ্ট এবং হাহাকার।

দেখা গেল, বাড়িটা মর্টগেজ দেওয়া আছে, পঁয়ত্রিশ হাজার ডলারের অ্যাসেট আছে, এখন যদি বাড়িটা বিক্রি করে দেওয়া যায় সেটাই বোধহয় ভালো হবে।

ম্যারি বললেন, এডওয়ার্ড কখনও এটা চাইত না। আমি কী করে এই কাজটা করব?

ফ্লোরেন্স সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। কত কিছু ব্যক্তিগত জিনিস, একডজন পাইপ, একটা তামাকের বাক্স, দুটো চশমা, ভাষণের কপি, আরও কত কী। ম্যারি তাকালেন। ক্লোসেটে স্যুট ঝুলছে। স্যুটে হাত দিলেন। প্রিয়জনের পরশ। নীল টাই, শেষ

রাতে ডাক্তার সাহেব পরেছিল। স্কার্ফটাও ঝুলছে। শীত বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে। আর কখনও এটার প্রয়োজন হবে না। ডাক্তারবাবু তো আর ওই ঠান্ডা করবখানা থেকে উঠে আসবে না।

দাড়ি কামানোর ব্রাশ আর টুথপেস্ট, আফটার শেভ লোশন-সব কিছু একই রকম আছে।

ছোটো ছোটো স্মৃতি, দু-একটি কথা, শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ, কার্ড, শুভেচ্ছাপত্র, কত স্মারক এবং প্রশংসা পদক। মনে হয়, কোনো এক ম্যাজিসিয়ানের খেলায় এই ঘটনাটা ঘটে গেছে।

ম্যারি ভাবতে বসলেন, সেই দীর্ঘ রাতের কথা। এই যন্ত্রণা এই একাকীত্ব।

শেষ পর্যন্ত ম্যারি ঠিক করলেন না, এভাবে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে গিয়ে কী লাভ? ছেলেমেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে বাঁচতে হবে। এডওয়ার্ড তাহলে হয়তো আমাকে ক্ষমা করবে!

কাজ করতে হবে, কিন্তু কীভাবে? এডওয়ার্ড তুমি নেই, এ যন্ত্রণা অসহ্য! তুমি আমাকে সাহায্য করো! তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছে!

কী করব? পড়াব? অন্য কিছু? কিছুই ভালো লাগছে না। এই দুঃখ! এই যন্ত্রণা!

মাঝে মধ্যে ম্যারি ধর্মযাজকের কাছে যান। ভদ্রলোক গল্প বলেন, পৃথিবীর গল্প, মহাজীবনের গল্প। তিনি বলেন আমরা মহাবিশ্বের অংশবিশেষ। মৃত্যুতেই সবকিছু শেষ হয় না। মৃত্যু জীবনের এক স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। শান্তভাবে একে গ্রহণ করার চেষ্টা করো।

এডওয়ার্ডের ছবি, সর্বত্র। গানের মধ্যে, রেডিয়ো স্টেশনে, পাহাড়ের মধ্যে। কত সুখের স্মৃতি।

সকালবেলায় ঘুম ভেঙে যায়- হানি, তোমার কথাই মনে পড়ে।

মনে হয়, তোমার কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাচ্ছি।

ম্যারি নিজের সাথে নিজেই কথা বলেন এডওয়ার্ড, ছেলেমেয়েদের নিয়ে চিন্তা বেড়ে যাচ্ছে।

ম্যারি প্রত্যেকদিন সমাধিক্ষেত্রে যান। তুষারস্নাত বাতাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকেন। প্রার্থনা করেন। শেষ পর্যন্ত এই ঘটনাও তাঁকে শান্তি দিল না।

তিনি জানতে চান- তুমি এখন কোথায়?

তারপর? দিন এগিয়ে চলেছে। ফ্লোরেন্স এবং ডগলাস তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন। তারা বলেন, ডাক্তার এখন শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন। আরও কত কথা। কিন্তু এসব কথা- বলে কী লাভ?

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়। ম্যারি ছেলেমেয়েদের ঘরে চলে যান। দেখেন, তারা নিরাপদে আছে কিনা। আমার ছেলেমেয়ের মৃত্যু হবে কী? আমরা সকলেই তো একদিন মারা যাব। কেন তাহলে এত চিন্তা? এত আনন্দ? এত সুখ? কাছে আসার তীব্র ইচ্ছা?

এই পৃথিবী একটা কসাইখানা। সকলকে হত্যা করা হচ্ছে। এটা একটা ষড়যন্ত্র।

বাইবেলে লেখা আছে, মৃত্যু জীবনের শেষ পরিণতি নয়। এটা একটা রূপান্তর মাত্র। এডওয়ার্ড কি সেই রূপান্তরের মাধ্যমে অন্য জগতের বাসিন্দা হয়ে গেছে?

শেষ অব্দি ম্যারি আবার মনকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন।

মধ্যরাত। কত খবর ভেসে এল।

সকাল হল। এডওয়ার্ড তুমি কি শুনতে পাচ্ছে? ডগলাস পোমোশন পেয়েছেন। তিনি এখন হাসপাতালের চিফ স্টাফ হয়েছেন।

ঈশ্বর কোথায়? সব কিছু ব্যর্থ? টিএসএলিয়ট বলেছিলেন- ঈশ্বর আছেন, মানুষ তার অস্তিত্ব বুঝতে পারে না।

.

প্রেসিডেন্ট পল এলিসন, স্টানটন রজার্স, হাওয়ার্ডবেকার ওভাল অফিসে বসে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় মগ্ন।

সেক্রেটারি অফ স্টেট বললেন- মিঃ প্রেসিডেন্ট, আমাদের ওপর কাজের চাপ খুবই বেড়েছে। অ্যাসাসাডর কে হবেন রোমানিয়াতে, তা এখনই ঠিক করতে হবে। আর দেরি করা চলবে না।

-ধন্যবাদ ফয়েড, আমি ম্যারি অ্যাসলের কথাই ভাবছি। তার পারিবারিক অবস্থা এখন পালটে গেছে। তিনি এখন এক শোকস্তব্ধা মহিলা। আমি আর একবার চেষ্টা করব।

স্টানটন রজার্স বললেন- মিঃ প্রেসিডেন্ট, আমরা সেখানে চলে যাই না কেন? দেখা যাক, ওঁনাকে এই ব্যাপারে রাজি করানো যায় কিনা?

-দেখতে হবে।

ম্যারি ডিনারের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। টেলিফোন বেজে উঠল। অপারেটর বললেন, হোয়াইট হাউস। প্রেসিডেন্ট আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।

এখন নয়, আমি এখন কারোর সঙ্গে কথা বলতে চাইছি না। ম্যারি মনে মনে ভেবেছিলেন, কিন্তু সেই ভাবনাটা প্রকাশ করলেন না। তিনি বললেন-আমি মিসেস আসলে বলছি।

-আপনি কি একটু ধরবেন?

এক মুহূর্তের অবসর।

আবার সেই গমগমে কণ্ঠস্বর- মিসেস অ্যাসলে, আমি পল এলিসন। আমি জানি, আপনার জীবনে এখন কতখানি শোক। আপনার স্বামী অত্যন্ত ভদ্রলোক ছিলেন।...

-আপনাকে অনেক ধন্যবাদ মিঃ প্রেসিডেন্ট। আপনি ফুলের স্তবক পাঠিয়েছেন, তার জন্যও ধন্যবাদ।

-আমি আপনার ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করতে চাইছি না শ্রীমতী অ্যাসলে। আমি জানি, আপনার পারিবারিক অবস্থান এখন পালটে গেছে। আপনি কি আমার আমন্ত্রণটা গ্রহণ করবেন?

-অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু বোধহয় এখন পারব না...

-আমার কথা শুনুন প্লিজ, আমি কাউকে আপনার কাছে পাঠাব। আমার একান্ত বন্ধু স্টানটন রজার্স। সে আপনার সাথে কথা বলবে।

ম্যারি সহসা কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। হ্যাঁ, আমার পৃথিবীটা পালটে গেছে। আমার জীবন এখন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু বেথ আর টিমের দিকে নজর দিতে হবে। তাহলেও ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

-মিঃ প্রেসিডেন্ট, আমি ওঁনার সাথে নিশ্চয়ই কথা বলব। কিন্তু আমি দুঃখিত, এখনই সিদ্ধান্ত বদল করব না।

একটা অত্যন্ত জনপ্রিয় শুঁড়িখানা, বুলেভার্ড। লিনিউ তে। মারিন থোজার রক্ষীরা সেখানে প্রায়ই যায়। লেফ পাসটেরনাফকেও এখানে মাঝে মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। অ্যাঞ্জেল একটি টেবিলে বসে আছেন। কথাবার্তা শোনা যাবে কী? প্রহরীরা চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এবার বোধহয় আলোচনাটা শুরু হবে।

অ্যাঞ্জেলের সাথে শেষ পর্যন্ত কথা হয়েছে। থোজার বিষয়ে আলোচনা। আরও কিছু খুচরো খবর। কী দরকার? দরকার দুই-একটি সূত্র, লেফ সেটা নিজেই ব্যবস্থা করেছে। এক মেয়েকে দুবার ব্যবহার করা হয় না। তাই যে-কোনো মেয়েকেই মারিন থোজার কাছে পাঠানো যেতে পারে। এটাই হতে পারে আমাদের তুরূপের তাস।

পরের দিন সকালবেলা, অ্যাঞ্জেল গাড়ি পালটালেন। ফিয়াট নিয়ে প্যারিসে ঢুকলেন। মনটি মারটের যৌন দোকান বি গ্যালেতে। এখানে শুধুই বেশ্যাদের ঘোরাঘুরি। দালালদের আনাগোনা।

অ্যাঞ্জেল ভেতরে গেলেন। দেখলেন কী কী বিক্রি হচ্ছে। বিক্রি হচ্ছে শেকল আর হেলমেট, চামড়ার প্যান্ট, আছে লিঙ্গবর্ধক তেল আর আনন্দ দিতে পারে এমন জেল। বড়ো বড়ো রবারের পুতুল চোখে পড়ল। পর্ণো ভিডিও টেপ। পায়ুতে লাগানো যায় এমন ক্রিম, ছ ফুট লম্বা চাবুক, যা দিয়ে অত্যাচার করা যেতে পারে।

অ্যাঞ্জেল একটা লম্বা চাবুক কিনলেন।

পরের দিন সকালবেলা । অ্যাঞ্জেল চলে গেলেন ওই দোকানে ।

দোকানদার বললেন- কী জন্য এসেছেন?

আপনি কি এই চাবুকটা মেল করতে পারবেন? আমি বেশি টাকা দেব ।

সেদিন বিকেলবেলা অ্যাঞ্জেল বুয়েস আয়ার্সের দিকে উড়ে গেলেন ।

চাবুক এসেছে, ভালোভাবে টাকা দেওয়া, নিউলিতে ।

পরের দিন, প্যাকেজের গায়ে নাম লেখা আছে- এই চাবুকটা ভালোভাবে পরীক্ষা করা হল ।

এটা পাঠিয়ে দেওয়া হল মারিন থোজার বেডরুম ক্লোসেটের মধ্যে ।

১০.

ফোর্ট রিলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবথেকে পুরোনো আর্মি ফোর্ট । ১৮৫৩ সালে তৈরি হয়েছিল । কানসাস তখনও বিদ্রোহীদের কবলে পড়েনি ।

স্টানটন রজার্সের ডিসি-সাত নামল। লিমুজিন দাঁড়িয়েছিল। স্টানটন মিসেস অ্যাসলের বাড়িতে চলে গেলেন। এর আগেই মিসেস অ্যাসলের সঙ্গে কথা হয়েছে।

মিসেস অ্যাসলে, আমি সংক্ষেপে আমার কথা বলব। আগামী সোমবার পৌঁছোতে চাইছি, বিকেলবেলা, আপনি সময় দেবেন তো?

ভদ্রলোক এত নম্র। অথচ এত গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। কেন প্রেসিডেন্ট ওঁনাকে পাঠাচ্ছেন?

প্রতিবর্তক্রিয়ায় ম্যারি বললেন- হ্যাঁ, আপনি কি আমাদের সঙ্গে ডিনার খাবেন?

-না, অনেক ধন্যবাদ।

বিকেলটা খুবই খারাপ কাটবে, স্টানটন ভাবলেন।

ফ্লোরেন্সের কানে খবরটা পৌঁছে গেল। তিনি উত্তেজিত। প্রেসিডেন্টের বৈদেশিক উপদেষ্টা আসছেন? এখানে ডিনার খেতে? ভাবতেই পারছি না। আমাদের কী সৌভাগ্য!

-ফ্লোরেন্স, ব্যাপারটা কিছুই নয়। আমি প্রেসিডেন্টের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তার সাথে কথা বলব।

ফ্লোরেন্স ম্যারির কাঁধে হাত রাখলেন- আহা, আজ সত্যি একটা আনন্দের দিন!

.

স্টানটন রজার্সকে এক পরিতৃপ্ত মানুষ বলা যেতে পারে। ম্যারি তাকে সাংবাদিকদের জন্য অনুষ্ঠানে দেখেছেন। খবরের কাগজের পাতায় তার ফটোগ্রাফ চোখে পড়েছে। এমন কী টাইম ম্যাগাজিনেও। কিন্তু মানুষটি সত্যি ভদ্র, তার মধ্যে একটা সুন্দর ব্যক্তিত্ব আছে।

-প্রেসিডেন্ট আরও একবার তার শোকতপ্ত অনুভূতি জ্ঞাপন করেছেন মিসেস অ্যাসলে।

-আপনাকে ধন্যবাদ।

বেথ এবং টিমের সাথে স্টানটনের আলাপ হল। ম্যারি কিচেনে চলে গেলেন। লুসিংড়া খাবার তৈরি করছে কী?

জাংশন সিটির গৌরবজনক ইতিহাস নিয়ে কথা হল। শেষ পর্যন্ত স্টানটন রজার্স রোমানিয়ার কথা পাড়লেন।

রোমানিয়ার প্রেসিডেন্টের সরকার সম্পর্কে আপনার কী অভিমত? তিনি জানতে চাইলেন।

রোমানিয়াতে সরকার বলে কিছুই নেই। একজনই এই সরকার চালাচ্ছেন। এটা স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা।

-আপনি কি মনে করেন, ওখানে আবার বিপ্লব হতে পারে?

না, এখনই তা হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। যদি মারিন গ্রোজা রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন, তাহলে হতে পারে। কিন্তু তিনি এখন ফরাসি দেশে নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছেন।

প্রশ্নোত্তরের পালা চলেছে। আসলে ইরান সম্পর্কে অনেক খবর রাখেন। স্টানটন রজার্স তার জ্ঞানের পরিসীমা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। মনে হচ্ছে, তাকে বোধহয় মাইক্রোস্কোপে রেখে কাটাছেঁড়া করা হচ্ছে।

পলই ঠিক বলেছিলেন। স্টানটন রজার্সের চিন্তা, রোমানিয়া সম্পর্কে এই ভদ্রমহিলা এক জীবন্ত অভিধান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হবে? উনি কি রাজি হবেন?

সন্ধে শেষ হয়ে আসছে। স্টানটন বললেন মিসেস অ্যাসলে, আমি আবার আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি কি রোমানিয়ার দায়িত্ব নেবেন? আমার মনে হয়, আপনি একাজটা ভালোভাবে করতে পারবেন।

ম্যারি মাথা নাড়লেন— আমি দুঃখিত মিঃ রজার্স। আমি কিন্তু রাজনীতিবিদ নই, শখের রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা করি।

—প্রেসিডেন্ট এলিসন বলেছেন, আমাদের অনেক অ্যাম্বাসাডর ছিলেন অ্যামেচার। তারা ধীরে ধীরে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন। কত আর নাম বলব?

—আমি সেই দলভুক্ত নই।

একটির পর একটি নাম বলতে থাকেন স্টানটন। কিন্তু বরফ কিছুতেই গলছে না।

ম্যারি শুনতে থাকেন। তার মুখে নানা অভিব্যক্তি, শেষ পর্যন্ত তিনি বলেন-মিঃ রজার্স, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু বেথ আর টিমের কথা ভাবতে হবে। আমি এইভাবে এখান থেকে যাব কী করে?

কূটনীতিকদের ছেলেমেয়েদের জন্য বুখারেস্টে একটা সুন্দর স্কুল আছে। টিম এবং বেথের পড়াশোনা নিয়ে আপনি কিছুই ভাববেন না। ওরা সেখানে ভালো শিক্ষা পাবে।

ম্যারি এবার একটু উৎসাহী।

-ঠিক আছে, আমি ভাবব।

স্টানটন রজার্স বললেন আমি এই শহরে আজ রাতে থাকব। আমি অল সিডনিজ মোটеле উঠেছি। আমাকে বিশ্বাস করুন মিসেস অ্যাসলে। আমি বুঝতে পারছি, এটা আপনার পক্ষে বিরাট সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই আমন্ত্রণটা যদি আপনি গ্রহণ করেন, তাহলে সমস্ত আমেরিকাবাসী আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। অনুগ্রহ করে আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখবেন।

স্টানটন রজার্স চলে গেলেন। ম্যারি ওপরে গেলেন। ছেলেমেয়েরা তার জন্য অপেক্ষা করছে। উত্তেজিত এবং জেগে আছে।

-মা, তুমি চাকরিটা নেবে? বেথ জানতে চাইল।

-আমাদের কথা বলতে হবে। যদি আমি এটা নিতে রাজি হই, তাহলে এই স্কুল তোমাদের ছাড়তে হবে। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে না। তোমরা একটা বিদেশে গিয়ে থাকবে। নিজেদের ভাষায় কথা বলতে পারবে না। তোমাদের অন্য একটা স্কুলে ভর্তি করা হবে।

-টিম আর আমি এবিষয়ে কথা বলেছি। বেথ বলল, আমরা কী ভেবেছি জানো?

-কী ভেবেছ?

-তোমার মতো অ্যাম্বাসাডর পেলে যে-কোনো দেশই খুশি হত। এটাই আমাদের ধারণা মম্।

এডওয়ার্ডের সাথে কথা বললেন ম্যারি, মনে মনে- তুমি কি শুনতে পাচ্ছে? প্রেসিডেন্ট কী চাইছেন? কেন? বুঝতে পারছি না। তুমি বলো এই কাজটা আমি নেব কিনা?

জানালায় ধারে ম্যারি বসে রইলেন। তখনও পোশাক খোলেননি। গাছের পাতায় শীত বাতাসের কাঁপন। দূরন্ত বাস বয়ে চলেছে।

সকাল হল, ম্যারি তার সিদ্ধান্ত নিলেন।

সকাল নটা বেজেছে, ম্যারি স্টানটন রজার্সকে ফোন করলেন।

ম্যারি বললেন- মিঃ রজার্স, আপনি প্রেসিডেন্টকে বলবেন, এই কাজটা করতে পেরে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করব।

.

১১.

দিনটা পালটে গেছে। রাতটাও কী? মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছে, এ বোধহয় বাজারের বেশ্যা নয়। অনায়াসে সে একজন অভিনেত্রী হতে পারত। কিংবা নামজাদা মডেল।

কতই বা বয়স হবে, কুড়ি পার হয়ে একুশ। একরাশ সোনালি চুল, দুধসাদা গায়ের রং। ভারি সুন্দর পোশাক পরেছে।

লেফ পাসটেরনাফ গেট পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। মেয়েটিকে নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করলেন। মেয়েটির নাম বিসেরা, যুগোল্লোভিয়াতে জন্মেছিল। এই প্রথম ফ্রান্সে এসেছে। চারপাশে সিকিউরিটি গার্ডের পরিভ্রমণ। সে বেশ ভয় পেয়েছে। সে জানে, তাকে একটা এরোপ্লেনের টিকিট দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, এক ঘণ্টা কাজ করতে পারলে তাকে দু হাজার ডলার দেওয়া হবে।

লেফ পাসটেরনাফ থোজার বেডরুমের দরজায় শব্দ করলেন। শোনা গেল, ভেতরে আসুন।

পাসটেরনাফ দরজা খুলে দিলেন। মেয়েটিকে ঠেলা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন। মারিন থোজা দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরনে আলখাল্লা, মেয়েটি বুঝতে পারল, ভেতরে কিছু পরা নেই।

লেফ পাসটেরনাফ বললেন- এ হল বিসেরা।

তিনি মারিন থোজার নাম বললেন না।

এসো, এসো প্রিয়তমা আমার। ভেতরে এসো।

পাসটেরনাফ চলে গেলেন। দরজাটা বন্ধ করলেন। ভেতরে মারিন থোজা আর ওই

নতুন মেয়েছিমন্ত্রণী হাসিলে দিই।

মেয়েটি আমন্ত্রণী হাসির টুকরো মেলে ধরল- তোমাকে কী করে সাহায্য করব? এসো, আমি তোমরা পোশাক খুলে দিই। তাহলে দুজনকেই আরও ভালো দেখাবে।

মেয়েটি এগিয়ে গেল।

মারিন বললেন- না, এখন তুমি পোশাক খুলো না কেমন?

মেয়েটি অবাক হয়েছে- কী আশ্চর্য, তুমি কি আমার সাথে ওইসব করতে চাও না?

থোজা ক্লোসেটের দিকে এগিয়ে গেলেন। একটা চাবুক নিলেন।

-আমি চাইছি, তুমি এটা ব্যবহার করবে।

আহা, এটা আবার কী ধরনের আবদার। মেয়েটি অবাক হয়েছে, মেয়েটি বলছে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

মারিন থোজা নিজের পোশাক খুললেন। নগ্ন শরীরে পৌরুষের উন্মাদনা। বিসেরা তাকিয়ে আছেন এই শরীর, এত দাগ কেন? রক্ত চিহ্ন? মেয়েটি আত্ননাদ করতে চাইল, কিন্তু পারল না। বোঝা গেল, এই পুরুষ অনেক যন্ত্রণা সহ্য করেছে। সে আবার চাবুক খাবে কেন?

মেয়েটি একটা টুলের ওপর বসল।

এবার কণ্ঠস্বরে ঔদ্ধত্য তাড়াতাড়ি, আমাকে চাবুক মারো। যত শক্তি আছে সব একসঙ্গে করে।

বিসেরা ওই লম্বা চাবুকটা হাতে তুলে নিল। শুরু হল তার আক্রমণ। বিসেরা ভাবল, এটা আমার কাজ নয়। আমি কি পালিয়ে যাব? না, দু হাজার ডলার। রাতের স্বপ্ন গম্ভীর হয়ে ওঠে।

নগ্ন শরীর, যেখানে-সেখানে চাবুকের আঘাত। চোখ বন্ধ মারিনের আরও জোরে, আরও জোরে।

যন্ত্রণাটা সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হচ্ছে। একবার-দুবার-তিনবার, বুঝতে পারছি। এবার ওই কষ্টকল্পনা, স্ত্রী এবং কন্যার মুখ, একদল মানুষ তাদের গণধর্ষণ করছে। আমি দাঁড়িয়ে দেখছি, হাসি, অত্যাচার, অপরাধ। ওই তো, ওরা প্যান্ট খুলছে, দাঁড়িয়ে আছে লাইন দিয়ে। মারিন থোজা অজ্ঞান হবার চেষ্টা করলেন। আবার-আবার আঘাত। রক্ত উথলে উঠছে। ওঃ, আমার স্ত্রী, আমার কন্যা, ক্ষমা ভিক্ষা করছে, পারছে না, মুখে লিঙ্গ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিশ্রীভাবে ধর্ষণ করা হচ্ছে। দুজন-তিনজন একসঙ্গে। ওঃ, এত রক্ত কেন!

শেষ পর্যন্ত মারিন আর কথা বলতে পারছেন না। তার রক্তাক্ত বিধ্বস্ত শরীরটা মেঝের ওপর পড়ে গেল।

মেয়েটি এবার ভয় পেয়েছে। চাবুকটা আর মারতে পারছে না। সে বলল- কী, তুমি ঠিক আছে তো?

মারিনের চোখ ভোলা। কোনো দিকে তাকাতে পারছেন না।

বিসেরা চিৎকার করল- হেল্প। হেল্প।

লেফ পাস্টেরনাফ ঘরে ঢুকলেন। হাতে উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র। তিনি ওই রক্তাক্ত শরীরটাকে দেখলেন। জানতে চাইলেন- কী হয়েছে?

বিসেরার আচরণে অস্বাভাবিকতা লোকটা মরে গেছে। আমি কিছু করিনি। আমাকে যেমন বলছিল, আমি তেমনভাবে চাবুক মারছিলাম। যিশুর নামে দিব্যি করছি।

ডাক্তারকে ডেকে আনা হল, এক সেকেন্ডের মধ্যে। তিনি মারিন থোজার দেহের দিকে তাকালেন। পরীক্ষা করলেন। চামড়ার রং নীল হতে শুরু করেছে। পেশি শক্ত হয়েছে। তিনি চাবুকটা হাতে নিলেন। গন্ধ শুকলেন, তারপর বললেন— এটাতে মারাত্মক বিষ মাখানো আছে। একসময় ইনকা উপজাতিরা এই বিষচাবুক মেরে শত্রুদের হত্যা করত। তিন মিনিটের মধ্যে গোটা স্নায়ুতন্ত্র অবশ হয়ে যায়।

দু-দুজন মানুষ সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের প্রিয় নেতার মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে আছেন অসহায়ভাবে।

মারিন থোজার হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল, উপগ্রহের মাধ্যমে। দেশের কাছে লেফ পাসটেরনাফ বক্তব্য রাখলেন। ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রেসিডেন্ট স্টানটন রজার্সের সাথে গোপন বৈঠক সারলেন।

—স্টান, ষড়যন্ত্রের অন্তরালে কে আছে বলে মনে হয়?

—রাশিয়ানরা অথবা রোমানিয়ার প্রেসিডেন্ট।

—তাহলে? এবার কী করা উচিত বলো তো? ম্যারি অ্যাসলেকে এখনই পাঠানো উচিত। তাই না?

—পল, ওই ভদ্রমহিলা যে-কোনো মুহূর্তে এখানে এসে পড়বেন।

এই খবর শুনে অ্যাঞ্জেল হেসেছিলেন। যত তাড়াতাড়ি আমি ভেবেছিলাম, তারও আগে এটা ঘটে গেল।

রাত দশটা, কনট্রোলারের নিজস্ব ফোন বেজে উঠেছে- হ্যালো।

তিনি নেউসা মুনেজের জড়ানো কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন।

অ্যাঞ্জেল সকালের খবরের কাগজে দেখতে পেয়েছেন। টাকাটা যেন ঠিক মতো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যায়।

-ঠিক সময়ে তা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, মিস মুনেজ। অ্যাঞ্জেলকে বলবেন, তার এই অপারেশনে আমি খুব খুশি হয়েছি। তাকে আবার কাজে লাগাতে হবে। আপনার কি কোনো টেলিফোন নম্বর আছে। যাতে আপনার সঙ্গে কথা বলা যাবে।

অনেকক্ষণের নীরবতা- একটি নাম্বার।

লাইনটা মরে গেল।

জুরিখের সেই বিশেষ অ্যাকাউন্ট থেকে টাকাটা তুলে নেওয়া হল। জেনেভার একটা সৌদি আরবি ব্যাঙ্কে সেটা পাঠিয়ে দেওয়া হল। আহা, অ্যাঞ্জেল ভাবলেন, এইভাবে একটির পর একটি অপারেশন...

.

১২.

অনেক কাজ করতে হবে। এডওয়ার্ডকে বিদায় জানাতে হবে। সর্বত্র স্মৃতি এবং স্মৃতির বিচ্ছুরণ। ডগলাস আর ফ্লোরেন্স আন্তরিকভাবে খুশি হয়েছেন।

ফ্লোরেন্স বলেছেন- তোমাকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হবে। বাচ্চা দুটোর কথা খুবই মনে পড়বে।

-তোমরা রোমানিয়াতে আসবে তো?

হ্যাঁ, অবশ্যই যাব।

কত কী নিতে হবে, এটা সেটা, ছোটোখাটো কত কাজ বাকি আছে।

তারপর? বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনির্দিষ্টকালের ছুটি। ডিন হান্টারের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

ছেলেমেয়েদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনা হল। এয়ারলাইন টিকিটের ব্যবস্থা করতে হল। ম্যারির হাতে ইতিমধ্যেই কিছু টাকা দেওয়া হয়েছে, টিকিটের দাম হিসাবে।

বেথ এবং টিম সম্পর্কে চিন্তা। প্রথম দিকে তারা বিদেশের রাষ্ট্রে থাকবে বলে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এখন চরম বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে বাধ্য হচ্ছে। মনে উৎকণ্ঠা আর আশঙ্কা জেগেছে। তারা আলাদাভাবে ম্যারির সঙ্গে কথা বলেছে।

বেথ বলেছে- মম, আমি আমার বন্ধুদের ছেড়ে থাকতে পারব না। ভার্জিলের সঙ্গে আর দেখা হবে না। এই সেমিস্টারটা শেষ পর্যন্ত এখানে থাকলে ক্ষতি কী?

টিম বলেছে- লিটল লিগের খেলা এখনও বাকি আছে। মা, আমরা আসছে বছর গরমকালে গেলে কী হয়?

শেষ পর্যন্ত সবকিছু তৈরি হয়ে গেল। বাড়িটাকে লিজে দেওয়া হল।

এবার যেতে হবে।

ফ্লোরেন্স বললেন- আমি আর ডগলাস তোমাদের এয়ারপোর্টে দিয়ে আসব।

ছ-যাত্রীর ছোটো প্লেন । কানসাস সিটির মিসৌরি থেকে মানহাটান কানসাস ।

ম্যারি বলেছিলেন- এক মুহূর্তের মধ্যে আমি আসছি ।

ম্যারি দোতলায় উঠে গেলেন । এই সেই প্রিয় বেডরুম । এডওয়ার্ডের সাথে কাটানো কত স্মৃতি ।

আমার প্রিয়তম, তোমাকে শেষবারের মতো গুডবাই বলছি । আমি জানি, তুমি আছো, আমার চারপাশে । তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছে?

ডগলাস দেখলেন লাগেজগুলো প্লেনে তুলে দেওয়া হয়েছে ।

ম্যারি টারম্যাকে প্লেনটা দেখতে পেলেন ।

চিৎকার করে উঠলেন ।

ফ্লোরেন্স জানতে চাইলেন- কী হয়েছে?

ম্যারি বললেন- আমি কখনও আকাশে উড়িনি । এই ছোট বিমানে করে যাব কী করে?

-ম্যারি, রোজই কত মানুষ এখান থেকে ওখানে যায় ।

-ঠিক আছে, কিন্তু ট্রেন ধরলেই ভালো হত।

-তা কী করে হবে? আজ বিকেলের মধ্যে তোমাকে ওয়াশিংটনে পৌঁছাতে হবে।

কানসাস সিটি এয়ারপোর্ট, অনেক অনুরোধে ডি সি-১০-এ জায়গা করা হল। টিম আর বেথকে একসঙ্গে বসানো হয়েছে। ম্যারি ধারের দিকে বসেছেন। তার পাশে এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা।

তিনি বললেন- ভয় করছে, এই প্রথম আমি প্লেনে উঠেছি।

ম্যারির মুখে আশ্বাসের হাসি- ভয় পাবার কিছু নেই। রোজ কত মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উড়ে যায়!

৩. ওয়াশিংটনের ডালাস এয়ারপোর্টে

দ্বিতীয় পর্ব

তোরো

ওয়াশিংটনের ডালাস এয়ারপোর্টে প্লেনটা ল্যান্ড করল। স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে এক তরুণ এসেছে তাদের নেবার জন্য।

-মিসেস অ্যাসলে, আমি জন বার্নস। মিস্টার রজার্স আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য উদ্ভীৰ্ব। তিনি বলেছেন, আপনাদের হোটেলে পৌঁছে দিতে।

-অনেক ধন্যবাদ।

কুড়ি মিনিট কেটে গেছে। তারা একটা লিমুজিনে গিয়ে বসলেন। ওয়াশিংটন শহরের দিকে গাড়িটা এগিয়ে চলেছে।

টিমের মনে উৎসাহ আকাশছোঁয়া। সে বলছে- দেখ দেখ, এটা লিংকন মেমোরিয়াল।

বেথ বলল- এটা হল ওয়াশিংটন মনুমেন্ট।

ম্যারি জন বার্নসের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমার ছেলেমেয়েগুলোর হয়েছে এই দশা কী বলতে হবে বুঝতে পারে না।

শেষ পর্যন্ত তিনিও চিৎকার করলেন এই দেখ, এই হল হোয়াইট হাউস!

লিমুজিন পেনসিলভেনিয়া এভিনিউ দিয়ে ছুটে চলেছে। এখানে বিশ্বের কতগুলো আকাশরেখা দাঁড়িয়ে আছে। এই শহরটা সারা পৃথিবীকে শাসন করে। এখানেই ক্ষমতার কেন্দ্র বলা যেতে পারে, আমি এখন সেই ক্ষমতার একজন হব, ম্যারি মনে মনে ভাবলেন। একটু উত্তেজনা, একটু আনন্দ, কিছুটা দুর্ভাবনা।

ম্যারি বললেন কোথায় গেলে মিঃ রজার্সের দেখা পাব?

আগামীকাল সকালে তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

.

পেট কোনরস, সিআইএ-র অন্যতম অধিকর্তা। এখন কাজে ব্যস্ত। সকাল তিনটে বেজেছে। প্রেসিডেন্টের দৈনিক কার্যকলাপ শুরু হবে। রিপোর্ট এসে গেছে, ছোটো ছোটো সংকেত চিহ্ন। সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে আশঙ্কা-প্রেসিডেন্ট এলিসন নাকি তাদের উপগ্রহ ব্যবস্থাতে আঘাত হানতে চলেছেন।

পেট কোনরসের কাছে খবর আসছে, প্রতি মুহূর্তে, ম্যারি অ্যাসলে ওয়াশিংটনে আসার সঙ্গে সঙ্গে তা পেটের কাছে জানানো হয়েছে। পেট ছবি দেখেছেন। পেট ভাবলেন, আঃ একেবারে নিখুঁত পরিকল্পনা!

.

রিভারটেল টাওয়ার। ওয়াটারগেট কমপ্লেক্সের পাশে। ছোট ফ্যামিলি হোটেল। সুন্দরভাবে সাজানো

একজন লাগেজ নিয়ে চলে গেল। ম্যারি তাকালেন।

ফোন বেজে উঠেছে।

পুরুষের কণ্ঠস্বর-মিসেস অ্যাসলে?

-হ্যাঁ।

-আমি বেন কোহন; ওয়াশিংটন পোস্টের এক রিপোর্টার। আপনার সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলতে পারি কী?

ম্যারির কণ্ঠে ইতস্তত আমরা এইমাত্র এসেছি। আমি খুবই...

-আমি মাত্র পাঁচ মিনিট সময় নেব।

-ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।

.

বেন কোহন খর্বাকৃতি, টগবগে মানুষ। পুরুষোচিত চেহারা। মনে হয় তিনি বোধহয় এক বক্সার। মনে হল এক সোর্স রিপোর্টার।

তিনি চেয়ারে বসলেন । বললেন- এই প্রথম আপনি ওয়াশিংটনে আসছেন, তাই তো?

-হ্যাঁ, ম্যারি দেখলেন, ভদ্রলোকের হাতে কোনো নোটবই নেই । টেপেরেকর্ডার নেই ।

-আমি আপনাকে কয়েকটা বোকার মতো প্রশ্ন করব ।

করতে পারেন ।

-ওয়াশিংটন শহরটা কেমন লাগছে?

-আমি কোনো বিখ্যাত মানুষ নই । ওয়াশিংটনে এসে মোটামুটি ভালোই লাগছে ।

-আপনি তো কানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ছিলেন?

-হ্যাঁ, আমি পড়াতাম পূর্ব ইউরোপ সম্পর্কে ।

-প্রেসিডেন্ট পূর্ব ইউরোপ সম্পর্কে আপনার একটি বই পড়েছিলেন । আর ম্যাগাজিনের প্রবন্ধ । তাই তো?

-হ্যাঁ ।

বাকিটা ইতিহাস ।

-এমন ঘটতেই পারে ।

তা বলবেন না। একইভাবে জিন কিক প্যাট্রিকের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট রেগনের আলাপ হয়েছিল। জিনকে রাষ্ট্রপুঞ্জের অ্যাম্বাসাডর করে পাঠানো হয়। আপনিও সেই ধারাটিকে বহন করছেন। আপনার ঠাকুরমা-ঠাকুরদাদা রোমানিয়াতে জন্মেছিলেন, তাই তো?

-আমার ঠাকুরদাদা, ঠিকই বলেছেন।

বেন আরও পনেরো মিনিট থাকলেন। ম্যারির পূর্ব ইতিহাস জেনে নিলেন।

ম্যারি বললেন- কখন কাগজে এই ইন্টারভিউটা ছাপা হবে?

তিনি ফ্লোরেন্স আর ডগলাসকে কপি পাঠাবেন।

বেন বললেন- আমি এটাকে এখন সেফ করে রাখব। পরবর্তীকালে আবার কথা হবে, কেমন?

সাংবাদিক চলে গেছেন। বেথ আর টিম বলল- মা, ভদ্রলোক দারুণ ভালো!

ম্যারি ইতস্তত করছেন- জানি না, হয়তো তাই।

.

পরের দিন সকালে স্টানটন রজার্সের ফোন এল।

দু উইভমিল ঔফ গড । সিডনি জেলডন

-গুড মর্নিং মিসেস অ্যাসলে । আমি স্টানটন রজার্স বলছি ।

পুরোনো বন্ধুর পালা । হয়তো এই শহরে ওই ভদ্রলোককেই আমি একমাত্র চিনি, ম্যারি
ভাবলেন ।

-গুডমর্নিং মিঃ রজার্স । মিঃ বার্নস আমাদের সাথে দেখা করেছেন । হোটেলটা চমৎকার ।

ভালো লাগছে?

-অসাধারণ!

-কিছু ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে হবে ।

কখন যাব?

আমরা আজ গ্রান্ডে লাঞ্চ করব । আপনার হোটেলের কাছে । একটার সময় ।

-ঠিক আছে ।

-আপনার সঙ্গে আমি একতলার ডাইনিং রুমে দেখা করব ।

এইভাবেই গল্পটা শুরু হল ।

.

রুম সার্ভিসকে বলা হয়েছে, একটা ট্যাক্সি এসেছে। গ্র্যান্ড হোটেলে ম্যারি পৌঁছে গেছেন। গ্র্যান্ড হোটেলকে ক্ষমতার কেন্দ্র বলা যায়। নানা প্রান্তের রাষ্ট্রদূতরা এখানেই থাকেন। অসাধারণ রাজকীয় একটি বাড়ি, বিরাট লবি, ইতালিয়ান মার্বেল দিয়ে তৈরি করা মেজে। রাজকীয় কলামের ওপর স্থাপিত। চোখ জুড়িয়ে যায় এমন বাগান। ভেতরে একটা ঝরনা, বাইরে সুইমিং পুল। মার্বেল পাথরের তৈরি সিঁড়ি। তার পাশেই সাজানো রেস্টুরেন্ট।

-গুড আফটারনুন, মিসেস অ্যাসলে।

-গুড আফটারনুন, মিঃ রজার্স।

-এভাবে কথা বলে কী লাভ? আমরা পরস্পরকে স্টান আর ম্যারি বলে ডাকব।

-ঠিকই বলেছেন।

স্টানটনকে এখন একেবারে অন্যরকম লাগছে। তিনি অনেক কথা বললেন। আহা, ম্যারি ভাবলেন, উনি আমাকে গ্রহণ করেছেন।

-আপনি কি ড্রিন্ক করেন?

ধন্যবাদ। না, আমি করি না।

লাঞ্চেঞ্জের অর্ডার দেওয়া হল। অসম্ভব দামি, জাংশন সিটির মতো ছোটোখাটো হোটেল নয়।

-স্টান, আমি একটা কথা জানতে চাইছি। অ্যাম্বাসাডরকে কী পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়?

হাসি- এটা ভালো প্রশ্ন। আপনি বছরে পঁয়ষট্টি হাজার ডলার পাবেন। তার সাথে হাউজিং অ্যালাউন্স।

কাজটা কখন থেকে শুরু হবে?

-যে মুহূর্তে আপনি শপথ নেবেন।

কতদিন পর্যন্ত?

-আপনাকে প্রত্যেকদিন পঁচাত্তর ডলার করে দেওয়া হবে।

হুৎপিণ্ড আন্দোলন করতে শুরু করেছে।

-আমাকে কতদিন ওয়াশিংটনে থাকতে হবে?

একমাস। এই সময় আমরা আপনাকে প্রশিক্ষিত করে তুলব। ইতিমধ্যে আমাদের স্টেট সেক্রেটারি রোমানিয়া সরকারের কাছে খবর পাঠাবেন। এটা কতগুলো সরকারি ব্যাপার। আপনার কোনো সমস্যা হবে না।

তার মানে? রোমানিয়া সরকার আমাকে গ্রহণ করবে?

-চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা হয়েছে। আমরা কমিটির সবাইকে ডাকব। তারা আপনার সঙ্গে ওই পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করবেন। এই দেশের প্রতি আপনি কতখানি অনুগত তা দেখা হবে। দেখা হবে এই কাজটাকে আপনি কত ভালোবাসেন।

তারপর কী হবে?

কমিটির মধ্যে ভোট হবে। প্রত্যেকে রিপোর্ট জমা দেবেন।

ম্যারি শান্তভাবে বললেন- আগেও এমন হয়েছে।

-আপনার পক্ষে প্রেসিডেন্ট আছেন, হোয়াইট হাউসের পুরো সমর্থন আপনি পাবেন। আপনি একেবারেই চিন্তা করবেন না। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, রোমানিয়াতে আপনার শুভ পদক্ষেপ আঁকা হবে। যে কদিন ওয়াশিংটনে আছেন, ছেলেমেয়েদের নিয়ে শহরটাকে ভালোভাবে ঘুরে দেখুন। আমি একটা গাড়ির বন্দোবস্ত করব। ড্রাইভার দিয়ে দেব। ইচ্ছে হলে হোয়াইট হাউসে আসতে পারেন, প্রাইভেট ট্যুরে।

-আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। স্টানটন রজার্স হাসলেন আমার সৌভাগ্য।

.

হোয়াইট হাউসে প্রাইভেট ট্যুর! পরের দিন সকালেই। সঙ্গে একজন গাইড ছিল। তাদের জ্যাকোলিন রোজ গার্ডেনে নিয়ে যাওয়া হল। ষোড়শ শতকের আমেরিকান গার্ডেন।

টলমলে জলের পুকুর আছে। গাছের সারি। ছোটো ছোটো গুল্ম। হোয়াইট হাউস কিচেন।

গাইড বলল- এই সামনে হল ইস্টউইন্ড, এখানে মিলিটারি অফিস আছে। প্রেসিডেন্টের সাংসদরা এখানেই থাকেন। তার পাশে ভিজিটার্স অফিস। প্রেসিডেন্টের পত্নীর অফিস। তারা পশ্চিম প্রান্তে চলে গেলেন। প্রেসিডেন্টের ডিম্বাকৃতি অফিস দেখা গেল।

টিম জানতে চাইল এখানে মোট কটা ঘর আছে?

গাইড ভদ্রলোক জবাব দিলেন- ১৩২টা ঘর। ৬৯টা ক্লোসেট, ২৯টা ফায়ারপ্লেস আর ১৭টা বাথরুম।

এইভাবেই গল্পটা পরবর্তী পর্যায়ে পৌঁছে গেল। ম্যারি ভাবলেন, আজ থেকে আমি হোয়াইট হাউসের এক অঙ্গ হয়ে গেলাম।

প্রেসিডেন্টের অফিস থেকে ফোন এল। পরের দিন সকালে।

-গুড মর্নিং, মিসেস অ্যাসলে, প্রেসিডেন্ট এলিসন আজ সন্ধ্যায় আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।

ম্যারি ইতস্তত করছেন- হা, কখন?

-তিনটের সময়?

-ঠিক আছে।

-একটা লিমুজিন আপনাকে নেবার জন্য আসবে।

পল এলিসন উঠে দাঁড়ালেন। ম্যারি ওভাল অফিসে ঢুকে পড়েছেন।

তারা করমর্দন করলেন। ম্যারি হাসলেন- আপনাকে দেখে খুবই ভালো লাগছে মিঃ প্রেসিডেন্ট। এটা আমার কাছে এক মস্ত সম্মান।

বসুন মিসেস অ্যাসলে, আমি কি আপনাকে ম্যারি বলে ডাকতে পারি?

-প্লিজ।

তারা কৌচে বসলেন। প্রেসিডেন্ট এলিসন প্রশ্ন করলেন- আপনি কি আমার পরিকল্পনা জানেন?

-আমি ঠিক জানি না।

-আমি আপনার সর্বশেষ আর্টিকেলটা পড়ে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। বুঝতে পেরেছি, রোমানিয়া সম্বন্ধে আপনার অসাধারণ জ্ঞান আছে। মধ্য ইউরোপ সম্পর্কে

আপনার ধারণাটা স্পষ্ট। তাই আপনার ওপর আমি নির্ভর করছি। থোজাকে হত্যা করা হয়েছে। আপনার কাজটা আরও কঠিন হয়ে গেল। আপনি সাম্যবাদী দলগুলোর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রেখে চলবেন।

তিরিশ মিনিট ধরে আলোচনা। শেষ পর্যন্ত পল এলিসন বললেন- স্টানটন রজার্স আপনার ওপর নজর রাখবে। সে ইতিমধ্যে আপনার অনুগামী হয়ে উঠেছে।

পরবর্তী বিকেলবেলা স্টানটন রজার্সের ফোন এল। বলা হল আজ নটার সময় চেয়ারম্যান অফ সেনেট ফরেন রিলেশন কমিটির সঙ্গে বৈঠক করতে হবে।

ফরেন রিলেশন অফিস আছে ওভাল বিল্ডিং-এ। ওয়াশিংটনের সবথেকে পুরোনো বাড়ি।

চেয়ারম্যানের বয়স হয়েছে। সবুজ চোখ। দেখে মনে হয়, তিনি এক ঝানু রাজনীতিবিদ।

তিনি ম্যারিকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন- আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুবই ভালো লাগছে। আমার নাম চার্লি ক্যামবেল। আপনার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি।

ভালো অথবা খারাপ- ম্যারি ভাবলেন।

এখানে বসুন। কফি খাবেন কী?

-না, সেনেটর ।

ম্যারির শরীরে একটা অস্থিরতা জেগেছে । তিনি বোধহয় এখন কাপ ধরতে পারবেন না ।

এবার কাজের কথা বলা যাক । প্রেসিডেন্ট এ ব্যাপারে খুবই আগ্রহী । আমরা সকলেই চাইছি আপনাকে সাহায্য করতে । কিন্তু আপনি নিজেকে কি যোগ্য বলে মনে করেন মিসেস অ্যাসলে?

-হ্যাঁ ।

-ঠিক আছে, দেখা যাক ভবিষ্যতে কী হয় ।

.

রাত হয়েছে । ম্যারি আবার নিজের মনে কথা বলতে শুরু করেছেন । জাংশন সিটির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে । আহা, সন্ধে হলে আমি বাড়ি ফিরে আসতাম । মনে আছে, তিন বছর আগে আমি একটা আইসকেটিং লড়াইতে জিতেছিলাম । এখন বড্ড ভয় করছে ।

তুমি আমার পাশে আছো তো?

সে রাতে ম্যারির চোখের তারায় ঘুম ছিল না ।

.

সেনেট ফরেন রিলেশন কমিটির অফিস। পাঁচ জন সদস্য বসে আছেন। সামনে একটা ডায়ার্স। সেখানে পৃথিবীর মানচিত্র। উল্টোদিকে প্রেসের সাংবাদিক, সংখ্যায় প্রায় দুশোজন। টেলিভিশন ক্যামেরা তৈরি। পেট কোনরসকে দেখা গেল।

ম্যারি ঢুকলেন, বেথ এবং টিমকে নিয়ে।

ম্যারির পরনে কালো স্যুট। সাদা ব্লাউজ। ছেলেরাও সুন্দর পোশাক পরেছে। জিন্স আর সোয়েটার। ওদের সর্বশ্রেষ্ঠ পোশাক।

বেন কোহন, টেবিলের সামনে বসে আছেন। চারদিকে নজর রেখেছেন।

ম্যারিকে কমিটির কাছে নিয়ে যাওয়া হল। উজ্জ্বল আলোর নীচে তাকে বসানো হল।

হিয়ারিং শুরু হল। চার্লি ক্যামবেল হাসলেন ম্যারির দিকে তাকিয়ে।

-গুড মর্নিং ম্যারি অ্যাসলে, আপনি কমিটির সামনে এসেছেন। আমরা কি প্রশ্ন করব?

প্রশ্ন শুরু হল।

-নাম?

-বিধবা?

সন্তান?

-আপনার জীবনপঞ্জি অনুসারে আপনি কয়েককছর ধরে কানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছেন, তাই না?

-ইয়েস স্যার ।

আপনি কি কানসাসের বাসিন্দা?

ইয়েস স্যার ।

-আপনার ঠাকুরদাদা-ঠাকুরমা রোমানিয়ান?

-শুধু আমার ঠাকুরদা ।

-আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ব্লকের মধ্যে সম্পর্ক সংক্রান্ত প্রবন্ধ লিখেছেন?

ইয়েস স্যার ।

-সর্বশেষ প্রবন্ধটি ফরেন অ্যাফেয়ার্স ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে । এটাই আমাদের প্রেসিডেন্টের নজরে আসে ।

-ঠিকই বলেছেন ।

মিসেস অ্যাসলে, আপনি কি বলবেন, কী বিষয় নিয়ে লেখাটা হয়েছে?

সব কিছু হারিয়ে গেল, ম্যারি নিজের মতো বক্তব্য পেয়েছেন। এবার শুরু হল মিসেস অ্যাসলের কথা বলা। সেনেটররা অবাক হয়ে শুনছিলেন। সত্যি, ভাবাই যায় না, এত স্বচ্ছ ধারণা, বোঝাই গেল প্রেসিডেন্ট ঠিক মানুষকে বেছেছেন।

ম্যারি হোটোলে ফিরে এলেন। স্টানটন রজার্সের গলা শোনা গেল।

-হ্যালো, ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর।

আঃ, এতক্ষণে শান্তি। শেষ পর্যন্ত আমি জিতেছি।

কীভাবে আপনাকে ধন্যবাদ দেব, বুঝতে পারছি না। আমি এখন খুবই উত্তেজিত।

-আমিও, ম্যারি, স্টানের কণ্ঠস্বরে গর্ব, শেষ পর্যন্ত আমরা জিততে পেরেছি।

টিম চিৎকার করল- মা, তুমি জিতে গেছ?

বেথ জানতে চাইল বাবা, এটা জানবে কী?

-হ্যাঁ, ডার্লিং, ম্যারি হাসলেন, আমি জানি, তোমার বাবা সব সময় আমায় সাহস জোগান।

ম্যারি ফ্লোরেন্সকে ফোন করলেন। খবরটা শুনে ফ্লোরেন্স কাঁদতে শুরু করেছেন—
অসাধারণ। সমস্ত শহরে সকলের কাছে আমি খবরটা পৌঁছে দেব।

ম্যারি হাসলেন— তোমার আর ডগলাসের জন্য আমি আলাদা একটা ঘর রেখেছি।

—তুমি কখন রোমানিয়াতে যাচ্ছ?

—দু-একদিন সময় লাগবে।

এরপর কী হবে?

এরপর ওয়াশিংটনে কয়েক সপ্তাহ থাকব। তারপর গন্তব্য রোমানিয়া।

বেন কোহন সবকিছু শুনলেন। তিনি ঠিক খুশি হতে পেরেছেন কী? এর উত্তর আমাদের
অজানা।

স্টানটন রজার্স যা ধারণা করেছিলেন, তাই ঘটল। সেনেটেররা সকলেই ভোট দিলেন। ম্যারির পক্ষে বেশির ভাগ ভোট পড়ল। প্রেসিডেন্ট এলিসন খবর পেলেন। রজার্সকে বললেন- আমাদের পরিকল্পনা সফল হতে চলেছে।

স্টানটন জবাব দিলেন- হ্যাঁ, কেউ আমাদের আটকাতে পারবে না।

পেট কোনরস অফিসে বসেছিলেন। খবরটা তার কাছে পৌঁছে গেল।

-রজার্সের চ্যানেলটা একবার দাও তো। কোনরস বললেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই চ্যানেলটা চাই।

রজার্সের চ্যানেল পাওয়া গেল। আল্টা প্রাইভেট কেবল সিস্টেমে। খবর আসছে, যখন কোনরস একলা থাকেন, মাঝে মধ্যেই কেবলটা চালিয়ে দেন। এবার এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

পরের সপ্তাহে ম্যারি ডেপুটি সেক্রেটারিকে ডাকলেন। সিআইএ-র প্রধানকে ডাকা হল। কমার্স সেক্রেটারিকে, স্টেট নিউইয়র্ক ম্যানহাট্রন ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরদের। কয়েকটি প্রধান ইহুদি সংগঠনের কর্তা ব্যক্তিদের। কেন? এঁদের কাছ থেকে উপদেশ নিতে হবে। কিছু কথা বলতে হবে।

সিআইএ-র প্রধান নেড টিলিনগাস্ট খুবই উত্তেজিত।

—ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর, রোমানিয়া একটি সমস্যাকাতর দেশ। এই দেশের ওপর ভালোভাবে নজর রাখতে হবে। আমার মনে হচ্ছে, সরকার আপনাকে পূর্ণ সহযোগিতা করবে।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। সেক্রেটারি অফ স্টেট এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন।

পঁচিশ-তিরিশজনকে একসঙ্গে শপথ গ্রহণ করানো হয়। স্টানটন রজার্স সেই সকালে ম্যারিকে ফোন করলেন।

—ম্যারি, প্রেসিডেন্ট এলিসন আপনাকে হোয়াইট হাউসে আসতে বলেছেন। তিনি নিজে আপনার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। টিম এবং বেথকেও সঙ্গে আনবেন।

ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের ভিড়। প্রেসিডেন্ট এলিসন, ম্যারি এবং তার ছেলেমেয়েকে নিয়ে এগিয়ে এলেন। টেলিভিশন ক্যামেরা ঝলসাতে শুরু করল। স্টিল ক্যামেরাতেও ফ্ল্যাশ দেখা গেল। ম্যারি আট ঘণ্টা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কাটিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্টের আচরণে উষ্ণতার ছাপ।

তিনি বলেছিলেন- এই পদের জন্য আপনিই সবথেকে সেরা বাজি। আমরা একসঙ্গে একটা স্বপ্ন সফল করব।

পুরো ব্যাপারটাই স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।

-ডান হাতটা তুলবেন প্লিজ।

ম্যারি বলতে থাকেন- আমি ম্যারি এলিজাবেথ অ্যাসলে, শপথ করে বলছি যে, আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রতি আমার আনুগত্য বজায় রাখব। বিদেশি এবং স্থানীয় শত্রুদের বিরুদ্ধে সক্রিয় থাকব। আমি সত্যের পথের অনুগামিনী হব। আমি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতি আমার কর্তব্য সম্পাদন করব।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল। এখন ম্যারি এলিজাবেথ অ্যাসলের আর একটা পরিচয়, তিনি হলেন রোমানিয়া সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রের অ্যাম্বাসাডর।

ম্যারির গুরুত্বপূর্ণ জীবন শুরু হল। তাকে যুগোস্লাভিয়ার ব্যাপারে কথা বলতে হবে। তিনি মল বিল্ডিং-এ প্রবেশ করলেন। ওয়াশিংটন এবং লিংকন মেমোরিয়ালের সামনে এই বাড়িটির অবস্থিতি। একাধিক সহকারীর সঙ্গে আলোচনায় মেতে উঠলেন।

রোমানিয়ার লেক অফিসার জেমস স্টিকলি, বছর পাঁচিশ ধরে এই কাজে মগ্ন আছেন। বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে। মধ্যম আকৃতির চেহারা, মুখের ওপর বুদ্ধির ছাপ। পাতলা

ছোটো দুটি ঠোঁট। চোখে ধূসরতার ছায়া। চোখের রং শীতল এবং দৃষ্টি বাদামি। তিনি এই ব্যাপারে এক তাত্ত্বিক। নানাভাবে ম্যারিকে সাহায্য করলেন।

সময় এগিয়ে চলেছে। একের পর এক কাজ। এক এক সময় ভীষণ ক্লান্ত মনে হয়। প্রত্যেকদিন সকালে স্টিকলি এবং ম্যারি রোমানিয়া সংক্রান্ত ফাইলগুলি অবলোকন করেন।

স্টিকলি বললেন- আপনার কপি তৈরি হয়েছে। খেয়াল রাখবেন, দুরকম কপি থাকবে, হলুদ কপিগুলো কাজের জন্য, সাদা কপিগুলো শুধু মাত্র তথ্য সরবরাহের জন্য। আপনার সাথে কেবলে যোগাযোগ থাকবে প্রতিরক্ষা দপ্তরের সঙ্গে। সিআইএ-র সঙ্গেও আপনার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকবে। ইচ্ছে করলে আপনি ট্রেজারি বিভাগের সঙ্গেও কথাবার্তা বলতে পারেন। একটা কথা মনে রাখবেন, কিছু আমেরিকান রোমানিয়ার বিভিন্ন জেলে বন্দি আছেন। রাষ্ট্রদূত হিসেবে আপনার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হল সেইসব বন্দিদের মুক্তির ব্যাপারটা নিশ্চিত করা।

-তাঁদের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ?

-স্পাইগিরি করা, নিষিদ্ধ চাল বিক্রি এবং চুরি। রোমানিয়া পুলিশ যে-কোনো একটা অভিযোগ দিয়ে দিয়েছে।

ম্যারি অবাক হয়ে গেলেন। তিনি ভাবতে পারেননি, এইরকম একটা কাজের দায়িত্ব তাকে নিতে হবে।

মুখে তিনি বললেন- ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করব।

-মনে রাখবেন, রোমানিয়া কিন্তু লৌহ্যবনিকার অন্তরালে অবস্থিত একটি কমিউনিস্ট কান্ট্রি।

স্টিকলি আরও বললেন- আপনাকে আমি একটা প্যাকেট দেব। এটা শুধু আপনিই পড়বেন। এটা পড়ার পর আপনার মন্তব্য জানানো। কাল সকালে আপনি আসবেন কী? আর কোনো প্রশ্ন?

-না, স্যার।

উনি ম্যারির হাতে একটা ম্যানিলা এনভেলোপ তুলে দিলেন। তাতে লাল টেপ বাঁধা আছে। উনি বললেন- এটা অনুগ্রহ করে সই করুন।

.

হোটেলের পথে ফিরতে ফিরতে ম্যারি ভাবছিলেন, জেমস বন্ড ছবির এক নায়িকা হয়ে উঠেছি কী?

দেখলেন, ছেলেমেয়েরা সুন্দর পোশাকে সজ্জিত। মায়ের জন্য অপেক্ষা করছে।

ম্যারি মনে করলেন, আজ একটা চাইনিজ ডিনার খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। তারপর অফিসে যাব।

তিনি বললেন কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। আমরা আর একদিন বেরোব। আমাকে ঘরে থাকতে হবে। খুব দরকারি কাজ আছে।

ছেলেমেয়েরা কোনো কথা বলল না। তারা বুঝে গেছে, মাকে এখন থেকে এভাবেই সময় কাটাতে হবে।

দুই ছেলেমেয়েকে ভীষণ আদর করলেন ম্যারি। বললেন-দুঃখ করিস না। আগামীকাল, কথা দিচ্ছি!

যে কাগজপত্র জেমস স্টিকলি পাঠিয়েছেন, সেগুলো ম্যারি পড়ে ফেলেছেন। ম্যারি বুঝতে পারলেন, এটা প্রত্যেক রোমানিও আধিকারিক সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ। মাননীয় রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী পর্যন্ত। তারা কী খেতে ভালোবাসেন, তাদের যৌন অনুভূতি কেমন, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা কেমন- সব। এমনকি ব্যক্তিগত জীবনে তারা কোন কোন কুসংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত, তাও পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে।

পড়তে পড়তে ম্যারি সত্যি অবাক হয়ে গেলেন। যেমন-বাণিজ্য মন্ত্রী, তিনি নাকি তার রক্ষিতা ওড্রাইভারের সঙ্গে শুতে ভালোবাসেন; আবার তার পত্নীর সাথে পরিচারিকার গোপন সম্পর্ক আছে, ..

রাত্রে অর্ধেকটা কেটে গেল। নামগুলো মনে করার চেষ্টা করছেন। এইসব মানুষদের সাথে তাকে কথা বলতে হবে। নিজের ওপর আস্থা ফিরে আসছে কী?

সকাল হয়েছে। সিক্রেট ডকুমেন্টগুলো ফেরত দেওয়া হল।

স্টিকলি বললেন- আপনি রোমানিও নেতাদের সম্বন্ধে সব কথা জেনে গেছেন তো?

-হ্যাঁ, চেষ্টা করেছি। ম্যারি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলেন।

একটা কথা মনে রাখবেন, রোমানিওরাও কিন্তু আপনার সম্বন্ধে সব কথা জেনে নিয়েছে।

কী ধরনের কথা?

-আপনি একজন ভদ্রমহিলা, আপনি একা, আপনাকে সহজেই শিকার করা যেতে পারে। ওরা আপনার একাকিত্ব নিয়ে খেলা করতে চাইবে। আপনার প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হবে। আপনার কণ্ঠস্বর টেপ করা হবে। এমব্যাসিতে এমনই ব্যবস্থা আছে। আপনার বাড়িতেও একই ব্যবস্থা। কমিউনিস্ট দেশে এমনটিই করা হয়ে থাকে। এসব জায়গাতে আমরা স্থানীয় লোকেদের নিয়োগ করি। আপনার বাড়িতে যারা পরিচারক হিসেবে কাজ করবে, তারা সকলেই রোমানিয়ান সিকিউরিটি পুলিশের লোকজন।

ম্যারি ভাবলেন উনি বোধহয় আমাকে ভয় দেখাতে চাইছেন। কিন্তু আমি এত সহজে ভয় পাব কেন?

ম্যারির প্রতিটি ঘণ্টা এখন আগে থেকে নিয়ন্ত্রিত। প্রতিটি সন্ধ্যাবেলা নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। তিনি যত্নে রোমানিয়ান ভাষা শিখছেন। ফরেন সাবজেক্ট ইন্সটিটিউটে যোগ দিচ্ছেন। আইএসএ অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাফেয়ার্সের সেক্রেটারির সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করতে হচ্ছে।

সেনেট কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে হচ্ছে। কতরকম অভিযোগ, কত প্রশ্ন, কত উপদেশ এবং আরও আরও প্রশ্ন।

বেথ এবং টিমের জন্য খারাপ লাগে। স্টানটন রজার্সের সহযোগিতায় তিনি একজন ভালো টিউটর পেয়েছেন। এছাড়া একই হোটেলে বসবাস করা অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বেথ আর টিমের ভাব হয়েছে। অন্তত খেলার সাথীতা পেয়েছে তারা।

সকাল থেকেই ম্যারির কর্মব্যস্ত জীবন শুরু হয়। সকাল আটটার সময় তিনি মিনিস্ট্রিতে যান রোমানিও ভাষা শিখবেন বলে। প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল, ভাষাটা শেখা অসম্ভব। তারপর আস্তে আস্তে কিছুটা সড়গড় হয়ে এল।

.

জেমস স্টিকলি বললেন- আপনি এবার আমাদের মিলিটারি অ্যাটাসের সঙ্গে কথা বলবেন।

ভদ্রলোককে দেখলে মনে হয়, তিনি কঠিন কঠোর মনোভাবের, যথেষ্ট লম্বা, মধ্যবয়সি, মুখের ওপর আভিজাত্যের ছাপ।

ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর, কণ্ঠস্বর গমগমে এবং ককর্শ। মনে হচ্ছে তিনি যেন ঠোঁটে আঘাত পেয়েছেন।

ম্যারি বললেন- আপনার সঙ্গে দেখা করতে পেরে আমি নিজেকে সুখী মনে করছি।

কর্নেল ম্যাককানি হবে তার প্রথম স্টাফ মেম্বর। কিছুটা উত্তেজনা ম্যারির মনের মধ্যে, ভাবতেই পারছেন না, তিনি কোন্ পদে উঠে গেছেন।

কর্নেল ম্যাককানি বললেন- আপনার অধীনে কাজ করার জন্য আমি ব্যগ্র হয়ে উঠেছি।

আপনি কি আগে রোমানিয়াতে গেছেন?

কর্নেল এবং জেমস স্টিকলি চোখ চাওয়াচাওয়ি করলেন।

স্টিকলি বললেন- হ্যাঁ, উনি আগে ওখানে গেছেন।

.

প্রত্যেক সোমবার সকালবেলা অ্যাম্বাসাডরের একটা কর্মসূচি থাকে। তাকে আমরা কূটনৈতিক আলোচনার আসর বলতে পারি। ট্রেড ডিপার্টমেন্টের অষ্টম তলায়।

-ফরেন সার্ভিসে আমরা একাধিক কমান্ড রেখেছি। সবার ওপরে আছেন অ্যাম্বাসাডর। তার নীচে আছেন ডেপুটি চিফ অফ মিশন। তার তলায় আছেন রাজনৈতিক উপদেষ্টা।

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, প্রশাসনিক উপদেষ্টা, সাধারণ বিষয়ের উপদেষ্টা। তার তলায় আছেন বাণিজ্য, কৃষি এবং সামরিক অ্যাটাসে।

কর্নেল ম্যাককানি বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কীভাবে এই প্রশাসনিক যন্ত্রটি কাজ করছে।

পরবর্তী সেশনে কী পড়ানো হবে, তাও আলোচনা করা হল।

ওয়াটারগেট হোটেলে ম্যারি এবং স্টানটন রজার্স লাঞ্চে ব্যস্ত ছিলেন।

-প্রেসিডেন্ট এলিসন বলেছেন আপনি কিছু সামাজিক কাজকর্ম করবেন।

-কী ধরনের সামাজিক কাজ?

-নিয়মিত প্রেস ইন্টারভিউ দেবেন, রেডিয়ো এবং টেলিভিশনের সাংবাদিকদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখবেন।

-এটা কি খুবই দরকারি?

হ্যাঁ। আপনাকে একটা নতুন ওয়ারড্রোব দেওয়া হবে। একই পোশাক পরে দুবার ছবি তুলবেন না।

স্টান, অনেক খরচ হবে, তাই তো? আমি বোধহয় ঘুমোতেই পারব না। সকাল থেকে মধ্যরাত অন্ধি আমাকে ব্যস্ত থাকতে হবে?

-কোনো সমস্যা নয়, হেলেন মুডি আছেন তো!

-উনি কে?

উনি হলেন ওয়াশিংটনের এক পেশাদার মডেল রমণী। সবকিছু ওঁনার ওপর ছেড়ে দিন, উনি আপনাকে সাজিয়ে তুলবেন।

হেলেন মুডিকে এক যৌনবতী কালো মহিলা বলা যেতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি জনপ্রিয় মডেল হিসেবে কাজ করছেন। নিজস্ব শপিং সার্ভিস খুলেছেন। তিনি নির্দিষ্ট সময়ে ম্যারির হোটেলে এলেন। বেশ কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে কাটালেন। ওয়ারড্রোব খুঁটিয়ে দেখলেন।

তিনি বললেন- আঃ, জাংশন সিটির পক্ষে চমৎকার। কিন্তু আপনাকে তো ওয়াশিংটন ডিসির উপযুক্ত হতে হবে।

-আমার হাতে অত টাকা তো নেই।

হেলেন মুডি বললেন বুঝতে পারছি। ঠিক আছে আপনাকে একটা মেঝে পর্যন্ত । লম্বা ইভিনিং গাউন পরতে হবে। ককটেল পার্টির জন্য আলাদা পোশাক। সান্ধ্য রিসেপশনের

জন্য আলাদা পোশাক, টি পার্টির জন্য আলাদা এবং লাঞ্চ পার্টির জন্য আলাদা। রাস্তায় হাঁটার জন্য একটা আলাদা স্যুট। অফিসে পরার জন্য অন্য কালো পোশাক। আর যখন কোনো শোকসভায় যাবেন, তার জন্য উপযুক্ত পোশাক।

তিনদিন ধরে কেনাকাটা চলেছে। কেনাকাটা শেষ হল। হেলেন মুডি ম্যারি অ্যাসলেকে ভালোভাবে দেখে বললেন- আপনি যথেষ্ট সুন্দরী, কিন্তু আপনাকে আমি আরও সুন্দরী করে তুলব। আমি দেখছি কী করা যায়। আপনি রেনবোতে যাবেন, সুসান আপনাকে কিছু টিপস দেবেন। তারপর আপনার চুলের জন্য আপনাকে আমি সানসাইনে নিয়ে যাব। সেখানে বিলি আছেন, আপনার কোনো চিন্তা নেই।

কয়েক সন্ধ্যা পরে ম্যারি স্টানটন রজার্সের সাথে ডিনার টেবিলে বসেছিলেন। ম্যারির দিকে তাকিয়ে রজার্স বললেন- হেলেন আপনাকে একেবারে পালটে দিয়েছে।

সাংবাদিকরা উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন। প্রেস রিলেশন্স-এর প্রধান ম্যারির সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।

একাধিক ক্যামেরার আলো ঝলসে উঠছে। একটির পর একটি অনুষ্ঠান, গুড মর্নিং আমেরিকা, মিট দ্য প্রেস, ফ্যারিং লাইট ইত্যাদি। ওয়াশিংটন পোস্ট এবং নিউইয়র্ক টাইমস থেকেও ম্যারির ইন্টারভিউ নেওয়া হল। আরও গোটা ছয়েক দরকারি এবং গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক কাগজ লন্ডন টাইমস, লে মনডে, টাইম ম্যাগাজিন, পিপল, আরও কত কী? ম্যারির ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশিত হল। তার ছবি সর্বত্র বেরিয়েছে। মনে হল, তিনি বুঝি এক লহমাতে নায়িকা হয়ে উঠেছেন।

টিম বলেছিল- মম, সমস্ত খবরের কাগজের পাতায় তোমার ছবি। প্রচ্ছদেও তোমার ছবি। ব্যাপারটা ভাবতে কেমন অদ্ভুত লাগছে, তাই না?

ম্যারি বলেছিলেন- আমিও ঠিক ভাবতে পারছি না রে। জানি না কী হবে।

স্টানটন রজার্সকে ম্যারি এই ব্যাপারে অভিযোগ করেছিলেন।

উনি বলেছিলেন- এটা আপনার কাজের অঙ্গ। প্রেসিডেন্ট আপনার একটা ইমেজ বা ভাবমূর্তি তৈরি করতে চাইছেন। যখন আপনি ইউরোপে পদার্পণ করবেন, সমস্ত মানুষ আপনার আসল পরিচয় জেনে যাবে।

বেন কোহন আর আকিকো বিছানাতে শুয়েছিলেন। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে। আকিকো এক সুন্দরী জাপানি রমণী। রিপোর্টারের থেকে দশ বছরের ছোটো। তারা কয়েক বছর আগে

দেখা করেছিলেন। তখন বেন কোহন মডেলদের সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লিখছিলেন।
তখন থেকে আকিকো তার সঙ্গিনী হয়ে গেছেন।

কোহনের কোনো একটা সমস্যা হয়েছে।

আকিকো শান্তভাবে বললেন- বেবি, কী হয়েছে বলো তো? তোমার মুখখানা ভার কেন?

-হ্যাঁ, কাজের চাপটা বড়ো বেড়েছে।

ঠিক আছে, আমি তোমার মনে শান্তি এনে দিচ্ছি।

-আকিকো, আমাকে একটা শক্ত প্রতিবেদন লিখতে হবে। এই শহরে যা ঘটেছে তার
ওপর। শুধু তাই নয়, একজন বিশেষ মহিলা সম্পর্কে।

-বলো তো বুঝিয়ে।

-আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, কোথা থেকে শুরু করব।

-কী ব্যাপারে কথা বলছ?

-ম্যারি অ্যাসলে, ছটা ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে আমি তার ছবি দেখেছি। গত দু-সপ্তাহে।
এখনও পর্যন্ত তিনি তার পদে যোগ দেননি। আকিকো, মিসেস অ্যাসলেকে মুভি স্টারের
মতো করে ভোলা হচ্ছে। তাই তাঁর ছবি এবং তার ছেলেমেয়ের ছবি সর্বত্র ছাপা হচ্ছে।
কিন্তু কেন, আমি বুঝতে পারছি না।

এটা রাজনৈতিক চাল হতে পারে। এটা নিয়ে এত চিন্তা করছ কেন?

মডেল কন্যার এই কথা শুনে বেন কোহন সিগারেট ধরালেন। খানিকটা ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর বললেন- তুমি হয়তো ঠিক বলেছ সুন্দরী।

জাপানি মেয়েটি আবার তার কাজ করতে শুরু করেছে। হাসতে হাসতে সে বলল সিগারেটটা নিভিয়ে দাও। আমার শরীরে আগুন জ্বালো!

.

ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্যাডফোর্ডের তরফ থেকে একটা পার্টি দেওয়া হবে। স্টানটন রজার্স ম্যারিকে জানিয়েছিলেন।

-আমি সব ব্যবস্থা করব। শুক্রবার রাতে প্যান আমেরিকান ইউনিয়নে।

.

প্যান আমেরিকান ইউনিয়ানে একটা বড়ো বাড়ি। বিশাল বাগান আছে। নানা ধরনের অনুষ্ঠানে সেই বাগান ব্যবহার করা হয়। মহামান্য উপরাষ্ট্রপতি আহূত ভোজসভা। গণ্যমান্য মানুষেরা ইতিমধ্যেই এসে গেছেন। প্রাচীনকালের রূপোর পাত্রগুলি ঝকঝক করছে। তারই পাশাপাশি কাঁচের ডিনার সেট। অর্কেস্ট্রার শব্দ শোনা যাচ্ছে। যাঁরা এসেছেন তাদের আমরা রাজধানীর গণ্যমান্য ব্যক্তি বলতে পারি। ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং

তার স্ত্রী ছাড়া উপস্থিত আছেন সেনেটর, অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটর এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষেরা।

ম্যারি অবাক হয়ে তাকালেন সাক্ষ্য সমাগমের দিকে। তিনি ভাবলেন, আমাকে সব মনে রাখতে হবে। হোটেলের ফিরলেই বেথ আর টিম জানতে চাইবে।

ডিনারের কথা ঘোষণা করা হল। ম্যারি একটা টেবিলে গিয়ে বসলেন। সেখানে সেনেটররা আছেন, বিভিন্ন বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিক আর কূটনীতিকরা। ডিনারটা চমৎকার! এই মানুষজনের সান্নিধ্যে এসে ম্যারির ভালোই লাগছিল।

রাত এগোরোটা, ম্যারি তার ঘড়ির দিকে তাকালেন এবং ডানদিকে বসে থাকা সেনেটরকে বললেন- এত রাত হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েকে বলেছিলাম, তাড়াতাড়ি ফিরব। তিনি উঠলেন। সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনাদের সঙ্গে দেখা হল, সন্কেটা মনে থাকবে, কেমন, শুভরাত্রি।

নীরবতা। সকলেই তাকিয়ে আছেন ম্যারির দিকে। তিনি ড্যান্স ফ্লোরের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে গেলেন।

স্টানটন রজার্স ফিসফিস করে বললেন- হায় ঈশ্বর, কেউ বোধহয় ওঁনাকে বলে দেয়নি।

সকালবেলা স্টানটন রজার্স ম্যারির সাথে ব্রেকফাস্ট খেয়েছিলেন।

তিনি বললেন- ম্যারি, এই শহরে কতগুলো নিয়ম আছে। কতগুলো নিয়ম তো খুবই বোকা বোকা, কিন্তু সেগুলো মেনে চলতে হয়।

-আমার কোনো ভুল হয়েছে কী?

তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন- আপনি বেশ কয়েকটা নিয়ম ভেঙেছেন। একটা কথা মনে রাখবেন যে, প্রধান অতিথি চলে যাবার আগে আপনি পার্টি থেকে কখনও বেরিয়ে আসবেন না। গতরাতে পার্টিতে মহামান্য ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তখনও তিনি সেখানে ছিলেন অথচ আপনি বেরিয়ে এসেছেন।

-আমি জানি না।

-আপনি কি জানেন, এর জন্য কতগুলো টেলিফোন কল এসেছে।

-আমি দুঃখিত স্টান, আমি নিয়মটা সত্যি জানতাম না। ঠিক আছে, আমি আমার ছেলেমেয়েকে কথা দিয়েছিলাম।

ওয়াশিংটনে শিশু বলে কেউ নেই। শুধু কিছু তরুণ তরুণী ভোটের আছে। এই শহরটা হল শক্তির শহর। কথাটা ভুলে গেলে চলবে কেমন করে?

টাকা নিয়ে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এখানে থাকা-খাওয়ার খরচ হল ৫ ডলার ৫০ সেন্ট, অন্তর্বাসের খরচ ১ ডলার ৯৫ সেন্ট। না, এবার থেকে আর দোকানে কাঁচাবেন না, নিজের হাতেই কাঁচাকাচির কাজটা করবেন।

কিন্তু তা কী করে সম্ভব? অনেক কাজের দায়িত্ব তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ম্যারিকে এভাবে কাজ করতে দেখে ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে গেছে। এখন কারো সঙ্গে কথা বলার সময় কোথায়? বাথরুমের দরজা বন্ধ করে তিনি আবার কাপড় কাঁচার কাজে নিমগ্ন হলেন।

আহা, প্রেসিডেন্ট এসে যদি তাকে এই অবস্থায় দেখেন, তাহলে কী হবে?

প্রেসিডেন্ট হয়তো খুশি হবেন। এভাবে খরচ কমাতে পারলে দেশের মঙ্গল।

ম্যাডাম অ্যান্থাসাডর এভাবে কাজ করছেন কেন? হয়তো প্রেসিডেন্ট বলবেন। আমি সেক্রেটারিকে বলে দিচ্ছি।

এটা নেহাতই একটা কাল্পনিক সংলাপ। ম্যারি হেসে উঠলেন আপন মনে।

বাথরুমের দরজা দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। ম্যারি দরজাটা খুললেন, আবার কিছুটা ধোঁয়া ঢুকে পড়ল লিভিং রুমের মধ্যে।

ডোরবেলের শব্দ। একটু বাদে বেথ বলল- মা, জেমস স্টিকলি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

১৫.

বেন কোহন বললেন- ব্যাপারটা ক্রমশই খারাপ লাগছে। তিনি নগ্ন হয়ে বসে আছেন কমবয়সি রক্ষিতার সামনে। আকিকো তার পাশে। তারা মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠান দেখলেন।

আকিকো বলল- মেনল্যান্ড চায়নার জন্য আরও ভালো একটা প্রেক্ষাপট দরকার ছিল। এটা তো চিনাসমাজের প্রতিচ্ছবি। মনে হচ্ছে হংকং বা ম্যাকাউ।

-এই ভদ্রমহিলা চিন সম্পর্কে কী বলবেন? বেন কোহন দাঁত কিড়মিড় করতে থাকেন। তারপর আকিকোর দিকে তাকিয়ে বললেন, ইনি কানসাসের এক গৃহকত্রী। সব বিষয়ে রাতারাতি জানলেন কী করে?

ভদ্রমহিলা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, রাগ করলে চলবে কেন?

হতে পারে, তা বলে এভাবে ইন্টারভিউ দেওয়া। আর সাংবাদিকদেরও হয়েছে, মা বাবার ঠিক নেই। নতুন কিছু দেখলেই হ্যাংলামো করতে শুরু করে। এই হল মিট দ্য প্রেস! ম্যারি অ্যাসলেকে আগে থেকেই শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। নাঃ, আমি ঠিক মানতে পারছি না। চার্লস লিমবার্গের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

-চার্লস লিমবার্গ কে?

-এটাই হল সমস্যা, আমরা কেউ কারও ভাষা বুঝতে পারছি না।

অন্য কোনোভাবে কথা বলা যায় কী?

মেয়েটি এবার কাজ করতে শুরু করেছে। সে বেন কোহনকে বিছানাতে নিয়ে গেল। বেন কোহনের ওপর উঠে বসল। একটু পরিশ্রম করতে হবে। আহা, বেন কোহনের বুকে তার সিন্কেস মতো চুল। পেটের সঙ্গে পেট ঠেকে গেছে। মেয়েটি বুঝতে পারল, এবার খোকা জাগতে শুরু করেছে। সে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করল, দু-একটা টোকা মারল। তারপর বলল- হ্যালো, আর্থার কী খবর?

-আর্থার তোমার মধ্যে ঢুকতে চাইছে।

-এখন নয়, একটু বাদে তাকে আমি ঢুকিয়ে দেব।

সে উঠল, কিচেনে চলে গেল। বেন কোহন তাকিয়ে আছেন। টেলিভিশনের দিকে চোখ পড়ল। এবার ওই ভদ্রমহিলা আবার ভাষণ দেবেন। নাঃ, দেখতে ইচ্ছে করছে না।

-আকিকো, তুমি কী করছ? আর্থার যে ঘুমিয়ে পড়ল।

-ওকে বলল একটু অপেক্ষা করতে। আমি এখন পৌঁছে যাচ্ছি।

কয়েক মুহূর্ত বাদে আকিকো ফিরে এসেছে। ডিশ ভর্তি আইসক্রিম, চেরি, আরও কত কী!

সাংবাদিক বললেন আমার খিদে পায়নি।

আকিকোর চোখে দুষ্ট হাসি- এটা কিন্তু খাবার জন্য নয়।

তবে?

-দেখো না কী করি।

আকিকো হাসতে হাসতে সামনের দিকে এগিয়ে এসেছে। সে আইসক্রিম নিয়ে মাথিয়ে দিচ্ছে সাংবাদিকের পুংদণ্ডে। আঃ, ঠান্ডা, ঠান্ডা একটা অনুভূতি, কোহনের অশান্ত মন শান্ত হচ্ছে।

এবার আকিকো বুঝতে পারল, দণ্ডটা ক্রমশই শক্ত হয়ে উঠেছে। নাঃ, এখনই মুখের ভেতর পুরে ফেলতে হবে।

বেনের গোঙানি শোনা গেল- আঃ, চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও। থেমো না।

আকিকো চেরি মাথিয়ে দিল। বলল- কলা খেতে আমি ভীষণ ভালোবাসি।

শুরু হয়েছে, শুরু হয়েছে সেই খেলা। বেনের মনে হল, তিনি যেন স্বপ্ন জগতের বাসিন্দা। হয়ে গেছেন। তিনি আর থাকতে পারছেন না। তিনি আকিকোর ওপর চেপে বসলেন, মুখের ভেতর সব কিছু ঢেলে দিলেন।

টেলিভিশনে দেখাচ্ছে ম্যারি অ্যাসলের ছবি। ম্যারি বলছেন- আমেরিকার আদর্শবাদে যেসব লোক বিশ্বাস করে না, তাদের বশে আনতে গেলে একটা কাজ করতে হবে, তা হল বাণিজ্যিক আদান-প্রদান আরও বৃদ্ধি করা।

সন্ধে হয়েছে, বেন ইয়ান ভেলারেসকে ফোন করলেন হাই ইয়ান?

বেন, কী হয়েছে বলো?

একটা সাহায্য করতে হবে।

-নাম বলো, আমি দেখছি।

-রোমানিয়াতে যিনি আমাদের নতুন রাষ্ট্রদূত হয়েছেন, তার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

-বেন, এটা স্টেট ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার। আমি তো ভাড়া করা হাত। তুমি সেক্রেটারি অফ স্টেটের সঙ্গে যোগাযোগে করো।

বেন রিসিভার রেখে দিয়ে ভাবলেন- না, কোথা থেকে শুরু করব বুঝতে পারছি না।

তিনি শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন জাংশন সিটির কানসাসে যেতে হবে।

বেন কোহন জাংশন সিটিতে এসেছেন এর আগে মাত্র একবার। সারাদিন কাজ করেছেন শেরিফ মুনস্টারের সঙ্গে। তাকে একটা ভাড়া করা গাড়ি দেওয়া হয়েছিল। সি.আই.ডি অফিসে গিয়েছিলেন। সন্কেবেলা প্লেন ধরে মানহারটুন। তাহলে? শহরটা সম্পর্কে তাঁর কোনো জ্ঞানই নেই!

প্লেন আকাশের বুকে পাখা মেলে দিয়েছে। এবারের গন্তব্য আরও গভীর এবং বিস্ময়কর।

ম্যারি অ্যাসলে ফরেন সার্ভিস বিন্ডিং-এর মানুষদের সাথে কথা বলছেন। জেমস স্টিকলিকে রিপোর্ট দিতে হবে।

একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, এক ভদ্রলোক, দেখতে খুব একটা ভালো নয়। জিন্স পরা, গায়ে টিশার্ট এবং টেনিস জুতো। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখ দুটো উজ্জ্বল। নীলাভ দ্যুতি। তাকে দেখেই মনে হল, ঔদ্ধত্যের ছাপ আছে। ম্যারি উঠে দাঁড়বার চেষ্টা করলেন। রেগে বেরিয়ে এলেন, বুঝতে পারলেন, ওই ভদ্রলোকের দুটি চোখ তাকে অনুসরণ করছে।

জেমস স্টিকলির সাথে আলোচনা এক ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হয়েছিল। ম্যারি তার অফিসে ফিরে এলেন। অজানা আগন্তুক ম্যারির চেয়ারে বসেছিলেন ডেস্কের ওপর পা তুলে দিয়ে। কাগজগুলো দেখছিলেন। ম্যারি বুঝতে পারলেন, রক্ত মাথায় চড়ে গেছে।

-এখানে কী করছেন? আমি জানতে পারি কী?

ভদ্রলোকের চোখে দীর্ঘ অলস চাউনি। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন- আমি মাইক শ্লেট। বন্ধুরা আদর করে আমাকে মাইকেল বলে ডাকে।

ম্যারি বললেন- মিঃ শ্লেট, আপনার জন্য আমি কী করতে পারি?

-কিছুই না, আমরা প্রতিবেশী, আমি এখানে একটা বিভাগে কাজ করি। আপনাকে হ্যালো বলতে এসেছি।

বলা হয়ে গেছে। যদি সত্যি সত্যি আপনি কোথাও কাজ করে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই আপনার নিজস্ব ডেস্ক আছে। দেখবেন, ভবিষ্যতে কখনও আমার ঘরে ঢুকে এভাবে বসে থাকবেন না।

আহা, রাগ করছেন কেন? আমি কানসিয়ানদের কথা শুনেছি, জানি না, আপনারা নিজেদের কীভাবে ডেকে থাকেন? শুনেছি আপনারা নাকি ভালো বান্ধবী হতে পারেন?

ম্যারি দাঁত কিড়মিড় করলেন- মিঃ শ্লেট, আমি দু-সেকেন্ড সময় দিচ্ছি, তার মধ্যেই এই অফিস থেকে আপনাকে বেরোতে হবে, না হলে আমি রক্ষীকে ডেকে পাঠাব।

-কথাটা কি আমি ভুল শুনছি? ভদ্রলোকের চোখে বরফ-শীতল চাউনি।

-সত্যি সত্যি যদি আপনি এই ডিপার্টমেন্টে কাজ করে থাকেন, আমি বলব বাড়ি চলে যান। দাঁত মাজুন, দাড়ি কামান, ভালোভাবে পোশাক পরুন।

-ঠিক আছে, আমি বউয়ের সাথে আলোচনা করব। কিন্তু বউ আমার কাছে নেই।

মাইক শ্লেটের দীর্ঘশ্বাস

ম্যারির মুখ আরও লাল- বেরিয়ে যান।

ভদ্রলোক ম্যারির দিকে তাকালেন- বাই হনি, পরে দেখা হবে।

ম্যারি রাগে গুম হয়ে গেছেন- তোমার মুখখানা আমি আর দেখতে চাইছি না।

.

সকালটা কেটে গেল নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। জেমস স্টিকলি কোনো অজ্ঞাত কারণে ভীষণ রেগে গেছেন। দুপুরবেলা, ম্যারির খেতে ইচ্ছে নেই। তিনি ভাবলেন, ওয়াশিংটনের এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবেন। রাগটাকে কমানোর চেষ্টা করবেন।

লিমুজিনটা ফরেন সার্ভিস বিন্ডিং-এর একতলাতে পার্ক করা ছিল।

.

সুপ্রভাত, ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর, ড্রাইভার বলল, আপনি কোথায় যাবেন?

-যেখানে দুচোখ যায়। মারভিন, তুমি খালি গাড়ি চালাও।

-ইয়েস, ম্যাডাম।

গাড়ি এগিয়ে চলেছে।

-আপনি কি এমবাসি বরাতে যাবেন।

-হ্যাঁ, ওখানেই ভালো হবে।

ম্যাসাচুসেটস এভিনিউ।

মারভিন বলল- এখান থেকেই শুরু হয়েছে, সে বিরাট রাস্তার দিকে তাকাল, এমবাসির অফিস।

ম্যারি জাপানি এমবাসি ভবনটি চিনতে পারলেন। মাথায় পতাকা উড়ছে। ভারতীয় দূতাবাসের ওপর একটা হাতির প্রতিচ্ছবি।

একটা সুন্দর ইসলামিও মসজিদ, সামনে কিছু মানুষ হাঁটু মুড়ে প্রার্থনা করছেন।

ম্যারি পৌঁছোলেন, ২৩ নম্বর স্ট্রিটে, সাদা পাথরের বাড়ি। চারদিকে পিলার আছে।

-এটাই হল রোমানিয়ান এমব্যাসি, মারভিন বলল।

-এখানেই থামাও।

লিমুজিন গাড়িটা থেমে গেল। ম্যারি জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। একটা চিহ্ন আছে, লেখা আছে, রোমানিও এমব্যাসি।

ম্যারি বললেন- একটু অপেক্ষা করো, প্লিজ। আমি ভেতরে যাব।

ম্যারির হৃৎপিণ্ড দ্রুত সঞ্চারিত হতে শুরু করেছে। এই প্রথম তিনি রোমানিয়ার সাথে সত্যিকারের সংযোগ রক্ষা করতে চলেছেন। আর কয়েকদিন বাদে এই দেশটি হবে তার কয়েক বছরের ঠিকানা।

বড়ো শ্বাস নিলেন। ডোরবেলে হাত রাখলেন। নীরবতা, আরও একবার চেষ্টা করলেন। এটা খোলা? তিনি দরজা খুললেন, ভেতরদিকে চলে গেলেন। রিসেপশন হল অন্ধকার, ঠান্ডা-ঠান্ডা অনুভূতি। একটা লাল রঙের কৌচ রয়েছে। দুটো চেয়ার। ছোট টেলিভিশন সেট। পায়ের শব্দ শোনা গেল। একজন দীর্ঘ কৃশ মানুষ অত্যন্ত দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন।

তিনি বললেন- কী হয়েছে?

ম্যারি বললেন- গুড মর্নিং, আমি ম্যারি অ্যাসলে, আমি রোমানিয়ার নতুন অ্যাম্বাসাডর।

ভদ্রলোকের মুখে খড়ির সাদা দাগ। তিনি বললেন- হায় ঈশ্বর!

ম্যারি অবাক কিছু ভুল হয়েছে কী?

-আমরা আপনাকে আশা করিনি ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর ।

-আমি জানি, এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই ।

-অ্যাম্বাসাডর,...তিনি ভীষণ রেগে যাবেন ।

-কেন? আমি তাকে হ্যালো বলতে এসেছি ।

-ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমায় ক্ষমা করবেন । আমার নাম গাব্রিয়েল স্টেইকা । আমি ডেপুটি চিফ অফ মিশন । আমরা অতিথিদের আশা করি না । দেখতেই পারছেন, তার কোনো ব্যবস্থা নেই ।

ভদ্রলোকের আচরণের মধ্যে দারুণ অব্যবস্থার ছাপ । ম্যারি সেখান থেকেই চলে যেতে চেয়েছিলেন । কিন্তু তখন বেশ দেরি হয়ে গেছে । ম্যারি দেখলেন, গাব্রিয়েল স্টেইকা আলো জ্বলে দিলেন । চারপাশ আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল । চালিয়ে দেওয়া হল রুমহিটার ।

তিনি আমতা আমতা করে বললেন- কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘরটা গরম হয়ে যাবে । আমরা এইভাবে জ্বালানির খরচ বাঁচাবার চেষ্টা করি । জানেন তো ম্যাডাম, ওয়াশিংটনে সব জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া ।

ম্যারি বললেন- হ্যাঁ, আমি তা অনুভব করেছি।

না-না, ভাববেন না। অ্যাম্বাসাডর ওপরে আছেন। আমি তার কাছে আপনার আগমনের সংবাদ পৌঁছে দিচ্ছি।

না, না, ওঁনাকে বিরক্ত করতে হবে না।

হাত থেকে তীর চলে গেছে, স্টেইকা অত্যন্ত দ্রুত ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছেন।

.

পাঁচ মিনিট কেটে গেছে। স্টেইকা ফিরে এলেন।

আসুন, অ্যাম্বাসাডর আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য উদগ্রীব।

-আপনি কি এব্যাপারে সুনিশ্চিত?

-হ্যাঁ, উনি অপেক্ষা করছেন।

ম্যারি ওপরে গেলেন। ওপরে একটা কনফারেন্স রুম, চোদ্দোটা চেয়ার, বিরাট একটা টেবিল। ক্যাবিনেটে নানা ধরনের মূর্তি, রোমানিয়া থেকে আনা হয়েছে। রোমানিয়ার বিরাট একটা ম্যাপ। একটা ফায়ার প্লেস। সেখানে রোমানিয়ান পতাকা। অ্যাম্বাসডর রাদু এগিয়ে এলেন। শার্ট পরেছেন। তাড়াতাড়ি একটা জ্যাকেট পরে নিয়েছেন। লম্বা ভদ্রলোক, গায়ের রং বাদামি। একজন পরিচারক আলো জ্বেলে দিয়ে গেল।

-ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর, রাদু বললেন, ভাবতেই পারিনি, এভাবে আপনি আসবেন। আপনাকে ঠিক মতো স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে পারলাম না। স্টেট ডিপার্টমেন্ট এব্যাপারে আগাম খবর দেয়নি।

ম্যারি বললেন- এটা আমারই দোষ। আমি পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই ভাবলাম একবার...

-না-না, আপনাকে দেখে খুবই ভালো লাগছে। টেলিভিশনে আপনাকে দেখেছি, খবরের কাগজের পাতায় আপনার ছবিও দেখেছি, আপনার সম্পর্কে জানতে খুবই আগ্রহী। শুধু আমি নয়, আমার সমস্ত দেশ। চা খাবেন কী?

যদি অসুবিধা না হয়।

না-না, অসুবিধার কী আছে। আপনার জন্য লাঞ্চার ব্যবস্থা করতে পারিনি। আমাকে ক্ষমা করবেন। ব্যাপারটা ভাবতেই আমার খারাপ লাগছে।

ম্যারি ভাবলেন না, এভাবে আসা হয়তো উচিত হয়নি।

চা এসে গেছে। অ্যাম্বাসাডর থরথর করে কাঁপছেন। বলছেন- আমাকে ক্ষমা করবেন। এইভাবে অ্যাপায়ন করলাম।

ম্যারির মনে হল, এখন অদৃশ্য হতে পারলে ভালো হত।

অ্যাম্বাসাডর কিছু কিছু কথা বলার চেষ্টা করছিলেন। ব্যাপারটা আরও খারাপ হয়ে গেল।

ম্যারি বললেন- আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। গুডবাই, আশা করি, আবার দেখা হবে।

ম্যারি অতি দ্রুত সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

.

ম্যারি অফিসে ফিরে এলেন। জেমস স্টিকলি তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

-মিসেস অ্যাসলে, তিনি ঠান্ডা গলায় বললেন, আপনি যা ইচ্ছে তাই করবেন? ভেবেছেন কী?

আমি ভেবেছিলাম, এটা গোপন থাকবে, ম্যারি মনে মনে ভাবলেন। না, আরও সতর্ক হতে হবে।

আমতা আমতা করে ম্যারি বলতে থাকেন- রোমানিয়ান এমবাসি? না, আমি আগে থেকে কিছু ভাবিনি। গাড়ি করে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ কী মনে হল নেমে পড়েছি।

আগের জীবনটা ভুলে যান, ওয়াশিংটনে আপনি কোনো এমবাসিতেই নামতে পারেন না। যখন এক অ্যাম্বাসাডর কোথাও যান, সরকারি অনুমতি দেওয়া হয়। কার্ড আসে। আপনি সমস্ত সিস্টেমটাকে নষ্ট করে দিয়েছেন। আমি আপনাকে কত বার বলেছি, এভাবে কাজ করবেন না। আপনি কি জানেন, আপনার এই হঠাৎ যাওয়াতে কী ক্ষতি হয়েছে?

রোমানিয়ান এমবাসির লোকজনেরা ভাবছে আপনি সেখানে গেছেন তাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে।

-কী বলছেন?

ম্যারির সামনের পৃথিবী বোধহয় দু-ফাঁক হয়ে গেছে।

-চেষ্টা করুন, চেষ্টা করুন নিজের আভিজাত্য বুঝে চলার। আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের প্রতিনিধি। আপনার প্রতিটি কাজের ওপর সতর্ক নজর ফেলা হবে। আপনি এভাবে কাজ করছেন কেন? আমি কি ঠিকমতো বলতে পেরেছি?

ম্যারি ঢোক গিলে বললেন- ঠিক আছে, ভবিষ্যতে কখনও হবে না।

-আচ্ছা, উনি টেলিফোনের একটা নাম্বার ঘোরালেন, মিসেস অ্যাসলে আমার এখানেই বসে আছেন। আপনি কি এম্ফুনি আসবেন?

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

ম্যারি নীরবতার মধ্যে বসে থাকলেন, মনে হল ছোট্ট শিশুকে বকাঝকা করা হয়েছে।

দরজা খুলে গেল। মাইক শ্লেটের হাসি মুখ।

ম্যারির দিকে মাইক তাকালেন দেখুন, আমি কিন্তু আপনার উপদেশ শুনেছি। দাড়ি কামিয়েছি।

স্টিকলি অবাক হয়ে বললেন- আপনাদের মধ্যে আগে দেখা হয়েছে?

ম্যারি তাকালেন ফ্লেটের দিকে না, আমি ওঁনাকে আমার চেয়ারে বসে থাকতে দেখেছিলাম।

জেমস স্টিকলি বললেন মিসেস অ্যাসলে, মাইক ফ্লেট, উনি আপনার ডেপুটি চিফ অফ মিশনের পদে কাজ করবেন।

ম্যারি যেন শুনতে পাননি- কী বললেন?

-মিঃ ফ্লেট, ইস্ট ইউরোপিয়ান ডেস্কে কাজ করেন। তিনি ওয়াশিংটনের বাইরে থাকতে ভালোবাসেন। আপনাকে সাহায্য করার জন্য ওঁনাকে নিয়োগ করা হচ্ছে ডেপুটি চিফ হিসেবে।

ম্যারি বোধহয় চেয়ার থেকে পড়ে যাবেন না-না, এটা অসম্ভব!

মাইক হেসে বললেন আমি কথা দিচ্ছি ম্যাডাম, রোজ ভালোভাবে দাড়ি কামাব।

ম্যারি স্টিকলির দিকে তাকালেন- আমার মনে হয় এভাবে নিয়োগ করা উচিত হয়নি। একজন অ্যাম্বাসাডরের ওপরেই এই দায়িত্বটা থাকা উচিত। তিনি তার মনের মতো ডেপুটিকে নিয়োগ করবেন।

-ঠিকই বলেছেন, কিন্তু...

-তাহলে আমি মিঃ শ্লেটকে কখনও পছন্দ করব না।

-সাধারণ অবস্থায় আপনি বলতেই পারতেন, কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের কিছু করার নেই। কারণ আদেশটা এসেছে খোদ হোয়াইট হাউস থেকে।

ম্যারি মাইক শ্লেটকে উপেক্ষা করে কাজ করবেন কী করে? এই ভদ্রলোকের উপস্থিতি সর্বত্র চোখে পড়ছে। পেন্টাগনের অভ্যন্তরে, সেনেট-এর ডাইনিংরুমে, স্টেট ডিপার্টমেন্টের করিডরে। তিনি হয় ডেনিম আর টিশার্ট পরছেন, কিংবা খেলাধুলার পোশাক। ম্যারি বুঝতে পারছেন না, এই ধরনের পরিবেশে ভদ্রলোক এমন খোলা মেলা পোশাক পরে কী করে আসেন?

একদিন ম্যারি তাকে দেখলেন কর্নেল ম্যাককিনির সাথে লাঞ্চ খেতে। তাঁরা গোপন আলোচনায় মত্ত ছিলেন। ম্যারি বুঝতে পারলেন না, এই দুজনের মধ্যে এত বন্ধুত্ব হল কী করে? ব্যাপারটা ভেবে দেখতে হবে।

চার্লি ক্যামবেল, সেনেট-এর ফরেন রিলেশন্স কমিটির প্রধান। ম্যারির সম্মানে একটি নৈশভোজের আসর ডেকেছেন। কোরান গ্যালারিতে। ম্যারি ঘরে প্রবেশ করলেন। একাধিক সুন্দরী রমণীর দেখা পেলেন। তিনি ভাবলেন, হায়, আমি এদের দলভুক্ত নই।

কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তিনি জানেন না।

একডজন ফটোগ্রাফার সেখানে উপস্থিত আছেন। ম্যারির অনেকগুলো ছবি তোলা হল। তাকে অনেকের সাথে নাচতে হল। কোনো কোনো পুরুষ বিবাহিত, কেউ অবিবাহিত। কেউ কেউ তার টেলিফোন নাম্বার জানতে চেয়েছেন। তিনি রাগ করেননি, আবার অতিরিক্ত আগ্রহ দেখাননি।

তিনি সবাইকে বলেছেন- আমি দুঃখিত, কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি যে, অন্য ব্যাপারে মাথা ঘামাবার মতো সময় পাই না।

এডওয়ার্ড? হঠাৎ এডওয়ার্ডের কথা মনে পড়ে গেছে ম্যারির, সেই নৈশভোজের আসরে...

.

তিনি টেবিলে বসেছিলেন, চার্লি ক্যামবেল এবং তার স্ত্রীর সাথে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের জনা কয়েক আধিকারিক। নানা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে।

কয়েক বছর আগে মাদ্রিদে, এক অস্বস্তিকর পরিবেশ। হাজার হাজার ছাত্র ব্রিটিশ এমবাসি ভবন ঘেরাও করেছিল। তারা জিব্রাল্টারের অধিকার চাইছে। তারা দরজা ভেঙে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। জেনারেল ফ্রান্সের মিনিস্টারদের ফোন করা হয়। বলা হল, এখুনি পুলিশ পাঠানো হবে।

অ্যাম্বাসাডর বলেছিলেন, না, পুলিশ পাঠানোর দরকার নেই। কিন্তু দেখবেন, যাতে বেশি ছাত্র ভেতরে প্রবেশের অনুমতি না পায়।

তার মানে বোঝানো হচ্ছে, কীভাবে সমস্যা সমাধান করতে হবে। ম্যারি এক মনে সবকিছু শুনছিলেন। মনে হল, এখানে সারারাত থাকলে বোধহয় ভালো হত।

অসাধারণ অভিজ্ঞতা, একটির পর একটি আলোচনা।

ম্যারির পাশে বসে থাকা ভদ্রলোক বললেন- কাল আপনার কী অ্যাপয়েন্ট?

ম্যারি বললেন- কাল রোববার, আমি একটু দেরি করে উঠব।

এক ভদ্রমহিলা বললেন তাহলে? কাল একটি ছুটি বলুন?

ম্যারি ঘড়ির দিকে তাকালেন এ কী? রাত দুটো বেজে তিরিশ মিনিট? এবার তো বাড়ি যাওয়া উচিত। স্টানটন রজার্সের সাবধান বাণী মনে পড়ল। যে-কোনো ডিনার পার্টিতে প্রধান অতিথি চলে যাবার আগে আসর ছেড়ে যাওয়া যায় না।

আজকে আমিই তো প্রধান অতিথি। ওঃ, হায় ঈশ্বর, ম্যারি ভাবলেন, আমি সকলকে জাগিয়ে রেখেছি।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বরে বললেন গুডনাইট, সকলকে আমি অনেক অনেক ভালোবাসা জানাচ্ছি। ভারি সুন্দর কাটল আজকের সন্কেটা!

তিনি হাঁটতে শুরু করলেন। দরজার বাইরে চলে গেলেন। অন্য অতিথিরা তখন যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন।

পরের দিন সকালবেলা, হলওয়াতে মাইক শ্লেটের সঙ্গে দেখা হল। মাইক শ্লেট বললেন—
আপনি সমস্ত ওয়াশিংটনবাসীকে শনিবার মাঝরাত্রি পর্যন্ত জাগিয়ে রেখেছিলেন।

মিঃ স্টিকলি, আমি বুঝতে পারছি না, কেন এই ভদ্রলোক আমার সাথে এভাবে লেগে
আছেন?

স্টিকলির মুখে ভাবলেশহীন হাসি। তিনি কাগজ পড়ছিলেন। বললেন— কী সমস্যা?

মিঃ শ্লেট অত্যন্ত উদ্ধত, সবসময় ঝগড়া করার ফন্দি। আমি ওঁনাকে পছন্দ করছি না।

—হ্যাঁ, আমি জানি, ভদ্রলোক ওরকম স্বভাবের। কিন্তু...

—কী করব? ওঁনার সাথে কাজ করা আমার পোষাবে না। আপনি অন্য কাউকে ওঁনার
জায়গাতে নিয়ে আসুন।

—আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ।

মিসেস অ্যাসলে, পূর্ব ইউরোপের ব্যাপারে মাইক শ্লেটের কোনো তুলনা হয় না। আপনি কী করবেন? আপনি অবশ্যই ওঁর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখবেন। আমায় দেখতে হবে, আপনার হাতে আমি যেন শ্রেষ্ঠ অস্ত্র দিতে পারি। ভবিষ্যতে মাইক শ্লেট সম্পর্কে আমি কোনো অভিযোগ শুনতে চাইছি না। আশা করি, আমার বক্তব্য বুঝতে পেরেছেন।

ম্যারি ভাবলেন- না, এই অপমানের জবাব দিতেই হবে।

তিনি অফিসে ফিরে গেলেন। স্টানের সাথে কথা বলব? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, মাইক শ্লেটকে পরিচালনা করা আমার পক্ষে সম্ভব কিনা।

-দিবাস্বপ্ন দেখছেন?

ম্যারি তাকালেন। মাইক শ্লেট তার ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তার হাতে একগোছা কাগজ।

উনি বললেন- এই কাগজগুলো আজ আপনাকে সমস্যা দেবে।

-পরের বার অফিসে এলে দরজায় নক করবেন।

মাইক শ্লেটের চোখে বিস্ময়- আচ্ছা, আমি তাই করব।

রাগ ক্রমশ মাথায় চড়ছে- মিঃ শ্লেট, আমি আপনার মতো লোকের সাথে কাজ করতে চাইছি না। আপনি উদ্ধত অবিবেচক দুর্বিনীত অশিক্ষিত।

আঙুল উঠে গেল-বাঃ, বেশ ভালো বলেছেন তো!

-আপনি কি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছেন?

গলা চড়ে গেছে। আমি আপনাকে সাহায্য করব না? ঠিক আছে, আমি দেখছি, কী করা যায়?

সামান্য কথাবার্তা। ম্যারি বুঝতে পারলেন, এই অবস্থার মধ্যে তাকে থাকতেই হবে। শেষ অর্দি এমন অবস্থা, ম্যারি অ্যাসলে নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলেন না।

মাইক বলছেন- ম্যারি অ্যাসলে, আপনি এই পদের যোগ্য নন। যদি কেউ ভেবে থাকেন, আপনাকে খুশি করবেন, তাহলে আপনাকে আইসল্যান্ডের অ্যাম্বাসাডর করে পাঠানো উচিত ছিল।

না, আর নয়। ম্যারি উঠে দাঁড়ালেন। সপাটে গালে চড় মেরে দিলেন।

মাইক প্লেট দীর্ঘশ্বাস ফেললেন- আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি ম্যাডাম। দিয়েছেন কী?

.

১৬.

আমন্ত্রণ পত্রে লেখা ছিল- রোমানিয়ার অ্যাম্বাসাডর আপনাকে ককটেলের আসরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। এর সঙ্গে ডিনারের ব্যবস্থা থাকবে।

ম্যারি শেষবারের মতো ভাবলেন- ইস, ওখানে যাওয়া আমার উচিত হয়নি।

তিনি নতুন পোশাক পরলেন। কালো ভেলভেটের সান্ধ্য পোশাক। লম্বা হাতা। কালো হাইহিল জুতো পরলেন। মুক্তোর নেকলেস।

বেথ বলল- মা, তোমাকে ম্যাডোনার থেকেও সুন্দরী দেখাচ্ছে।

ম্যারি বললেন- হ্যাঁ, আমার খুব উত্তেজনা হচ্ছে। টেলিভিশনে অনেকে আমাকে দেখবে। সকালে আমরা সবাই প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটনের বাড়িতে বেড়াতে যাব। মাউন্ট ভারননে।

-মম, ভালোভাবে থেকো কিন্তু।

টেলিফোন বাজল- ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর, লবিতে মিঃ স্টিকলি।

ম্যারি ভেবেছিলেন অনেক ভালো হত, যদি আমি একা যেতে পারতাম।

না, কারও সাহায্য নিতে আর ভালো লাগছে না।

.

রোমানিয়ান এমবাসিতে অনেক মানুষের ভিড়। বাতাসে উৎসবের গন্ধ। এর আগে এমনটি দেখেননি ম্যারি। গাব্রিয়েল স্টাইকার সঙ্গে দেখা হল, ডেপুটি চিফ অফ মিশন।

—শুভ সন্ধ্যা, মিঃ স্টিকলি। আপনাকে দেখে খুবই ভালো লাগছে।

জেমস স্টিকলি ঘাড় নাড়লেন, বললেন আমাদের অ্যাম্বাসাডরের সঙ্গে দেখা করবেন না?

স্টাইকার মুখ দেখে মনে হল, ম্যারির সাথে তার কখনও দেখাই হয়নি। একেই বলে পেশাগত দক্ষতা। উনি বললেন— ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর, ভেতরে আসুন।

ওঁরা হল দিয়ে এগিয়ে গেলেন। ম্যারি লক্ষ করলেন, সব কটা ঘরেই উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। অগ্নিকুণ্ডলো কাজ করতে শুরু করেছে। অর্কেস্ট্রা বাজনা। প্রত্যেকটা ফুলদানিতে প্রস্ফুটিত ফুলের বাহার।

অ্যাম্বাসাডর রাদু করবেসকু একদল মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন। জেমস এবং ম্যারি সেখানে উপস্থিত হলেন।

শুভ সন্ধ্যা মি. স্টিকলি।

শুভ সন্ধ্যা অ্যাম্বাসাডর, আমি আমাদের অ্যাম্বাসাডরকে নিয়ে এসেছি।

করবেসকু তাকালেন ম্যারির দিকে এবং বললেন— আপনাকে দেখে খুব ভালো লাগছে।

ম্যারি ভেবেছিলেন ভদ্রলোকের চোখে পরিচয়ের চিহ্ন থাকবে। কিন্তু তা নেই। মারি বুঝতে পারলেন, এই জগৎটা একেবারেই পেশাদারী, এখানে ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতির কোনো স্থান নেই।

একশো জনের মতো লোক ডিনারের আসরে উপস্থিত হয়েছেন। ছেলেদের পরনে ডিনার জ্যাকেট, মেয়েরা অসাধারণ সব গাউন পরেছে। ম্যারি খাবার টেবিলে বসে আছেন।

স্টিকলি জানতে চেয়েছিলেন- আপনি ড্রিঙ্ক করবেন নাকি?

ম্যারি বললেন আমি কখনও ড্রিঙ্ক করি না।

-হায়, হায় কী দুর্ভাগ্য!

ম্যারি অবাক হয়ে তাকালেন কেন?

-এটা হল আপনার কাজের অঙ্গ। প্রত্যেকটি কূটনৈতিক আসরে আপনাকে ড্রিঙ্ক দেওয়া হবে। যদি আপনি ড্রিঙ্ক না করেন, তাহলে অতিথি মনে কষ্ট পাবেন। এখন থেকেই দু একবার চুমুক দেওয়া শুরু করুন।

ম্যারি বলেছিলেন- ঠিক আছে, আমি ভেবে দেখছি।

ম্যারি চারপাশে তাকালেন। মাইক স্লেট বসে আছেন। ম্যারি প্রথমে চিনতে পারেননি। মাইক ডিনার পোশাক পরেছেন। না, এই সন্ধ্যাবেলায় এমন সুন্দর পোশাকে ভদ্রলোককে খুব একটা খারাপ দেখাচ্ছে না। একটি হাত এক যৌনবতী স্বর্ণকেশিনীর

কাঁধের ওপর এমনিই পড়ে আছে। নাঃ, অত্যন্ত সস্তা, ম্যারি ভাবলেন। এমনটিই তো হবে। মনে হয় বুখারেস্টে এই ভদ্রলোকের জন্য অনেক গার্লফ্রেন্ড অপেক্ষা করে আছে।

মাইকের কথাগুলো মনে পড়ল আপনি একজন অ্যামেচার। যদি কেউ আপনাকে আইসল্যান্ডে পাঠাতো, তাহলে ভালো হত। নাঃ, বেজন্মা!

ম্যারি দেখলেন, কর্নেল ম্যাককিনিকে। ইউনিফর্ম পরেছেন, মাইকের সাথে হেঁটে যাচ্ছেন। মাইক ওই মহিলার কাছ থেকে অনুমতি নিলেন। কর্নেলের সাথে এককোণে চলে গেলেন। ম্যারি ভাবলেন, এই দুজনের ওপর নজর রাখতে হবে।

একজন পরিচারক শ্যাম্পেন নিয়ে ঘুরছিল।

ম্যারি ভাবলেন, আমারও এক গ্লাস খাওয়া উচিত।

জেমস স্টিকলি ম্যারির দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি বললেন- হ্যাঁ, এইভাবেই কাজ করতে হবে।

.

কয়েক ঘণ্টা ধরে ম্যারির সাথে সকলের পরিচয় হল। সেনেটররা, গভর্নররা, ওয়াশিংটনের বেশ কয়েকজন বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। রোমানিয়া একটা গরম আসন। কেউ এই রোমানিয়াতে যেতে চায় না। আপনি এখানকার রাষ্ট্রদূত? ব্যাপারটা ভাবতেই কেমন লাগে।

মাইক শ্লেট, জেমস স্টিকলি এবং ম্যাককিনির দিকে এগিয়ে এলেন। তখনও ওই স্বর্ণকেশিনীকে বগলদাবা করে রেখেছেন।

মাইক জড়ানো কণ্ঠস্বরে বললেন- গুড ইভিনিং, মিস ডেনিসনের সঙ্গে পরিচয় আছে কী? এই হল জেমস স্টিকলি, আর এ হল ম্যারি অ্যাসলে।

ইচ্ছে করেই আমাকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে।

ম্যারি ঠান্ডা মাথায় বলেছিলেন- অ্যাস্বাসাডর অ্যাসলে।

মাইক কপাল চাপড়ে বললেন- দুঃখিত অ্যাস্বাসাডর অ্যাসলে। মিস ডেনিসনের বাবাও একজন অ্যাস্বাসাডর ছিলেন। এক অসাধারণ কূটনীতিবিদ। অন্তত গোটা ছয়েক দেশে কাজ করেছেন, গত পঁচিশ বছর ধরে।

ডেবি ডেনিসন বললেন- বেড়ে ওঠার পক্ষে কী চমৎকার!

মাইক বললেন- ডেবির মধ্যে অনেক কিছু আছে।

ম্যারি মনে মনে বলেছিলেন, তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

ম্যারি প্রার্থনা করেছিলেন, ডিনারের আসরে তাকে যেন মাইকের পাশে বসতে না হয়। প্রার্থনা মঞ্জুর হল। মাইক ওই অর্ধউলঙ্গ মেয়েটির সাথেই খেতে বসেছেন। ম্যারির টেবিলে আরও জনা দশ-বারোজন বিখ্যাত মানুষের উপস্থিতি। বেশ কয়েকটা মুখ খুবই পরিচিত। বিভিন্ন পত্রিকার প্রচ্ছদে দেখা যায়, অথবা টেলিভিশনের পর্দায়। জেমস

স্টিকলি ম্যারির উলটোদিকে বসেছেন। ম্যারির বাঁদিকে যে ভদ্রলোক বসেছেন, তিনি একটা অদ্ভুত ভাষায় কথা বলছিলেন। ডানদিকে এক লম্বা সোনালি চুলের ভদ্রলোক বসে আছেন। মুখখানা ভারি উজ্জ্বল এবং আকর্ষণীয়।

উনি বললেন- ডিনারে আপনার সাথে বসতে পেরেছি বলে খুবই ভালো লাগছে। আমি আপনার উগ্র সমর্থক।

ওঁনার কথার মধ্যে স্ক্যানডেভিয়ান ভাষার টান আছে।

ম্যারি অবাক হয়েছে- ধন্যবাদ।

-আমি ওলাফ পিটারসন, সুইডেনের কালচারাল অ্যাটাসে।

মি. পিটারসন, আপনার সঙ্গে দেখা হল বলে আমি নিজেকে ধন্য বলে মনে করছি।

-আপনি কখনও সুইডেন গেছেন?

না-না, আমি কোথাও যাইনি, এই দেশের বাইরে।

ওলাফ পিটারসন হাসলেন- কত কিছুই দেখার আছে।

-হয়তো একদিন ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেখানে যাব।

-আপনার ছেলেমেয়ে আছে? কত বয়স?

-ছেলের বয়স দশ, মেয়ের বয়স বারো। আমি ছবি দেখাব? ম্যারি তাড়াতাড়ি পার্স খুললেন, ছেলেমেয়ের ছবি দেখালেন। উলটোদিকের চেয়ারে বসে থাকা জেমস স্টিকলি ব্যাপারটার প্রতি নজর রেখেছেন। তিনি মাথা নাড়ার চেষ্টা করলেন।

ওলাফ পিটারসন ছবিগুলো দেখলেন। বললেন- বাঃ, ওদের দেখতে ঠিক আপনার মতো হয়েছে।

ম্যারি বললেন- না না, ওদের চোখদুটো বাবার মতো।

এইভাবে ওঁরা একে অন্যের সাথে কথা বললেন।

এডওয়ার্ড বলত, বেথ ঠিক তোমার মতো দেখতে হয়েছে। ও তোমার মতোই সুন্দরী হয়ে উঠবে। আর টিমের চেহারা কার মতো? না, সে আমার মতো হবে না।

ওলাফ পিটারসন আরও কিছু কথা বললেন। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন- আপনাকে একটা ব্যাপারে প্রশ্ন করব?

হ্যাঁ, করতে পারেন।

-আমি শুনেছি, আপনার স্বামী মোটর অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন। আমি বেশ বুঝতে পারি, এই পৃথিবীতে একজন মেয়ের একা থাকা কতখানি কষ্টকর। তাই বলছি, আপনি কি এই কাজটা ঠিক মতো করতে পারবেন?

ম্যারির সামনে এক গ্লাস মদ রয়েছে। ম্যারি মদে ঠোঁট ছোঁয়ালেন। ঠান্ডা এবং উত্তেজক। তার মনের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চারন।

ম্যারির মুখে স্মিত হাসি।

পিটারসন প্রশ্ন করলেন। আপনি কবে রোমানিয়া যাচ্ছেন?

-আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে, ম্যারি আবার মদের গ্লাসে ঠোঁট ছোঁয়ালেন। প্রথমে বুখারেস্টে যাব। তিনি ধীরে ধীরে মদ পান করছেন। আঃ, এ জিনিসের স্বাদ আগে কখনও পাইনি কেন? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলেন তিনি।

ওয়েটার আবার গ্লাসটা ভর্তি করে দিল। ম্যারি মাথা নাড়লেন। চারদিকে তাকালেন, কত মানুষ, কতরকম শব্দ।

ওলাফ পিটারসন জিজ্ঞাসা করলেন- আপনি ঠিক আছেন তো?

-হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি। ওলাফ, আর এক গ্লাস মদ হবে কী?

-হ্যাঁ, ওয়েটারকে বলা হল। ম্যারির ওয়াইন গ্লাস আবার ভর্তি করে দেওয়া হল।

ম্যারি বললেন- বাড়িতে আমি কখনও ড্রিন্ক করি না। কিন্তু সত্যি বলতে কী, এর আগে আমি কখনোই এভাবে ড্রিন্ক করিনি।

ওলাফ পিটারসন ম্যারির দিকে তাকিয়ে আছেন। মুখে হাসি।

এবার অ্যাম্বাসাডর করবেসকু বললেন-ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, এবার আমাদের আনুষ্ঠানিক ব্যাপারগুলো শুরু হবে।

সকলের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানানো হল। রোমানিয়ার প্রেসিডেন্ট আলেকজানড্রোস আয়োনেসকু, মাদাম আয়োনেসকু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট, পাশাপাশি রোমানিয়ান এবং আমেরিকান পতাকা রাখা হল।

রোমানিয়ান অ্যাম্বাসাডর বললেন- আমরা নতুন অ্যাম্বাসাডরের কাছ থেকে দু-চার কথা শুনতে চাইছি।

ম্যারি উঠলেন। তার মনে হল পৃথিবীটা ঘুরছে। কোনোরকম উঠে দাঁড়ালেন। টেবিলটা ধরলেন। সকলের দিকে তাকালেন। ভালো থাকুন, কোনো রকমে বললেন।

এত খুশি, এত আনন্দ তার জীবনে কখনও আসেনি। সকলের মুখে আনন্দ।

ম্যারি বললেন- সকলকে পেয়ে আমার খুবই ভালো লাগছে।

তারপর ওলাফ পিটারসনের পাশে এসে বললেন- মনে হচ্ছে, আমার ওয়াইনে কিছু মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ওলাফ বললেন- চলুন একটু বাইরে ঘুরে আসি। ঠান্ডা বাতাস দরকার।

-এত ঘুম পাচ্ছে কেন?

চলুন, বাইরে চলুন।

ওলাফ ম্যারিকে সাহায্য করলেন, ম্যারি হাঁটতে পারছেন না। জেমস স্টিকলি নানা ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি দেখেননি ম্যারি চলে গেছেন। ম্যারি এবং ওলাফ মাইক স্লেটের টেবিলের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। মাইকের চোখে এক অদ্ভুত নিরাপত্তাহীনতা।

ম্যারি ভাবলেন, মাইক বোধহয় আমার এই সৌভাগ্য সহ্য করতে পারছেন না। কেউ তো তাঁকে কথা বলার জন্য মঞ্চে ডাকেনি।

কথাবার্তা জড়িয়ে গেছে। ম্যারি বাইরে এলেন। তারপর ওলাফ তাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিলেন। ড্রাইভারকে ঠিকানা বলে দিলেন। তারা একটা বিরাট অ্যাপার্টমেন্টের সামনে এলেন। ম্যারি পিটারসনের দিকে তাকিয়েছেন।

আমরা কোথায় এসেছি?

—আমরা বাড়িতে পৌঁছে গেছি। ম্যারিকে ধরে ধরে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন ওলাফ পিটারসন।

আমি মাতাল হয়ে গেছি? ম্যারি জানতে চাইলেন।

—না-না, কিছু হয়নি।

-কেমন মজা লাগছে সব কিছুতে ।

-কিছুটা ব্র্যান্ডি খেলেই আপনি আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবেন ।

তারা এলিভেটরের কাছে গেলেন ।

-কী বলছেন? আমি কিছু বুঝতে পারছি না ।

পিটারসন তার হাতে হাত দিলেন ।

এলিভেটরের দরজা খুলে গেল । তারা নেমে এলেন ।

-এই মেঝেটা এলোমেলো কেন?

ওলাফ বললেন- ঠিক আছে আমি দেখছি ।

পিটারসন কৌচের ওপর ম্যারিকে শুইয়ে দিলেন । পাশে বসলেন । ম্যারির চোখে সাত রাজ্যের ঘুম নেমেছে । ওলাফের ঠোঁট ম্যারির ঠোঁটের ওপর চাপ দিচ্ছে । বেশ বুঝতে পারছেন ম্যারি, দুটি আগ্রাসী হাত তার উরু স্পর্শ করছে ।

-আপনি কী করছেন?

-আপনি চোখ বন্ধ করে থাকুন, ডার্লিং, কথা দিচ্ছি, এতে আপনার ভালোই লাগবে। সত্যি তো, হাতের এই সুন্দর কারুকাজ, মনে হচ্ছে এডওয়ার্ড বুঝি কবর থেকে উঠে এসেছে।

ম্যারি বললেন- সে একজন দারুণ ডাক্তার ছিল।

আবার নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গায় চাপ দিয়ে ওলাফ বললেন- হ্যাঁ, আমি তা বিশ্বাস। করি।

আঃ, কখনও অপারেশনের দরকার হলে সকলে এডওয়ার্ডের খোঁজ করত।

ম্যারি শুয়ে পড়েছেন, উপুড় হয়ে, মনে হচ্ছে, কে যেন তাকে ধীরে ধীরে নগ্না করছে। এডওয়ার্ডের দুটি হাত, ম্যারি চোখ বন্ধ করলেন। বুঝতে পারছেন, দুটি ঠোঁট তার পিঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর একটা অত্যন্ত কোমল জিভ। এডওয়ার্ড তো এভাবেই আদর করত। কখনও বন্ধ করতে চাইত না।

ম্যারি বললেন- খুব ভালো লাগছে ডার্লিং, আমাকে গ্রহণ করো।

গম্ভীর, কণ্ঠস্বর- হ্যাঁ, আমি তোমাকে আরাম দেব এবং সন্তুষ্টি।

কিন্তু এ গলাটা তো এডওয়ার্ডের নয়। ম্যারি চোখ খুললেন। অবাক হয়ে গেলেন। বললেন- না, এখনই বন্ধ করুন।

ম্যারি ছিটকে সরে গেলেন। মেঝের ওপর পড়ে গেলেন।

ওলাফ পিটারসন বললেন- কিন্তু...

না। অ্যাপার্টমেন্টের দিকে তাকালেন। আমার ভুল হয়েছে, আমি বুঝতে পারিনি। আপনি কে?

ম্যারি বাইরের দিকে যাবার চেষ্টা করলেন।

ওলাফ বললেন- একটু অপেক্ষা করুন, আপনাকে সাহায্য করি।

কিন্তু আশেপাশে ম্যারি কোথাও নেই।

.

ম্যারি বাইরে এলেন, পথঘাট ফাঁকা, কনকনে হাওয়া দিচ্ছে। এতক্ষণ ধরে যে ঘটনাটা ঘটে গেল, বিবেকের কাছে কীভাবে জবাবদিহি করবেন? আমি আমার দায়িত্বের প্রতি অবহেলা করলাম? এইভাবে? এত মানুষের সামনে পুরো মাতাল হয়ে গেলাম? অপরিচিত একজনের অ্যাপার্টমেন্টে এলাম? সে আমাকে প্রায় ধর্ষণ করে ফেলছিল আর কী। আগামীকাল ওয়াশিংটনের সব কটা খবরের কাগজে মুখরোচক খবর বেরোবে। হায় ঈশ্বর, আমি কেন এখনও বেঁচে আছি?

.

বেন কোন গল্পটা শুনেছিলেন রোমানিয়ান এমবাসির মানুষদের কাছ থেকে। ওয়াশিংটনের এবং নিউইয়র্কের একাধিক খবরের কাগজের পাতায় চোখ মেলে দিলেন।

না, এই ঘটনা নিয়ে কোনো শব্দ প্রকাশিত হয়নি। কেউ হয়তো খবরটাকে হত্যা করেছে। কিন্তু এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর।

কোহন তার বন্ধুকে ডাকলেন, আইয়ানকে।

পুরো গল্পটা শুনতে হবে। কোহন ভাবলেন, আমিই এই খবরটা প্রথম বের করব। তা হলে বোধহয় খবরের কাগজের বিক্রি বেড়ে যাবে।

.

একজন অতিথির সঙ্গে বেন কোহন বসে আছেন। উনি হলেন আলফ্রেড। আর আছেন টনি ভারজিও।

-আপনারা কি ড্রিন্ক করবেন?

আলফ্রেড মারটিনির অর্ডার দিলেন।

বেন কোহন বললেন আমার কিছুই লাগবে না।

আলফ্রেড এক মাঝবয়সি ভদ্রলোক। স্ট্রেট ডিপার্টমেন্টে ইউরোপিয় বিভাগে কাজ করেন। কয়েক বছর আগে ইনি মদ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। বেন কোহন সেই সংবাদটা চেপে দিয়েছিলেন। তারপর থেকেই আলফ্রেড বেন কোহনকে ভালোবাসেন। ভালোবাসা অথবা কৃতজ্ঞতা।

-আল, আমি আপনার সাহায্য চাইছি।

কী ঘটেছে সব বলতে হবে।

নতুন অ্যাম্বাসাডর?

-হ্যাঁ।

রোমানিয়ান অ্যাম্বাসাডরের পার্টিতে কী হয়েছিল? আপনি কি তা জানেন?

-হ্যাঁ, আমি সব গুছিয়ে বলব। কিন্তু ঠিক মতো ছাপতে হবে।

কীভাবে? আমি সব খবর পেয়েছি।

তারপর? সংক্ষিপ্ত আলোচনা, কৌতুকের শব্দ। বলা হল, এই মহিলা এক সিনড্রেলা, এঁনার নাম কেউ জানতেন না। মার্কিন প্রেসিডেন্টের হাতে জাদুদণ্ড ছিল। হঠাৎ তিনি থ্রেস কেলি হয়ে গেলেন। হয়ে গেলেন যুবরানি ডায়না অথবা জ্যাকেলিন কেনেডি। সব কিছু একজনের মধ্যে, হ্যাঁ, তিনি সুন্দরী, এব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এইভাবে? এইভাবে এত বড় একটা পদে বসানো হল?

মারটিনি কাজ করতে শুরু করেছে।

আশা করি এতেই কাজ দেবে বেন কোহন?

-হ্যাঁ। তাহলে? ইতিমধ্যে অ্যাসলের বারোটা বেজে গেল। আর কিছু দরকার আছে। কী? প্রথমবার প্রেসিডেন্ট আবেদন করেছিলেন। শ্রীমতী জবাব দেননি। কারণ তার স্বামী প্রাকটিস ছেড়ে বাইরে যেতে পারবেন না। স্বামীর মৃত্যু হল, গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে, সব কিছু কেমন সাজানো বলে মনে হচ্ছে নাকি? এবার শ্রীমতী এলেন, বুখারেস্টে যাবেন। প্রথম। থেকেই একটা ষড়যন্ত্র, নিপুণ হাতের কারুকাজ, তাই নয় কী?

-কে আছে এর অন্তরালে? কে?

বেন কোহন বললেন- এটাই তো জ্যাকপট প্রশ্ন, কোটি টাকার প্রশ্ন।

-আমি বুঝতে পারছি না, শেরিফ মুনস্টারের সঙ্গে কথা বললে ভালো হয়। তিনি তো ওই ঘটনাটার প্রত্যক্ষদর্শী।

-আর কেউ?

দুজনের আলোচনা। ঠিক হল, শেরিফের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

আলফ্রেড মাথা নেড়ে বলেছিলেন- বেন, আমি বুঝতে পারছি না, এই রহস্যটা সমাধান করা সম্ভব কিনা।

-তবু চেষ্টা করতে দোষ কী?

আর একটা ষড়যন্ত্র, জাল বোনা শুরু হয়েছে। বেচারি ম্যারি তা জানতেও পারলেন না।

আলফ্রেড বেন কোহনের তথ্যটা বিশ্বাস করতেন। তিনি জানতেন সাংবাদিকরা সবসময় উত্তেজক খবরের সন্ধানে ছুটে বেড়ায়। বেন কোহনকে তিনি ভালোবাসেন। কিন্তু এই ব্যাপারটার সমাধান কী করে হবে?

আলফ্রেড ভাবলেন, একজনকে ডাকা যেতে পারে। ফোন করে একবার দেখা যাক।

পরদিন সকালে বেন কোহন একটা সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি আকিকোকে বললেন— হয় আমাকে শতাব্দীর সেরা প্রতিবেদনটা প্রকাশ করতে হবে, অথবা এই পেশাটাই ছেড়ে দিতে হবে।

আকিকো চিৎকার করে বলল— ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। মনে হচ্ছে, তোমার দুট্টু ছেলেটা এখন সুখেই থাকবে।

বেন কোহন ম্যারি অ্যাসলের সাথে দেখা করলেন।

—শুভ সকাল, অ্যাসাসাডর, আমাকে মনে আছে? আমি বেন কোহন।

—হ্যাঁ, ওই গল্পটা কি লেখা হয়ে গেছে?

না, এর জন্য আপনার সাথে আরও কিছু আলোচনা করতে হবে। আমি জাংশন সিটিতে গিয়েছিলাম, এমন কিছু খবর নিয়ে এসেছি, যা শুনলে আপনার ভালোই লাগবে।

-কী খবর?

-একটু সময় নিয়ে বলতে হবে। কোথাও বসা যেতে পারে?

-কদিন আমি খুব ব্যস্ত থাকব। শুক্রবার সকালে আধঘণ্টা ফাঁকা আছে।

তিনদিন, বেন কোহন মনে মনে ভাবলেন।

- ঠিক আছে আমি অপেক্ষা করব।

আপনি কি আমার অফিসে আসবেন?

প্রশ্ন ছুটে এল। আবার ম্যারি বললেন- এই বাড়ির নীচের তলায় কফিশপ আছে। সেখানে দেখা হবে।

.

কনট্রোলারের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার কোনো উপায় নেই। তিনি লৌহ্যবনিকার অন্তরালে বসে থাকেন। তার টেলিফোন নাম্বার কেউ জানে না। মাত্র দু-একজন ছাড়া।

মাঝে মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে খবর পৌঁছে যায়। সন্ধ্যা ছটা, খবর পৌঁছোল, বুয়েন্স আয়ার্সে তখন রাত আটটা বাজে।

কনট্রোলার দুবার এই খবরটা শুনলেন। তিনি একটি নাম্বার ডায়াল করলেন। তিন মিনিট অপেক্ষা করলেন। নেউসা মুনেজের ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বর।

কে?

কনট্রোলার বললেন- অ্যাঞ্জেল সম্পর্কে কিছু বলার আছে। তার জন্য আর একটা কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে।

তন্দ্রা মেশানো কণ্ঠস্বর-আমি জানি না, ও কোথায়?

অধৈর্যের আভাস বন্ধ রাখার চেষ্টা না কখন আপনার সাথে ওঁনার দেখা হবে?

-আমি ঠিক বলতে পারছি না।

কনট্রোলারকে দেখে মনে হল। এই মুহূর্তে তিনি অসহায় হয়ে উঠেছেন। সত্যি এই মহিলার স্বভাবচরিত্র বুঝতে পারা যাচ্ছে না। তবুও তিনি বললেন- অ্যাঞ্জেলের সঙ্গে দেখা হলে বলবেন, এন্ফুনি উনি যেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

-এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন, আমি একবার টয়লেটে যাব।

রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ। কনট্রোলার বসে থাকলেন। হতাশায় আচ্ছন্ন তার সমস্ত মুখ।

তিন মিনিট কেটে গেছে, মেয়েটি আবার রিসিভার ধরেছে।

-দেখছি কী করা যায়।

ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কি লিখে রাখবেন?

.

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা ম্যারি কানাডিও এমব্যাসির এক ডিনার পার্টিতে গিয়েছিলেন। যখন তিনি যাবার জন্য তৈরি হলেন জেমস স্টিকলি বলেছিলেন- আমি অনুরোধ করব, এবার আর আপনি আগের মতো ব্যবহার করবেন না।

বোঝা গেল, জেমস স্টিকলি আর মাইক শ্লেট, এই দুজনে মিলে ম্যারির জীবনটা অতিষ্ঠ করে তুলবেন।

পার্টি শুরু হয়েছে। অনেক মুখ অচেনা অজানা। পাশেই গ্রিসের এক বিজনেস ম্যাগনেট বসেছিলেন। আর একদিকে ইংল্যান্ডের এক কুটনীতিবিদ।

অনেকের সাথে আলাপ-পরিচয় হল। অনেকে জানতে চাইলেন, নতুন এই কাজটা নিয়ে কেমন লাগছে?

কেউ কেউ বলেছিলেন- কানসাস থেকে পালিয়ে এসে ভালো লাগছে কিনা।

আর এক গায়ে পড়া ভদ্রমহিলা বললেন আমি কখনও মধ্য আমেরিকাতে যাইনি। জায়গাটা ভয়ংকর বলেই মনে হয়। ওখানে কী বা আছে? সারবন্দি জমি, সেখানে নানা শস্য আর গম তৈরি হচ্ছে।

ম্যারির চোখে-মুখে রাগ, কিন্তু কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন ওই খাদ্যশস্য থেকেই সারা পৃথিবীর মানুষের অন্ন সংস্থান হয়। তা জানেন কী?

ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বরে উদ্ভিগ্নতা আমাদের আটোমোবাইল গ্যাসের সাহায্যে ছুটে চলে। কিন্তু আমি কি তৈলখনিতে গিয়ে থাকতে পারি? আমি কখনও পূর্ব দেশে যেতে পারব না। কানসাসও আমার মতে থাকার অযোগ্য জায়গা।

টেবিলে বসে থাকা অন্যান্যরা কী উৎকীর্ণ হয়ে শুনছিলেন।

ম্যারি একবার ভেবেছিলেন, প্রতিবাদ করবেন। কিন্তু করলেন না। অনেক কথাই মনে পড়ে গেল, আগস্ট মাসে উৎসব, ইউনিভার্সিটির থিয়েটার হলে অভিনীত একটির পর একটি একাক্ষ নাটক। রোববার সকালে মিলফোর্ড পার্কে পিকনিক, তার পরে টুর্নামেন্ট। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন লেকের জলে বসে মাছ ধরার আনন্দ। মাঝে মধ্যে ব্যান্ডের বেজে ওঠা, আগুন জ্বলে নাচ এবং আরও কত কী! শীতকালে স্কি খেলা, জুলাইয়ের চার তারিখে আতসবাজির আভাস, কানসাসের আকাশ তখন নানা বর্ণে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ম্যারি ভদ্রমহিলাকে বললেন- যদি কখনও মধ্য আমেরিকাতে যান, তাহলে দেখবেন, আপনার এই ধারণা একেবারে বদলে গেছে। আমেরিকা শুধু ওয়াশিংটন, লসএঞ্জেলস এবং নিউইয়র্ককে নিয়ে গঠিত নয়। হাজার হাজার ছোটো ছোটো শহর আছে, তাদের অনেকের নাম হয়তো আমরা শুনিনি। সেখানে অনেক খনিশ্রমিক আছেন, সাধারণ কৃষক, আছেন কেরানির দল। তাদের সকলকে নিয়েই বিরাট এই পৃথিবীটা গড়ে উঠেছে। তাই নয় কি?

জেমস স্টিকলি ম্যারিকে পরের দিন সকালে বললেন আপনি এক নামি সেনেটরের বোনকে অযথা অপমান করেছেন? এটা কেন করলেন?

ম্যারি আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছিলেন- উনি শুধু শুধু কয়েকটা দেশ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করছিলেন, তাই।

ম্যারি বুঝতে পারলেন, এখন মুখে কুলুপ এঁটে চলতে হবে।

.

বৃহস্পতিবার সকালবেলা। অ্যাঞ্জেলের মেজাজটা মোটেই ভালো নেই। বুয়েন্স আয়ার্স থেকে ওয়াশিংটন ডিসির দিকে উড়ানপাখি উড়ে চলেছে। কিছুটা দেরি হয়েছে। টেলিফোনে কে যেন বলেছিল, বিমানের মধ্যে বোমা আছে। পৃথিবীটি ক্রমশই থাকার পক্ষে অযোগ্য হয়ে উঠেছে। অ্যাঞ্জেলে মনে মনে ভাবলেন।

ওয়াশিংটনে যে হোটেলটা ইতিমধ্যেই সংরক্ষণ করা হয়েছে, সেটি অতি আধুনিক। কীভাবে এর বর্ণনা দেওয়া যায়? বুয়েন্স আয়ার্সে এত সুন্দর হোটেল আর একটাও নেই।

কাজটা শেষ করে আমি ফিরে আসব। কাজটা খুবই সোজা। আমার নামের পক্ষে খুবই খারাপ। কিন্তু টাকাটা ভালোই। আজ রাতে ফিরতে পারলে ভালো হয়।

অ্যাঞ্জেল পৌঁছে গেলেন। একটা ইলেকট্রিক্যাল দোকানে এসে থামলেন। তারপর পেন্ট শপে। শেষ অফিস সুপার মার্কেটে। তিনটে লাইট বা কিনলেন। বাকিটুকু তার বাক্সের থেকে বের করতে হবে। হোটেলে ফিরলেন, দুটো টাকা দেওয়া বাক্সে লেখা আছে ভঙ্গুর, সাবধানে ব্যবহার করবেন। প্রথম বাক্সের ভেতর আছে হ্যান্ড গ্রেনেড, দ্বিতীয় বাক্সে আছে জোড়া দেবার জিনিসপত্র।

খুব সাবধানে কাজটা করতে হল। তিনি প্রথমে গ্রেনেডের ওপরদিকটা খুলে দিলেন। একই রকম রং করলেন ওই লাইট বালগুলোর ওপরে। তারপর আসল বিস্ফোরকটা বের করে সিসমিক বিস্ফোরক ঢুকিয়ে দিলেন। অ্যাঞ্জেল খানিকটা তামার প্রলেপ দিলেন। বোঝা গেল, এটা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল। ফিলামেন্ট লাগানো হয়ে গেছে। সবকিছু শেষ হবার পর মনে হল, এটা বুঝি একটা সাধারণ লাইট বা।

বাকি বালবলোকে একইভাবে সাজানো হল। এবার শুধু টেলিফোন কলের জন্য অপেক্ষা।

টেলিফোন এল রাত আটটার সময়। অ্যাঞ্জেল সব কিছু শুনলেন। কাজটা এবার শুরু করতে হবে।

রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। ওই লাইট বাগুলোকে প্যাক করা হল। বিশেষভাবে তৈরি করা আধারের ভেতর। ভরে দেওয়া হল সুটকেসে। তার সাথে থাকল কিছু ছেঁড়া কাগজ।

ট্যাক্সি এগিয়ে চলল, নির্দিষ্ট অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর দিকে। সময় লাগল সতেরো মিনিট।

লবিতে কোনো দারোয়ান নেই। অ্যাঞ্জেল এবার কাজটা শুরু করবেন। যে অ্যাপার্টমেন্টের ওপর আঘাত করতে হবে সেটা পঞ্চম তলে অবস্থিত। করিডরের একেবারে শেষ প্রান্তে। চাবিটা পুরোনো দিনের, খুবই সহজে খোলা যায়। অ্যাঞ্জেল এক মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে গেলেন। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন। ভেতরে কেউ নেই।

লিভিংরুমের ছটা লাইট বাল্ব পাল্টে দেওয়া হল। তারপর ডুডেস এয়ারপোর্টের দিকে অ্যাঞ্জেল এগিয়ে চললেন, মধ্যরাতের ফ্লাইট ধরে তাকে বুয়েন্স আয়ার্সে ফিরতে হবে।

বেন কোহনের কাছে দিনটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভোরবেলা একটা প্রেস কনফারেন্সে যেতে হয়েছে। সেক্রেটারি অফ স্টেট এটা ডেকেছিলেন। অনেক খবর পাওয়া গেল সেখান থেকে। এবার প্রতিরক্ষা দপ্তরে। মধ্য রাতে বেন কোহন বাড়ি ফিরলেন।

ভাবলেন, আজ সারারাত জেগে নোট তৈরি করতে হবে। কাল অ্যাম্বাসাডর অ্যাসনের সঙ্গে জরুরি বৈঠক আছে।

আকিকো শহরের বাইরে গিয়েছে। কালকের আগে ফিরবে না। আঃ, আজ রাতে আমি একটু ঘুমোবার সুযোগ পাব কী?

কিন্তু ওই মেয়েটা, ওই মেয়েটা জানে কী করে খোসা ছাড়িয়ে কলা খেতে হয়।

বেন চাবি নিলেন। দরজা খুললেন। ঘন অন্ধকারে ঢাকা অ্যাপার্টমেন্ট। আলো জ্বালাবার জন্য সুইচের কাছে গেলেন। হাত দিলেন। তারপর মনে হল, ঘরের ভেতর কে যেন পরমাণু বোমা ফাটিয়ে দিয়েছে। তার দেহের খণ্ড খণ্ড অংশ দেওয়ালের সাথে লেপটে গেল।

পরের দিন সকালবেলা, আলফ্রেডের স্ত্রীর কাছ থেকে শোনা গেল, বেন কোহনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ভবিষ্যতে আর কখনও পাওয়া যাবে না।

.

স্টানটন রজার্স বললেন— আমরা সরকারি অনুমতি পেয়েছি। রোমানিয়া সরকার আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়েছে। আপনার মনোনয়ন তারা অনুমোদন করেছে।

ম্যারি অ্যাসলের জীবনে এত উত্তেজক মুহূর্ত এর আগে কখনও আসেনি। ঠাকুরদা বেঁচে থাকলে খুবই খুশি হতেন।

-আমি খবরটা নিজেই দিতে এলাম ম্যারি। আমাদের প্রেসিডেন্ট আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। কালকে আপনি হোয়াইট হাউসে আসবেন।

সব ব্যাপারের জন্য আমি অত্যন্ত আগ্রহী। কীভাবে ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছি না।

আমি কিছুই করিনি। রজার্স বললেন, প্রেসিডেন্ট আপনাকে নির্বাচন করেছেন। তবে নির্বাচনটা যে খুব ভালো হয়েছে তা বলতে পারি।

মাইক শ্লেটের কথা ম্যারির মনে পড়ল।

কোনো কোনো মানুষ সব ব্যাপারের সঙ্গে মানাতে পারে না। তারা ভুল ভাবে? ম্যারি ভাবলেন। এই যে আমার জীবন কেমন তরতর করে এগিয়ে চলেছে, মাইক শ্লেট হয়তো দুঃখ পেতে পারেন। এতে কী বা আমি করতে পারি?

দেখতে দেখতে তাঁদের দুজনের মধ্যে একটা সুন্দর বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। স্টানটন রজার্স, প্রেসিডেন্টের কাছের মানুষ, আর ম্যারি অ্যাসলে, কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন এক সামান্য অধ্যাপিকা। আজ সেখান থেকে কত উঁচুতে এসে গেছেন! কিন্তু এডওয়ার্ড? এডওয়ার্ডের কথা এখনও মনে পড়ছে কেন?

গ্রিনরুম । প্রেসিডেন্ট এলিসন বসে আছেন । ম্যারি এবং স্টানটন রজার্স প্রবেশ করলেন ।

প্রেসিডেন্ট বললেন- খবরটা পেয়েছেন কী? এই হল আপনার চিঠি ।

ম্যারির হাতে চিঠিখানা তুলে দেওয়া হল । ম্যারি পড়তে থাকলেন । মিসেস ম্যারি অ্যাসলেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে রোমানিয়ার প্রধান প্রতিনিধি পদে নির্বাচিত করা হয়েছে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার হাতে সামুদায়িক দায়িত্ব এবং কর্তৃত্ব স্থাপন করেছে ।

প্রেসিডেন্ট একটি পাসপোর্ট তুলে দিলেন ম্যারির হাতে । কালো কভারের মধ্যে ঢাকা । সামনে লেখা আছে, কূটনৈতিক ছাড়পত্র ।

ম্যারি ভেবেছিলেন, আর কয়েক সপ্তাহ এখানে থাকতে পারবেন । কিন্তু এখন অত্যন্ত দ্রুত তাকে যেতে হবে ।

প্যারিস ।

রোম ।

বুখারেস্ট ।

শহরগুলির নাম পর পর মনে পড়ল তার ।

.

সেদিন সন্ধ্যাবেলা, ওয়াশিংটন পোস্টের রিপোর্টার বেন কোহনের মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হল। জানা গেল, গ্যাস বিস্ফোরণে তার মৃত্যু হয়েছে। স্টোভ ফেটে গ্যাস বেরিয়ে গিয়েছিল। তারপর আগুন জ্বালতে গিয়ে হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে।

ম্যারি এই খবরটা দেখেননি। বেন কোহন এলেন না কেন? ম্যারি ভাবলেন। হয়তো ওই রিপোর্টার ভুলে গেছেন, অথবা এই ব্যাপারে আর আগ্রহী নন। তিনি অফিসে চলে গেলেন। কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন।

ম্যারি এবং মাইক শ্লেটের সম্পর্কটা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। মাইক শ্লেট এক উদ্ধত মানুষ। সব সময় অপমান করতে চাইছেন। কিন্তু কেন? স্টানের সাথে এবিষয়ে কথা বলতে হবে।

স্টান ম্যারি এবং তার ছেলেমেয়েকে নিয়ে ডুডাস এয়ারপোর্টে এসেছেন। সেখানে স্টেট ডিপার্টমেন্টের লিমুজিন গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। গাড়ি চলতে শুরু করেছে।

স্টানটন বললেন- প্যারিস এবং রোমের দূতাবাসে খবর পৌঁছে গেছে। তারা আপনাদের তিনজনের যথেষ্ট যত্ন করবে।

-আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্টান। আপনি আমার জন্য চমৎকার কাজ করছেন।

স্টানের মুখে হাসি আপনাকে সেবা করতে পেরে আমার ভালোই লাগছে।

আমরা কি রোম শহরটা ঘুরে দেখতে পাব?

টিমের প্রশ্ন।

স্টানের মুখ গম্ভীর মনে হচ্ছে এবার হয়তো হাতে সময় থাকবে না।

এয়ারপোর্ট, ইয়ান ভিলিয়ান একডজন ফটোগ্রাফারকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বেশ কয়েকজন রিপোর্টারকে নজরে পড়ল। ম্যারি, বেথ এবং টিমের চারপাশ ঘিরে তারা দাঁড়িয়ে আছেন। সাধারণ প্রশ্ন করা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত স্টানটন রজার্স বললেন- অনেক হয়েছে, এবার শেষ করুন।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের দুজন এগিয়ে এলেন। আর এয়ারলাইনের একজন প্রতিনিধি। ছেলেমেয়েরা ম্যাগাজিন স্ট্যান্ডের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। ম্যারিকে এবার এক প্রাইভেট চেম্বারে যেতে হবে।

ম্যারি বললেন- এই বোঝা আমি কীভাবে বহন করব? যদি আগে জানতাম, মাইক শ্লেট আমার ডেপুটি হবেন, তাহলে আমি অন্যরকম চিন্তা করতাম।

চোখের ভেতর বিস্ময়- মাইককে নিয়ে কোনো সমস্যা হবে কী?

সত্যি কথা বলব? লোকটাকে আমার মোটেই ভালো লাগে না। ওকে আমি বিশ্বাস করি না। আর কাউকে কি আনা যায় না?

স্টানটন বললেন আমি জানি না এই ব্যাপারটা কীভাবে সমাধান হবে। মাইক প্লেটের পটভূমি অত্যন্ত উজ্জ্বল। তিনি মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপে বেশ কয়েকবছর ধরে কাজ করেছেন। অসম্ভব পরিশ্রমী এবং চটপটে।

দীর্ঘশ্বাস- মিঃ স্টিকলি একই কথা বলেছিলেন।

জানি না, কেন আপনার এই অভিমত।

আবার স্টানটন বলতে শুরু করলেন- যদি সত্যি সত্যি কোনো সমস্যা দেখা দেয়, আমাকে জানাবেন। আমি চাইব না, আপনাকে বিরক্তির মধ্যে ঠেলে দিতে।

চার্লস ডগল এয়ারপোর্ট। বাড়িটা দেখতে সায়েন্স ফিকশনের কোনো গল্পের মতো। উঁচু পাথরের কলাম উঠে গেছে। ম্যারির মনে হল, একশোটা এক্সক্যালিটার বুঝি চারদিকে কাজ করছে। অসংখ্য মানুষের ভিড়। কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে।

ম্যারি বললেন- তোমরা কোথাও যেও না। হারিয়ে যাবে তাহলে।

কোন্ এক্সক্যালিটরে যাবেন? চারদিকে তাকালেন অসহায়ভাবে। এক ফরাসি ভদ্রলোক হনহন করে এগিয়ে চলেছেন। সামান্য কিছু ফরাসি শব্দ ম্যারি শিখেছেন। তার ওপর নির্ভর করে জানতে চাইলেন।

ফরাসি উচ্চারণে ভেসে এল-সরি ম্যাডাম, আমি ইংরাজি জানি না।

উনি এগিয়ে গেলেন।

ম্যারি অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন।

একটু বাদে পরিচ্ছন্ন পোশাকের এক আমেরিকান ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন।

-মাদাম অ্যাস্বাসাডর, আমাকে ক্ষমা করবেন। ট্রাফিক অ্যাকসিডেন্টে আমার আসতে দেরি হয়েছে। আমার নাম পিটার কেলাস, আমি এখানকার মার্কিন দূতাবাসে কাজ করি।

-আপনাকে দেখে ভালো লাগছে। আমি তো কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

ম্যারি নিজের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললেন।

পিটার কেলাস বললেন- কোনো চিন্তা নেই। এবার সব দায়িত্ব আমার।

সত্যি, পনেরো মিনিট বাদে দেখা গেল ম্যারি, বেথ আর টিম বাইরে পৌঁছে গেছেন। কাস্টমসের ঝামেলা অতি সহজে মিটে গেছে।

.

ইন্সপেক্টর হেনরি ডুরান্ট। ফরাসি ইনটেলিজেন্স এজেন্সির এক পুঁদে অফিসার। তাকিয়ে আছেন অপলক। ওঁরা লিমুজিনের ভেতর চলে গেলেন। গাড়িটা চলতে শুরু করেছে।

ইন্সপেক্টর টেলিফোন বুথের কাছে গেলেন, দরজা বন্ধ করলেন। পয়সা ফেললেন এবং নির্দিষ্ট জায়গায় ফোন করলেন।

লিমুজিন আমেরিকান এমবাসির সামনে এল। ফরাসি সাংবাদিক অপেক্ষা করছিলেন।

পিটার কেলাস জানালা দিয়ে দেখলেন- মনে হচ্ছে দাঙ্গা বেঁধে গেছে।

ভেতরে ছিলেন হিউজ সিমন্স, ফরাসি দেশের মার্কিন রাষ্ট্রদূত। টেকসাসে তার জন্ম। মাঝবয়সি, চোখ দুটিতে সহস্র প্রশ্ন। উজ্জ্বল লাল চুল।

ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর, সকলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে উগ্রীব। প্রেস ইতিমধ্যেই জ্বালাতে শুরু করেছে।

এক ঘণ্টা ধরে প্রেস কনফারেন্স হল। যখন সেটা শেষ হয়ে গেছে, ম্যারি খুবই ক্লান্ত। ম্যারি এবং তার ছেলেমেয়েকে অ্যাম্বাসাডর সিমন্সের অফিসে নিয়ে যাওয়া হল।

তিনি বললেন আপনাকে দেখে ভালোই লাগেছে। আমি শুনেছি, স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আপনাকে নির্বাচিত করেছেন। আপনার ছবি আমি দেখেছি, লা মনডে পত্রিকাতে।

স্টানটন রজার্সের কাছ থেকে টেলিফোন পেয়েছি। হোয়াইট হাউস থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আপনি এবং আপনার ছেলেমেয়ে যাতে প্যারিসে ভালোভাবে থাকতে পারেন, তার জন্য আদেশ এসেছে।

অর্থাৎ ফরাসি অভিযান বোধহয় ভালোভাবেই শুরু হচ্ছে, ম্যারি ভাবলেন।

বিকেলের কাগজে সংবাদটা প্রকাশিত হয়েছে। ম্যারির জীবনী এবং ছবি। টেলিভিশনে মাঝে মধ্যে তার মুখ দেখানো হচ্ছে। পরের দিন সকালে কাগজে আবার একই খবর প্রকাশিত হল। একটু অন্যভাবে।

ইন্সপেক্টর ডুরান্ট কাগজের স্টুপের দিকে তাকালেন। হাসলেন। সব কিছু নির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক এগিয়ে চলেছে। কাজটা আশাতীত হয়েছে। আগামী তিনদিন অ্যাসলে খুবই ব্যস্ত থাকবেন। তিনি ভাবলেন মনে মনে।

ম্যারি এবং ছেলেমেয়েরা জুলেভার্নে রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাওয়াদাওয়া সারলেন। তারপর তারা শহর পরিভ্রমণে বেরোলেন।

পরের দিন সকালে লুভ্যার মিউজিয়ামে গিয়েছিলেন। লাঞ্চ করলেন ভারসাইলসে। টুর আর্জেন্ট-এ ডিনার।

রেস্টুরেন্টের জানালা দিয়ে নোতরদামের দিকে তাকাল টিম। আর একটা সুন্দর প্রশ্ন করল- ওই কুঁজো মানুষটাকে কোথায় রাখা হয়েছিল?

প্যারিসের বাতাসে সর্বদা বসন্ত, মনে আনন্দ,। ম্যারি চিন্তা করলেন, এডওয়ার্ড থাকলে কতই না ভালো হত।

পরের দিন লাঞ্চ হয়ে গেছে। তারা এয়ারপোর্টের দিকে এগিয়ে চলেছেন। ইন্সপেক্টর ডুরান্ট তাকাচ্ছেন। এবার রোমের উদ্দেশে যাত্রা।

মহিলাটি যথেষ্ট আবেদনী, দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে, মুখখানা বুদ্ধিদীপ্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হবে? চোখ বন্ধ করলেন ইন্সপেক্টর, ভাবলেন, এই মহিলাকে শয্যাসঙ্গীনী করলে কেমন হয়? ছেলেমেয়ের চমৎকার ব্যবহার। আমেরিকানদের কাছ থেকে এতটা আশা করা যায় কী?

উড়ানপাখি উড়তে শুরু করেছে। ইন্সপেক্টর ডুরান্ট টেলিফোন বুথে গেলেন। বললেন, এবার যাত্রাপথ রোম।

রোম। মাইকেল অ্যাঞ্জেলো এয়ারপোর্ট। ম্যারি এবং ছেলেমেয়েরা নেমে এলেন।

টিম বলল- মম দেখো, ওরা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

ম্যারি বুঝতে পারলেন, এবার তাকে ইতালীয় ভাষার সঙ্গে লড়াই করতে হবে।

সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলেন এই দেশটা কেমন লাগছে?

অ্যাম্বাসাডর অসকার ভিনার এসেছেন, তিনি একটু অবাক হয়েছেন।

তিনি বললেন- ফ্রাঙ্ক সিনাত্রাও বোধহয় এমন সংবর্ধনা পাননি। মাদাম অ্যাম্বাসাডর, আমি বুঝতে পারছি না, প্রেস আপনাকে নিয়ে এত আগ্রহী কেন?

ম্যারি বললেন আমি জানি, যেহেতু আমি সরাসরি প্রেসিডেন্টের দ্বারা মনোনীত, তাই আমার ওপর একটু বেশি আলোচনা হচ্ছে। এছাড়া যেসব দেশগুলো এখনও লৌহ যবনিকার অন্তরালে মুখ ঢেকে বসে আছে, সেখানে আমরা কী করব, তা জানতে প্রেস উদগ্রীব। এ ব্যাপারে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই।

কিছুক্ষণ কেটে গেছে। অ্যাম্বাসাডর ভিনার বললেন- চলুন, আজ সারাদিন খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে।

ইতালিয়ান সিক্রেট পুলিশের প্রধান ক্যাপটেন সিজার বারজিনি। তিনি জানতেন, ম্যারি কোথায় থাকবেন।

ইন্সপেক্টর দুজন লোক লাগিয়ে দিলেন। অ্যাসলের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে হবে। রিপোর্ট দিতে হবে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে।

বোঝা গেল, সব কিছুই আগে থেকে ঠিক করা ছিল। দুই গোয়েন্দা রিপোর্ট দিতে থাকলেন- ম্যারিকে ট্রেভি বারনার পাশে দেখা গেছে। দেখা গেছে মিউজিয়ামের পাশে। ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ম্যারি তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরতে বাধ্য হয়েছেন।

পিজান নভোনাতে তারা দুপুরের খাবার খেয়েছেন।

ক্যাপটেন বারজিনি আনন্দের সঙ্গে মন্তব্য করলেন বাঃ, ছবির মতো পরিষ্কার।

.

অ্যাম্বাসাডর ভিনার ম্যারিকে নিয়ে এয়ারপোর্টে এলেন।

এবার রোমানিয়া, ম্যারির শেষ গন্তব্য।

.

ক্যাপটেন বারজিনি এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আসলে বিমানে উঠে গেলেন। বিমান এবার বুখারেস্টের দিকে উড়তে শুরু করছে। ফিরে এলেন টেলিফোন বুথের মধ্যে, বললেন- বালডারের জন্য একটা খবর আছে। সব কাজ ঠিক মতো হয়েছে। প্রেসের ভদ্রলোকদের আর কীভাবে কৃতজ্ঞতা জানাব।

.

ম্যারি অ্যাসলের মনে হল, সত্যিই তো, এত বেশি সংবর্ধনা? এত উন্মাদনা কেন?

এবার রোমানিয়া, বেথ অবাক চোখে তাকিয়েছিল। বলল- মম্ দেখো, আমরা এখানে এসে গেছি।

ম্যারির মনে উত্তেজনা জেগেছে। প্লেনটা ধীরে ধীরে বুখারেস্ট শহরের ওপর নামছে।

অবশেষে আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে। আমার ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহান গণতন্ত্রের দায়িত্বভার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৪. অটোপেনি এয়ারপোর্ট

তৃতীয় পর্ব

১৮.

অটোপেনি এয়ারপোর্ট, বুখারেস্ট শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে পঁচিশ মাইল দূরে অবস্থিত। একটি আধুনিক এয়ারপোর্ট। আশেপাশের দেশ থেকে অনেক পর্যটক রোমানিয়াতে আসেন। তবে এখনও পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপ থেকে খুব একটা বেশি টুরিস্ট এখানে আসেননি।

টারমিনালের মধ্যে বাদামি ইউনিফর্ম পরা সৈন্যদের দেখা গেল। রাইফেল এবং পিস্তল হাতে সুসজ্জিত। মনে হচ্ছে, এই পরিবেশের সর্বত্র শীতলতা বিরাজ করছে। তাপমাত্রা বেশ কম। টিম এবং বেথ ম্যারির কাছে সরে এল। নিরাপত্তাহীনতা?

দুজন মানুষ এগিয়ে আসছেন। একজন রোগা, অ্যাথলেটের মতো চেহারা, দেখলেই বোঝা যায়, উনি মার্কিনদেশের বাসিন্দা। অন্যজনের বয়স হয়েছে, পোশাকটা মোটেই মানাচ্ছে না।

আমেরিকান বললেন মাদাম অ্যাস্বাসাডর, রোমানিয়াতে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমার নাম জেরি ডেভিস। আমি আপনার পাবলিক অ্যাফেয়ার কনসালট্যান্ট। ইনি টিউডর কসটাসে, রোমানিয়ার চিফ পোটোকল।

-আপনাকে এবং আপনার ছেলেমেয়েকে এই দেশে স্বাগত জানাচ্ছি। কসটাसे বললেন।

ম্যারি ভাবলেন, আগামী কয়েক বছর এই দেশই হবে আমার ঠিকানা। রোমানিয়া ভাষায় ধন্যবাদ দিলেন তিনি।

কসটাसे অবাক হয়ে গেছেন। চিৎকার করে তিনি বললেন- ম্যাডাম, আপনি এই ভাষাটা জানেন?

ম্যারি বললেন- কয়েকটা শব্দ শিখেছি। এবার ভালোভাবে শিখে ফেলব।

টিমও এই সুযোগে ভাষা শিখে নিয়েছে। ম্যারির এত আনন্দ, মনে হল, এই আনন্দে তিনি বুঝি ফেটে পড়বেন। টিম এবং বেথের সঙ্গে সকলের পরিচয় করানো হল।

জেরি বললেন- আপনাদের লিমুজিন অপেক্ষা করছে। কর্নেল ম্যাককিনি বাইরেই আছেন।

কর্নেল ম্যাককিনি এবং মাইক শ্লেট- এই দুটো নাম তিনি মোটেই সহ্য করতে পারেন না। তার মানে শ্লেট এখানে এসে গেছেন!

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল, কাস্টমসের ঝামেলা মিটে গেল। ম্যারি এবং ছেলেমেয়েরা বাইরে এলেন। রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফাররা অপেক্ষা করছেন। ম্যারি এর আগে এমন পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছেন। তিনি জানেন কীভাবে কথা বলতে হবে।

কর্নেল ম্যাককিনিকে দেখা গেল, আর্মি ইউনিফর্ম পরে দাঁড়িয়ে আছেন। গাড়ির সামনে। তিনি বললেন- শুভ সকাল ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর। আশা করি, এই উড়ানটা আপনার ভালোই লেগেছে।

-অনেক ধন্যবাদ।

মাইক শ্লেট এখানে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দরকারি কাজ থাকায় আসতে পারেন নি।

লম্বা কালো লিমুজিন, মার্কিন পতাকা উড়ছে। ড্রাইভারের পোশাক পরা হাসিমুখের একটি ছেলে।

এ হল ফ্লোরিয়ান।

ঝকঝকে সাদা দাঁত ওয়েলকাম ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর, মাস্টার টিম-বেথ, আপনাদের সকলকে সেবা করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য বলে মনে করছি।

ম্যারি বললেন- ধন্যবাদ।

-ফ্লোরিয়ান চব্বিশ ঘণ্টা আপনাদের সেবা করবে। আপনি কি সোজা এখন আপনার বাড়িতে যাবেন? কিছুটা সময় বিশ্রাম নিন। তারপর আপনাকে শহরে আসতে হবে। এখন সকালবেলা। ফ্লোরিয়ান আপনাকে আমেরিকান এমবাসিতে নিয়ে যাবে।

গাড়ির যাত্রা শুরু হল। শহরটা চমৎকার। দু রাস্তার হাইওয়ে। গাড়ি চলেছে, লরি চোখে পড়ল। ছোটো ছোটো জিপসি গাড়িও দেখা গেল। রাস্তার ওপর দিয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে। হাইওয়েতে নতুন ফ্যাক্টরি, তারই পাশে পুরোনো দিনের কুটির।

নাঃ, দেশটাকে ভালোই লাগছে।

বুখারেস্টের স্থানীয় এয়ারপোর্ট বানিসিয়া। তার পাশে আর একটা বড়ো হাইওয়ে। দোতলা একটি বাড়ি। বেশ আভিজাত্যের ছাপ আছে।

ম্যারি জানতে চাইলেন-এটা কী?

ফ্লোরিয়ান জবাব দিলেন-এটা আইভান জেলখানা। রোমানিয়া সরকারের সাথে যাদের মতপার্থক্য দেখা দেয়, তাদের এখানে বন্দি রাখা হয়।

কর্নেল ম্যাককিনি একটা চাবি দেখিয়ে বললেন- এটা হল এমারজেন্সি সুইচ। কোন অসুবিধা হলে, ধরুন সন্ত্রাসবাদীরা আপনাকে আক্রমণ করেছে, এই বোতামটা টিপবেন। এটি সঙ্গে সঙ্গে রেডিও ট্রান্সমিটারকে স্বয়ংক্রিয় করে তুলবে। গাড়ির মাথায় লাল আলো জ্বলে উঠবে। আমরা এক মুহূর্তের মধ্যে জানতে পারব, আপনি কোথায় আছেন।

ম্যারি ভয়ে ভয়ে বললেন- তেমন পরিস্থিতি যেন কখনও না হয়।

-আমারও সেটাই আশা, ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর।

বুখারেস্ট শহরটা চমৎকার। অসংখ্য উদ্যান এবং স্মৃতির স্মারক। কোথাও কোথাও উদ্বেলিত ঝরনা চোখে পড়ছে। মনে পড়ল, ঠাকুরদা বলতেন বুখারেস্ট হল ছোট্ট প্যারিস। এমনকি তুমি আইফেল টাওয়ারের একটা অনুকরণও দেখতে পাবে।

সত্যি সেন্টটা ওয়ারটাও চোখে পড়ল। ম্যারির মনে হল, তিনি যেন ঠাকুরদার রাজ্যে ফিরে গেছেন।

রাস্তাঘাটে অনেক মানুষের ভিড়। বাস চলেছে, স্ট্রিট কার। লিমুজিন রাজকীয় ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে। পথচারীরা সম্রমের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

কর্নেল বললেন- এই রাস্তাটার নাম এক রাশিয়ান জেনারেলের নামে দেওয়া হয়েছে, আইরোনিক, আপনার রেসিডেন্সের কাছেই।

অ্যাম্বাসাদরের থাকার বাড়িটি বিরাট, পুরোনো দিনের তিনতলা বাড়ি, এক একরের চমৎকার বাগান আছে।

রেসিডেন্সের বাইরে কর্মীরা অপেক্ষা করছিলেন। ম্যারি ভেতরে ঢুকলেন। জেরি ডেভিস একে একে সকলের পরিচয় দিলেন।

ম্যাডাম অ্যাম্বাসাদর। মিহাই আপনার বাটলার। সাবিনা আপনার সোশ্যাল সেক্রেটারি। রশিকা হাউজকিপার। কসমা শেফ। ডেলিয়া আর কারমেন আপনার পরিচারিকা।

ফুলের তোড়া তুলে দেওয়া হল। সকলে বলল, ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর, আমরা আপনাকে পেয়ে আনন্দিত এবং গর্বিত।

ম্যারি ভাবতে পারছেন না, জীবনটা কীভাবে পালটে গেছে! তাকে খাবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। অসাধারণ খাবার। সুস্বাদু এবং লোভনীয়।

কিন্তু এখন ম্যারির খিদে পায়নি। ম্যারি বললেন- ঠিক আছে, একটু বাড়িটা ঘুরে দেখি, তারপর কিচেনে আসব।

রেসিডেন্স একটা সুন্দর বাড়ি। দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। লম্বা টেরেস আছে, বিরাট একটা পার্কও আছে।

টিম চিৎকার করল- এ কী একটা সুইমিং পুল দেখছি! আমি কি সাঁতার কাটতে যাব?

-এখনই দুষ্টুমি কোরো না, পরে তো সব কিছু হবে।

জেরি ডেভিস বললেন- এই হলে পার্টি দেওয়া হয়, এমবাসার লোকেরা এখানে আসেন।

জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা হয়েছে, এবার বোধহয় একটু বিশ্রাম নিতে হবে।

.

প্রথম রাতে ম্যারির ঘুম হয়নি। অদ্ভুত একাকিত্ব বোধ। উত্তেজনা। নতুন কাজে যোগ দেবার আনন্দ এবং আকুতি।

মাইক শ্লেটের কথা মনে পড়ল- আমি অ্যামেচারদের ঘেন্না করি। অ্যামেচারদের দিয়ে কোনো কাজ হয় না।

মুখটা কঠিন হল, উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

বুখারেস্টের মার্কিন এমবাসি একটা সেমিগথিক বাড়ি, দোতলা, সামনে লোহার গেট আছে, ইউনিফর্ম পরা অফিসার দাঁড়িয়ে আছেন। চোখে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ।

ভেতরে একটা লবি, মার্বেলের মেঝে। দুটি ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশন। ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে। ড্রাগনের ছবি আঁকা করিডরে বিভিন্ন প্রেসিডেন্টের তৈলচিত্র।

মেরিন অপেক্ষা করছিল ম্যারির জন্য। ম্যারি প্রবেশ করলেন। মেরিন গার্ড বলল আমি সার্জেন্ট হিউজেস। আমাকে গানি নামে ডাকা হয়। সকলে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

ম্যারি এগিয়ে চললেন, ওপরে গেলেন। রিসেপশন রুমে এক মধ্যবয়সিনী ভদ্রমহিলা ডেস্কের ওধারে বসেছিলেন। তিনি বললেন আমি ডরোথি স্টোন, আপনার সেক্রেটারি। আপনার জন্য অনেকে অপেক্ষা করছেন।

উনি অফিসের দরজাটা খুলে দিলেন। ম্যারি ভেতরে প্রবেশ করলেন। বিরাট কনফারেন্স টেবিল। যাঁরা বসেছিলেন, তারা সম্মান দেখানোর জন্য উঠে দাঁড়ালেন। ম্যারির মনে অসাধারণ চঞ্চলতা। মাইক স্লেটের দিকে নজর পড়ে গেল।

মাইক বললেন- তাহলে নিরাপদে ম্যাডাম আসতে পেরেছেন? সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

এক-এক করে পরিচয়ের পালা শেষ হল। এবার বোধহয় ফাইল নিয়ে আলোচনা হবে।

মাইক বললেন আমরা সকলেই আপনার কথা মত চলব। আপনি আমাদের যে কোনো ব্যক্তিকে যখন-তখন কাজ থেকে ছুটি দিতে পারেন। অন্য কাউকে আনতে পারেন।

ম্যারি বুঝতে পারলেন, এটা মিথ্যে কথা। কিন্তু তিনি ভাবলেন, আপনাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করব।

পনেরো মিনিট ধরে মিটিংটা চলেছিল। নানা বিষয়ে আলোচনা হল। শেষ অব্দি মাইক স্লেট বললেন- ডরোথি আপনার জন্য পরবর্তী মিটিং-এর ব্যবস্থা করবেন।

ম্যারি বুঝতে পারলেন- এখন থেকে বোধহয় মাইককে সমঝে চলতে হবে।

মাইক স্লেট এবং ম্যারি এখন একা বসে আছেন অফিস ঘরে। ম্যারি জানতে চাইলেন এঁদের মধ্যে কে সিআইএ-র এজেন্ট?

মাইক তার দিকে তাকিয়ে রইলেন, বললেন- চলুন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

মাইক অফিসের বাইরে বেরিয়ে এলেন। ম্যারি এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন। তারপর মাইককে অনুসরণ করলেন।

লম্বা করিডর। শেষে একটা বড় দরজা আছে। মেরিন গার্ড দাঁড়িয়ে আছে। মাইক দরজাটা খুললেন।

ম্যারি ভেতরে ঢুকলেন। অসাধারণ একটি ঘর, ধাতু ও কাঁচ দিয়ে তৈরি। মাইক দরজাটা বন্ধ করলেন।

এটি হল বাবলরুম, প্রত্যেক এমব্যাসিতে এমন একটা লৌহ আবরণ আচ্ছাদিত ঘর থাকে। এই ঘরে কেউ কখনও ঢুকতে পারে না। ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর, বুঝতেই পারছেন, এই ঘরের নিরাপত্তা আকাশছোঁয়া। কারণ মনে রাখবেন, আপনি কিন্তু একটা কমিউনিস্ট দেশে এসেছেন। সেখানে সকলেই আপনার শত্রু।

ম্যারি একটি চেয়ারে বসলেন, জানতে চাইলেন- আমি কি কারও সঙ্গে স্বাধীনভাবে। কথা বলব না?

না, বুঝেসুঝে কথা বলতে হবে। এখানে গুপ্তচররা ঘোরাফেরা করে।

রোমানিয়ানদের কেন আমরা এমব্যাসিতে কাজ করার অনুমতি দিই?

-এটাই হল তাদের প্লে-গ্রাউন্ড। তাদের আমরা হোমটিম বলতে পারি। তাদের নিয়মানুসারে আমাদের চলতে হবে। তাই তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এবার বলুন, আপনি কী জানতে চাইছেন?

-সিআইএর এজেন্ট কে?

-এডি, আপনার পলিটিক্যাল কনসুলার।

এডির মুখখানা কেমন, ম্যারি ভাববার চেষ্টা করলেন। মনে পড়ল, ধূসর চুল, চেহারাটা মোটা। নানা, তিনি তো কৃষি উপদেষ্টা এডি মালজ- মধ্যবয়সি, ভীষণ রোগা, মুখে কেমন চালাকির উদ্ভাস।

বোঝা গেল, আরও অনেক কিছু শিখতে হবে।

রোমানিয়া সরকারের প্রধান দপ্তর। অসংখ্য ব্লকের সমারোহ। বালি পাথর দিয়ে তৈরি হয়েছে। চারপাশে ইস্পাতের তৈরি পাঁচিল। সশস্ত্র পাহারা রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট আলেকজানড্রোস আওনেস্তু ম্যারিকে সংবর্ধনা জানালেন। হাতে হাত রাখলেন।

ম্যারি বললেন- আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে এখানে এসেছি।

প্রেসিডেন্ট বললেন- বললেন, ফটোগ্রাফের থেকে আপনাকে দেখতে আরও অনেক সুন্দর।

-এই আমার মেয়ে বেথ আর ছেলে টিম।

বাঃ, ওদেরও ভারি সুন্দর দেখতে!

ম্যারি তার পার্শ খুললেন। প্রেসিডেন্ট এলিসন যে চিঠিখানা দিয়েছিলেন, সেটা রোমানিয়ার প্রেসিডেন্টের হাতে তুলে দিলেন। আলেকজানড্রোস একবার তার দিকে তাকালেন।

ধন্যবাদ, আমি আপনাকে রোমানিও সরকারের তরফ থেকে গ্রহণ করছি। আপনি হলেন আমাদের দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি রাষ্ট্রদূত।

কিছু কথাবার্তা হল। সময় এগিয়ে গেল। বোঝা গেল, পরে এখানে আবার আসতে হবে।

ছেলেমেয়েদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল। সারাদিন ম্যারি এমবাসিতে ব্যস্ত ছিলেন। একটির পর একটি মিটিং সারতে হল। কত রকম সমস্যা, সকলের সঙ্গে শান্তভাবে কথা বলতে হচ্ছে। দিন এগিয়ে গেছে, সন্ধ্যা এসেছে। শেষ অব্দি অ্যাম্বাসাডর অ্যাসলের মাথা ঘুরে গেল। নাঃ, আজ আর পারা যাচ্ছে না।

সারা সন্ধে কেটে গেছে নানা অভিযোগ শুনতে শুনতে। প্রত্যেকেই নিজের কাজে অসুখী। প্রত্যেকেই অসংখ্য প্রশ্নের বিষতীর ছুঁড়ে দিয়েছেন। এত সমস্যার সমাধান করা কি সম্ভব? ম্যারি ভাবতে থাকেন। সকলের অভিযোগের অন্তরালে সত্য লুকিয়ে আছে। এখানকার কাজের পরিবেশটা আরও উন্নত করতে হবে। কিন্তু আমার একার পক্ষে তা করা সম্ভব কী? দীর্ঘশ্বাস ফেলে ম্যারি শূন্য চোখে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে থাকেন। আত্মপ্রত্যয় ফিরে পাবার চেষ্টা করেন। দায়িত্ব যখন পেয়েছি, দেখাই যাক না, কাজটা করতে পারি কিনা।

রোমানিয়া স্টেট প্যালেসে ককটেল পার্টি। পূর্ব জার্মানি থেকে একদল প্রতিনিধি এসেছেন।

ম্যারি প্রবেশ করলেন। প্রেসিডেন্ট আওনেস্কু এগিয়ে এলেন। তিনি ম্যারির হাতে চুম্বন : দিয়ে বললেন- আপনাকে আবার দেখতে পেয়েছি বলে ভালো লাগছে।

-আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ম্যারির মনে হল, ওই ভদ্রলোক প্রচণ্ড মদ পান করেছেন। তাই বোধহয় কথা জড়িয়ে গেছে।

আওনেস্কু ম্যারির হাতে হাত রাখলেন। তাকে একটা কোণে নিয়ে গেলেন। তিনি বললেন- রোমানিওদের মধ্যে আপনি প্রাণস্পন্দন পাবেন। আমরা প্রচণ্ড কামনা সম্পৃক্ত মানুষ।

তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ম্যারির হাতে চাপ দিলেন। ম্যারির মুখের দিকে তাকালেন, কোনো অভিব্যক্তি আছে কী?

তিনি বললেন- আমরা হলাম প্রাচীন ডাসিয়ানসের বংশধর। যদি আপনি দু হাজার বছর আগের ইতিহাসে ফিরে যান, তাহলে দেখবেন, আমাদের ইতিহাস কত ঐতিহ্যসম্পন্ন। হু, মোঙ্গল সকলেই আমাদের দেশে পা রাখার চেষ্টা করেছে। কিন্তু রোমানিয়াকে তারা কেউ কাবু করতে পারেনি। এই জাতির আমি নেতা, তারা আমার নেতৃত্বে বিশ্বাস করে।

ম্যারি বুঝতে পারলেন, ভদ্রলোক এখন অনেক কথা বলবেন। কিন্তু সব কথা আমি শুনব কেন?

আওনেস্কু কথা বলে চলেছেন, ম্যারি চারপাশে তাকালেন। অন্তত শ-দুয়েক মানুষ এসেছেন। তিনি সকলের সঙ্গে দেখা করবেন।

সময় এগিয়ে গেল। এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে প্রেসিডেন্টের কানে কানে কিছু একটা বলল। প্রেসিডেন্টের মুখ ঠান্ডা হয়ে গেল। তিনি রোমানিও ভাষায় জবাব দিলেন।

ম্যারির দিকে তাকিয়ে প্রেসিডেন্ট বললেন- এবার আপনাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে। পরে আশা করি আবার দেখা হবে।

.

দিন শুরু হয় কর্মব্যস্ততার মধ্যে। সারাদিন কেটে যায় এমবাসিতে। প্রতিবেদন পড়তে হয়। সংবাদ পাঠাতে হয়। রেসিডেন্সে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়।

সেদিন ম্যারি করিডর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন মাইক, স্টেটের অফিসের সামনে দিয়ে, তিনি অবাক হয়ে গেলেন। মাইক স্টেট এক মনে কাজ করে চলেছেন। দাড়ি কামানো হয়নি।

ম্যারি বললেন আপনি এখনই এসে গেছেন?

-শুভ সকাল। আপনার সঙ্গে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। আপনার অফিসে আমি যাব। কিছু ঘটনা ঘটেছে।

-আমি জানি।

-সত্যি সত্যি যখন গতরাতে আমরা চলে গিয়েছিলাম, আপনি কিছু কাগজ আপনার ডেস্কের ওপর রেখে গিয়েছিলেন। সেই কাগজগুলোকে ফটোকপি করে নেওয়া হয়েছে। মস্কোয় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

-হায় ঈশ্বর, আমি ভুলে গেছি! কোন্ কাগজ?

-কিছু কসমেটিকসের তালিকা, টয়লেট পেপার, ব্যক্তিগত জিনিস। আপনি বোধহয় কিনতে চেয়েছেন। কিন্তু এদের কাছে সব কাগজই মূল্যবান। (

ম্যারি ঠান্ডাভাবে জিজ্ঞাসা করলেন তাহলে কী করতে হবে?

-আপনাকে আরও সংযত হতে হবে। মনে রাখবেন, আপনার গতিবিধির ওপর ওদের তীক্ষ্ণ নজর আছে।

মাইক শ্লেটের কথার ভেতর সত্যতা লুকিয়ে আছে হয়, আমি কী বোকা!

ম্যারি অনেকক্ষণ হতভম্বের মতো বসেছিলেন। হা, ভবিষ্যতে আমাকে আরও সতর্ক হতে হবে।

মাইক ফিরে এলেন। ধূমায়িত কফি নিয়ে।

-এখানে আমেরিকান স্কুল আছে? বেথ আর টিমের পড়াশোনা শুরু করতে হবে। ম্যারি জানতে চাইলেন।

-আমি তার ব্যবস্থা করেছি। ফ্লোরিয়ান সকালে নিয়ে যাবে, বিকেলে ফেরত দিয়ে যাবে।

ধন্যবাদ।

-ছোট্ট স্কুল, একশোর মতো ছাত্র, কিন্তু স্কুলটা খারাপ নয়। নানা প্রান্ত থেকে ছাত্ররা এসেছে। কানাডা, ইজরায়েল, নাইজেরিয়া থেকে। মাস্টারমশাইরা চমৎকার।

মাইক তখনও কফি খাচ্ছেন। বললেন- দেখবেন, ভবিষ্যতে আমি কিন্তু আপনার ভালো বন্ধু হতে পারি। গতরাতে আমাদের নেতার সাথে ভালোই আলোচনা হয়েছে, তাই তো?

প্রেসিডেন্ট আওনেস্কু? হা, তাঁকে খুব ভদ্র স্বভাবের বলে মনে হল।

-হ্যাঁ, তিনি ভালোমানুষ। কিন্তু কারও প্রতি বিরক্ত হলেই সর্বনাশ। তাহলে তিনি রেগে গিয়ে মাথাটা কেটে ফেলবেন।

ম্যারি ভয়ে ভয়ে বললেন- বাবল রুমে বসে এসব কথা আলোচনা করা উচিত কী?

-ঠিকই বলেছেন, তবে সব সময় নয়। যখন পরিষ্কার করার লোকগুলো আসে, তারা কান খাড়া করে রাখে। কে জি বি-র গুপ্তচররা সজাগ, পুলিশও সতর্ক নজর রেখেছে।

ম্যারির মনে হল, তার শরীরের ভেতর শীতল শিহরণ।

-আপনি কি জানেন, একজন রোমানিওকে যে-কোনো সময় আটক করা যেতে পারে? যদি তিনি কোনো পিটিশন দেন তাহলে সেটা মস্ত বড়ো অপরাধ। সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা- না, ভাবাই যায় না।

ম্যারি এর আগে খবরের কাগজে এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন পড়েছেন। তিনি জানেন সাম্যবাদী দেশে এটাই ব্যবস্থা।

ম্যারি বললেন- এখানে আইনের শাসন নেই?

-না, লোক দেখানো আইনি বিচার চলে বটে, কিন্তু কী হবে, তা সবাই জানে।

ম্যারি আবার জানতে চাইলেন- পালিয়ে যাবার রাস্তা নেই?

-না।

সত্যিই মাইক এ ব্যাপারে কত কিছু জানেন!

মাইক বললেন- টাইপরাইটার ডিক্রির কথা শুনেছেন। এটা হল আওনেস্কুর সর্বশেষ অস্ত্র। তিনি এই দেশের সমস্ত টাইপরাইটারকে নিবন্ধভুক্ত করতে চাইছেন। যে মুহূর্তে টাইপরাইটারকে নিয়ে যাওয়া হয় নিবন্ধকরণ করার জন্য, সঙ্গে সঙ্গে তা বাতিল করা হয়। অর্থাৎ এখন এই দেশে তথ্য সরবরাহের ব্যাপারটি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। আওনেস্কু মানুষের মনের ভেতর আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করতে চলেছেন।

মাইক শ্লেট ম্যারির দিকে তাকালেন- এর মধ্যে আমাদের কাজ করতে হবে, কেমন?

.

নতুন কয়েকটি কেবল এসেছে, ওয়াশিংটন থেকে। মাইক শ্লেটের কথা মনে পড়ছে। উত্তেজক এবং উদ্ধত। কিন্তু আমার ছেলেমেয়ের জন্য কত চিন্তিত। একটা মানুষের মধ্যে এতগুলো সত্তা? জানি না, কিন্তু এখানে মাইক শ্লেটকে বিশ্বাস করতেই হবে।

.

ম্যারি জানতে পারলেন, তার অবর্তমানে বেশ কিছু মিটিং অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি রোমানিও কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে লাঞ্চ করতে গিয়েছিলেন, যখন মন্ত্রণালয়ে গিয়ে পৌঁছোলেন, শুনলেন প্রেসিডেন্ট তাকে ডেকেছেন। তিনি ভাবলেন, এমবাসিতে ফিরে আসবেন। সেক্রেটারিকে

বললেন- আমি তিনজনের সঙ্গে কথা বলব, লুকাস, ডেভিড আর এডি। ওঁদের তৈরি থাকতে বলুন।

ডরোথি স্টোন ইতস্তত করে জবাব দিলেন- ওঁরা তো এখন কনফারেন্সে ব্যস্ত আছেন ম্যাডাম।

কাদের সঙ্গে?

অন্য সেক্রেটারিদের সঙ্গে।

-আমাকে ছাড়া স্টাফেদের মিটিং হচ্ছে?

-হ্যাঁ, ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর।

-এটাই কি প্রথমবার?

না, আগেও হয়েছে।

ডরোথি বুঝতে পারলেন, এবার ভয়ংকর কিছু একটা ঘটে যাবে।

তিনি বললেন- আপনার সেক্রেটারিরা আপনার সম্মতি ছাড়া অনেক সময় কেবল পাঠিয়ে থাকেন।

তার মানে?

রোমানিয়াতে যা হচ্ছে হোক, ম্যারি ভাবলেন, এমন হলে আমি এখানে আর থাকব না।

তিনি বললেন- তিনটের সময় সবাইকে ডেকে পাঠাবেন। ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ম্যারি টেবিলের এককোণে বসলেন। দেখলেন, সকলে এসেছে কিনা।

-শুভ বিকেল, ম্যারি বললেন, আমি বেশিক্ষণ সময় নেব না। আমি জানি, আপনারা সকলেই খুব ব্যস্ত। আমি জানতে পেরেছি, আমার সম্মতি ছাড়াই মাঝে মধ্যে আপনাদের মধ্যে আলোচনাসভা হয়ে থাকে। আমি বুঝতে পারছি না, এটা কী করে সম্ভব?

পিনপতন নীরবতা। তারপর এক একজন করে উঠে দাঁড়ালেন। তারা বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত মাইক।

ম্যারি আর ডরোথি স্টোন তখন এই ঘরে একদম একা।

ম্যারি বললেন- আপনি কী চিন্তা করছেন?

ডরোথি জবাব দিলেন- বুঝতে পারছি, কোথাও একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে।

-ঠিক আছে, এবার আমার কাজ শুরু হবে।

নানা এমব্যাসি থেকে খবর এসেছে, বিশেষ ধরনের টাইপরাইটারে টাইপ করা হয়েছে। ম্যারি বুঝতে পারছেন, এবার নিজের লোকেদের সঙ্গে লড়াই বোধহয় শুরু হল। তিনি জানেন, সিআইএ-র ওপরেও নজর রাখা উচিত। সিআইএ অন্তরালে নেই তো?

সেই রাতে সারাদিন কী কী ঘটে গেল, ম্যারি ভাবতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কেন? আমার ওপর নজর রাখা হয়েছে কেন? আমার বাসস্থান রেসিডেন্স সেখানে সতর্ক দৃষ্টি! এতজন গুপ্তচরের নজর! ম্যারি ভাবতে থাকলেন।

সকাল হয়েছে। প্রাতরাশের আসর, বেথ আর টিম ডাইনিং টেবিলে বসে আছে। ম্যারির কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে- রোমানিয়ানরা অত্যন্ত ভদ্র। মনে হয়, তাদের মধ্যে জ্বলন্ত দেশপ্রেম আছে।

বেথ আর টিম পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে।

ম্যারির কণ্ঠস্বর তখনও চড়া আমি শেখাব রোমানিয়ানদের, কীভাবে সুসভ্য হয়ে উঠতে হয়।

পরের দিন সকালবেলা।

জেরি ডেভিস বললেন আমি জানি না কী করে এটা করতে হবে। কিন্তু এটা নিশ্চিত, আমাদের এবার নিজের ঘর গোছাতে হবে।

ম্যারি বললেন- হ্যাঁ, আপনি সে কাজটাই শুরু করুন।

.

স্টাফ মিটিং শেষ হয়ে গেল। মাইক শ্লেট বললেন আপনি আজ থেকেই তৎপর হোন ম্যাডাম। না হলে কিন্তু দেরি হয়ে যাবে।

ম্যারির কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন- হ্যাঁ, এবার সকলের দিকে নজর দিতে হবে।

মাইক তখন বললেন- আপনি কাজের ধারা ভাগ করে দিন। সবথেকে আগে

রাশিয়ান এমবাসির সঙ্গে কথা বলতে হবে। তাই তো?

-হ্যাঁ, কিন্তু আমি আপনাকে বলছি... ।

-মিঃ শ্লেট, যদি আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হয়, আমি জানাব কেমন?

মাইক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং উঠে দাঁড়িয়ে বললেন- ঠিক আছে, আপনার যেমন অভিরুচি ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর।

.

ম্যারি রাশিয়ান এমবাসিতে গেলেন। অনেকের সাথে ইন্টারভিউ নেবার কথা ছিল। নিউইয়র্ক থেকে একজন সেনেটর এসেছিলেন। তিনি বিদ্রোহীদের সম্পর্কে সবশেষ তথ্য চেয়েছেন। নতুন সেনেটরের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

ম্যারি অফিসে যেতে উদ্যত হলেন, ডরোথি স্টোন বললেন- ম্যাডাম অ্যাসাসাডর, জেমস স্টিকলি ওয়াশিংটন থেকে ফোন করেছেন।

ম্যারি ফোন তুললেন- হ্যালো মিঃ স্টিকলি।

স্টিকলির কণ্ঠস্বর আগুনের মতো আপনি কী করছেন?

-কেন?

-আপনি কি জানেন, আপনার খামখেয়ালিপনায় কত ক্ষতি হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে সেক্রেটারি অফ স্টেট একটা অভিযোগপত্র পেয়েছেন। ড্যাবনের রাষ্ট্রদূত আপনার ব্যবহারে অত্যন্ত রেগে গেছেন।

এক মিনিট, ম্যারি বললেন, কোথাও বোধহয় ভুল হচ্ছে, আমি ড্যাবনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলিনি।

-হ্যাঁ, সেটাই আপনার ভুল। স্টিকলির কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কিন্তু আপনি সোভিয়েত ইউনিয়ানের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কথা বলেছেন।

-হ্যাঁ, আমি সকালে সেখানে গিয়েছিলাম।

আপনি কি জানেন না, কীভাবে এই দূতাবাসগুলির মধ্যে মর্যদা বণ্টন করা হয়েছে? আপনাকে জানিয়ে রাখা উচিত, রোমানিয়াতে ড্যাবনের দূতাবাস সবথেকে আগে স্থাপিত হয়েছিল। সবথেকে শেষে এসকোনিয়ার দূতাবাস। এখানে ৭০টি দেশের দূতাবাস আছে। আপনাকে সেই মতোই যেতে হবে, বুঝলেন? আর কোনো প্রশ্ন নয়।

-না, স্যার, আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

-দেখবেন ভবিষ্যতে যেন এমন ঘটনা কখনও না ঘটে।

মাইক প্লেটের কানে খবরটা পৌঁছে গেল। তিনি ম্যারির অফিসে এলেন এবং বললেন-
আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম।

মিঃ প্লেট,...

-ব্যাপারটা কিন্তু খুবই খারাপ হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কী, এই ধরনের ঘটনা কখনোই অভিপ্রেত নয়। ১৬৬১ সালে এমন একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়েছিল। আমি বলি কী, আপনি এক্ষুনি ক্ষমা প্রার্থনা করে একখানা চিঠি লিখুন।

একটির পর একটি খারাপ খবর আসছে। একদিন ছেলেমেয়ে বলল-মম, কাগজে তোমার সম্পর্কে খবর বেরিয়েছে।

মধ্যরাত। ম্যারি স্টানটন রজার্সকে ফোন করলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফোন ধরলেন-
আমার প্রিয় অ্যান্ড্রাসাডর, খবর কী?

-আমি ভালো, আপনি কেমন আছেন স্টান?

-এখন আটচল্লিশ ঘণ্টা কাজ করতে হচ্ছে প্রতিদিন। আমি কালকে অভিযোগ জানাব।
তবে কাজের প্রত্যেকটা মুহূর্তকে আমি উপভোগ করছি। আপনি কেমন আছেন? কোন
সমস্যা? আমার সাহায্য লাগবে?

এটা কোনো সমস্যা নয়, আমি একটা ব্যাপার জানতে চাইছি, আপনি ভোগ পত্রিকার গত
সপ্তাহের সংখ্যায় আমার ফটোগ্রাফ দেখেছেন? ছেলেমেয়েদের ছবিও ছাপা হয়েছিল।

স্টানটন বললেন- হ্যাঁ, এটা চমৎকার।

-আমি যতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছি, অন্য কোনো রাষ্ট্রদূত এতটা পায়?

-সত্যি কথা বলব? অন্য কেউ এতটা জনপ্রিয়তা পায় না। আসলে আপনি হলেন
আমাদের মুকুট। প্রেসিডেন্ট এলিসন এইভাবেই বিরুদ্ধবাদীকে স্তব্ধ করতে চাইছেন।
তাই আমরা আপনার ভাবমূর্তিকে আকাশ ছোঁয়া করে দিতে চাইছি।

-এতে আমি খুবই খুশি হব কী?

ভালোভাবে কাজ করুন।

কিছু কথাবার্তা। তারপর গুডবাই।

তাহলে? মাননীয় প্রেসিডেন্ট এইসব প্রচারের অন্তরালে আছেন? ম্যারি ভাবলেন। ঠিক আছে, দেখাই যাক না শেষ কোথায়।

.

ইভান্স স্টেলিয়ান প্রিজন। বাইরের লোকের কাছে নিষিদ্ধ জগৎ। সরু অলিন্দ পথ, বিষণ্ণতার ছাপ। এখানে এলেই মনে হয়, নরকের হাতছানি। একজন রক্ষী এসে ম্যারিকে ছোট অতিথিকক্ষে নিয়ে গেল।

-সে ওখানে আছে, আপনাকে দশ মিনিট সময় দেওয়া হকে।

-ধন্যবাদ, ম্যারি ঘরের ভেতর ঢুকে গেলেন। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। হানা মারফি বসেছিল একটা ছোট টেবিলের ওপর। তার হাতে শেকল। তাকে বন্দি করা হয়েছে।

এডি মালজ বলেছেন- ও হল উনিশ বছরের এক সুন্দরী ছাত্রী, তাকে দেখলে মনে হয়, সে বুঝি আরও দশ বছর বেশি বয়সের। তার মুখ বিবর্ণ এবং গম্ভীর। তার চোখ লাল ও কান্নাভেজা। তার চুল চিরুনিবিহীন।

ম্যারি বলল- আমি আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ।

হানা মারফি তাকাল । তারপর কুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল ।

ম্যারি তার মাথায় হাত রাখলেন- আমি দেখছি কী করা যায়?

না-না, আমাকে আসছে সপ্তাহে শাস্তি দেওয়া হবে । আমাকে যদি এই নরকে থাকতে হয়,
তা হলে আমি মরে যাব । পাঁচ বছর

টেনে টেনে সে বলল ।

ম্যারি জানতে চাইলেন- ঠিক আছে, কী হয়েছে বলো তো?

হানা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে শুরু করে আমি একজনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম । সে
রোমানিয়ার বাসিন্দা । আমি ছিলাম একা । আমরা পরস্পরকে ভালোবেসে ফেলি । আমার
এক বান্ধবী আমাকে মারিজোয়ানার বড়ি দিয়েছিল । তার সঙ্গে বসে টেনেছিলাম । আমরা
আবার ভালোবাসার খেলা খেলি । আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম । যখন সকাল হল, ঘুম ভাঙল,
তার চিহ্ন মাত্র নেই । পুলিশ এসে গেছে । আমি সম্পূর্ণ নগ্ন । তারা আমাকে পোশাক
পরতে বলল । এখানে নিয়ে এল । বলেছে, আমার নাকি পাঁচ বছরের জেল হবে ।

না, আমি দেখছি কী করতে পারি ।

ম্যারি ভাবলেন, লুকাসের সাথে কথা বলতে হবে। কিন্তু আমি কি কিছু করতে পারব? অনেক চেষ্টা করা হয়েছে, কিছুই করা যায়নি। এখানে এই ব্যাপারে আইন খুবই শক্ত। মেয়েটি যদি রোমানিয়ার নাগরিক হত, তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত।

ম্যারি হানার মুখের দিকে তাকালেন আমার ক্ষমতা বলে যতটা করা সম্ভব আমি তাই করব।

ম্যারি হানা মারফির গ্রেপ্তার সংক্রান্ত পুলিশ প্রতিবেদন পড়লেন। এটি সই করেছেন ক্যাপটেন আউরেন। তিনি হলেন সিকিউরিটি বাহিনীর প্রধান। নাঃ, অন্য কোনো উপায় বের করতে হবে। নামটা খুবই চেনা-চেনা লাগছে। জেমস স্টিকলির সঙ্গে কথা হল। ওয়াশিংটনের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হল। না, কোনো রাস্তা পাওয়া যাচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত পরের দিন সকালে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে মোলাকাতের ব্যবস্থা হল।

মাইক শ্লেট রুম্ভাভাবে বলেছিলেন- আপনি মিথ্যে সময় নষ্ট করছেন। উনি হলেন এক পর্বতের মতো। ওঁনাকে নড়ানো সম্ভব নয়।

আউরেনকে এক ছোটোখাটো চেহারার মানুষ বলা যায়। মুখ ভাবলেশহীন। মাথায় চকচক করছে টাক। নাকে কলঙ্কের ছাপ। কোনো সময় কেউ তার নাক ভেঙে দিয়েছিল, এখনও জায়গাটা ফুলে আছে। আউরেন এমব্যাসিতে বিকেলবেলা এলেন। নতুন আমেরিকান অ্যাম্বাসাডর সম্পর্কে তিনি কৌতূহলী।

ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর, আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক?

-হ্যাঁ, আমি হানা মারফির কেসটা নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি।

-হ্যাঁ, ও তো ড্রাগ চালানকারী। রোমানিয়াতে এই সম্পর্কে আইন খুবই কড়া।

ঠিক আছে, আমি তা জানি। আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলতে পারি। সেখানে এই সংক্রান্ত আইন আরও কড়া।

ক্যাপ্টেন বললেন- তাহলে? আপনি এব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত হবেন তো?

-হ্যাঁ, কেউ যদি নিষিদ্ধ ড্রাগ কেনাবেচা করে, তাহলে তার জেল হওয়াই উচিত। কিন্তু হানা মারফির ব্যাপারটা একদম আলাদা। সে তো ড্রাগ বিক্রি করেনি। তাকে কেউ মারিজোয়ানা দিয়েছিল। বেচারি প্রেমিকের সঙ্গে ভাগ করে ড্রাগ টেনেছিল।

ব্যাপারটা একই।

না ক্যাপ্টেন, তার প্রেমিক হল আপনাদের পুলিশ ফোর্সের একজন লেফটেন্যান্ট। সে নিয়মিত মারিজোয়ানা সেবন করে। তাকে কি শাস্তি দেওয়া হয়েছে?

-কিন্তু সে কে? কোনো প্রমাণ আছে?

-এই লেফটেন্যান্টের স্ত্রী এবং তিনটি সন্তান আছে।

ক্যাপ্টেন অবাক হয়ে তাকালেন- ওই আমেরিকান মেয়েটি কি তার শয্যাসঙ্গিনী ছিল?

ক্যাপ্টেন, হানা মারফি উনিশ বছরের এক তরুণী ছাত্রী। আর লেফটেন্যান্টের বয়স পঁয়তাল্লিশ। তাহলে দেখুন কে কাকে প্রতারিত করেছে?

এক্ষেত্রে বয়সটা কোনো ব্যাপার নয়।

-লেফটেন্যান্টের স্ত্রী কি এইসব ব্যাপার সম্পর্কে জানেন?

ক্যাপ্টেন তাকালেন কী করে জানবেন?

-আমি বেশ বুঝতে পারছি, এটা একটা ফাঁদ। পুরো ব্যাপারটা ভালো করে চিন্তা করার চেষ্টা করুন। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম কিন্তু আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

এখন মনে হয় আলোচনা করার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে।

এবার তুরূপের শেষ তাস- কারণ ওই লেফটেন্যান্ট হলেন আপনার জামাই। তাই তো?

ক্যাপ্টেন রেগে গেছেন- কখনোই তা নয়, আমি সবসময় সুবিচারের চেষ্টা করি।

-আমিও তাই চাই। ম্যারি বললেন।

রেকর্ড দেখা গেছে, ওই লেফটেন্যান্ট ভদ্রলোকের বিচ্ছিন্ন স্বভাব। তিনি তরুণ-তরুণী পর্যটকদের কাছে আসার চেষ্টা করেন। তাদের সাথে বন্ধুত্ব করেন। তাদের দিয়ে অন্যায় কাজ করিয়ে নেন। তারপর পুলিশের হাতে জমা দেন। এর বিনিময়ে মোটা টাকা পেয়ে থাকেন।

ম্যারি বললেন- আপনার কন্যা বোধহয় স্বামীর এই অন্যায় আচরণ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। আপনি কীভাবে ব্যাপারটা লুকিয়ে রেখেছেন? আমার মনে হয়, হানা মারফিকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া উচিত। সে যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। ক্যাপ্টেন, আপনি এ ব্যাপারে কী বলবেন?

ক্যাপ্টেন বললেন- আপনি খুব আকর্ষণীয় চরিত্রের মহিলা। না, আপনার মতো বুদ্ধিমতীর সঙ্গে এর আগে আমার কখনও টক্কর হয়নি।

-আপনিও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। আমি আজ বিকেলে মিস মারফিকে আমার অফিসে দেখতে চাইছি। বুখারেস্ট থেকে ওয়াশিংটনগামী আগামী উড়ানে সে এক যাত্রী হবে।

-আমার যেটুকু প্রভাব আছে, আমি তা খাটাবার চেষ্টা করব।

-আমি জানি, আপনি কতটা প্রভাবশালী।

ধন্যবাদ।

পরের দিন সকাল। কৃতজ্ঞ হানা মারফিকে দেখা গেল হাসি মুখে বসে থাকতে।

.

মাইক শ্লেট জানতে চেয়েছিলেন অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে এটা কী করে করলেন?

-আমি আপনার উপদেশ মেনেছিলাম, আমি ওঁনাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দিয়েছি।

.

২০.

বেথ এবং টিমের স্কুল এগিয়ে চলেছে। ম্যারি এখন কাজে আরও ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

স্কুলের ব্যাপারে খোঁজখবর নেবার সময় বিশেষ হয় না তার। জানতে পেরেছেন স্কুলে ইংরেজি শেখানো হয়। কিন্তু এখানকার উচ্চারণটা একেবারে অন্যরকম। আমেরিকার ছেলেমেয়েদের শিখতে খুবই অসুবিধা হয়। কিন্তু কী আর করা যাবে? এসব ব্যাপারের সঙ্গে এখন আপস করতেই হবে।

.

পরের দিন সকালবেলা, মাইক ম্যারির অফিসে এলেন।

ম্যারি বললেন- বেথ আর টিমের স্কুলের ব্যাপারে কিছু আলোচনা আছে।

মাথা নেড়ে মাইক বলেছিলেন- বিদেশে এসে মানিয়ে নেওয়া খুব একটা সহজ নয়। কিন্তু আপনার ছেলেমেয়ে যথেষ্ট বুদ্ধিমান। আশা করি তারা এই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবে।

মাইকের কি কোনো সন্তান আছে? ম্যারির হঠাৎ মনে হল। মাইকের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। দেখা যাক, এটা আমি জানতে পারি কিনা।

শুরু হল অন্য এক অভিযান।

শনিবার বিকেলবেলা ম্যারি তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে ডিপ্লোম্যাটিক ক্লাবে গিয়েছিলেন। সেখানে বিভিন্ন কূটনীতিকরা আসেন। আলাপ-আলোচনা হয়। ছোটোখাটো বিনোদন, ইন্ডোর গেমস, আরও কত কী!

মাইক প্লেটের সঙ্গে এক মহিলা বসে ড্রিন্ক করছিলেন। ম্যারি চিনতে পারলেন, ডরোথি স্টোন। ম্যারি অবাক হয়ে গেলেন- কী আশ্চর্য? আমার একান্ত সচিব কিনা শত্রুর সাথে হাত মিলিয়েছেন? তিনি বুঝতে পারলেন, ডরোথি এবং মাইক একে অন্যের প্রতি অনুরক্ত। তার মানে, ডরোথির ওপর বেশি বিশ্বাস করা উচিত নয়।

একটি টেবিলে হ্যারিয়েট বসেছিলেন। ম্যারি সেখানে গিয়ে বললেন- আমি এলে কি আপনি দুঃখ পাবেন?

হ্যারিয়েট বললেন না-না, সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললেন, চলতে পারে।

ধন্যবাদ, আমি স্মোক করি না।

-এদেশে বাস করতে গেলে আপনাকে কিছু না কিছু নেশা করতেই হবে। হ্যারিয়েটের উত্তর।

-কেন? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না!

-এটা সম্পূর্ণ বিদেশ, নেশা ছাড়া আপনি এখানে কী করবেন? যদি আপনি ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে চান, নার্সকে সিগারেট দিতে হবে। এখানে সব কাজের জন্যই কিছু না কিছু ঘুষ লাগে। আর সিগারেট হল সহজ পথে লক্ষ্যে পৌঁছানোর ছাড়পত্র।

-কিন্তু কেন?

হ্যারিয়েট বললেন- এই দেশে সবকিছুরই অভাব। এটাই হল সাম্যবাদী দেশের সমস্যা। মানুষের চাহিদা বেশি, কিন্তু জোগান সে তুলনায় কম।

হতে পারে, ম্যারি ভাবলেন। তাকিয়ে দেখলেন, আড়চোখে, মাইক এবং ডরোথি কোনো একটা আনন্দের খবরে হেসে উঠেছেন। একটু বাদে তারা দুজন ক্লাব থেকে বেরিয়ে গেলেন। ম্যারি ভাবলেন, ওরা এবার কোথায় চলেছেন?

বাড়ি ফিরতে রাত হল। সারাদিন এমব্যাসিতে কর্মব্যস্ততার মধ্যে কেটে গেছে। ম্যারি ভাবলেন, এবার স্নানঘরে ঢুকবেন। পোশাক পালটাবেন। দিনটাকে গুডবাই বলবেন।

এমব্যাসিতে প্রত্যেকটা মিনিট তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। নিজের বলতে সময় পাওয়া যায় না। রেসিডেন্টে এলে মনে হয় জীবন কত কল্লোলময়।

একবার মধ্যরাতে তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। রাত দুটো বেজেছে। তিনি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে কিচেনে চলে গিয়েছিলেন। রেফ্রিজারেটর খুললেন। শব্দ পাওয়া গেল। মিহাই, বাটলার, পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে। রসিকা, ডেলিয়া, এবং কারমানকেও দেখা গেল।

মিহাই জিজ্ঞাসা করলো- ম্যাডাম, এত রাতে?

-এমনি। আমি কোনো একটা খাবার খুঁজছিলাম।

শেফ মা বললো- ম্যাডাম, আমাকে বলতে পারতেন তো। আমি তৈরি করতাম।

ম্যারি বুঝতে পারলেন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং ছোটোখাটো ইচ্ছেগুলোকে এখন থেকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হবে।

পরদিন গল্পটা ছেলেমেয়েকে করেছিলেন। তারা হোহোহা করে হেসে উঠেছিল। সত্যিই তো, এই অস্বস্তিকর পরিবেশ, একটু সময় লাগবে মানিয়ে নিতে।

ম্যারি তাড়াতাড়ি অফিসে এসেছেন। মাইকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল অলিন্দপথে। মাইকের মুখ ভার।

-কোনো দুর্ঘটনা? ম্যারি জানতে চাইলেন।

-আমাদের একজন কর্মী খুবই অসুস্থ।

-কে?

মেরিন।

কী হয়েছে?

মনে হচ্ছে পেটের কোনো অপারেশন করতে হবে।

-তাহলে এখনই তো হাসপাতালে ভর্তি করা উচিত?

-এখানে নয়, ওকে বোম কিংবা জুরিখে নিয়ে যেতে হবে।

-কেন?

-আমেরিকান এমব্যাসির কোনো কর্মী এই দেশের হাসপাতালে ভর্তি হতে চায় না। তারা সবসময় ভয় পায়। এখানে চিকিৎসার পদ্ধতি খুব একটা ভালো নয়। এটাই হল হোম ডিপার্টমেন্টের গোপন রুল। ওঁকে উড়িয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যাব।

-এমব্যাসিতে একজন ডাক্তার থাকা উচিত।

না, আমরা তৃতীয় শ্রেণির দূতাবাস। আমাদের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয় তাতে ডাক্তারের ফি ধরা হয় না। তাই আমরা এই ব্যবস্থাটাই চালু রেখেছি।

ম্যারি কাগজে সই করলেন। মেরিনকে দেখতে গেলেন। তার মাথায় হাত রেখে বললেন-
তুমি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে।

দু-ঘণ্টা কেটে গেছে, মেরিন জুরিখগামী প্লেনে উঠে বসেছে।

পরের দিন সকালে ম্যারি মাইকের কাছে জানতে চাইলেন মেরিনের অবস্থা কেমন?

-অপারেশন হয়ে গেছে। সুস্থ হতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে।

ম্যারি ভাবলেন, সত্যি, মাইক, একেবারে ঠান্ডা মাথার মানুষ। কোনো বিপদ তাকে
বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারে না।

.

২১.

রোজ সকালে সময় মতো ম্যারি এমবাসিতে আসেন। মাইক ফ্লোট তারও আগে পৌঁছে
যান। এমবাসির পার্টিতে মাইককে খুব একটা দেখা যায় না। ম্যারির কেবলই মনে হয়,
মাইক নিশ্চয়ই প্রতি রাতে ব্যক্তিগত বিনোদনের আসরে যোগ দেন।

মাইকের চরিত্রের প্রতিটি ঘটনা রহস্যাবৃত। এক বিকেলবেলা বেথ এবং টিমকে নিয়ে ম্যারি ফ্লোরেন্স পার্কে গেলেন। এর জন্য ম্যারি একটু আগেই বেরিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন মাইক ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছেন। তারা তিনজন স্কেটিং-এর আসরে মেতে উঠেছেন। মাইক সাবধানে শেখাচ্ছেন কীভাবে স্কেট খেলায় অংশ নিতে হয়।

ম্যারি ভাবলেন, ছেলেমেয়েদের সতর্ক করবেন। কিন্তু কীভাবে?

পরের দিন সকাল। ম্যারি অফিসে এসেছেন।

মাইক বললেন কিছুক্ষণের মধ্যে একদল প্রতিনিধি আসবেন। দু ঘণ্টার মধ্যে।

-কোথা থেকে?

-চারজন সেনেটর আসছেন, আমেরিকা থেকে, সঙ্গে স্ত্রী এবং রক্ষীরাও থাকবেন। তারা সকলে আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। আমি প্রেসিডেন্ট আওনেস্কুর সাথেও একটা সময় ঠিক করে রেখেছি। হ্যারিয়েটের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। হ্যারিয়েট সব জায়গা ঘুরিয়ে দেখাবে।

-অনেক ধন্যবাদ।

-কফি আনব নাকি?

-আনলে ভালো হয় ।

এই ভদ্রলোককে দেখে ম্যারি অবাক হয়ে যাচ্ছেন । কফিটা চমৎকার! ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না, এই লোকটির আসল উদ্দেশ্য কী?

.

লা বোকা । অ্যাঞ্জেল আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছেন । দেখা হল জলের ধারে । আবেদনময়ী পোশাক পরা মেয়েটি । শরীরের সাথে খাপ খেয়ে গেছে এমন ব্লাউজ । জিনস, যার অনেকখানি উন্মুক্ত । বয়স বছর পনেরো বেড়ে গেছে বুঝি । মেয়েটি সুন্দরী নয়, কিন্তু তাতে অ্যাঞ্জেলের কিছু যায়-আসে না ।

-এসো আমরা প্রেমের খেলায় মেতে উঠি ।

বুঝতে পারা যাচ্ছে, মেয়েটি সম্ভার অ্যাপার্টমেন্টে থাকে । ছোট্ট একটা ঘর । সবখান জুড়ে বিছানা । দুটো চেয়ার, একটা আলোলা । আর কিছু নেই ।

তাড়াতাড়ি করো । আমি এখনই তোমাকে উলঙ্গ দেখতে চাই ।

মেয়েটি কিন্তু কিন্তু করছিল । অ্যাঞ্জেল সম্পর্কে সে যা শুনেছে, তাতে ভয় তো জাগতেই পারে । কিন্তু দিনটা মোটেই ভালো নয় । আজ টাকা আনতেই হবে । না হলে তাকে মার খেতে হবে । তাই ইচ্ছার বিরুদ্ধে পোশাক খুলতে শুরু করল মেয়েটি ।

অ্যাঞ্জেল তাকিয়েছিলেন। প্রথমে ব্লাউজ, তারপর জিনস, ভেতরে কিছু নেই। কিন্তু শরীরটা, রক্তাল্পতা এবং পাতলা।

জুতো পরে থাকো। এখানে এসো, হাঁটু মুড়ে বসো।

মেয়েটি তাই করল।

-এবার? এবার আমি যা বলব তাই করবে তো?

মেয়েটি আবার কিন্তু কিন্তু ভাব দেখিয়েছে। চোখের তারায় আতঙ্ক না, আমি কি তাই পারব?

অ্যাঞ্জেল সঙ্গে সঙ্গে মাথায় আঘাত করলেন। মেয়েটি মাটির ওপর পড়ে গেল। একটা কান্না ভেসে আসছে। অ্যাঞ্জেল তার চুলের মুঠি ধরেছেন। তাকে বিছানাতে ফেলে দিলেন। মেয়েটি আর্তনাদ করছে। অ্যাঞ্জেল তখনও নির্দয়ভাবে প্রহার করছেন।

অ্যাঞ্জেল বললেন- তোমার এই আর্তনাদের শব্দটা আমাকে উত্তেজিত করে তুলবে।

ভীষণ ঘৃষির আঘাত। নাকটা ভেঙে গেল। তি

রিশ মিনিট কেটে গেছে। মেয়েটি অচেতন, বিছানাতে পড়ে আছে।

অ্যাঞ্জেল হাসলেন, তারপর কিছু পয়সা ছুঁড়ে দিলেন বিছানার ওপর। ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। পরমুহূর্তে রাস্তায় তাকে দেখা গেল।

প্রতিটি মুহূর্তকে ম্যারি কাজে লাগাতে চাইছেন। তারই মধ্যে কিছুটা সময় পেলেই ছেলেমেয়ের সঙ্গে থাকেন। অনেক জায়গায় ঘুরে আসা হল। কতগুলো জাদুঘর, পুরোনো চার্চ, একদিন ড্রাকুলার ক্যাসেল থেকেও ঘুরে এলেন। ওটা ট্রানসিলভেনিয়াতে অবস্থিত। বুখারেস্ট থেকে একশো মাইল দূরের পথ।

ফ্লোরিয়ান বলতে চেষ্টা করেছিলেন কাউন্টের কোনো দোষ নেই। তিনি ছিলেন এক মহান নেতা, তুর্কিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।

টিম বলেছিল- আমি শুনেছিলাম, সে খালি মানুষের রক্ত চুষে খায়। আর মানুষকে হত্যা করে।

ফ্লোরিয়ান বলেছিলেন- না, এটাই দুর্ভাগ্য। তাকে আত্মারা আচ্ছন্ন করেছিল। তিনি স্বৈরতান্ত্রিক শাসকে পরিণত হন। তাই বোধহয় এত উপকথার জন্ম হয়েছে। তিনি কিন্তু ভ্যাম্পায়ার ছিলেন না। আয়ারল্যান্ডের বাসিন্দা ব্রামস্টোকার তাকে নিয়ে গল্প লিখেছেন উপকথার ওপর ভিত্তি করে। ছোট্ট একটা বই, কিন্তু তাতেই উনি বিশ্বজোড়া খ্যাতি পেয়েছেন। এই জন্যই কত মানুষ জায়গাটা দেখতে আসে।

ব্রাম ক্যাসেল মস্ত বড়ো পাথরের দুর্গ, পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সময়ের চিহ্ন আঁকা। তবুও গেলে গা ছমছম করে।

এখানে কাউন্ট ড্রাকুলা তার শিকারদের হত্যা করতেন। রক্ত চুষে খেতেন।

গাইডের কণ্ঠস্বরে রহস্য।

ঘরটায় বাতাস ঢোকে না, সূর্যের আলোও ঢোকে না। দেখা গেল, টিমের মুখে ভয় এবং আতঙ্ক।

কখন এখান থেকে বাইরে যাব?

ভীত সন্ত্রস্ত টিম জানতে চেয়েছিল।

.

ছ সপ্তাহ অন্তর আমেরিকান এয়ারফোর্সের সি-১১ প্লেন বুখারেস্টের উপকণ্ঠে একটি ছোট অবতরণ ক্ষেত্রে নেমে আসে। এই প্লেনে খাবার থাকে। থাকে এমন কিছু জিনিস যা বুখারেস্টে পাওয়া যায় না। আমেরিকান এমবাসিতে যাঁরা চাকরি করেন না, তাদের সুখ-সুবিধার জন্যই এমনটি করা হয়।

একদিন সকালবেলা, ম্যারি এবং মাইক কফি খাচ্ছিলেন।

মাইক বললেন- আজ আমাদের প্লেন আসবে। চলুন আমি এয়ারপোর্টে যাব। আপনি সঙ্গে যাবেন কী?

ম্যারি যেতে চাইছিলেন না। আজ সারাদিন অনেক কাজ আছে। এভাবে সময় নষ্ট করে কী হয়? কিন্তু মাইক তো কখনও অকাজে মেতে ওঠেন না। তাহলে?

-আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

গাড়ি এগিয়ে চলল এয়ারফিল্ডের দিকে। পথে যেতে যেতে ভঁরা নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেন।

যখন তারা এয়ারপোর্টে পৌঁছোলেন একটা গেট খুলে দেওয়া হল। লিমুজিন ভেতরে ঢুকে গেল। আরও দশ মিনিট কেটে গেল। সি-১১ ধীরে ধীরে ল্যান্ড করছে।

অনেক রোমানিও এসে জমা হয়েছেন। তারা তাকিয়ে আছেন ওই উড়ানপাখির দিকে।

-এইসব মানুষ কেন এসেছে?

-স্বপ্ন দেখতে। তারা এমন কিছু জিনিস দেখবে, যা জীবনে কখনও দেখতে পাবে না। প্রত্যেক বার এমন ঘটনাই ঘটে। যখন প্লেন আসে, এভাবেই উৎসাহী মানুষ চারপাশে ভিড় করে।

ম্যারি তাকালেন ওই সমস্ত মানুষের মুখের দিকে। তার মুখে কৌতূহল এবং জিজ্ঞাসা।

ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য!

-এই প্লেনটা ওদের কাছে আশার প্রতীক। এটা কিন্তু কারগো বিমান নয়, এটা একটা স্বাধীন দেশকে প্রতীকায়িত করছে। যে দেশের স্বপ্ন এরা সকলেই দেখে থাকে।

-আপনি আমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছেন?

-আমি আপনাকে আসল রোমানিয়ার ছবিটা দেখাব বলেই এখানে এনেছি। এখানে এলে তবেই আপনি বুঝতে পারবেন, প্রেসিডেন্ট আওনেস্কু যা বলেন, তার সবটাই মিথ্যে শুধু মিথ্যে।

প্রত্যেক দিন সকালে ম্যারি যখন কাজে আসেন, তিনি দেখতে পান, বিভিন্ন জায়গাতে মানুষের ভিড়। বিশেষ করে এমবাসির সামনে। নানা সমস্যা নিয়ে মানুষ এখানে আসেন। ছোটো ছোটো সমস্যা, একজন কনসাল হয়তো তার সমাধান সূত্র জানেন। কিন্তু একদিন সকালে তিনি দেখলেন, অনেক মানুষ বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

তিনি দ্রুত মাইকের ঘরে চলে গেলেন। জিজ্ঞাসু চোখে জানতে চাইলেন মাইক, এত মানুষের ভিড় কেন?

মাইক জানালা দিয়ে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যভাবে বললেন- এঁরা রোমানিয়ার ইহুদি। এঁরা ভিসার জন্য আবেদন করেছেন।

বুখারেস্টে ইজরায়েলের এমবাসি আছে। এঁরা ওখানে কেন যাচ্ছেন না?

—দুটো কারণ। প্রথমত, তারা ভাবছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গেলে আরও ভালোভাবে বাঁচার ঠিকানা পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়ত, তারা ভাবছেন যে, এখান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছাড়পত্র পাওয়া সোজা।

ব্যাপারটা আমাকে অবাক করেছে!

—আরও অনেক দৃশ্য দেখলে আপনি সত্যি সত্যি অবাক হবেন।

ম্যারি ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তাকিয়ে দেখলেন, লোকগুলোর মুখের অসহায়তা। হায় ঈশ্বর, এই পৃথিবীতে কত সমস্যাই যে আছে।

রোজই কোনো-না-কোনো সমস্যা। আবার তার সমাধান। এছাড়া আর একটা বিষয় মনে রাখতে হয়, তা হল, সময়ের ব্যাপারটা। ওয়াশিংটনে যখন প্রখর সূর্যালোক, তখন বুখারেস্টে মধ্যরাত। মাঝে মধ্যে রাত দুটোর সময় টেলিগ্রাম আসে। টেলিফোন শব্দ করে বেজে ওঠে। ম্যারির ঘুম ভেঙে যায়। বুঝতে পারেন, সময়ের ব্যবধানের জন্য এমনটি হয়েছে।

কোনো কোনো সময় এডওয়ার্ডের কথা মনে পড়ে। চোখ বন্ধ করে ম্যারি প্রার্থনা করেন। এডওয়ার্ড, তুমি দেখো, আমি চেষ্টা করছি। আমি জানি না, শেষ পর্যন্ত জিততে পারব কিনা। তুমি কোথায় আছো? আমি কেন তোমাকে দেখতে পাই না? তুমি কি আমার গলার শব্দ শুনতে পাচ্ছে?

সকালের কফি দিয়ে দিন শুরু হয়ে গেছে।

মাইক প্লেট বললেন একটা সমস্যা হয়েছে।

কী সমস্যা?

রোমানিয়ান চার্চের আধিকারিকরা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। উটার একটি চার্চ আপনাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে। কিন্তু জানি না, রোমানিয়া সরকার এই ব্যাপারে সম্মতি দেবে কিনা?

-কেন?

রোমানিয়াদের দেশের বাইরে যাবার অনুমতি দেওয়া হয় না। এই ব্যাপারে একটা সুন্দর প্রবাদ আছে। আওনেস্তু একদিন তার প্রাসাদদুর্গ থেকে সূর্যকে সম্বোধন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, শুভ সকাল, কমরেড সূর্য। সূর্য জবাব দিয়েছিল- আপনার আমলে রোমানিয়াতে সবাই সুখী।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি আবার পশ্চিমদিকে চলে গেলেন। সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে। তিনি বললেন, শুভ সন্ধ্যা, কমরেড সূর্য। সূর্য উত্তর দিল না।

কেন? সকালবেলা আপনি এত সুন্দরভাবে আমার সঙ্গে কথা বললেন, আর সারাদিন
কথাই বললেন না। আমি তো এখন পশ্চিম দিগন্তে।

আওনেস্কু ভয় পেলেন।

চার্ট অফিসারদের অবস্থাও এখন একই রকম। তাদের বাইরে যাবার অনুমতি দেওয়া
হয় না।

-আমি বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব।

-না, এতে আপনি সফল হবেন না।

মাইক জানতে চাইলেন- আপনি কি লোকনৃত্য পছন্দ করেন?

-কেন?

-আজকে একটা নতুন লোকনৃত্যের কোম্পানি তাদের অভিযান শুরু করছে। খুব একটা
খারাপ নয়, আপনি একবার দেখে আসতে পারেন।

অবাক লাগছে, ক্রমশ অবাক লাগছে, মাইকের এই ব্যক্তিত্ব, এই পরিহাসপ্রিয়তা। না,
মাইক এক উজ্জ্বল চরিত্র।

-তাহলে? ফ্লোরিয়ানকে বলব, আটটার সময় আপনাকে তুলে নিতে, কেমন?

বেথ আর টিম থিয়েটারে যাবার জন্য আগ্রহী নয়। বেথ তার স্কুলের এক বান্ধবীকে রাতের খাবার আসরে নিমন্ত্রণ করেছে।

বেথ বলল- আমার ইতালীয় বান্ধবী আসবে, আমি কী করে যাব?

টিমও বলল- আমি লোকনৃত্য দেখতে ভালোবাসি না।

ম্যারি হাসলেন- তাহলে ঠিক আছে, আমি না হয় একাই যাব।

কাউকে সঙ্গে নেওয়া যায় কী? অনেকগুলো নাম মনে পড়ল। না, আমাকে একাই যেতে হবে।

ফ্লোরিয়ান নীচে অপেক্ষা করছিলেন। ম্যারি বেরিয়ে এলেন।

—শুভ সন্ধ্যা, ম্যাডাম আন্বাসাডর।

—তোমাকে বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছে ফ্লোরিয়ান।

—আমি সব সময় এমনটি থাকতে ভালোবাসি ম্যাডাম।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ম্যারি জানতে চাইলেন ফ্লোরিয়ান সত্যি বলো তো, এই কাজটা করে তুমি খুশি?

ফ্লোরিয়ান আয়না দিয়ে ম্যারির মুখ দেখলেন- আমি কি মনের কথা বলব? নাকি বানানো উত্তর।

মনের কথা বলো, প্লিজ।

-একটা কথা আছে, রোমানিয়ার কোনো বাসিন্দাই মনে মনে সুখী নয়। শুধু বিদেশিরা। আপনারা যেখানে খুশি যেতে পারেন, যা ইচ্ছে তাই ভাবতে পারেন। আমরা বন্দিজীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছি।

গাড়ি এগিয়ে চলেছে। দোকানে অসংখ্য মানুষের ভিড়।

ফ্লোরিয়ান বলতে থাকে- দেখুন, কী প্রচণ্ড ভিড়। দু-টুকরো মাংস কেনার জন্য তিন চার ঘণ্টা লাইনে দাঁড়াতে হয়। অনেক মানুষকে ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হয়। সব জায়গায় একই ঘটনা। কেন বলুন তো? এর উত্তরটা আমি জানি না। কিন্তু আপনি যেন এইসব কথা কাউকে বলবেন না।

না, আমি কাউকে বলব না।

আমার স্ত্রীর বয়স কম, সে একজন ইহুদি। এখানে জাতিগত বিদ্বেষটা প্রবল।

ম্যারি সে ব্যাপারটা মেনেছেন।

কিন্তু, এই দেশটা সম্পর্কে আরও জানতে হবে।

এদেশের অনেকে ভেবে থাকে, ইহুদিরা বুঝি জন্মসূত্রে একটু বেশি সুখী। তাদের হাতে সব ভালো জিনিস তুলে দেওয়া হয়, আর স্থানীয় বাসিন্দা, তাদের প্রতি পদে অপমানিত হতে হয়।

রাপসোডিয়া রোমানা। জনাকীর্ণ রাস্তা। কিছু মানুষকে ফুল বিক্রি করতে দেখা গেল। প্লাস্টিকের চটি, ব্লাউজ এবং সস্তার কলম। থিয়েটারটা ছোটো। অনেক মানুষের ভিড়। একটু পরেই অনুষ্ঠানটা শুরু হবে। ম্যারি দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভেতরে ঢুকলেন। বেশ কিছুক্ষণ দেখলেন, রাতের বাতাস, পবিত্র এবং পরিষ্কার। ফ্লোরিয়ান থিয়েটারের সামনে লিমুজিন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর আমার মনে হচ্ছে, একটু সময় লাগবে। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে এখানে আসব। আপনি কি গাড়ির জন্য অপেক্ষা করবেন?

ম্যারি আকাশের দিকে তাকালেন। পূর্ণ চাঁদের আলো। সন্ধ্যাটা চমৎকার। কতদিন বুখারেস্টের রাস্তায় হাঁটেনি। একবারও কি সময় ও সুযোগ হয়েছে? তিনি হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত নিলেন।

-আমি একাই রেসিডেন্সে ফিরে যাব।

-হ্যাঁ, হ্যাঁটার পক্ষে রাস্তাটা চমৎকার।

ম্যারি তাকালেন, সেন্ট্রাল স্কোয়ারের দিকে। বুখারেস্ট এক জীবন্ত শহর। তিনি এভিনিউর দিকে হেঁটে গেলেন। তারপর পিয়াটা রোসেটি। হ্যাঁটে হ্যাঁটে অনেকটা এগিয়ে গেছেন। কিন্তু পথ চিনতে পারছেন কী? চারপাশ কেমন গোলমাল হয়ে গেছে। কোন্ দিকে যাবেন?

একজনের কাছে জানতে চাইলেন- অনুগ্রহ করে বলবেন, কোন্ পথে গেলে আমি...

সব কিছু ভুলে গেছেন ম্যারি। ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। একটা ট্যাক্সি পাওয়া যাবে? গম্ভীর পায়ের শব্দ। কেউ যেন তাকে অনুসরণ করছে। ম্যারি আরও দ্রুত হ্যাঁটার চেষ্টা করছিলেন। বিশাল আকৃতির এক ভদ্রলোক, ওভারকোট পরা।

-আমি জানতে চাইছি, আপনি কি পথ হারিয়েছেন?

ম্যারির মনে আনন্দের ঝংকার। ওই ভদ্রলোক বোধহয় পুলিশে চাকরি করে।

না, আমি ফিরে যাব।

হঠাৎ একটা মোটরগাড়ির গর্জন। আর একটা গাড়ি ছুটে আসছে। গাড়িটা সামনে এসে থেমে গেল। ওই ওভারকোট পরা মানুষটি ম্যারিকে চেপে ধরেছে। ম্যারি তার নিঃশ্বাসের স্পর্শ পেয়েছেন। বুঝতে পারছেন, ভদ্রলোক দৈত্যের মতো তার কোমর চেপে ধরেছে। জোর করে তাকে গাড়িতে তুলে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ম্যারি নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন।

লোকটা বলছে- এখনই গাড়িতে গিয়ে বসো।

ম্যারির চিৎকার।

একজন ভদ্রলোক ছুটে এলেন। অজানা আগন্তুক।

মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাটা ঘটে গেল। হঠাৎ ম্যারি নিজেকে মুক্ত করলেন। ওই ভদ্রলোক ঠিক সময়ে এসেছেন। উনি প্রশ্ন করলেন- আপনি কি ঠিক আছেন? কী হয়েছিল?

ম্যারি তখনও ভয়ে কাঁপছেন। কোনোরকমে বললেন- ওরা আমাকে অপহরণ করার চেষ্টা করছিল। যদি আপনি না আসতেন...

ইউনিফর্ম পরা দুজন পুলিশ, যাক, এ যাত্রায় বোধহয় আমি প্রাণে বেঁচে গেছি।

.

২২.

সমস্ত রাত ম্যারি জেগে ছিলেন। দু চোখের পাতা এক করতে পারছিলেন না। পায়ের শব্দ, আর্তনাদ, সব মিলেমিশে একাকার। কিন্তু? কে বা কারা আছে এই ষড়যন্ত্রের অন্তরালে? এটা কি নেহাত ছিঁচকে চোরদের কাজ? দামি পোশাক অথবা দামি ব্যাগ? নাকি এর অন্তরালে অন্য কিছু আছে?

পরের দিন সকাল। ম্যারি অফিসে এলেন। মাইক তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তার হাতে দুকাপ কফি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন থিয়েটার কেমন লাগল?

-খুবই ভালো লেগেছে। ইচ্ছে করেই ম্যারি কিডন্যাপের গল্পটা বললেন না।

-আপনার কি আঘাত লেগেছে?

ম্যারির চোখে বিস্ময়- কী বলছেন?

যারা আপনাকে অপহরণ করার চেষ্টা করেছিল, ওরা কি আপনাকে আঘাত করেছে?

-আপনি কী করে জানলেন?

কণ্ঠস্বরে কৌতুক ম্যাডাম অ্যান্ডার্সন, রোমানিয়াতে সব খবর অতি দ্রুত বাতাসের বুকে ভর দিয়ে উড়ে যায়। আপনি কাউকে না জানিয়ে এখানে চানও করতে পারবেন না।

তাই নাকি! আমি কথা দিচ্ছি, আমার বোকামির জন্য এটা হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে আর হবে না।

-ওরা কি আপনার কাছ থেকে কিছু ছিনতাই করার চেষ্টা করেছে?

-না।

মাইকের দ্রুতগতিতে বিস্ময় ব্যাপারটা অবাক লাগছে! আমি তো ভেবেছিলাম ছিঁচকে চোরের কাজ। অথচ আপনি বলছেন...

-আমায় কে উদ্ধার করেছে, কিছু জানেন?

না, ঠিক জানি না তো।

-কী মনে হয়, আমাকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা কেন, করা হয়েছে?

-হয়তো এটা কারও ষড়যন্ত্র। আওনেস্কুর বিরুদ্ধবাদীরা। তারা চায় না, আমেরিকার সঙ্গে রোমানিয়ার ভালো সম্পর্ক থাকুক।

-না-না, ছিঁচকে চোরের কাজ না তো?

না, এদেশে তেমন চুরি-ডাকাতির ঘটনা ঘটে না। এখানে চোরদের চুরি করার অপরাধে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। কোনো বিচার হয় না। ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করানো হয়।

তাই নাকি!

-একটা উপদেশ দেব, শুনবেন?

মাইক শ্লেট বললেন- আপনি পদত্যাগ পত্র জমা দিন। ছেলেমেয়েকে নিয়ে জাংশনে চলে যান। সেখানেই নিরাপদে থাকতে পারবেন।

ম্যারির মুখ রাগে থমথম করছে।

-মিঃ শ্লেট, আমি একটা ভুল করেছি, ভবিষ্যতে এমন ভুল আর কখনও হবে না। আমি আপনাকে মনে করাতে চাই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের ইচ্ছেতে আমি এখানে এসেছি। যতক্ষণ তিনি আমাকে এই পদে বহাল রাখবেন, আমি এই কাজ করব। ভবিষ্যতে আমাকে এমন উপদেশ কখনও দেবেন না।

..আমি চাই, দূতাবাসের লোকেরা আমাকে সাহায্য করবেন। আমার বিরুদ্ধাচরণ করবেন না। আর যদি ইচ্ছে হয়, আপনি বরং দেশে ফিরে যান, কেমন?

ম্যারির সমস্ত শরীর রাগে কাঁপছে।

মাইক শ্লেট উঠে দাঁড়ালেন ম্যাডাম অ্যান্ডার্সন, সকালের রিপোর্ট আপনার ডেস্কে রেখে গেলাম।

এমবাসিতে সকলের মুখে এই কিডন্যাপিং-এর গল্প। এত দ্রুত খবরটা এল কী করে? ম্যারি তার উদ্ধারকর্তার নাম জানতে চাইছিলেন। একবার ধন্যবাদ জানাতে হবে। চোখ বন্ধ করলেই তিনি ওই মানুষটির মুখ দেখতে পান। কতই বা বয়স হবে? হয়তো

সবেমাত্র চারের কোঠায় পা রেখেছেন। মুখের উচ্চারণ বলে দিচ্ছে, উনি হয়তো ফরাসি দেশের বাসিন্দা। হয়তো একজন টুরিস্ট, ইতিমধ্যে রোমানিয়া থেকে চলে গেছেন।

সমস্ত রাত ধরে ম্যারি চিন্তা করলেন। ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না, কীভাবে এই ঘটনাটা ঘটল। মাইক শ্লেটের কোনো ষড়যন্ত্র নয় তো? মাইক থিয়েটারের টিকিট দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন, আমি কোথায় থাকব। না, এই সম্ভাবনাটা বাতিল করা যাচ্ছে না।

ছেলেমেয়ের কাছে এই কিডন্যাপিং-এর গল্প করা উচিত কী? অনেক ভাবতে ভাবতে ম্যারি শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলেন না, এইভাবে ওদের ভয় দেখিয়ে লাভ কী!

ফ্রেঞ্চ এমবাসিতে ককটেল পার্টি। ফরাসি দেশ থেকে এক কনসার্ট পিয়ানিস্ট আসবেন। ম্যারি ভেবেছিলেন, এই পার্টিতে যোগ দেবেন না, অত্যন্ত ক্লান্ত তিনি। কিন্তু তাকে যেতেই হল।

ম্যারি সযত্নে স্নান করলেন, ইভেনিং গাউন পরে নিলেন। জুতো পরার সময় অবাক হয়ে দেখলেন, ধ্বস্তাধ্বস্তিতে হিলটা খসে পড়েছে।

এখুনি সারাতে দিতে হবে। পরিচারককে ডাক দিলেন। কাজটা মুহূর্তের মধ্যে হবে, ম্যারি সেটা জানেন।

ম্যারি ফরাসি এমবাসিতে এসে পৌঁছোলেন। সম্মানিত অতিথিরা আসতে শুরু করেছেন। গেটের মুখে ফরাসি রাষ্ট্রদূতের সচিব দাঁড়িয়ে ছিলেন। এর আগে ম্যারি তার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। বললেন- শুভ সন্ধ্যা, ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর। আপনি আসাতে আমরা খুবই খুশি হয়েছি।

-আপনারা নিমন্ত্রণ করাতে আমি গৌরবান্বিত।

তারা হলের মধ্যে চলে গেলেন। ফরাসি অ্যাম্বাসাডরের সঙ্গে কথা হল। ম্যারি অবাক হয়ে দেখলেন, এক কোণে ওই ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। যিনি গতকাল পরিত্রাতা হিসেবে তাকে বাঁচিয়েছিলেন।

ভদ্রলোক কারও সঙ্গে কথা বলছিলেন। কথার শেষ শব্দগুলো ভেসে এল প্যারিসকে প্রতি মুহূর্তে আমি অনুভব করি, হয়তো আসছে বছর...

ম্যারিকে এগিয়ে আসতে দেখে তিনি পায়ে পায়ে সামনের দিকে হেঁটে চললেন।

-ও বিষণ্ণা রমণী, কেমন আছেন?

ইতালীয় রাষ্ট্রদূত অবাক হয়ে জানতে চাইলেন- আপনারা পরস্পরকে চেনেন?

ম্যারি বললেন- আমরা কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচিত হয়নি।

ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর, উনি হলেন ডাঃ লুইস ভেসফরগেস ।

ফরাসি ভদ্রলোকের মুখের চেহারা পালটে গেল- ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর? আমায় ক্ষমা করবেন, আমার কোনো ধারণাই ছিল না ।

একটু পরে তিনি আবার বললেন- অবশ্য চারিদিকে আপনার যা ছবি ছাপা হয়, আপনাকে আমার চেনা উচিত ছিল ।

ম্যারির ঠোঁটে হাসি- আপনি অনেক ভালো কাজ করেছেন । আপনি না থাকলে যে আমার কী অবস্থা হত?

ইতালীয় রাষ্ট্রদূত ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললেন- ও, আমি আপনার কথা বুঝতে পেরেছি । তারপর ম্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন- আপনার ওই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটার কথা শুনেছি ।

না, ডাঃ ভেসফরগেস ঠিক সময়ে এসেছিলেন । তা না হলে ঘটনাটা সত্যি খারাপের দিকে এগিয়ে যেত ।

লুইস ভেসফরগেস হেসে বললেন ঠিক সময়ে আপনার কাছে পৌঁছোতে পেরেছি বলে নিজেকে আনন্দিত বোধ করছি ।

এক ব্রিটিশ দম্পতি এগিয়ে এসেছেন ।

ইতালির অ্যাম্বাসাডর বললেন- আমি একটু ওদিকে যাচ্ছি, কেমন?

-পুলিশ আসার পরে আপনি চলে গেলেন কেন? ম্যারি জানতে চাইলেন।

ভদ্রলোক জবাব দিলেন রোমানিও পুলিশের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে কী লাভ? তারা যেকোনো মানুষকে গ্রেপ্তার করতে পারলেই খুশি।

কথা এগিয়ে চলেছে। অনেক বিখ্যাত মানুষদের সঙ্গে দেখা হল। রাতের বয়স বাড়তে থাকল।

অতিথিরা একে একে হলঘর পূর্ণ করছেন।

.

এডওয়ার্ড, তোমার কথা মনে পড়ছে। ওই ফরাসি ডাক্তারের সাথে তোমার চরিত্রের মিল আছে। উনি আমার জন্য যা করেছেন, আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। এখানে বড় একা লাগে। মাইক শ্লেট আমাকে আরও সমস্যায় ফেলতে চাইছেন। উনি চাইছেন, আমি যেন স্বদেশভূমিতে ফিরে যাই। কিন্তু এই কঠিন চ্যালেঞ্জটা আমাকে গ্রহণ করতেই হবে। তোমার সাহায্য সব সময় দরকার। শুভ রাত্রি, প্রিয়তম আমার।

.

পরের দিন সকালবেলা। ম্যারি স্টানটন রজার্সকে ফোন করলেন। স্টানের গলা পেয়ে ভালো লাগল তার।

-আপনার জন্য ভালো খবর আছে, স্টানটন রজার্স জবাব দিলেন। হানা মারফির ব্যাপারটা এখানে সব খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। আপনি একটা দারুণ কাজ করেছেন।

-আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্টান।

-ম্যারি, অপহরণের ব্যাপারটা বলবেন কী?

-আমি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি, তারা পুলিশপ্রধানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো সূত্র পাওয়া যায়নি।

-মাইক শ্লেট কি এ ব্যাপারে আপনাকে সাবধান করেনি?

-মাইক শ্লেট? হ্যাঁ, উনি আমাকে বারণ করেছিলেন।

কিন্তু মাইক শ্লেট আমাকে আমেরিকাতে ফিরতে বলেছেন। এ কথাটা আমি জানাব কী? পরক্ষণেই ম্যারির মনে হল, না, এ ব্যাপারটা আগে নিজেকেই সমাধান করতে হবে।

মনে রাখবেন, আমি সব সময় আপনাকে সাহায্য করার জন্য উদগ্রীব।

ম্যারি বললেন আমি তা জানি বন্ধু।

টেলিফোন সম্ভাষণ শেষ হয়ে গেল।

আমাদের একটা সমস্যা হচ্ছে, এমবাসি থেকে সব খবর বেরিয়ে যাচ্ছে। ম্যারি এবং মাইক স্লেট কফির টেবিলে বসে আলোচনা করছিলেন।

ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

-হ্যাঁ, আমাদের বাণিজ্য উপদেষ্টার সাথে রোমানীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর গোপন বৈঠক হয়েছে।- আমি জানি, এ ব্যাপারটা গত সপ্তাহে আলোচনা করেছিলাম।

হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, আমাদের বাণিজ্য সচিব কোনো ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন। আপনি এ সমস্যার সমাধান কী করে করবেন?

-এই মুহূর্তে কিছুই বুঝতে পারছি না। ভবিষ্যতে ভাবতে হবে।

হা, নতুন কিছু প্রস্তাব দেবার চেষ্টা করুন। না হলে কিন্তু আরও বেশি সমস্যা হবে।

ম্যারি একমুহূর্ত ভেবে বললেন আমার মনে হয়, কোনো একজন সদস্য এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত আছেন, কিন্তু কে তিনি?

একজন নয়, একাধিক জন, শেষ অধিবেশনটা বাবল রুমে হয়েছিল। সেখান থেকে খবর বাইরে বেরোনো সম্ভব নয়।

ম্যারি অবাক হয়ে তাকালেন। আটজন মানুষকে ওই আলোচনা সভায় যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তারা সকলেই এমব্যাসির বিশিষ্ট পদাধিকারী।

—কারও সঙ্গে হয়তো ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি ছিল। হয়তো একটা টেপরেকর্ডার। আপনি বাবল রুমে আর একটা অধিবেশন ডাকুন। আজই সকালবেলা। ওই আটজনকে আবার ডাকা হবে। তখনই আমরা দেখব কে দোষী মানুষ।

আটজন হাজির হয়েছেন বাবল রুমে। ছিলেন এডি মালজ, তিনি হলেন রাজনৈতিক উপদেষ্টা, সিআইএ-র এজেন্ট হিসেবেও কাজ করেছেন। যোগ দিয়েছেন প্যাট্রিসিয়া হ্যাটফিল্ড, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। জেরি ডেভিস, যিনি জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করেন। ডেভিস ভিক্টর, বাণিজ্য উপদেষ্টা। লুকাস জাংকু, প্রশাসনিক উপদেষ্টা এবং কর্নেল উইলিয়াম ম্যাককিনি।

ম্যারি টেবিলের একদিকে বসে আছেন। মাইক শ্লেট উলটোদিকে।

ম্যারি ডেভিড ভিক্টরের দিকে তাকিয়ে বললেন— ভিক্টর, রোমানীয় মন্ত্রীর সঙ্গে কেমন বৈঠক হল?

বাণিজ্য উপদেষ্টা মাথা নেড়ে বললেন— না, ব্যাপারটা খুব একটা ভালো হয়নি। আমি নতুন প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু সেই প্রস্তাবগুলি মানা হবে কিনা বুঝতে পারছি না।

মাইক বললেন— হয়তো মানা হবে।

-আপনি কী বলতে চাইছেন?

-আমি এই ঘরে উপস্থিত কোনো মানুষের মন পড়তে পারছি।

তিনি একটা লাল টেলিফোন টেবিলের ওপর রাখলেন।

একটু বাদে দরজাটা খুলে গেল, সাদা পোশাক পরা এক ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন। তার হাতে একটি কালো রঙের বাক্স আছে।

এডি মালজ বললেন- এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন। এখানে কাউকে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয় না।

ম্যারি জবাব দিলেন-আমাদের একটা সমস্যা হয়েছে। ওই ভদ্রলোক সমস্যার সমাধান করবেন।

-হ্যাঁ, আপনারা কেউ উঠবেন না। যে যেখানে আছেন, বসে থাকবেন। ওই ভদ্রলোক বললেন।

তিনি মাইক শ্লেটের দিকে এগিয়ে গেলেন। মাইক শ্লেটের কাছে বাক্সটা ধরলেন। বাক্সতে । একটা তীর চিহ্ন শূন্যে পৌঁছে গেল। তিনি এলেন প্যাট্রিসিয়া হ্যাটফিল্ডের কাছে। সূচকটা স্থির হয়ে আছে। পরবর্তী গন্তব্য এডি মালজ, তারপর জেরি ডেভিস এবং লুকাস জাং। কাটাটা একদম নড়ছে না। এবারে এলেন ডেভিস ভিক্টরের কাছে। অবশেষে কর্নেল ম্যাককিনি। কোনো জায়গাতেই কাটাটা সামান্যতম নড়ল না।

শেষ পর্যন্ত ম্যারি, তার কাছে আসা মাত্র কাটাটা অতি দ্রুত সঞ্চালিত হতে শুরু করল।

মাইক প্লেট বললেন বুঝতে পারছি না। তিনি ম্যারির কাছে এগিয়ে এলেন।
টেকনিসিয়ানের কাছে জানতে চাইলেন- আপনি কি ঠিক বলছেন?

ম্যারি অবাক হয়ে গেছেন।

মাইক অনুরোধ করলেন- এখনই এই অধিবেশনটা ভেঙে দিতে হবে।

ম্যারি সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন- আজকের মতো ধন্যবাদ, কেমন? মাইক

ওই টেকনিসিয়ানকে বললেন, আপনি এখানে থাকুন।

সকলে ঘর থেকে চলে গেছেন। মাইক জানতে চাইলেন- আপনি কি আসল বস্তুটা বের
করতে পারবেন।

অবশ্যই, আমি পারব।

কালো বাক্সটা নিয়ে তিনি সামনে এগিয়ে এলেন। ম্যারির শরীরের থেকে কয়েক ইঞ্চি
দূরে। ধীরে ধীরে ম্যারির পায়ের দিকে এগিয়ে গেলেন। দেখা গেল ওই সূচকটা অত্যন্ত
দ্রুত ঘুরতে শুরু করেছে।

ভদ্রলোক বললেন আপনার জুতোর মধ্যে।

ম্যারি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন আপনার ভুল হচ্ছে। এই জুতো দুটো আমি ওয়াশিংটন থেকে কিনেছি।

মাইক বললেন- জুতোগুলো খুলবেন কী?

-আমি,... গোটা ব্যাপারটা কেমন হাস্যস্পদ বলে মনে হচ্ছে। কেউ হয়তো আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে। অথবা এটা কি মাইক শ্লেটের কোনো একটা ষড়যন্ত্র? মাইক শ্লেট হয়তো ওয়াশিংটনের কাছে রিপোর্ট পাঠাবেন যে, ম্যারি স্পাইয়ের কাজ করছেন। সমস্ত খবর শত্রু শিবিরে পৌঁছে দিচ্ছেন।

জুতো খোলা হল। মাইকের হাতে তুলে দেওয়া হল।

-এটা কি একটা নতুন হিল?

না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, কারমানকে উনি বলেছিলেন, তুমি কি এই জুতোটা একজন মুচির কাছে নিয়ে যাবে? জুতোটা সারাতে হবে।

মাইক হিলটা ভেঙে দিলেন। একটা ছোট টেপারেকর্ডার পাওয়া গেল।

-আমরা আমাদের স্পাইকে ধরতে পেরেছি। মাইক শুকনো মুখে বললেন।

-এই হিলটা কোথা থেকে এনেছেন?

-আমি জানি না, এই ব্যাপারটা আমি আমার পরিচারকের ওপর তুলে দিয়েছিলাম।
মাইক হাসতে হাসতে বললেন- ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর, খুব ভালো উত্তর দিয়েছেন।

ম্যারির জন্য একটা টেলেক্স আমাদের বৈদেশিক দপ্তর আপনার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন।
আগামীকাল সরকারি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে। অনেক ধন্যবাদ। স্টানটন রজার্স।

মাইক টেলেক্সটা পড়লেন।

-খবরটা ভালো। এবার আমরা আসল জায়গায় পৌঁছাতে পারব। নেগুলেসকোর সাথে
কথা বলতে হবে। নেগুলোসকো হলেন রোমানিয়ার অর্থমন্ত্রী।

কালকের আগে এই ঘোষণাটা হবে না। ম্যারি বললেন, তিনি বসে থাকলেন। মাথায়
নানা চিন্তা। বুঝতে পারছেন না, এখন কী করবেন।

দু ঘণ্টা কেটে গেছে। ম্যারি পৌঁছে গেছেন রোমানিয়ার অর্থমন্ত্রীর অফিসে।

-আমাদের জন্য ভালো খবর আছে কী?

-ঠিক বুঝতে পারছি না।

-কেন? আমি তো জানি একটা ভালো খবর আসছে।

ম্যারির দীর্ঘশ্বাস- আমিও তাই জানি মাননীয় মন্ত্রী।

কী হয়েছে? খারাপ কিছু?

ম্যারি কাঁধ ঝকানি দিয়ে বললেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আমি আমাদের প্রেসিডেন্টের কাছে শপথ করেছি, ভদ্রলোক বলতে বলতে থেমে গেলেন। তিনি ম্যারির দিকে তাকালেন। কঠিন কণ্ঠস্বরে বললেন- প্রেসিডেন্ট আওনেস্কু কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করবেন না।

ম্যারি জবাব দিলেন আমি আপনাকে নিরাশ করতে চাইছি মাননীয় মন্ত্রী। সেনেটররা বোধহয় এই ব্যাপারটা নিয়ে আর উৎসাহী নন, বিশেষ করে সেনেটর মরমোন।

নেগুলেসকোর কণ্ঠস্বরে হতাশা- তিনি বললেন তার মানে? অর্থমন্ত্রীর সাহায্য পাব না? কিন্তু ম্যাডাম অ্যান্ডারসন, রোমানিয়াকে এই সাহায্যটা করতেই হবে। এখানে চার্চের কোনো কর্তৃত্ব নেই। এখানে আমরা অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করি। তবে আমরা চার্চকে ভালোবাসি।

তিনি আবার বললেন- ম্যাডাম অ্যান্ডারসন। আপনি অনুগ্রহ করে এটা করার চেষ্টা করুন। টাকাটা আমাদের খুবই দরকার।

ম্যারি তাকালেন তার চোখের দিকে এবং বললেন- মিনিস্টার নেগুলেসকো, আমি বলতে পারছি না, আজ বিকেলে জানতে পারব।

ম্যারি ডেস্কে বসেছিলেন। ফোনের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। দুটো বেজে তিরিশ মিনিটে নেগুলেসকো ফোন করলেন ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর, সাংঘাতিক ভালো খবর। চার্চ আমাদের ওপর কর্তৃত্ব ছেড়ে দিয়েছে। আপনি কি কোনো ভালো খবর শোনাবেন?

ম্যারি আরও এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে বললেন স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে এইমাত্র একটা টেলিগ্রাম এসেছে। আপনাদের টাকাটা মঞ্জুর করা হয়েছে।

২৩.

ডাঃ লুইস ভেসফরগেসকে ম্যারির মনে পড়ছে- ভদ্রলোক আমার জীবন বাঁচিয়েছেন। কিন্তু তারপর কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেছেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে আর দেখা হচ্ছে না কেন?

ম্যারি আমেরিকান ডলার শপে গেলেন। রুপোর একটা পাত্র কিনলেন। সেটা ফরাসি। দূতাবাসে পাঠিয়ে দিলেন। বলা হল, এটি যেন ডাঃ ভেসফরগেসকে দেওয়া হয়।

সেই সন্কেবেলা ডরোথি স্টোন ফোন করলেন- ডাঃ ভেসফরগেস নামে এক ভদ্রলোক । আপনাকে চাইছেন । আপনি কি কথা বলবেন?

ম্যারি হেসে বললেন- হ্যাঁ, তারপর বললেন, শুভ সন্ধ্যা ।

শুভ সন্ধ্যা ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর, আপনার অসাধারণ উপহারের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।

-না, এটা আর কী এমন অসাধারণ?

দুজনের মধ্যে কিছু অন্তরঙ্গ কথাবার্তা হল । তারপর? ডিনারের নিমন্ত্রণ । কখন? দারু রেস্টুরেন্টে ।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন- আপনি ছেলেমেয়েকে নিয়ে আসবেন তো?

না, শনিবার রাতে ওরা ব্যস্ত থাকবে ।

ফোনটা নামিয়ে রাখতে রাখতে ম্যারি ভাবলেন, এত ছোট ব্যাপারে আমি মিথ্যে কথা বললাম কেন?

.

সুইজ দূতাবাসে ককটেল পার্টি । প্রেসিডেন্ট আলেকজানড্রোস নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন ।

ম্যারিকে দেখে তিনি কাছে এগিয়ে এলেন। বললেন- শুভ সন্ধ্যা, ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর।
হাতে হাত রাখলেন, তারপর বললেন, আপনার দেশ টাকাটা মঞ্জুর করেছে। আমি
অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

-আপনাদের চার্চের দল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করবে। ব্যাপারটা খুবই ভালো, তাই
নয় কী?

রোমানিয়ার বাসিন্দারা বন্দি নন। তারা যেখানে খুশি যেতে পারেন। আমার দেশকে
আপনি সামাজিক সুরক্ষা এবং গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার প্রতীক ধরতে পারেন।

ম্যারির হঠাৎ মনে পড়ে গেল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের বিষণ্ণ মুখের মিছিলের
কথা। এয়ারপোর্টে অসংখ্য মানুষের ভিড়। কত উদ্বাস্তু দেশ ছাড়তে চাইছে।

এখানকার সমস্ত ক্ষমতা জনগণের হাতে দেওয়া হয়েছে।

ম্যারির মনে পড়ে গেল, রোমানিয়াতে এমন অনেক জায়গা আছে, যেখানে বিদেশিদের
টোকার অনুমতি দেওয়া হয় না।

ম্যারি বললেন- আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি মিঃ প্রেসিডেন্ট, হাজার হাজার ইহুদি
রোমানিয়া ছাড়তে চাইছেন। কিন্তু সরকার তাদের ভিসা দিচ্ছেন না।

-ওঁরা হলেন বিক্ষুব্ধবাদী, ওঁরা সব সময় গোলমাল করার চেষ্টা করেন। তাই ওঁদের
ওপর কড়া নজর রাখতে হয়েছে। তিনি আরও বলতে থাকলেন, ১৯৬৭ সালে আরব

ইজরায়েলের যুদ্ধ হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলো ইজরায়েলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। কিন্তু আমরাই একমাত্র ওই দেশের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছি।

ম্যারি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তাকে থামিয়ে দিয়ে মিঃ প্রেসিডেন্ট বললেন আপনি এই মদিরাটা পান করতে পারেন, আপনাকে এটা আনন্দ এবং উদ্দীপনা দেবে।

ডঃ লুইস ম্যারিকে তুলে নেবার কথা বলেছিলেন। কিন্তু ম্যারি চাইলেন ফ্লোরিয়েনকে সঙ্গী করে দারু রেস্টুরেন্টে পৌঁছে যাবেন। ফোন করে জানালেন, একটু দেরি হতে পারে।

ম্যারিকে এমবাসিতে ফিরতে হল। প্রেসিডেন্টের সাথে যে কথা বলেছিলেন, সেই সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করলেন।

কিন্তু অফিসে গিয়ে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। মনে হল, কেউ বোধহয় তার মুখের ওপর লাল রং ছড়িয়ে দিয়েছে। ছুটে এলেন রিসেপশন ডেস্কের কাছে।

প্রহরীকে ডেকে বললেন- গানি, আমার অফিসে বাইরের কেউ ঢুকেছিল?

-না, ম্যাডাম। কেউ তো ঢোকেনি?

-দেখি তোমার রোজকার শিটটা।

-দেখুন।

প্রহরী আগন্তুকদের তালিকাটা ম্যারির হাতে তুলে দিলেন। সব কিছু খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন ম্যারি। সাড়ে পাঁচটার সময় ম্যারি অফিস থেকে চলে গিয়েছিলেন। অনেকগুলো নাম রয়েছে।

ম্যারি মেরিন গার্ডের মুখের দিকে তাকালেন- সকলকে কি ঠিক মতো দেখাশোনা করা হয়েছে?

ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর, সঙ্গে প্রহরী না থাকলে কাউকে ওপরে ওঠার অনুমতি দেওয়া হয় না। কিছু ভুল হয়েছে কী?

ম্যারি বললেন- তুমি তাড়াতাড়ি আমার অফিসে কাউকে পাঠাও। দেখবে, লাল অক্ষরে কী লেখা আছে। লেখা আছে, যদি মরতে না চাও, তাহলে এখনই দেশে ফিরে যাও!

.

লুইস ম্যারির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ম্যারি এলেন এবং বললেন, দেরি হওয়ার জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি।

-ঠিকই আছে, আপনার সংবাদ আমি পেয়েছি।

এবার ডিনার শুরু হবে।

ডাক্তারবাবু জানতে চাইলেন ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর, সবকিছু ঠিক আছে তো?

ম্যারি কষ্টের হাসি হেসে বললেন- হ্যাঁ, আমি ভালো আছি। চোখ বন্ধ করলেন, মনে পড়ে গেল- মরতে যদি না চাও তাহলে দেশে ফিরে যাও।

স্কচে ঠোঁট ছোঁয়ালেন তিনি। মনে হল, শরীর এবং মন, দুই-ই বোধহয় শান্ত হবে।

ডাক্তার একটির পর একটি পেগের অর্ডার দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন একজন অ্যাম্বাসাডরের জীবনে কত ঝা এবং সংকট। আপনি কীভাবে সব সামলাচ্ছেন?

ম্যারি বললেন- আপনার কথা বলুন?

-আমি আর কী বলব?

-আপনি আলজিরিয়াতে ছিলেন? যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন?

-হ্যাঁ, প্রত্যেকের জীবনে এমন কিছু সময় আসে। ওখানে সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলা করতে হয়েছিল।

এই ভদ্রলোকের সাথে এডওয়ার্ডের অনেক মিল আছে। ম্যারি ভাবলেন, এডওয়ার্ড নিজের বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে থাকতে ভালোবাসতেন।

ভদ্রলোক বলেই চলেছেন যাদের সঙ্গে আমরা লড়াই করতাম, তাদেরও বাড়িতে স্ত্রী-সন্তান আছে। খারাপ লাগত, কিন্তু কী করব?

এক বোতল ওয়াইন আনা হল। খেতে খেতে গল্প হচ্ছে। লাল লেখাটার কথা ম্যারি ভুলেই গেছেন। ভদ্রলোকের কথার মধ্যে কৌতুক আছে। ম্যারির মনে হল, তিনি বোধহয় কানসাসের শহরে ফিরে গেছেন। কিন্তু এই ভদ্রলোক যেখানে জন্মেছিলেন, সেখান থেকে কানসাসের দূরত্ব কম করে পাঁচ হাজার মাইল। তবে আমাদের পটভূমি এত এক কেন? ডাক্তারবাবুর বাবা ছিলেন একজন কৃষক। তিনি লুইসকে প্যারিসের মেডিকেল স্কুলে পাঠিয়ে ছিলেন।

আমার বাবার কথা খুবই মনে পড়ে ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর।

—ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর বলে আমায় ডাকবেন না তো।

—মিসেস অ্যাসলে?

না, শুধু ম্যারি।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ম্যারি।

মুখে হাসি— স্বাগতম লুইস।

ব্যক্তিগত জীবনের কিছু কথা হল। ফেলে আসা দিনযাপনের স্মৃতি।

ডাক্তারবাবু জানালেন- আমাকে যখন সুযোগ দেওয়া হল, ভাবলাম, রোমানিয়া ঘুরে আসি। এই দেশ সম্পর্কে আমার খুব একটা ভালো ধারণা ছিল না।

-কেন?

-না, এখানকার বাসিন্দারা খুবই ভালো। কিন্তু সরকার বড় কড়া, স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার পর্যন্ত দেওয়া হয় না। এখানকার মানুষ ক্রীতদাসের জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। সারা দিন কাজ করতে হয়। কিন্তু বিনোদনের ব্যবস্থা নেই। আমি তাই ফ্রান্সে ফেরার জন্য উদগ্রীব।

ম্যারি বললেন- অনেকে চাইছেন, আমি দেশে ফিরে যাই।

-কেন?

ম্যারি সব কথা বলেছিলেন, এমন কি লাল সাবধানবাণী।

লুইস বললেন- সে কী! কে করেছে এ সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা আছে?

-না।

লুইস বললেন- আমি একটা কথা বলব? আপনাকে আমার খুব ভালো লাগে বলে বলছি। আসলে কী হয়েছে...এখানে আপনি এমন একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন, যাতে মনে হতেই পারে, আপনার দেশটা খুবই সুন্দর। আপনি থাকবেন, ভয় পাবেন না।
কেমন?

ম্যারির মনে হল, উনি এডওয়ার্ডের মতো কথা বলেছেন।

ম্যারি বিছানাতে শুয়ে আছেন, ঘুমোতে পারছেন না। লুইসের কথা মনে পড়ছে। কিন্তু ম্যারি কি সত্যি এদেশে থাকতে পারবেন?

অন্ধকারের মধ্যে ম্যারি খোলা চোখে তাকিয়ে থাকলেন। ভীতা এবং সন্ত্রস্ত হয়ে।

পরের দিন সকালবেলা, মাইক শ্লেট হিসেব করে দু কাপ কফি নিয়ে এসেছেন। দেওয়ালটা পরীক্ষার করে দেওয়া হয়েছে।

-আমি শুনেছি, আপনার দেওয়ালে কিছু লেখা ছিল। কে লিখেছে ধরতে পারছেন

না, আমি অতিথিদের তালিকা দেখেছি। সকলেরই পরিচয় আছে।

-তাহলে? লুকিয়ে এখানে কেউ ঢুকেছিল?

-হ্যাঁ, প্রহরীদের চোখ এড়িয়ে।

-এটা কি বিশ্বাস করতে হবে? বিশ্বাস না করে উপায় কী?

-লেখাটা আসলে কী?

মরতে না চাইলে দেশে ফিরে যাও । কে বা কারা আমাকে হত্যা করতে চাইছে?

-আমি কিছুই বলতে পারছি না ।

মিঃ শ্লেট, একটা কথা বলবেন, সত্যি আমার কোনো বিপদ হবে কী?

-ম্যাডাম অ্যাগাসাডর, ওরা আব্রাহাম লিঙ্কনকে হত্যা করেছিল, জন কেনেডি, রবার্ট কেনেডি, মার্টিন লুথার কিং, মারিন গ্রোজা- সবাইকেই মেরে ফেলা হয়েছে। সুতরাং আপনার জীবনটাও খুব একটা নিরাপদ নয় ।

কিন্তু, তুমি কোথাও যেও না, ভয় পেও না, ডাক্তারের এই শব্দগুলো ম্যারিকে তখন আশ্বস্ত করেছে ।

৫. অধিবেশনে ব্যস্ত

২৪.

পরের দিন সকালবেলা, আটটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ম্যারি একটা অধিবেশনে ব্যস্ত আছেন। ডরোথি স্টোন দরজা খুললেন। বললেন- আপনার ছেলেমেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে।

ম্যারি লাফিয়ে উঠলেন- হায় ঈশ্বর! একী বলছেন?

-লিমুজিন অ্যালার্ম শোনা গেছে। চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়েছে।

ম্যারি ছুটতে ছুটতে করিডর দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সকলেই তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন। কর্নেল ম্যাককিনিকে দেখা গেল, মাইক্রোফোনে কথা বলছেন।

উনি বললেন আমি অ্যান্ডারসনকে জানিয়ে দিয়েছি।

কী হয়েছে? আমার ছেলেমেয়ে কোথায়?

কর্নেল বললেন- তারা ভালোই আছে, ম্যাডাম। একজন অসাবধান বশত এমার্জেন্সি সুইচে হাত দিয়েছিল। আলো জ্বলে উঠেছিল। এস ও এস ঘোষণা করতে শুরু করে, দুঃসংবাদ। ড্রাইভার দুটো ব্লক এগিয়ে যায়। চারটে পুলিশ কার সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ করতে শুরু করে। সাইরেন বেজে যায়।

ম্যারির মনে হল, হয়, তাহলে এটা নেহাতই একটা দুর্ঘটনা। ম্যারি বুঝতে পারলেন, ছেলেমেয়েকে তিনি কতখানি ভালোবাসেন।

সেই সন্ধ্যায় ম্যারি ছেলেমেয়ের সঙ্গে অনেকদিন পর সময় কাটিয়েছিলেন। এখন থেকে আরও বেশি সময় ওদেরকে দিতেই হবে, এমন একটা শপথ নিলেন তিনি।

তাদের নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন- সত্যি, এদের কোনো বিপদ আছে। কী? কে বা কারা আমার ক্ষতি করতে চাইছে? এই প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক উত্তর তিনি পেলেন না।

তিনদিন কেটে গেছে, ম্যারি আরও একবার ডাঃ লুইস ভেসফরগেসের সাথে ডিনার সেরেছেন। এখন সম্পর্ক অনেক সহজ আর স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

কত সুন্দরভাবে তারা পরস্পরকে ছোট্ট নামে ডাকছেন।

তাঁরা রেসিডেন্সে পৌঁছে গেলেন। ম্যারি জানতে চাইলেন- আপনি কি ভেতরে আসবেন?

ভদ্রলোক ভেতরে এলেন। ম্যারি ছেলেমেয়েদের সাথে লুইসের পরিচয় করালেন।

লুইস বেথকে কোলে তুলে নিলেন। বললেন, আমার একটি মেয়ে আছে, তোমার থেকে তিন বছরের মতো ছোটো। আর একটি তোমার মতো। মনে হচ্ছে, তোমরা সকলে একই সঙ্গে সুন্দরী হয়ে উঠবে।

বেথ হেসে বলল- তারা কোথায়?

ম্যারি বললেন- তোমরা কি হটস চকোলেট খাবে?

ছেলেমেয়েরা লুইসের সঙ্গে খেলায় মেতে উঠেছে। ম্যারি অবাক চোখে তাকালেন, এই ভদ্রলোককে বিশ্বাস করা যায়। এক মুহূর্তের মধ্যে পরিবারের বাতাবরণটাকে পালটে দিয়েছেন।

মাঝরাত হয়ে গেছে। ম্যারি ঘড়ির দিকে তাকালেন এবার তোমাদের শুতে যেতে হবে। যাও, সকালে স্কুল আছে।

টিম লুইসের কাছে গিয়ে বলল- কাকু, তুমি আবার আসবে তো?

-হ্যাঁ, তোমার মা ডাকলেই আমি আসব।

টিম ম্যারির দিকে তাকিয়ে বলল- মম, তুমি কবে আবার কাকুকে ডাকবে?

ম্যারি হাসলেন। বললেন- শিগগিরি।

ম্যারি লুইসকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন । হাতে হাত দিলেন ।

-এই সন্ধ্যাটা ভালোই কাটল, ভাষায় বলতে পারব না ।

আমিও খুব খুশি হয়েছি ।

শুভরাত মারি ।

সকাল হয়েছে, ম্যারি হেঁটে অফিসে গেলেন । দেখলেন, দেওয়াল রং করে দেওয়া হয়েছে । মাইক শ্লেট দু কাপ কফি নিয়ে বসে আছেন ।

শুভ সকাল ।

আবার কেউ কি দেওয়ালের ওপর লিখেছিল?

কী লিখেছিল ।

-বলতেই হবে । লেখা ছিল, এখনই চলে যাও, নয়তো মরতে হবে ।

ম্যারি চেয়ারে বসে পড়লেন- আমি বুঝতে পারছি না, কীভাবে এই লেখাগুলো সম্ভব হচ্ছে?

মাইক জবাব দিলেন- মনে হয় কোনো দল এই ষড়যন্ত্রটা করছে।

-কী করে? মেরিনগার্ড সব সময় পাহারা দেয়। সারারাত তাদের পাহারা চলে। অথচ, আততায়ী আসছে কী করে?

-ম্যাডাম অ্যান্ড্রাসাডর। কর্নেল ম্যাককিনিকে সব বলা হয়েছে।

-হ্যাঁ, ওঁনার সঙ্গে কথা বলতে হবে।

মাইক শ্লেট অফিস থেকে চলে গেলেন। হঠাৎ ম্যারির মনে হল, মাইকই বোধহয় এই ষড়যন্ত্রের মূলে।

কিন্তু মাইককে অবিশ্বাস করে লাভ কী?

.

কর্নেল ম্যাককিনি বললেন- আমায় বিশ্বাস করুন ম্যাডাম। আমি ঘটনাগুলো শুনে অবাক হয়ে গেছি। প্রহরীর সংখ্যা আরও বাড়ানো হয়েছে। সারারাত সশস্ত্র পাহারা থাকে।

ম্যারি বুঝতে পারলেন, ভেতরের কেউ এই কাজটা করেছে। কিন্তু কে? বিদ্যুৎ চমকের মতো ম্যারির মনে হল কর্নেল ম্যাককিনিকেও আমরা ভেতরের লোক বলতে পারি, তাই না?

.

ম্যারি লুইসকে একটা ছোট ডিনার পার্টিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, নিজের রেসিডেন্সে।
আরও জনাদশেক অতিথিকে বলা হয়েছে। সকলে চলে গেছেন।

লুইস বললেন- আমি কি একবার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলব?

-ওরা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

-আমি ওদের ঘুম ভাঙাব না। ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকব।

ম্যারি লুইসকে সঙ্গে নিয়ে ওপরে চলে গেলেন। লুইস ঘুমন্ত টিমের মুখের দিকে
তাকালেন।

একটু বাদে ম্যারি বললেন- বেথের ঘর এই পাশে।

আর একটা বেডরুম, দরজা খোলা হল। বেথ ঘুমিয়ে আছে। বেডকভারটা কুঁকড়ে গেছে।
লুইস একটু একটু করে সামনে এগিয়ে গেলেন। বেডকভারটা ঠিক করে দিলেন।
অনেকক্ষণ ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

লুইস বললেন- আহা, ভারি সুন্দর ছেলেমেয়ে দুটি!

তারা সামনে দাঁড়ালেন। একে অন্যের দিকে তাকালেন। বাতাস বয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু কী ঘটতে চলেছে?

তারপর, দুটি শরীর, একে অন্যকে তীব্রভাবে আলিঙ্গন করছে। উন্মুখ দুটি ঠোঁট কাছাকাছি চলে এসেছে।

ডাক্তার বললেন আমি এখানে আর আসব না। না, এভাবে আপনাকে আর জ্বালাতন করব না। আমি জানি না, ভবিষ্যতে কী লেখা আছে।

ম্যারি নিরাসক্তভাবে জবাব দিলেন- আমি জানি লুইস, ভবিষ্যতে কী লেখা আছে।

ডেভিড ভিক্টর ম্যারি অফিসে ছুটে এলেন।

খুব খারাপ খবর আছে। প্রেসিডেন্ট আর্জেন্টিনার সঙ্গে একটা চুক্তিপত্রে সই করেছেন। আর্জেন্টিনার সাথে বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্রাজিলের সঙ্গেও সই করা হয়েছে। আমরা এই দুটি চুক্তির ওপর ভীষণভাবে নির্ভর করেছিলাম।

কীভাবে কথাবার্তা হল?

ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেছে। ওয়াশিংটনে টেলেক্স পাঠাতে হবে। আপনার অনুমতি চাই।

-আমি ব্যাপারটা আর একবার ভাবব।

-প্রেসিডেন্ট আওনেস্কু কখনও মত পরিবর্তন করবেন না।

-এত সহজে আমি হাল ছাড়ব না।

তারপর ফোনে ডেরোথিকে ডাকলেন- ডেরোথি, প্রেসিডেন্ট আওনেস্কুর সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করুন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

.

আলেকজানড্রোস ম্যারিকে প্যালেসে নিমন্ত্রণ করলেন। লাঞ্চার আসরে।

ম্যারি ঢুকলেন। প্রেসিডেন্টের চোদো বছরের ছেলে নিকু তাকে অভিনন্দন জানাল।

শুভ সন্ধ্যা, ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর। আমি নিকু। তোমাকে প্যালেসে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

-ধন্যবাদ।

ছেলেটি ভারি ভালো। বয়সের তুলনায় লম্বা, কালো দুটি চোখ, চোখের তারায় দুষ্টুমির ঝিলিক। দেখে মনে হয়, সে বুঝি বড়ো হয়ে গেছে।

-বাবাকে বলছি তুমি এসেছ, কেমন?

ম্যারি এবং আওনেস্কু সামনা সামনি বসেছেন, ডাইনিং রুমে। তারা মাত্র দুজন। ম্যারি ভাবছিলেন প্রেসিডেন্টের স্ত্রী কোথায়? তাকে কোনো অনুষ্ঠানে দেখা যায় না কেন?

প্রেসিডেন্ট ধীরে ধীরে পান করছেন। তার মনটা বিশেষ ভালো নেই। তিনি সিগারেট ধরালেন।

-ছেলেমেয়েদের নিয়ে এদিক-সেদিক বেড়াতে গেছেন?

রোমানিয়া একটা সাংঘাতিক সুন্দর দেশ। আমরা অনেক কিছু দেখেছি। ভদ্রলোকের মুখে আমন্ত্রণী হাসি আরও অনেক কিছু দেখাব। আমি সঙ্গে যাব। আমি জানি, রোমানিয়ার কোন্ কোন্ জিনিস আপনার ভালো লাগবে?

ম্যারি বললেন মিঃ প্রেসিডেন্ট, আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আলোচনা করতে চাইছি।

আওনেস্কু জানেন, কীজন্য ম্যারি এসেছেন। আমেরিকানরা এখানে ভালো ব্যবসা করতে চাইছে। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমেরিকান রাষ্ট্রদূতকে এবার খালি হাতে ফিরতে হবে। খুব খারাপ, আহা, এমন সুন্দরী মহিলা।

-আমি দুই শহরের কথা বলতে চাইছি।

আওনেস্কু জানতে চাইলেন- কী বলতে চাইছেন?

দুই যমজ কন্যা, সানফ্রান্সিসকো আর ওসাকা, লস এঞ্জেলস আর এথেন্স, ওয়াশিংটন আর বেজিং।

-আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

মিঃ প্রেসিডেন্ট, বুখারেস্টকে আমরা কি আমেরিকার কোনো শহরের যমজ শহর করতে পারি না। ভেবে দেখুন তো, তাহলে সারা পৃথিবীর মানুষের চোখ পড়বে এই শহরের ওপর। এমনকি আমাদের প্রেসিডেন্ট এলিসনও খুশি হবেন। ব্যাপারটা খুবই ভালো হবে। তা-ই নয় কি? একবার ভেবে দেখবেন? এর জন্য হয়তো আপনাকে নোবেল পুরস্কারও দেওয়া হতে পারে।

আওনেস্কু বসে আছেন। ভাবতেই পারছেন না। এই প্রস্তাবটা কার্যকরী হলে কী হবে?

তিনি বললেন- ভালোই বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো শহরের অংশীদার। প্রস্তাবটা খুবই ভালো।

-এতে আপনি বিশ্বজোড়া খ্যাতি পাবেন। আপনাকে সবাই জাতীয় বীরের সম্মান দেবে। কানসাস সিটি থেকে একদল আসবেন এই শহর ভ্রমণ করতে।

কানসাস সিটি কেন?

-নিউইয়র্ক অথবা শিকাগো শহরের কথা সবাই জানে। সেখানকার বাণিজ্যিক পরিবেশ আছে। লস এঞ্জেলসের কথা তো আগেই বলেছি। কানসাস সিটি মধ্য আমেরিকায় অবস্থিত। এখানে কৃষকদের সংখ্যা বেশি। এখানকার মানুষ আপনার শহরে আসবে। সাংস্কৃতিক বিনিময় হবে। মিঃ প্রেসিডেন্ট, সকলের মুখে মুখে আপনার নাম ঘুরবে।

প্রেসিডেন্ট বললেন- আপনার ধারণার মধ্যে সত্যি নতুনত্বের ছোঁয়া আছে। কানসাস সিটি-বুখারেস্ট, আহা, ভারি ভালো একটা সমঝোতা।

-বুখারেস্টকে আমরা বড়দি বলব।

বাঃ, প্রস্তাবটা ভেবে দেখতে হবে।

আওনেস্কু প্রস্তাবটা ভাবতে থাকলেন। সকলের মুখে মুখে আমার নাম ছড়িয়ে পড়বে! সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাকে সমঝে চলতে বাধ্য হবে!

কিন্তু আমেরিকা যদি ব্যাপারটা নাকচ করে দেয়?

কখনও করবে না। আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি।

কবে থেকে এটা কার্যকরী হবে?

-যখন ঘোষণা হবে তখন থেকে। আপনি এক মহান রাষ্ট্রনেতা, মিঃ প্রেসিডেন্ট, এই ব্যাপারটা বাস্তবায়িত হলে আপনার সম্মান আরও বেড়ে যাবে।

আওনেস্কু অন্য কথা ভাবছিলেন। তিনি ভাবছিলেন, আমরা দুই যমজ শহরের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়িয়ে তুলব। বলুন তো, কানসাসে কী কী জিনিস পাওয়া যায়?

-অন্যান্য জিনিসের সাথে পাওয়া যায় দানাশস্য আর সয়াবিন।

ডেভিড ভিক্টর জানতে চাইলেন কী করে এটা সম্ভব হল? কী করে ভদ্রলোককে বোকা বানালেন?

ম্যারি বললেন- না, আওনেস্কু অত্যন্ত চালাক মানুষ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আমি কোন্ প্রস্তাব করতে চলেছি। আওনেস্কু এখনই টেলিভিশনে ভাষণ দিচ্ছেন। আপনি কি একবার শুনবেন?

স্টানটন আনন্দে ম্যারিকে ফোন করলেন- আপনি তো আলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়েছেন। কী করে করলেন? আমরা ভেবেছিলাম, এবার হেরে যাব।

ম্যারি বললেন- ভদ্রলোকের ইগোতে আঘাত করে।

-প্রেসিডেন্ট জানতে চেয়েছেন, এর অন্তরালে কোন্ রহস্য কাজ করছে?

-স্টান প্রেসিডেন্টকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন।

-প্রেসিডেন্ট আর আমি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে চিন ভ্রমণে যাব। যদি আমাকে দরকার হয়, তাহলে ফোন করতে ভুলবেন না কিন্তু।

আহা, ভ্রমণটা ভালো হোক। ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা।

সপ্তাহ কেটে যাচ্ছে তুমুল ব্যস্ততার মধ্যে। দেখতে দেখতে নৃত্যরত মার্চ মাস কেটে গেল। এবার সমস্ত দেশে বসন্ত এসেছে। এখন আর গরম জামাকাপড়ে শরীর আচ্ছাদিত করতে হবে না। এখন ফিনফিনে পোশাক পরলেই চলবে। গাছে গাছে ফুল ধরেছে। পার্কগুলো চমৎকার দেখাচ্ছে। জুন মাস এসে গেল।

বুয়েন্স আয়ার্সে এখন শীতকাল, নেউসা মুজে তার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলেন। তখন মধ্যরাত। টেলিফোন চিৎকার করছে। তিনি ফোন ধরে বললেন- কী?

মিস মুনেজ, আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কথা বলছি।

-ইয়া।

আমি কি অ্যাঞ্জেলের সঙ্গে কথা বলব?

অ্যাঞ্জেল এখানে থাকেন না সিনর, আপনি কে?

কনট্রোলার বললেন- আঃ, এই জাতীয় মেয়ের সঙ্গে কাজ করতে হচ্ছে, ভাবতে গেলেই গা-টা ঘিনঘিন করে। হ্যারি লানজের কথা মনে পড়ে গেল।

কনট্রোলার বললেন- অ্যাঞ্জেলকে একটা খবর দেবেন?

-এক মিনিট।

-ফোনটা কেউ ফেলে দিল। শব্দ পাওয়া গেল।

আবার কণ্ঠস্বর- ওকে।

-অ্যাঞ্জেলকে বলুন, বুখারেস্টে একটা কাজ করতে হবে।

-বানডাতে।

-যেসাস! আঃ, এর সাথে কথা বলা মুশকিল।

-বুখারেস্ট, রোমানিয়া। পঞ্চাশ লক্ষ ডলারের একটা কাজ আছে। এই মাসের শেষের দিকে ওঁনাকে বুখারেস্টে আসতে হবে। একুশ দিন সময় আছে। আপনি কি তা শুনতে পাচ্ছেন?

-এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন। আমি সব লিখে নিচ্ছি।

কনট্রোলার সাবধানে অপেক্ষা করলেন।

-ঠিক আছে, পঞ্চাশ লক্ষ ডলারে কটা মাথা কাটতে হবে?

-অনেকগুলো...

.

এমব্যাসির সামনে লম্বা ভিড় ম্যারির মোটেই ভালো লাগে না। মাইক শ্লেটের সঙ্গে তিনি আলোচনা করলেন।

-এই মানুষগুলো মার্কিন দেশে যেতে চাইছেন, আমাদের উচিত সাহায্য করা।

-আওনেস্তুর সঙ্গে কথা বলতে হবে।

-দেখুন কিছু করা যায় কিনা।

.

ম্যারি ডরোথি স্টোনকে বললেন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একটা অ্যাপায়মেন্টের ব্যবস্থা করুন।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। ম্যারির অফিসে সেক্রেটারি পৌঁছে বললেন- ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর, এখন আর দেখা করা যাবে না।

ম্যারি অবাক হয়েছেন কেন?

-আওনেস্কু কারও সঙ্গে দেখা করছেন না। কেউ তার প্রাসাদের কাছাকাছি আসতে পারছে না।

ম্যারি বসে রইলেন। তার মানে? একটা মস্ত বড়ো ঘোষণা করা হবে? সামরিক অভ্যুত্থান? কিছু একটা ঘটতে চলেছে কী?

তিনি বললেন- ডরোথি আরও একবার চেষ্টা করুন তো।

তার মানে? অন্য কোনো উপায়ে?

-ভাবতে চেষ্টা করুন, সত্যি সত্যি ওখানে কোনো ঘটনা ঘটছে কিনা।

এক ঘণ্টা কেটে গেছে। ডরোথি রিপোর্ট দিলেন কিছু একটা ঘটবে।

তার মানে?

-আওনেস্কুর ছেলে মৃত্যুশয্যা়।

-নিকুর কী হয়েছে?

-তাকে বিষ দিয়ে মারা হচ্ছে।

ম্যারি শান্ত হয়ে জানতে চাইলেন তার মানে? এখনকার কোনো দুরারোগ্য ব্যাধি?

-না, ম্যাডাম। আপনি কি শুনেছেন পূর্ব জার্মানিতে একটা মারাত্মক ব্যাধি দেখা দিয়েছিল। নিকু সেখানে বেড়াতে গিয়েছিল। কেউ তাকে টিনে ভর্তি খাবার দেয় উপহার হিসেবে। গতকাল সেই খাবারটা নিকু খেয়েছিল।

-অ্যান্টিসিরাম পাওয়া যায় না?

-ইউরোপীয় দেশে ওই সিরাম পাওয়া যায় না।

-তাহলে কী হবে?

ডরোথি অফিস থেকে চলে এলেন, ম্যারি অনেকক্ষণ চেয়ারে বসেছিলেন। হয়তো অনেক দেরি হয়ে গেছে। আহা, নিকুর মুখখানা মনে পড়ল। মাত্র চোদ্দো বছর বয়স, বেথের থেকে এক বছরের বড়ো।

তিনি ইন্টারকমের বোতাম টিপলেন। বললেন, ডরোথি, এখনই জর্জিয়াতে ফোন লাগান তো। ডিজিজ কন্ট্রোলের সাথে কথা বলতে হবে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে লাইন পাওয়া গেল।

-ইয়েস ম্যাডাম অ্যান্টিসিরাম, আমাদের এখানে অ্যান্টিসিরাম আছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তা ব্যবহারের দরকার পড়ে না।

ম্যারি বললেন- আমি মার্কিন দেশে নেই। আমি বুখারেস্টে আছি। সিরামটা এখনই চাই।

কিছুক্ষণের নীরবতা পাঠাতে হবে। কিন্তু ওখানে পৌঁছোবার আগেই বোধহয় আর প্রয়োজন হবে না।

-আমি চেষ্টা করছি, সিরামটা তৈরি রাখুন।

.

দশ মিনিট কেটে গেছে, ম্যারি কথা বললেন এয়ারফোর্স জেনারেলের সঙ্গে, ওয়াশিংটনে।

-গুড মর্নিং ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর, ব্যাপারটা খুবই অবাক লাগছে। আমি এবং আমার স্ত্রী, আমরা দুজনেই আপনার ফ্যান।

জেনারেল, আমার একটা কাজ করে দেবেন?

কী কাজ বলুন।

-কোন্ বিমানটা খুব তাড়াতাড়ি রোমানিয়াতে পৌঁছাতে পারে?

-কী বলছেন?

-আমি চাইছি বুখারেস্টে একটা ওষুধ আনতে।

-দেখছি কী করা যায়।

-কত তাড়াতাড়ি খবর পাব?

-এখনই ডিফেন্স সেক্রেটারির অনুমতি পেতে হবে। আরও কিছু কাজ আছে। সেগুলো করতে সময় লাগবে।

-জেনারেল খুব তাড়াতাড়ি করুন। না হলে কিন্তু আর কাজে লাগবে না। একটি ছেলের জীবন শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে। সেই ছেলেটি হল রোমানিয়ার প্রেসিডেন্টের সন্তান।

বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি সই করব কী করে?

-জেনারেল, যদি ছেলেটি মারা যায়, তাহলে আমি প্রেস কনফারেন্স ডাকব, আমি বলব, আপনার জন্য ছেলেটির মৃত্যু হয়েছে।

-হোয়াইট হাউসের অনুমতি ছাড়া আমি এটা করতে পারি না।

ম্যারি বললেন- ঠিক আছে সিরামটাকে নিয়ে আটলান্টা এয়ারপোর্টে চলে আসুন। প্রত্যেকটা মুহূর্তের দাম আছে।

ফোনটা রেখে দিলেন ম্যারি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন।

.

জেনারেল জুকরের সহকারি বললেন- এটা কী স্যার?

জেনারেল জুকর বললেন- এস আর-৭১ কে তৈরি রাখতে হবে। সিরাম পাঠাতে হবে রোমানিয়াতে।

-কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না।

-এক্ষুনি স্টানটন রজার্সের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে জেনারেল প্রেসিডেন্টের বৈদেশিক উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বললেন।

-ওই ব্যাপারটা এখনই করতে হবে স্যার। করা না হলে ক্ষতি হয়ে যাবে।

স্টানটন রজার্স বললেন- জেনারেল, এস আর-৭১ কতক্ষণের মধ্যে হাতে আসবে?

দশ মিনিটের মধ্যে স্যার।

তাহলে আর দেরি করবেন না।

.

নিকুর স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সে বিছানাতে শুয়ে আছে। তার মুখচোখ বিবর্ণ, তাকে কৃত্রিমভাবে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। ডাক্তাররা বসে আছেন। সংখ্যায় তিনজন।

প্রেসিডেন্ট আওনেষ্টু ছেলের বেডরুমে দাঁড়িয়ে আছেন- কী হচ্ছে?—

আমরা ইউরোপের সমস্ত দেশের সাথে কথা বলেছি। কোথাও অ্যান্টিসিরাম নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কথা বলা যায় না?

একজন ডাক্তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন-ওখান থেকে সিরাম আনতে অনেক দেরি হবে।

আওনেস্কু আবার ছেলের কাছে এগিয়ে গেলেন। মাথায় হাত রাখলেন, ঘাম হচ্ছে।

না, চোখের সামনে ছেলে মারা যাবে। আওনেস্কু কেঁদে ফেলেছেন- আমি কিছুই করতে পারব না?

আটলান্টার ইন্টারন্যাশানাল এয়ারপোর্ট। এয়ারফোর্স লিমুজিন দাঁড়িয়ে ছিল। অ্যান্টিসিরাম আছে বাক্সের মধ্যে, বরফ দিয়ে আচ্ছাদিত। তিন মিনিট, এবার উড়ান পাখি উড়তে শুরু করেছে। এস আর-৭১, এয়ারফোর্সের সবথেকে দ্রুতগামী সুপারসোনিক জেট। শব্দের গতিবেগের চেয়ে তিনগুণ দ্রুত উড়তে পারে। আটলান্টিকের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে। চার হাজার মাইল, দুঘণ্টার মধ্যে পৌঁছাতে হবে।

জেনারেল ম্যাককিনি এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়েছিলেন। অতি দ্রুত গাড়ি এগিয়ে চলল প্রেসিডেন্টের প্যালেসের দিকে।

ম্যারি সারারাত তার অফিসে বসেছিলেন। প্রতি মুহূর্তে রিপোর্ট নিচ্ছিলেন। শেষ রিপোর্ট এল ভোর ছটার সময়।

কর্নেল ম্যাককিনি বললেন- ছেলেটিকে সিরাম দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার বলছেন, ছেলেটি বেঁচে গেল।

-হায় ঈশ্বর, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ!

দুদিন কেটে গেছে, ম্যারির অফিসে একটা হীরের নেকলেস পাঠানো হল। লেখা হল- আপনার এই ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না। আলেকজানড্রোস আওনেস্কু।

হায় ঈশ্বর, ডরোথি এই নেকলেসটা দেখে অবাক হয়ে গেলেন, ডরোথি বললেন- অন্তত পাঁচ লক্ষ ডলার।

ম্যারি বললেন- অবশ্যই, কিন্তু এখনি এটা ফেরত পাঠাতে হবে।

পরদিন সকালবেলা। প্রেসিডেন্ট আওনেস্কু ম্যারিকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

ম্যারি প্রাসাদে গিয়ে বললেন- আমি একবার নিকুর সঙ্গে দেখা কবর।

নিকু বিছানাতে শুয়ে আছে, বই পড়ছে। ম্যারির দিকে সে তাকাল, গুড মর্নিং ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর।

-গুড মর্নিং নিকু।

-বাবার মুখে শুনেছি তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ।

-না, তুমি চোখের সামনে মারা যাবে আর আমি তা দেখব কী করে? তোমার বয়সি একটা মেয়ে আছে আমার। তার নাম বেথ।

বেথকে একদিন নিয়ে আসবে? তার সঙ্গে গল্প করব।

.

প্রেসিডেন্ট আওনেস্কু ম্যারির জন্য একতলায় অপেক্ষা করছিলেন। তিনি বললেন- আপনি আমার উপহার ফেরত পাঠিয়েছেন কেন?

-আপনার ছেলের জীবন বাঁচিয়েছি। এটাকে আমি বাণিজ্য বলে গ্রহণ করতে চাইছি না।

-আপনি আমার ছেলের প্রাণ বাঁচিয়েছেন, আপনাকে কিছু একটা তো আমি দেব।

-কিছু দেবার নেই, ও আমার ছেলের মতো।

আওনেস্কু টেবিলে ঘুমি মেরে বললেন আমি আপনার কাছে কেন ঋণী থাকব? কী দিতে হবে বলুন?

ইয়োর এক্সিলেন্সি, আমি কিছু চাইব না। আমার দুটো ছেলেমেয়ে আছে। বুঝতেই পারছেন তো, আপনার ছেলের অসুখের কথা শুনে আমার মনের অবস্থা কী হয়েছিল।

ভদ্রলোক চোখ বন্ধ করে বললেন- নিকু আমার একমাত্র সন্তান। ওর কিছু হলে...

তিনি আর চোখ খুলতে পারলেন না।

-আমি ওপরে গিয়েছি। ছেলেটি ভালোই আছে। ইয়োর এক্সিলেন্সি, এমব্যাসিতে ফিরতে হবে।

অপেক্ষা করুন। আপনি কোনো কিছু নেবেন না তো?

-না, আমি আগেই বলেছি।

-বেশ। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনি অন্য কিছু চাইছেন কী?

না, কিছুই না।

-কিছু একটা আপনাকে নিতেই হবে। বলুন, কী আপনার ইচ্ছে?

ম্যারি উঠে দাঁড়ালেন, ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালেন। শেষ পর্যন্ত বললেন- আমি চাইছি, রোমানিয়া থেকে ইহুদিদের বাইরে বেরোনোর ওপর যে নিষেধাজ্ঞা আছে তা যেন অবিলম্বে বাতিল করা হয়।

আওনেস্কু চেয়ারে বসে অনেকক্ষণ কথাগুলো ভাবলেন। ডেস্কের ওপর হাত রাখলেন। তারপর বললেন- ঠিক আছে, এই কাজটা করা হবে। আমি ব্যাপারটাকে আরও সহজ করে দেব।

সবাইকার কাছে ঘোষণাটা করা হল। ম্যারি একটা টেলিফোন কল পেলেন, প্রেসিডেন্ট এলিসনের কাছ থেকে।

এলিসন বললেন- আপনি তো একের পর এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটচ্ছেন!

-মিঃ প্রেসিডেন্ট, আমি খুব ভাগ্যবতী।

-আমি চাই, আমার সব কূটনীতিবিশারদেরা যেন এমনই ভাগ্যবান হয়ে ওঠে। আপনাকে আরও একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাকে নির্বাচন করে আমি ঠিক পদক্ষেপ নিয়েছি।

-প্রেসিডেন্ট আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

হ্যারিয়েট ফুগার ম্যারিকে বলেছিলেন- জুলাই মাস এসে গেল, চার তারিখে আমরা একটা পার্টি দেব। বুখারেস্টে যেসব আমেরিকানরা বসবাস করেন, তারা সকলেই পার্টিতে আসবেন।

-হ্যাঁ, ব্যাপারটা খুবই ভালো হবে।

-তাহলে ব্যবস্থা শুরু করা যাক। অনেকগুলো পতাকা লাগবে, বেলুন, অর্কেস্ট্রা।

-শুনতে ভালোই লাগছে, আপনাকে ধন্যবাদ হ্যারিয়েট।

রেসিডেন্সটাও সাজাতে হবে। কিন্তু ম্যারি ভাবলেন, স্বাধীনতা দিবসে আমি দেশে থাকব না। ব্যাপারটা ভাবতেই খারাপ লাগছে।

ফ্লোরেন্স এবং ডগলাস সিফার ম্যারির বাড়িতে এলেন।

-আমরা রোমে এসেছিলাম, তাই ভাবলাম, তোমার সঙ্গে দেখা করে যাই।

ম্যারি জানতে চাইলেন- কী আশ্চর্য, আমি ভাবতেই পারছি না।

-আগামীকাল তোমার কী কাজ?

সিফাররা যখন অটোপেনি এয়ারপোর্টে এলেন, ম্যারি সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন।

দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরলেন।

ফ্লোরেন্স বললেন- তোমাকে দেখতে খুব ভালো লাগছে। অ্যাম্বাসাডর হয়েছে, কিন্তু সেই আগের মতো রয়ে গেছে।

রেসিডেন্স, ম্যারি চারদিকে তাকিয়ে দেখাচ্ছিলেন। যখন প্রথমে এখানে এসেছিলেন, অবাক হয়েছিলেন। চারমাসে সব কিছু পালটে গেছে। মনে হচ্ছে, এই সব অনন্তকাল থাকবে।

ফ্লোরেন্স জানতে চাইলেন- এখানে তুমি থাকো নাকি?

ফ্লোরেন্স বললেন- ভেতরে সুইমিং পুল আছে, থিয়েটার, এক হাজার ঘর, তোমার নিজস্ব বাগান।

.

বিশাল ডাইনিংরুম, তারা সকলে বসেছিলেন। লাঞ্চ খেতে খেতে গল্প হচ্ছে। জাংশন সিটির প্রতিবেশীদের কথা।

-ওদের কথা মনে পড়ে? ডগলাস জানতে চাইলেন।

-হ্যাঁ, ম্যারির মনে পড়ে গেল, যখন তিনি বাড়ি আসতেন, চারপাশে কত নীরবতা এবং শান্তি। বন্ধুরা আসতেন। স্বামীর সঙ্গে কাটানো অন্তরঙ্গ মুহূর্ত। আর এখানে? অফিসে খারাপ কথা লেখা হচ্ছে, হিংসা এবং অন্যায়।

-তুমি কিছু ভাবছ? ফ্লোরেন্স জানতে চাইলেন।

-না, আমি দিবাস্বপ্ন দেখছি। তোমরা ইউরোপে কী করছ?

আমি রোমে একটা সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছি। ডগলাস বললেন।

ফ্লোরেন্স বললেন- বলে যাও, বলে যাও।

ভাবলাম, এত কাছে যখন এসেছি, তোমার সাথে দেখা করে যাই।

-তোমাদের দেখে আমার খুবই ভালো লাগছে।

ফ্লোরেন্স দীর্ঘশ্বাস ফেললেন- আমি ভাবতে পারিনি, তুমি এত বড়ো নামকরা স্টার হয়ে উঠবে।

ম্যারি হাসলেন- ফ্লোরেন্স আমি একজন সামান্য রাষ্ট্রদূত। এতে স্টার হবার কী হল?

না, আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, তোমার ভবিষ্যতে কী লেখা আছে।

-কী লেখা আছে?

জানতে চাইছ?

হ্যাঁ।

-ম্যারি, টাইম-এ গত সপ্তাহে তোমাকে নিয়ে একটা বিরাট আর্টিকেল বেরিয়েছে। তোমার ছবি আর ছেলেমেয়েদের ছবি ছাপা হয়েছে। স্টানটন রজার্স প্রেস কনফারেন্সে তোমার কথা বাববার বলেছেন। তিনি বলেছেন, তুমি হলে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রদূত। এমনকি প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত তোমার প্রশংসা করেছেন। বিশ্বাস করো, এখন আমেরিকার সকলের মুখে তোমার নাম।

-হ্যাঁ, হয়তো তাই। কিন্তু কতদিন আমি আমেরিকাতে যাইনি?

স্টানটনের কথা মনে পড়ে গেল। স্টানটন বলেছিলেন প্রেসিডেন্টের ইচ্ছানুসারে আমরা আপনার একটা সুন্দর ভাবমূর্তি তৈরি করছি।

ম্যারি জানতে চাইলেন- এখানে তোমরা কতদিন থাকবে?

-আমি তো বরাবরের জন্য থাকতে চাইছি। কিন্তু তিনদিনের বেশি থাকা হবে না। এবার বাড়ি ফিরতে হবে।

ডগলাস জানতে চাইলেন- এডওয়ার্ডের কথা মনে পড়ে?

ম্যারি বললেন- প্রত্যেক রাতে এডওয়ার্ডের সাথে কথা বলি আমি। ব্যাপারটা কি অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে?

-না-না, কখনোই নয়।

-আমি চেষ্টা করছি, নিজেকে সামলে নেবার, কেমন?

-তারপর? ফ্লোরেন্স জানতে চাইলেন কারোর সঙ্গে কথা হয়েছে? নতুন কেউ?

ম্যারি হাসলেন-হয়তো, তার সাথে তোমাদের দেখা হবে, আজ রাতে, ডিনারে আসরে।

ডাক্তার লুইস ভেসফরগেসের সাথে সিফারদের বন্ধুত্ব হল। তারা শুনেছিলেন ফরাসিরা আত্মসংযমী কিন্তু নীরব স্বভাবের হয়ে থাকেন। কিন্তু লুইসকে দেখে মনে হল, তিনি বড্ড প্রাণবন্ত এবং ফুর্তিবাজ, ওষুধপত্র নিয়ে দুজনের মধ্যে আলোচনা হল। আহা, বুখারেস্টের বুকে কাটানো একটি স্মরণযোগ্য সন্ধ্যা মনে হল আজ সন্ধ্যায় ম্যারি সব দিক থেকেই সুনিশ্চিত এবং আনন্দ মুখরিতা।

রাত এগারোটা বেজেছে। সিফাররা ওপরতলায় চলে গেলেন। তারা গেস্টরুমে যাবেন। ম্যারি নীচের তলায় বসে আছেন। লুইসকে শুভরাত জানাবেন।

লুইস বললেন- আপনার বন্ধুদের খুব ভালো লেগেছে। আবার ওদের সঙ্গে দেখা হবে, কী?

হ্যাঁ, তারা কদিন এখানে থাকবেন। তারপর কানসাসে চলে যাবেন।

-ম্যারি, আপনিও কি চলে যাবেন?

-না, আমি থাকব।

-ঠিক আছে, আমি এই সপ্তাহের শেষে পাহাড় দেখতে যাব। আপনি কি যাবেন আমার সঙ্গে?

-হ্যাঁ, যাব।

গল্পটা এইভাবে শুরু হয়েছে।

রাতের অন্ধকার ঘনীভূত হয়েছে। ম্যারি শুয়ে আছেন, অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছেন। সে রাতে এডওয়ার্ডের সাথে দেখা হল ম্যারির। ডার্লিং, আমি তোমাকে, সব সময় তোমাকেই ভালোবাসি। কিন্তু তোমাকে বোধহয় আর আমার প্রয়োজন নেই। নতুন একটা জীবন আমি শুরু করতে চলেছি। তুমি আমার এই জীবনের অংশীদার ছিলে, কিন্তু এখানে অন্য একজন এসে গেছে। লুইস, হ্যাঁ, লুইস। লুইস ভালোমানুষ, লুইস শক্তিশালী। লুইসের মনে সাহস আছে। আমাকে বোঝার চেষ্টা করো এডওয়ার্ড।

আশা করি তুমি আমাকে ক্ষমা করবে...।

ম্যারি অনেকক্ষণ বিছানাতে বসে ছিলেন। তারপর বেডসাইড আলোটা জ্বলে দিলেন। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তার অনামিকায় পরা হীরের আংটির দিকে। ধীরে ধীরে আংটিটা আঙুল থেকে খুলে ফেললেন।

এইবার বোধহয়, জীবনের একটি পর্ব শেষ হল, অথবা শুরু হল, কে তা বলতে পারে?

.

সিফারদের নিয়ে ম্যারি বুখারেস্টের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন। দেখলেন ওই দম্পতির চোখে লেগেছে ঔৎসুক্য আর আনন্দ। তিনটে দিন অতি দ্রুত নিষ্কান্ত হয়ে গেল। সিফাররা চলে গেলেন। ম্যারি আবার একা। মনে হল, মন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এই বিদেশে তিনি বোধহয় বিপদগ্রস্ত।

.

সকালে কফি খাচ্ছেন মাইক শ্লেটের সঙ্গে, সারাদিনের কাজ নিয়ে আলোচনা চলেছে।

কফি খাওয়া শেষ হল। মাইক বললেন আমি একটা গুজব শুনতে পাচ্ছি। ম্যা

রি বললেন- আওনেস্ত এবং তাঁর নতুন উপপত্নীর ব্যাপারে। তাই তো?

না, আপনার ব্যাপারে।

কী ধরনের।

-আপনি ডঃ লুইস ভেসফরগেসের প্রতি অনুরক্ত।

ম্যারির কণ্ঠস্বরে রাগ- এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

-ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর, এটা কারোর ব্যক্তিগত ব্যাপার হতে পারে না। আমাদের ওপর একটা নির্দেশনামা জারি করা আছে। বিদেশিদের সাথে আমরা বেশি মেলামেশা করতে পারি না। এই ডাক্তার ভদ্রলোক কিন্তু একজন বিদেশি। শুধু তাই নয়, তিনি শত্রুদের এক এজেন্ট।

ম্যারি কথা বলতে পারছেন না, এটা একেবারে মিথ্যে কথা।

-আপনি কী করে এত খবর রাখলেন?

মাইক বললেন- আপনিও চোখকান খোলা রাখলে জানতে পারতেন।

-ওই ডাক্তার আপনার থেকে দশগুণ ভালো। উনি আলজিরিয়ায় সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। সন্ত্রাসবাদীরা তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেদের হত্যা করেছে।

মাইক হাসতে হাসতে বললেন- বাঃ, মিথ্যেটা বেশ গুছিয়ে বলতে পারেন তো উনি। আমি যতদূর জানি ডাক্তার কোনোদিনই বিয়ে করেননি। সুতরাং সন্তান হবার সম্ভাবনাই নেই।

২৫.

টিমি সোয়ারাতে লাঞ্চ। কার্থেপিয়ান পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাওয়া। সরাইখানার নাম হানটার্স ফ্রাইডে। মধ্যযুগের মদরঙা দেওয়াল।

লুইস বললেন- কেমন লাগছে ম্যারি?

ম্যারির দুচোখে বিস্ময়।

লুইস স্থানীয় মদ নিয়ে বসে আছেন। সাদা ওয়াইন। বাতাসের ভেতর বিশ্বস্ততার সুর ভাসছে। লুইস এবং ম্যারি দুজনেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন।

এমব্যাসি থেকে চলে আসার সময় লুইস বলেছিলেন- ব্যাপারটা গোপন রাখতে পারবেন তো? না হলে আবার সাংবাদিকরা আপনাকে অনুসরণ করবেন।

ম্যারি গোপন রাখার চেষ্টা করেছেন। লুইস ফরাসি দূতাবাসের এক কর্মীর কাছ থেকে গাড়ি নিয়েছেন। কালো-সাদা ডিম আকারের লাইসেন্স প্লেট লাগানো গাড়ি।

ম্যারি জানতেন, এই লাইসেন্স প্লেট থাকলে পুলিশ অযথা গোলমাল করে না। বিদেশিদের এই লাইসেন্স প্লেট দেওয়া হয়, বারো থেকে নম্বরটা শুরু হয়েছে। হলুদ-প্লেট দেওয়া হয় সরকারের আধিকারিকদের জন্য।

লাঞ্চ শেষ হল। গাড়িটা এগিয়ে চলেছে, অসাধারণ পরিবেশ।

লুইস নিজেই চালাচ্ছেন। ম্যারি তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন। মাইক প্লেটের কথাগুলো মনে পড়ছে। উনি শত্রু, দেশের এজেন্ট। মাইক সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা বলেছেন।

মাইক প্লেটের কোনো কথা ম্যারি বিশ্বাস করেন না। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে লুইস কখনোই তার অফিসে ঢুকে পড়তে পারেন না। দেওয়ালে ওই লাল অক্ষরের সংকেতবানী লিখতে পারেন না। অন্য কেউ হয়তো তাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে। না, আমি লুইসকে বিশ্বাস করব। লুইসের মুখের মধ্যে একটা অদ্ভুত আবেগের বিচ্ছুরণ আমি লক্ষ্য করেছি। যখন উনি আমার ছেলেমেয়ের সঙ্গে খেলা করেন, মনে হয় পিতৃসুলভ ভালোবাসা ওঁনার আচরণে জেগে উঠেছে, উনি একজন এতবড়ো অভিনেতা হতেই পারেন না।

বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছে, ওক গাছের সারি। শুস এবং ফারও চোখে পড়ল।

সুইস বললেন- আঃ, শিকারের আদর্শ জায়গা। এখানে বুনো গুয়োরের দেখা পাবেন। নেকড়ে এবং অন্য কিছু কিছু বন্যপ্রাণী।

আমি কখনও শিকারে যাইনি।

-একদিন আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

পথ এগিয়ে গেছে, ছবির মতো, সুইস আল্পসের দিকে। পাহাড়ের চূড়োগুলো কুয়াশা এবং মেঘে ঢাকা। রাস্তার দুপাশে সবুজ উপত্যকা। গোরুর দল নিশ্চিন্তে চড়ে বেড়াচ্ছে। মাথার ওপর ইস্পাতরঙা বরফতৃণ মেঘেদের সমাহার। ম্যারির মনে হল, তিনি বোধহয় মেঘের রাজত্বে চলে যাবেন। আহা, তা হলে কতই না ভালো হত।

সন্ধ্যাবেলা তারা গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেলেন। সিওপ্লিয়া- অসাধারণ মাউনটেন রিসর্ট।

দুজনের জন্য ঘর বুক করা হয়েছে। ঘরটি খুব সুন্দর করে সাজানো। একটা বেডরুম, বাথরুম, টেরেস। যেখান থেকে পাহাড়ের পুরো ছবিটা চোখের তারায় ধরা পড়ে।

লুইস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন- এত সুন্দর প্রকৃতি আমি কখনও দেখিনি।

-সত্যিই তো, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। লুইস ম্যারির দিকে এগিয়ে এলেন যদি আমি শিল্পী হতাম, ক্যানভাসে আপনাকে এঁকে রাখতাম।

ম্যারি ভাবলেন- বয়সটা কমে গেছে, আমি বোধহয় এক সপ্তদশী, জীবনে প্রথমবার প্রেমিকের সাথে মিলিত হচ্ছি।

ম্যারি লুইসের হাতে হাত রাখলেন। দুটি দেহ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। ঠোঁটের সাথে ঠোঁটের আলাপন। দেহের সর্বত্র নিষ্পেশণ। তারপর বোঝা গেল একটা উখিত পুংদণ্ড ম্যারিকে ধীরে ধীরে স্পর্শ করছে। ম্যারি সবকিছু ভুলে গেলেন। অতীত এবং ভবিষ্যৎ। বর্তমানটাই তার কাছে বড়ো হয়ে উঠেছে।

যৌনকাতর অবস্থায় একজন নারী কতদিন থাকতে পারে?

এটা তো জীবনের স্বাভাবিক চাহিদা। মনে হল, এই জীবনে আমি আর একা নই, ম্যারি চাইছিলেন, লুইস তার পুংদণ্ডটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিক। ভেতরে, দুটি শরীর এবং মন সব মিলেমিশে যাক।

বিরাত ডবল বেড। নগ্ন শরীর শুয়ে আছে। আহা, এত আনন্দ, এত সুখ। শেষ অর্দ্ধ মনে হল, হাজার ফুল ফুটে উঠেছে। একবার-দুবার-অসংখ্যবার।

লুইসকে এক অন্য প্রকৃতির প্রেমিক বলা যেতে পারে। আবেগ সম্পৃক্ত এবং আত্মাভিমानी। ম্যারির প্রতি যত্নবান। অনেক-অনেক দিন বাদে ম্যারি তৃপ্ত হয়েছেন, সম্পূর্ণ। এই অবস্থায় শুয়ে শুয়ে তারা স্মৃতিচারণ করছিলেন।

লুইস বললেন- রেনে এবং ছেলেমেয়ের মৃত্যুর পর আমি ভেবেছিলাম, জীবনটা একেবারে ধূসর মরুভূমি হয়ে গেল। শেষ অর্দ্ধ তোমার দেখা পেলাম।

ম্যারি চোখ বন্ধ করে বললেন- হ্যাঁ, আমারও তাই। আমি কীভাবে জীবন কাটিয়েছি, তোমাকে বোঝাতে পারব না। তুমি এলে, তুমি আমার কাছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ। জানো এডওয়ার্ড আমার মাথায় একটা ছাতা ছিল, যখন বৃষ্টি হত, তখন ওই ছাতাটা সে আমার মাথার ওপর ধরত। আর এখন? এখন আমি ভিজতে ভিজতে নিঃশেষ হয়ে গেছি।

ওঁরা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

আবার ভালোবাসার খেলা। ধীরে ধীরে, কোমলভাবে। আগুন জ্বলে উঠেছে। ভারি চমৎকার পরিবেশ!

ব্যাপারটা ভারি সুন্দর! ম্যারি ভাবলেন। সত্যি কি লুইসের সন্তান আর স্ত্রী ছিল? নাকি সবটাই বানানো।

মাইক প্লেটের চালাকি ভরা মুখটা মনে পড়ছে।

লুইস জানতে চাইলেন— তুমি কী ভাবছ?

না, কিছুই না ডার্লিং।

অন্ধকারের দিকটা কি ধীরে ধীরে আমার সামনে ফুটে উঠছে? কেউ আমাকে অপহরণ করতে চেয়েছিল, কে, সেটা না জানা পর্যন্ত আমার ঘুম হচ্ছে না!

.

রাতের আহার, আউটসাইড টেরেসে তারা চলে এলেন। লুইস স্থানীয় মদ খাচ্ছেন।

শনিবার তারা পাহাড়ের একেবারে চূড়ায় চলে গিয়েছিলেন। তারা ফিরলেন, ইনডোর পুলে পাশাপাশি সাঁতার কাটলেন। প্রাইভেট সাওনা আছে। এক জার্মান দম্পতির সাথে আলস্যের ব্রিজ খেললেন। সন্কেবেলা, তারা গেলেন একটা ছোট রেস্টুরেন্টে। পাহাড়ের একপাশে অবস্থিত বিশাল ডাইনিংরুম, খোলা জায়গাতে আগুন জ্বলছে। কাঠের তৈরি

ঝাড়বাতি, টুংটাং শব্দ হচ্ছে। মোমের আলোয় উদ্ভাস, মধ্যযুগীয় পরিবেশ জানালা দিয়ে
তুষার ঢাকা পাহাড়ের ছবি স্পষ্ট চোখে পড়ছে।

.

এবার যাবার সময় হয়েছে।

আবার বাস্তব পৃথিবী, আবার মানুষের লোভ-হিংসা, আবার অপহরণের আশঙ্কা, হয়তো
আবারও দেওয়ালে লেখা থাকবে, বিপদ সংকেত।

.

ফিরতি যাত্রাটাও ছিল মনোরম। আনন্দ, শুধু আনন্দ। লুইস পাশে আছে। আর আমার
ভয় কী?

শেষ পর্যন্ত তারা বুখারেস্ট শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে গেলেন। দুপাশে সূর্যমুখী ফুলের
সমাহার।

ম্যারি ভাবলেন, এইসব ফুলেরা বোধহয় আমাকেই অভিবাদন জানাচ্ছে।

.

বেথ এবং টিম মায়ের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছিল।

বেথ জিজ্ঞাসা করল- মা, তুমি কি লুইসকে বিয়ে করবে?

অযাচিত এবং অভাবিত এই প্রশ্ন।

ম্যারির জবাব দিলেন- আমি ঠিক জানি না।

লুইস আমাদের ড্যাডির মতো নয়। বেথ ধীরে ধীরে বলল। কিন্তু ওঁনাকে আমাদের ভালো লাগে।

ম্যারি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন আমার মনের কথা তোরা বলেছিস।

.

অনেকগুলো লাল গোলাপ এবং ছোট্ট একটি চিরুকুট- অনেক-অনেক ধন্যবাদ।

ম্যারি কার্ডটা পড়লেন। ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না, কে সত্যি আর কে মিথ্যে? তখনই এডি মালজ ঢুকলেন। সেই সিআইএ এজেন্ট ভদ্রলোক।

ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর, আপনার চোখমুখ বলে দিচ্ছে যে, পরিভ্রমণটা চমৎকার ছিল, কী তাই তো?

-অনেক ধন্যবাদ।

তারা বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন।

-কর্নেলের সম্পর্কে বলা যায়, তিনি আমাদের সংস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ আমানত। তার কাজের পদ্ধতি হয়তো আমরা বুঝতে পারব না। কিন্তু তিনি এই কাজে কখনও ব্যর্থ হন না।

-আপনাকে ধন্যবাদ মিঃ মালজ।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। হঠাৎ ম্যারি বললেন আমি কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

-অবশ্যই।

-এটা কিন্তু ব্যক্তিগত।

বলুন না।

-ডঃ লুইস ভেসফরগেসের সম্পর্কে কিছু তথ্য আমায় দিতে পারবেন? ওঁনার সম্পর্কে আপনি কোনো কথা শুনেছেন?

-হ্যাঁ, ম্যাডাম, উনি ফরাসি এমবাসির সঙ্গে যুক্ত আছেন। কীধরনের তথ্য?

-আমি জানতে চাইছি, ডঃ ভেসফরগেসের বিয়ে হয়েছিল কিনা? এটা কি বের করা যাবে?

চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে।

আমাকে ক্ষমা করো লুইস।

মাইক প্লেট ম্যারির অফিসে এলেন- শুভ সকাল।

শুভ সকাল।

কফি খাওয়া শুরু হল। মাইকের আচরণে পরিবর্তন চোখে পড়ছে। বোঝা যাচ্ছে না, তিনি কেন এমন আচরণ করছেন।

আমাদের কিছু সমস্যা আছে। মাইক বললেন।

বাকি সময়টা কেটে গেল সমস্যা সমাধানের আলোচনা করে। রোমানিয়ার কিছু কিছু বাসিন্দা আমেরিকার অভিজাতী হতে চাইছেন। কিন্তু রোমানিয়াতে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে। একজন প্রহরী এক রোমানিয়া মহিলাকে অন্তঃসত্ত্বা করে ফেলেছে। আরও অন্যান্য বিষয়।

অধিবেশন শেষ হল। মাইক বললেন- আজ ব্যালে সম্রাজ্ঞী করিনার নাচ আছে।

ম্যারির নামটা মনে পড়ল।

টিকিট আছে, আপনি কি যাবেন?

-না, ধন্যবাদ মাইক। আগেরবার টিকিট দিয়েছিলেন, সেবারই অপহরণের ঘটনা ঘটেছিল। তাছাড়া আজ সারাদিন ম্যারিকে খুবই ব্যস্ত থাকতে হবে। চিনা দূতাবাসে ডিনারের আমন্ত্রণ আছে। লুইস আসবেন রেসিডেন্স থেকে। না, আজ আমার দম ফেলার সময় নেই।

ডিনারের জন্য ম্যারি পোশাক পরতে ব্যস্ত ছিলেন। ক্লোসেটটা খুললেন, ডিনার গাউন বের করলেন। আঃ, এটা এত নোংরা কেন? কাজের মেয়েটি ভীষণ অসভ্য। সব কাজেই ভুল করে বসে। এটা ছাড়া আমি কোন্টা পরব?

ম্যারি বিছানাতে বসে পড়লেন। আজ রাতে আমার বেরোনো সম্ভব নয়। মিথ্যে কথা বলে শুয়ে থাকতে হবে। কিন্তু ম্যাডাম অ্যান্ডার্সন, কে যেন কানে কানে বলল এই অনুষ্ঠানে আপনাকে যোগ দিতেই হবে। এর সঙ্গে আপনার দেশের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে।

কী করা যায়? চিনা প্রতিনিধি অপেক্ষা করবেন। শেষ পর্যন্ত কী হবে, ম্যারি কিছুই বুঝতে পারছেন না।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। ডিনার ঘোষিত হল। মার্কিন রাষ্ট্রদূত এখনও আসেননি। ব্যাপারটা অপমানের। চিনা প্রতিনিধিদের মুখ লাল হয়েছে। চিনা প্রতিনিধি তাঁর প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটা নোট পাঠিয়ে দেবেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে ফোন করবেন। বলবেন- এটা, কী ধরনের ভদ্রতা?

প্রেসিডেন্ট এলিসন রেগে যাবেন। ব্যাপারটা কোথায় চলে যাবে!

না, আমাকে ওই ডিনারে যেতেই হবে।

.

অনেক পরিচিত মুখের সঙ্গে দেখা হল। কিন্তু কিছুই ভালো লাগল না। ফ্লোরিয়ান ম্যারিকে রেসিডেন্সিতে পৌঁছে দিলেন। ম্যারির মুখ তখনও ঘন মেঘে আচ্ছন্ন।

.

পরের দিন সকালবেলা। ম্যারির মনের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। মাথা ধরেছে। শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে।

সিআইএ এজেন্ট এলেন- আপনার অনুরোধ আমরা রক্ষা করেছি। লুইস ভেসফরগেসের বিয়ে হয়েছিল তেরো বছর আগে। স্ত্রীর নাম রেনে। দুটি মেয়ে দশ এবং বারো। নাম ফিলিপা আর জেনেভিয়ে। আলজিরিয়াতে সন্ত্রাসবাদীরা তাদের হত্যা করেছিল। ডাক্তারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে। আর কোনো খবর?

ম্যারি বলললেন- না, ধন্যবাদ।

কফির আসর। ম্যারি এবং মাইক প্লেট বসে আছেন।

প্রেসিডেন্ট আওনেস্কুর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

ম্যারি বললেন দেখা যাক কী হয়।

সঙ্গে হয়েছে, ম্যারির মনের অবস্থা হঠাৎ খারাপ হয়েছে। ম্যারি লুইসকে ফোনে ডাকলেন। ডিনার খেতে আজ আর যাবেন না।

তার মনে হচ্ছে, একজন আমেরিকান ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে। কিন্তু কেন?

ডরোথি স্টোন ওষুধ পাঠিয়ে দিলেন। তাতে কোনো কাজ হয়নি।

ম্যারির একান্ত সচিব বললেন- ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর, আপনি বাড়ি চলে যান। আপনার শরীর ভালো নয় মনে হচ্ছে।

ম্যারি মুখে হাসি ফোঁটানোর চেষ্টা করলেন- কে বলেছে? আমি তো ভালোই আছি।

এই দিনটা বোধহয় আর শেষ হচ্ছে না। ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করতে হল। রোমানিও সরকারের আধিকারিক, আমেরিকার এক ব্যাঙ্কার, সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আগত একদল প্রতিনিধি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তথ্য সম্প্রচার দপ্তরের লোক, ডাচ দূতাবাসে ডিনার পার্টি। শেষ অব্দি ম্যারি বাড়িতে এলেন।

ঘুমোত পারছেন না। জ্বর এসেছে। আচ্ছন্ন অবস্থায় দুঃস্বপ্নের সমাহার।

ঠান্ডা ঘাম বয়ে যাচ্ছে সমস্ত শরীর দিয়ে। হায় ঈশ্বর কী হয়েছে? বাকি রাতটুকু ম্যারি জেগে কাটিয়ে দিলেন।

.

পরের দিন সকালবেলা। ম্যারির দিকে তাকিয়ে মাইক বললেন- আপনি ফ্রাঙ্কফুর্টে চলে যান। সেখানে আমাদের ডাক্তার আছেন।

ম্যারির ঠোঁট শুকনো, তবুও বললেন- না-না, দরকার নেই।

মাইক কফির কাপ তুলে দিয়ে বললেন- কিছু খবর আছে। এখনই দেব?

দিন শুরু হল, আবার কর্মব্যস্ত প্রহর।

.

কীভাবে দিনটা কেটে গেল। লুইস দুবার ফোন করেছিলেন। ম্যারি বলে দিয়েছেন, তিনি মিটিং-এ ব্যস্ত আছেন।

কিন্তু কেন? লুইসকে এভাবে কেন তিনি এড়িয়ে চলতে চাইছেন।

সন্ধে হয়েছে। ম্যারি বাড়িতে ফিরে এসেছেন। তাপমাত্রা বেড়ে গেছে। সমস্ত শরীর জুড়ে ব্যথা আর যন্ত্রণা। না, আমি আর পারছি না বোধহয়। মনে হচ্ছে, আমি আর বাঁচব না।

কারমেন এগিয়ে এসেছে। সে বলেছে- ম্যাডাম অ্যান্থাসাডর।

ম্যারির গলা ভেঙে গেছে- সাবিনাকে বলে ফরাসি দূতাবাসে যেতে। ডঃ ভেসফর গেসকে নিয়ে আসতে হবে।

ম্যারি চোখ খুললেন। তাকিয়ে থাকলেন। লুইসের শরীরটা অস্পষ্ট। লুইস বিছানার ধারে এসে গেছেন। তিনি ম্যারির মুখের দিকে তাকালেন। হায় ঈশ্বর, তোমার কী হয়েছে?

-আমি জানি না।

লুইস পাশে বসলেন, ডার্লিং এ ধরনের অবস্থা কতক্ষণ?

কয়েক দিন ধরেই হচ্ছে, মনে হচ্ছে ভাইরাসের আক্রমণ।

আজ তুমি রসুন দিয়ে কিছু খেয়েছ? নিঃশ্বাসের গন্ধ নিয়ে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন।

-না, আমি গত দুদিন প্রায় কিছুই খাইনি।

-তোমার কি তেষ্টা পেয়েছে?

-হ্যাঁ, বমি-বমি পাচ্ছে। লুইস, আমার কী হয়েছে?

-তুমি কি একটা প্রশ্নের জবাব দেবে?

-আমি দেবার চেষ্টা করব।

কখন থেকে এই অবস্থা?

-আমরা যখন পাহাড় থেকে ফিরে এলাম, তার পরের দিন থেকে।

তুমি কিছু খেয়েছিলে? অথবা কিছু পান করেছিলে? যার ফলে এই অবস্থা।

না, মনে পড়ছে না।

-তুমি রেসিডেন্সে তোমার ছেলেমেয়ের সাথে ব্রেকফাস্ট খেয়েছিলে?

রোজ তাই করে থাকি।

ছেলেমেয়েরা ভালো আছে তো? লাঞ্চের খবর বলল, লাঞ্চ কোথায় খেয়েছিলে?

-বেশির ভাগ সময় আমি দূতাবাসেই লাঞ্চ খাই। কোনো কোনো সময় রেস্টুরেন্টে চলে যাই।

ম্যারি আর কথা বলতে পারছেন না। ফিসফিস করে বললেন।

-যেখানে রোজ খাও সেখানে গিয়েছিলে, না নতুন কোথাও?

ম্যারি আর এইসব কথাবার্তা চালাতে পারছিলেন না। তিনি চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকলেন

ডাক্তার বললেন- ম্যারি, তোমায় জেগে থাকতে হবে। আমার কথা শুনতে হবে।

...তোমার সাথে কে ছিল?

-ঠিক মনে পড়ছে না। কেন এমন করছ? এটা ভাইরাসের আক্রমণ।

ডাক্তার বললেন- না, কেউ তোমাকে বিষ দিয়েছে।

ম্যারির শরীরটা চমকে উঠল- আমি এটা বিশ্বাস করি না!

আমি বেশ বুঝতে পারছি, এটা হল আর্সেনিক বিষ। এই আর্সেনিক তত রোমানিয়াতে পাওয়া যায় না।

ম্যারির চোখেমুখে ভয়- কে? কে আমাকে বিষ দেবে?

-ডার্লিং, তোমাকে চিন্তা করতে হবে। একটু ভেবে দেখো তো, গত কয়েকদিন কী করেছ? কেউ কি তোমাকে কিছু দিয়েছে? কফি অথবা অন্য কিছু?

ম্যারি বাধা দেবার চেষ্টা করলেন।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, কফি, তার মানে মাইক প্লেট? হায় ঈশ্বর!

ম্যারি বলার চেষ্টা করলেন মাইক প্লেট, রোজ আমার জন্য কফি নিয়ে আসেন।

না, মাইক হতে পারেন না। উনি তোমাকে হত্যা করতে চাইবেন কেন?

উনি হয়তো আমার থেকে মুক্তি পেতে চাইছেন।

লুইস বললেন- ঠিক আছে আমরা এ ব্যাপারটা নিয়ে পরে কথা বলব। এখনই তোমাকে হাসপাতালে যেতে হবে। কিন্তু তোমার দূতাবাস বোধহয় অনুমতি দেবে না। দেখা যাক, কী করতে পারি, আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই আসছি।

লুইসের কথাগুলো ম্যারির কানে বাজছে। আর্সেনিক? কে আমাকে আর্সেনিক দিয়েছে? মাইকের মুখটা মনে পড়ল। ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

ম্যারি তখন অচেতন হয়ে গেছে। লুইসের কণ্ঠস্বরে তন্দ্রা ভাঙল ম্যারি?

ম্যারি চোখ খুলতে বাধ্য হলেন। লুইসের হাতে একটা সিরিঞ্জ।

ম্যারি বললেন- লুইস, তোমাকে দেখে ভালোই লাগছে।

লুইস ইনজেকশন দেওয়া শুরু করলেন। ইনজেকশন দিতে দিতে বলতে থাকলেন এটা আর্সেনিক বিষের বিরুদ্ধে কাজ করবে। কিন্তু এখনই তোমাকে হাসপাতালে পাঠাতে পারলে ভালো হত।

ম্যারি ঘুমিয়ে পড়লেন ।

পরের দিন সকালবেলা । ডাঃ লুইস ভেসফরগেস আবার ম্যারিকে ইনজেকশন দিলেন ।
বিকেলে আর একটি । ওষুধে কাজ হল অলৌকিকভাবে । সেইসব আচ্ছন্ন করা
অনুভূতিগুলো কোথায় হারিয়ে গেল । পরদিন ম্যারির শরীরের তাপমাত্রা কমে গেল । মনে
হল, ম্যারি বোধহয় আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছেন ।

লুইস ম্যারির বেডরুমে দাঁড়িয়েছিলেন । হাতে হাইপোডার নিডল ।

ম্যারিকে আবার মনে হল অসুস্থ । দীর্ঘ রোগভোগের পর উঠে দাঁড়িয়েছেন । কিন্তু এখন
আর কোথাও যন্ত্রণা নেই ।

-এই নিয়ে দুবার তুমি আমার জীবন বাঁচালে ।

-এখন ভাবতে হবে, কে এটা করার চেষ্টা করেছে ।

কী করে এই রহস্যের সমাধান করবে?

আমি বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর নেবার চেষ্টা করছি । আর্সেনিক কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না ।
একমাত্র আমেরিকান দূতাবাসের খবরটা আমার হাতে আসেনি । কাল থেকে তুমি কি
কাজ করতে পারবে?

-আমাকে অফিসে যেতেই হবে ।

-তোমার এমবাসির ফার্মেসিতে একবার যেও তো। বোলো, কীটনাশক লাগবে। দেখো, ওরা কী জবাব দেয়। অ্যানট্রোলের কথা বলবে। এই কীটনাশকের মধ্যে আর্সেনিক ভর্তি থাকে।

ম্যারি অবাক হয়ে গেলেন। ভদ্রলোক তখনও বলে চলেছেন মনে হচ্ছে অন্য কোনো জায়গা থেকে ওই বিষ বুখারেস্টে নিয়ে আসা হয়েছে। আর এমবাসি ফার্মেসিতে তা রাখা হয়েছে।

ম্যারিকে এমবাসি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হল। গানি সঙ্গে সঙ্গে ছিল। ম্যারি দীর্ঘ করিডর পার হয়ে ফার্মেসিতে পৌঁছে গেলেন। একজন নার্স বন্ধ খাঁচার মধ্যে বসে কাজ করছিলেন।

তিনি বললেন- গুড মর্নিং ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর, আপনি কেমন আছেন? আপনার জন্য কী করতে পারি?

ম্যারি বললেন আমার বাগানের মালি বলেছে, এখুনি কীটনাশক কিনতে হবে। অ্যানট্রোল আছে কী?

-হ্যাঁ, কিছু আনট্রোল আছে, নার্স বললেন। তিনি খোঁজার চেষ্টা করলেন। শিশিটা পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, এই সময় নানা পতঙ্গের উৎপাত হয়।

তিনি ম্যারির হাতে সেটা তুলে দিলেন।

বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা মুখ ভেসে উঠল মাইক শ্লেট।

২৬.

ম্যারি লুইস ভেসফরগেসকে টেলিফোন করার চেষ্টা করেছিলেন। লাইনটা পাওয়া গেল না। মাইক শ্লেটের সঙ্গে কথা বলা দরকার। ডাঃ ভেসফরগেসের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।

লুইস তখন মাইকের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত ছিলেন।

লুইস বললেন- আপনার অ্যাম্বাসাডরকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

-কিন্তু কেন?

-কেউ তাকে বিষ দিয়েছে।

-আপনি কী বলছেন?

-আশা করি, আমার কথার আসল মানেটা আপনি বুঝতে পেরেছেন মাইক।

-আপনি আমাকে সন্দেহ করলেন নাকি? শুনুন এভাবে টেলিফোনে কথা বলা উচিত নয়। আপনি আজ রাতে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন?

-কখন?

নটা পর্যন্ত আমি ব্যস্ত আছি। নটার কিছুক্ষণ বাদে, বানেসা উডসে? আমি ঝরনার কাছে দাঁড়িয়ে থাকব। তখন সব ব্যাপারটা আলোচনা করা হবে।

লুইস ইতস্তত করে বললেন- ঠিক আছে, আমি যাবার চেষ্টা করব।

তিনি রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। না, মাইক প্লেট হয়তো এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত নয়।

.

ম্যারি আবার ফোন করার চেষ্টা করলেন। না, লুইস বেরিয়ে গেছেন। লুইস কোথায় গেছেন, কেউ জানে না।

.

রেসিডেন্সে ডিনারের আসর। ম্যারি এবং ছেলেমেয়েরা বসে আছে।

বেথ বলল- মা, আজ তোমাকে অনেকটা ভালো দেখাচ্ছে।

ম্যারি বললেন- হ্যাঁ, আমি ভালো আছি। মনে মনে লুইসকে ধন্যবাদ জানালেন তিনি।

মাইক শ্লেটের মুখটা মনের ক্যানভাস থেকে কিছুতেই মুছতে পারছেন না। মাইকের খ্যাড়খড়ে কণ্ঠস্বর- এই আপনার কফি, আমি নিজে হাতে তৈরি করেছি।

টিম জিজ্ঞাস করল- মা, তোমার শীত করছে?

না, ডার্লিং, আমার শীত করছে না।

রাতের দুঃস্বপ্নের মধ্যে ছেলেমেয়েকে আনা উচিত নয়। এদের কি আমেরিকাতে পাঠিয়ে দেব? ম্যারি ভাবলেন। ওরা পাশের বাড়িতে থাকতে পারে। তারপর ম্যারি ভাবলেন, আমি কি ওদের সঙ্গে চলে যাব? কিন্তু এভাবে পালিয়ে যাব? তাহলে মাইক শ্লেটের জয়গাথা ঘোষিত হবে। নাঃ, একজনের সাহায্য চাইতে হবে।

উনি আর কেউ নন স্টানটন রজার্স।

কিন্তু কীভাবে? অভিযোগ প্রমাণ করব কীভাবে? মাইক প্রত্যেক দিন নিজের হাতে কফি বানিয়ে আমার সামনে ধরেন। তাহলে?

টিম কিছু বলার চেষ্টা করছে- মা, নিকোলাইদের সঙ্গে ক্যাম্পে যাব? আসছে সপ্তাহের শেষের দিকে।

না বাবা, যেও না। তোমরা দুজনেই রেসিডেন্সে থেকো। এটাই আমার একান্ত ইচ্ছে। বেথ জানতে চাইল- মা, স্কুলে যাব না? ম্যারি কিছু বলার চেষ্টা করলেন। এই দুটি ছোটো ছেলেমেয়ে, এরা এখন থেকে বন্দি জীবন যাপন করবে?

-মা, কিছু হয়েছে কী? বেথ জানতে চাইল।

ম্যারি বললেন না, কিছুই হয়নি। তবে সবরকমের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

-আমি জানি না, কিন্তু অনেকে বলেছে.....

না-না, টিম বলল, মার রোমানিয়ার ফ্লু হয়েছিল।

ব্যাপারটা শুনতে ভালোই লাগল। আর্সেনিকের বিষক্রিয়া বলা হচ্ছে রোমানিয়ার ফ্লু।

টিম জিজ্ঞাসা করল মা, আমি আজ রাতে একটা সিনেমা দেখব?

ম্যারি বললেন- হ্যাঁ, দেখা যেতে পারে।

ম্যারি ঠিক করতে পারেননি, দিনটা কীভাবে কাটানো যেতে পারে। তার কেবলই মনে হচ্ছে, ছেলেমেয়েদের আরও বেশি সময় দিতে হবে।

তাহলে? কেমন করে?

.

মধ্যরাত। ম্যারি কারমেনকে বললেন, একটা ট্যাক্সি ডাকতে।

ফ্লোরিয়ানের সঙ্গে যাবেন না?

না।

ব্যাপারটা কেমন শোনাল কারমেনের কানে।

ট্যাক্সি এসে গেছে। ম্যারি বললেন- আমেরিকান দূতাবাসে যেতে হবে।

ওটা বন্ধ হয়ে গেছে ম্যাডাম।

তিনি তাকালেন, চিনতে পারলেন ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর, আমার নিজের যে কী ভালো লাগছে!

পথ চলা শুরু হল।

আমাদের সংবাদপত্রে আপনার ছবি আছে। দেখেই আমি চিনতে পেরেছি। আপনি তো এক মহান নেত্রীর মতো হয়ে উঠেছেন।

ড্রাইভার তখনও বলে চলেছে- আমেরিকানদের আমি ভালোবাসি। তারা সহৃদয় মনের মানুষ হয়ে থাকে।

এখন আলোচনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছে নেই ম্যারির।

ম্যারি এমবাসিতে পৌঁছে গেলেন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারপর ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললেন- আপনি এখানে আধঘণ্টা পরে আসবেন? আমি রেসিডেন্সে ফিরে যাব।

নিশ্চয়ই, ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর ।

একজন মেরিন গার্ড এগিয়ে এল । সে ম্যারিকে চিনতে পেরেছে । শুভ সন্ধ্যা, ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর ।

—শুভ সন্ধ্যা, ম্যারি বললেন ।

ম্যারি আবার বললেন আমি আমার অফিসে যাচ্ছি, কয়েক মিনিটের জন্য ।

ম্যারি আলো জ্বেলে দিলেন । দেওয়ালের দিকে তাকালেন । না, অশ্লীল শব্দগুলো মুছে দেওয়া হয়েছে । তিনি দরজা দিয়ে মাইক শ্লেটের অফিসে ঢুকে গেলেন । ঘরটা অন্ধকারে পরিপূর্ণ । আলো জ্বেলে দিলেন ।

ডেস্কে কোনো কাগজের টুকরো নেই । ড্রয়ার খুঁজলেন । সবকিছু ফাঁকা । কিছু বুলেটিন পড়ে আছে । তা হলে? কেন এমন হল? কিছু একটা থাকা উচিত ছিল ।

ড্রয়ার খুললেন, কী আছে দেখার চেষ্টা করলেন । সাবধানে । তলার ড্রয়ারটা খুললেন । অনেক কাগজের মধ্যে পাওয়া গেল একটা টিউব । তার মধ্যে লাল রঙের স্প্রিং পেন্সিল পড়ে আছে!

.

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেছে। ডাঃ লুইস বানেসা উডসে অপেক্ষা করছেন, ঝরনার ধারে।
মাইক শ্লেট কখন আসবেন? অন্ধকারে মাইক শ্লেটকে দেখা গেল।

-আসুন, আমরা একটু আলোচনা করি।

ম্যারি অ্যাসলেকে কে বিষ দিতে পারেন, তাই তো?

-আমি জানি, কে ওঁনাকে বিষ দিয়েছে।

আপনি কি আমাকে সন্দেহ করছেন?

-হুঁ, আপনাকেই সন্দেহ করা উচিত।

-কিন্তু কেন?

মাইক তার পকেটে হাত দিলেন। পয়েন্ট ৪৭৫ ক্যালিবারের একটা ম্যাগনাম পিস্তল
বেরিয়ে এল।

লুইস অবাক হয়েছেন, বললেন- এটা কী হচ্ছে?

মাইক শ্লেট ড্রিগারটা টিপে দিলেন। ফরাসি ভদ্রলোকের বুকে একটুকরো লাল মেঘের
করণ আকৃতি।

৬. মার্কিন দূতাবাস

২৭.

মার্কিন দূতাবাস। ম্যারি বাবলরুমের টেলিফোন ধরলেন। স্টানটন রজার্সের অফিসে ফোন করতে হবে। এখন রাত একটা বুখারেস্টে, সকাল সাতটা ওয়াশিংটনে। স্টানটন রজার্সের সেক্রেটারী একটু আগেই আসেন।

মিঃ রজার্সের অফিস?

—অ্যাম্বাসাডর অ্যাসলে, মি. রজার্স চিনে গেছেন।

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে হবে। খুব জরুরি। কীভাবে কথা বলব?

—ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর, এখন বলা সম্ভব নয়। তিনি নানান জায়গায় ঘুরছেন। কোনো টেলিফোন নাম্বার দিয়ে যাননি।

ম্যারি বুঝতে পারলেন, হৃদয় উথলে উঠেছে শেষ কখন তার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—ঠিক বলা, যাচ্ছে না। হয়তো স্টেট ডিপার্টমেন্টে ফোন করলে আপনি সাহায্য পাবেন।

না, দরকার নেই।

ম্যারি ফোনটা নামিয়ে রাখলেন। তাকিয়ে থাকলেন শূন্য দৃষ্টিতে। কী করা যাবে? কীভাবে যোগাযোগ করা যায়? মাইক প্লেট আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করছেন। এখনই লুইস ভেসফরগেসের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার।

ম্যারি আবার ফোন করলেন স্টানটনের বাড়িতে। ফোনটা বেজেই চলেছে। কিন্তু এখনই স্টানটনের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

ম্যারি অফিসে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। স্টানটনকে একটা ছোট চিঠি লিখলেন। সেটা ইলেকট্রনিক যন্ত্রে পুরে দিলেন। তাকিয়ে থাকলেন। চিঠিটা ঠিক জায়গায় পৌঁছোবে তো?

করিডর দিয়ে এগিয়ে এলেন তথ্যকেন্দ্রের দিকে।

খাঁচার মধ্যে সিআইএ এজেন্ট এডি মালজ বসেছিলেন।

শুভ সন্ধ্যা ম্যাডাম অ্যাস্বাসাডর, এত রাতে আপনি কাজ করছেন?

-একটা খবর পাঠাতে হবে।

-আমি পাঠাচ্ছি।

-ধন্যবাদ।

-ম্যারি ভাবলেন, এক্ষুনি বাড়িতে ফিরতে হবে। ছেলেমেয়ের মুখ মনে পড়ে গেল।

তথ্যকেন্দ্র, এডি মালজ মেসেজটা ডিকোড করছিলেন। কাজটা শেষ হয়ে গেল। তিনি এটা দুবার করলেন। ভুভঙ্গিতে বিরক্তি এবং কৌতূহল।

ফ্রায়েড বেকারকে খবর দিতে হবে। কোড নাম্বার দেওয়া আছে।

দু-মাস সময় লেগেছে লেফ পাসটেরনাফের কাজটা শেষ করতে। বুয়েন্সআয়ার্সে গেছেন। সিকিউরিটি এজেন্সিকে কাজে লাগিয়েছেন। অ্যাঞ্জেলকে ধরতেই হবে। নেউসা মুনেজের পরিচয় পাওয়া গেছে। অ্যাঞ্জেলের উপপত্নী, লেফ পাসটেরনাফের কাছে অ্যাঞ্জেল একটা না ধরা স্বপ্ন। এক্ষেত্রে পরাজয় হলে পাসটেরনাফ হয়তো চাকরি ছেড়ে দেবেন। মারিন থোজার মৃত্যু হয়েছে। পাসটেরনাফ নিজেকে ক্ষমা করতে পারেন না।

নেউসা মুনেজের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ হচ্ছে না। যে অ্যাপার্টমেন্টে নেউসা থাকেন, সেখানে নজর রাখা হয়েছে। নিশ্চয়ই অ্যাঞ্জেল একবার না একবার সেখান হাজির হবেন। পাঁচদিন কেটে গেছে। অ্যাঞ্জেলের পাত্তা নেই। পাসটেরনাফকে এবার যেতে হবে। ভদ্রমহিলা বেরিয়ে গেলেন। পাসটেরনাফ ধীরে ধীরে তার ফ্ল্যাটের কাছে এসে দাঁড়ালেন। নকল চাবি দিয়ে দরজা খুলে ফেললেন। ভেতরে ঢুকলেন। সব কিছু খুঁটিয়ে দেখলেন। কোনো ফটোগ্রাফ নেই, কোনো ঠিকানা নেই, অ্যাঞ্জেলের পাত্তা কী করে পাওয়া যাবে? তিনি ক্লোসেটের দিকে তাকালেন। একটা জ্যাকেট দেখা গেল। ছকটা মনে মনে ঐঁকে নিলেন।

এক মিনিট কেটে গেছে। অত্যন্ত দ্রুত তিনি ঘর থেকে বাইরে চলে গেলেন।

পরের দিন সকালবেলা। লেফ পাসটেরনাফ পৌঁছে গেছেন নির্দিষ্ট দোকানে।

ম্যানেজার বললেন- সিনর, আপনাকে কী করে সাহায্য করব?

লেফ পাসটেরনাফ বললেন, গতরাত থেকে প্রচণ্ড মদ পান করেছি।

আপনি আমাকে সাহায্য করবেন? একজনের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছিল, ওই ভদ্রলোক তার, জ্যাকেটটা আমার ঘরে ফেলে গেছেন।

লেফ জ্যাকেটটা তুলে ধরলেন-এই জ্যাকেটে আপনার দোকানের লেবেল মারা আছে। এই জ্যাকেটটা ওঁনাকে ফেরত দিতে হবে। কী করে পাব বলতে পারবেন?

ম্যানেজার বললেন-হ্যাঁ,এই জ্যাকেটটা আমরাই তৈরি করেছিলাম। রেকর্ড দেখতে হবে।

আমার কার্ড রেখে দিন। আমি আপনাকে ডাকব।

ম্যানেজারের হাতে কার্ডটা তুলে দিলেন।

লেফ কণ্ঠস্বরে একটা অদ্ভুত মদিরতা এনে বললেন- এই জ্যাকেটটা তাড়াতাড়ি পাঠাতে হবে।

লেফ হাতে হাত দিলেন- ঠিক আছে, আজ বিকেলে আপনাকে ফোন করব।

.

বিকেলবেলা, লেফ হোটেল থেকে ফোন করলেন।

ম্যানেজার বললেন- যে নামটি আমরা পাচ্ছি, সেটা এইচ আর মেনডোজা। আউরোরা হোটেলে তার একটা সুইট আছে। ৫১৭ নম্বর।

লেফ পাসটেরনাফ দরজাটা বন্ধ করলেন। হাতে একটা সুটকেস নিলেন। ভেতরে একটা পিস্তল ছিল। সাইলেন্সার লাগানো। পাসটেরনাফ সব কিছু দেখে নিলেন। এবার ঘুমোতে যেতে হবে।

.

সকাল পাঁচটা। লেফ পাসটেরনাক আউরোরা হোটেলে পৌঁছে গেছেন। ৫১৭ নম্বর ঘরের সামনে এলেন। কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। তিনি দরজাটা খুলে ফেললেন। ছোট একটুকরো তার দিয়ে।

হাতে পিস্তল, মনে হল কে যেন কথা বলে উঠল।

অ্যাঞ্জেল জবাব দিলেন, কেউ আমাকে অনুসরণ করুক, আমি তা চাই না।

লেফ পাসটেরনাফ পিস্তলের শব্দ পেলেন। ট্রিগার টিপল কেউ। এক সেকেন্ডের মধ্যে তার মাথাটা দু টুকরো হয়ে গেল।

.

অ্যাঞ্জেল ভেবেছিলেন, পাসটেরনাফের সাথে হয়তো আরও কেউ আছেন। অথবা পাসটেরনাফ কারও হয়ে কাজ করতে এসেছেন। কিন্তু আর কেউ নেই?

অ্যাঞ্জেল হাসলেন, বোঝা গেল, ব্যাপারটা ভালোভাবেই শেষ হয়েছে।

.

সেরাটেন হোটেল, এল আলজেরা। বুয়েন্স আয়ার্সের অন্যতম অভিজাত হোটেল। অ্যাঞ্জেল টেবিলের একধারে বসে আছেন। টেবিলের ওপর একটা নতুন ব্রিফকেস রেখেছেন।

ওয়েটার এগিয়ে এসে বললেন- শুভ সন্ধ্যা।

-আমি পারগো দিয়ে শুরু করব। তারপর একেএকে অন্য পানীয় আনবে। রেস্টরুম আছে তো?

-হ্যাঁ, স্যার। একেবারে শেষের দিকে।

অ্যাঞ্জেল উঠে দাঁড়ালেন। ব্রিফকেসটা টেবিলের ওপর পড়ে রইল। ছোট্ট অলিন্দপথ। এগিয়ে গেলেন তিনি। একটা দরজা খুললেন। এখানে কিছুক্ষণ থাকতে হবে।

পেছনের দরজা দিয়ে অলিন্দ পথে চলে গেলেন। কেউ তাকে অনুসরণ করছে না।

ট্যাক্সি থামালেন। ঠিকানাটা দিলেন।

লন্ডনে যেতে হবে। এখনই, খুবই তাড়াতাড়ি।

দু-ঘন্টা কেটে গেছে। অ্যাঞ্জেল বুয়েন্স আয়ার্সের দিকে তাকিয়ে আছেন। আহা, আকাশে মেঘের ভেলা।

ওদের সবাইকে মরতে হবে, মরতেই হবে, তারপর স্বপ্নবিহীন একটি সুখনিদ্রা।

লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্ট। অসংখ্য টুরিস্টের ভিড়। ট্যাক্সি এগিয়ে চলেছে মে ফেয়ারের দিকে। ঘন্টা খানেক লাগল। চার্চিল লবিতে মানুষের ভিড়।

বেলবয় এগিয়ে এসেছে। অ্যাঞ্জেলের দিকে তাকিয়েছে।

-এগুলো আমার ঘরে পৌঁছে দাও ।

অ্যাঞ্জেল হোটেল এলিভেটরের কাছে এসে দাঁড়ালেন ।

এলিভেটর চলতে শুরু করেছে । অ্যাঞ্জেল ত্রিতলে গিয়ে থামলেন ।

পাঁচমিনিট কেটে গেছে, অ্যাঞ্জেল ট্যাক্সি ধরেছেন । আবার হিথরোতে ফিরে এলেন ।

পাসপোর্টে লেখা আছে এইচ আর ডি মেনডোজা । ট্যারম এয়ারলাইন্সের টিকিট ।
বুখারেস্ট যেতে হবে । অ্যাঞ্জেল একটা টেলিগ্রাম পাঠালেন বুধবার পৌঁছোচ্ছি, এইচ আর
ডি মেনডোজা ।

তলায় লেখা আছে । এডি মালজ ।

পরের দিন সকালবেলা, ডরোথি স্টোন বললেন- স্টোনটন রজার্সকে পাওয়া গেছে ।

ম্যারি উৎসাহের সঙ্গে জবাব দিলেন- ঠিক আছে, আমি দেখছি ।

সেক্রেটারির কণ্ঠস্বর- মিঃ রজার্স আপনাকে ফোন করতে বলেছেন ম্যাডাম অ্যান্থাসাডর ।
তিনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ব্যস্ত আছেন । টেলিফোন ধরতে পারছেন না । আপনার কিছু
প্রয়োজন আছে কী? আপনি আমাকে সব জানাতে পারেন ।

না, ম্যারি অসহিষ্ণুতা ঢাকার চেষ্টা করলেন, আমি তার সঙ্গেই কথা বলব।

কাল সকালের আগে ওঁনাকে ফোনে পাবেন না। উনি জানিয়েছেন, সময় হলেই আপনাকে কল করবেন।

ধন্যবাদ। আমি ওঁনার টেলিফোনের জন্য অপেক্ষা করব।

ম্যারি রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। এখন অপেক্ষা করতে হবে।

লুইসকে বাড়িতে ফোন করার চেষ্টা করলেন। কোনো উত্তর নেই। ফরাসি এমবাসিতে ফোন করলেন। তারাও বলতে পারলেন না, লুইস এখন কোথায় আছেন?

-বলবেন, উনি এসে যেন আমাকে অবশ্যই ফোন করেন।

.

ডরোথি স্টোন বললেন- আপনার জন্য ফোন আছে, কিন্তু উনি নাম বলতে চাইছেন না।

-আমি দেখছি। ম্যারি রিসিভারটা তুলে নিলেন, হ্যালো। আমি অ্যাম্বাসাডর অ্যাসলে কথা বলছি।

একটা মহিলা কণ্ঠস্বর, রোমানিয়া টান আছে- করিনা সোনাকেল।

নামটা মনে পড়ে গেল। বছর কুড়ি বয়স, অসাধারণ রূপবতী এক নৃত্যশিল্পী, রোমানিয়ার সবথেকে নামজাদা ব্যালে নর্তকী।

—আমি আপনার সাহায্য চাইছি।

মেয়েটির গলায় অসহায়তা।

ব্যাপারটা আজ আমি সমাধান করতে পারব না। ম্যারি ভাবলেন। ম্যারি বললেন, কীভাবে আপনাকে সাহায্য করব?

এটা কি সোভিয়েত দেশের কোনো বিষয়? ঠিক বোঝা, যাচ্ছে না।

করিনা কাঁদতে শুরু করেছেন আমি এখানে থাকতে চাইছি না। আপনি কি একবার আসবেন? আমাকে উদ্ধার করতে হবে।

ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না, এটা ফাঁদ কি না? এভাবে কত জনই তো অপহরণের মিথ্যে গল্প করে থাকে।

আপনি কোথায় আছেন? ম্যারি জানতে চাইলেন।

কিছুক্ষণের নীরবতা আপনাকে বিশ্বাস করব কী? আমি মলডাভিয়ার রসকো ইনে আছি। আপনি কি এখানে আসবেন?

-না, আমি পারব না। কিন্তু কাউকে পাঠাচ্ছি। এই নাম্বারে আর ফোন করবেন না। একটু অপেক্ষা করুন, কেমন?

দরজা খুলে গেল। মাইক ফ্লোট প্রবেশ করেছেন। ম্যারি তাকালেন। মাইক ধীরে ধীরে ম্যারির দিকে এগিয়ে আসছেন।

ফোনটা তখনও আত্ননাদ করছে- হ্যালো, হ্যালো!

মাইক জানতে চাইলেন- কার সঙ্গে কথা বলছিলেন?—

—ডাঃ ভেসফরগেসের সঙ্গে। এই নামটাই ম্যারির প্রথম মনে এল। তিনি ভয়ে ভয়ে রিসিভারটা রেখে দিলেন।

ব্যাপারটা হাস্যাস্পদ হয়ে গেল কী?

ম্যারি আবার বললেন, ডাঃ ভেসফরগেস?

—হ্যাঁ, উনি আমাকে দেখতে আসবেন।

ব্যাপারটা সত্যি হবে কী?

মাইকের চোখে অদ্ভুত চাউনি। ম্যারির ডেস্কে আলো জ্বলছে। মাইকের ছায়া পড়েছে। দেওয়ালের ওপর। মস্ত বড়ো সেই ছায়া।

-আমরা কাজ শুরু করব?

-হ্যাঁ, এবার শুরু করতে হবে।

ম্যারি একটু একা থাকতে চাইছিলেন। কিন্তু থাকা সম্ভব নয়।

মাইক আরও কাছে এগিয়ে এলেন-কী হয়েছে বলুন তো? আপনি বরং ছেলেমেয়েদের নিয়ে লেকডিস্ট্রিক্টে চলে যান।

এত সহজে আমি হার মানব না।

ভয়-শুধু ভয়-ভয়ের বাতাবরণ। ইন্টারকমের ফোনটা বাজছে।

অনুগ্রহ করে আমাকে ছাড়বেন কী? আমি ফোনটা ধরব।

মাইক উঠে দাঁড়ালেন। কঠিন কঠোর চোখে ম্যারিকে পর্যবেক্ষণ করলেন। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বাইরের দিকে চলে গেলেন। ম্যারি টেলিফোনটা ধরলেন। বললেন, হ্যালো?

জেরি ডেভিস, পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কনসুলার।

ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর, আপনাকে বিরক্ত করছি বলে দুঃখিত। একটা ভয়ংকর খবর আছে। আমরা এইমাত্র একটা পুলিশ রিপোর্ট পেলাম, ডাঃ লুইস ভেসফরগেসকে হত্যা করা হয়েছে।

সমস্ত পৃথিবী বুঝি দুলে উঠল- আপনি কি ঠিক খবর পেয়েছেন?

-হুঁ, ম্যাডাম। তার মৃতহেদটা পাওয়া গেছে।

অনেক স্মৃতির উদ্বেল আলোড়ন। এক লহমার মধ্যে। টেলিফোন তখনও বাতায় আমি শেরিফ মুনস্টার, আপনার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে, গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে।

পুরোনো স্মৃতি, পুরোনো দুঃখ সব কিছু ঘুরে আসছে কেন?

গলার স্বর আটকে গেছে- কীভাবে এই ঘটনাটা ঘটল?

-ওঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

কে করেছে কোনো অনুমান?

না, ম্যাডাম, সিকিউরিটির লোকেরা এই ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে। ফরাসি এমবাসিও উঠেপড়ে লেগেছে।

রিসিভারটা হাত থেকে পড়ে গেল। মনটা শূন্য হয়ে গেছে। ম্যারি চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। শূন্য দৃষ্টিতে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। চারদিকে এত ভাঙন কেন? না, আমাকে সব ঠিক করতে হবে। আমার এই দূতাবাসে আমি কোনো ধ্বংসের গান শুনব না। কিন্তু পারব কী? সব ভেঙে যাচ্ছে, এডওয়ার্ড মারা গেছে, লুইস মারা গেল, এত শোক? এত যন্ত্রণা? কিন্তু কেন? কে বা কারা লুইসকে হত্যা করল?

একটা নাম ভেসে এল, মাইক শ্লেট। লুইস বুঝতে পেরেছিলেন, শ্লেট ম্যারিকে আর্সেনিক বিষ প্রয়োগ করছেন। তাই শ্লেট এই সাক্ষীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলেন।

নতুন সম্ভাবনা, তা হলে? আমি মিথ্যে কথা বলেছি। ধরা পড়ে গেছি।

সারাদিন ম্যারি অফিসে ছিলেন। পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করছিলেন মনে মনে। আমি এখনই কিছু বুঝতে দেব না। কিন্তু ওঁর কাছে আমি হার মানব না। রাগ, ঘৃণা এবং হতাশা সব কিছু মিলেমিশে একাকার। যে করেই হোক মাইক শ্লেটকে ধ্বংস করতেই হবে।

স্টানটন রজার্সকে ফোন করলেন।

—ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর, আপনার মেসেজ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। উনি সময় পেলেই আপনাকে ফোন করবেন। আপনি এত উতলা হবেন না।

লুইসের মৃত্যুর ঘটনাটা ম্যারি মন থেকে মানতে পারছেন না। এমন সুন্দর স্বভাবের এক ভদ্রলোক, এখন মর্গে শুয়ে আছেন। জীবনবিহীন? আমি কানসাসে ফিরে যাব? আহা, লুইস কি আবার বেঁচে উঠবে না?

ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর?

ডরোথি স্টোনের হাতে একটা এনভেলোপ।

-একজন গার্ড এটা আপনাকে দিতে বলেছে।

এনভেলাপের ওপর লেখা আছে ব্যক্তিগত, শুধুমাত্র অ্যাম্বাসাডরের জন্য।

ম্যারি এনভেলাপটা খুললেন, পরিষ্কার হাতের লেখা প্রিয় ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর, আজই আপনার জীবনের শেষ দিন।

তলায় অ্যাঞ্জেলা নামটা দেখা গেল।

মাইকের আর একটা কারসাজি। ম্যারি ভাবলেন। না, যে করেই হোক এই যুদ্ধে আমাকে জিততেই হবে।

.

কর্নেল ম্যাককিনি নোটের ওপর তাকিয়ে আছেন। তিনি ম্যারির দিকে তাকালেন- কী ব্যাপার বলুন তো? আজ বিকেলে একটা অনুষ্ঠান ছিল। আমি কি সেটা বাতিল করব?

না।

-ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর ব্যাপারটা আপনার পক্ষে খুবই বিপদজনক হয়ে উঠবে।

না, আমি ভালোই থাকব। মাইক শ্লেট কোথায়?

উনি অস্ট্রেলীয় দূতাবাসে গেছেন । একটা মিটিং আছে ।

ওঁনার সঙ্গে এখুনি কথা বলতে হবে । আপনি খবর পাঠান ।

—আপনি আমায় ডেকেছেন ম্যাডাম?

—হ্যাঁ, আমি আপনার সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাইছি ।

বলুন, কী বলবেন?

—একটা টেলিফোন পেয়েছি ।

কী বলা হয়েছে?

—সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয় । আমি একটু সাহায্য চাইছি ।

মাইকের ভুরু কুঁচকে উঠেছে— এটা কি এখানকার স্থানীয় ব্যাপার?

— হ্যাঁ ।

এক্ষেত্রে আমরা এগিয়ে যাব কী?

-আপনি রসকো ইন হোটেলে যাবেন, মলডাভিয়াতে, বছর কুড়ির একটি মেয়ে আটকে আছে। তাকে উদ্ধার করে আনতে হবে।

মাইকের মুখে বিস্ময়।

-আমি কাউকে পাঠাব?

-না, আপনি যাবেন। সঙ্গে দুজনকে দিচ্ছি।

দুজন রক্ষীকে পাঠানো হল। ম্যারি মাইককেই পাঠাতে চাইছেন।

গানিকে বলা আছে, মাইক শ্লেট যেন চোখের বাইরে যেতে না পারেন।

মাইক ম্যারিকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন সারাদিন অনেক কাজ আছে। কাল গেলে চলবে না?

না, আপনি এখনই চলে যান। গানি আপনার জন্য অফিসে অপেক্ষা করছে।

মাইক মাথা নেড়ে বললেন- ঠিক আছে।

ম্যারি দেখলেন, একটা আত্মবিশ্বাস, ফিরে এল মনের মধ্যে।

মাইক চলে গেছেন আমি কি এখন নিরাপদ?

ম্যারি কর্নেল ম্যাককিনির নাম্বারে ডায়াল করলেন- আমি ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেব ।

-আমি কিন্তু এখনও বারণ করছি ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর । আপনি কেন বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে চলেছেন?

-আমার সামনে আর কোনো বিপদ নেই । মনে রাখবেন, আমি একটা বিরাট দেশের প্রতিনিধি । আমি কি লুকিয়ে থাকব নাকি? কেউ আমাকে ভয় দেখিয়েছে বলেই আমি সব কাজ বন্ধ করে দেব? না, তাহলে আমার বেঁচে থাকাটাই বৃথা হবে কর্নেল ম্যাককিনি । আমি বাড়ি যাব না । আমি সোজা ওই অনুষ্ঠান মঞ্চে চলে যাব ।

.

২৮.

অনুষ্ঠানটা জমজমাট, চারটের সময় শুরু হয়েছে । আলেকজানড্র শাহিয়াস স্কোয়ারে । আমেরিকান লাইব্রেরির পাশে এক বিরাট মাঠের ওপর । বিকেল তিনটের মধ্যেই অনেক মানুষের জমায়েত । কর্নেল ম্যাককিনি ক্যাপ্টেন আউরেনের সাথে কথা বলতে শুরু করলেন ।

ক্যাপ্টেন বললেন- হ্যাঁ, অ্যাম্বাসাডরের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের ।

ভদ্রলোক চমৎকার মানুষ। তিনি স্কোয়ার থেকে সমস্ত অটোমোবাইলকে বের করে দিলেন। তার মানে, গাড়িতে বোমা বিস্ফোরণের আশঙ্কা নেই। চারদিকে পুলিশ বসিয়ে দেওয়া হল। এমনকী লাইব্রেরি বাড়িটির মাথায় পুলিশের প্রহরা।

চারটে বাজতে কয়েক মিনিট বাকি আছে। সকলেই তটস্থ। ইলেকট্রনিক প্রশিক্ষকরাও এসে গেছেন। না, খুঁজে খুঁজে দেখা হল, এখানে কোনো বিস্ফোরক নেই। ক্যাপ্টেন আউরেন বললেন- আমরা প্রস্তুত।

কর্নেল ম্যাককিনি বললেন তাহলে অ্যাম্বাসাডরকে আসতে বলছি।

ম্যারির লিমুজিন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। চারজন প্রহরী, তিনি গাড়ি থেকে নামলেন। ফ্লোরিয়ান বললেন- শুভ সন্ধ্যা ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর। কী বিরাট একটা লাইব্রেরি, দেখুন।

ম্যারি কোনো কথাই শুনছিলেন না। আহা, লুইসের ভালোবাসা, আমার সারাজীবনের স্মৃতি হয়ে থাকবে। আমি কাঁদব না, কেঁদে কিছু হবে কী?

লিমুজিনটা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গেছে। দুজন প্রহরী গাড়ি থেকে নামল।

—শুভ সন্ধ্যা ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর।

ম্যারি এগিয়ে গেলেন। সিকিউরিটির লোকেরা চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

ম্যারি জনগণের দিকে তাকালেন। আমি কীভাবে বক্তৃতা দেব? আমি তো কখনও এখানে আসিনি।

কর্নেল ম্যাককিনি বললেন- ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাম্বাসাডর এখানে এসেছেন।

জনগণ হাততালি দিল। ম্যারি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বলতে শুরু করলেন- আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

গত সপ্তাহের ঘটনাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে। বক্তৃতা তৈরি হয়নি। কী বলা যায়? শেষ পর্যন্ত তিনি বলতে শুরু করলেন- আজ আমরা একটা ছোট্ট পদক্ষেপ রেখেছি। কিন্তু এইভাবে পূর্ব ইউরোপের দেশের সাথে আমাদের সাংস্কৃতিক সেতু বন্ধন শুরু হল। নতুন এই বাড়িটা আমরা তথ্যসমৃদ্ধ পৃথিবীর কাছে উৎসর্গ করছি। এখানে এলে আপনারা মহান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা জানতে পারবেন। আমাদের পুরোনো ইতিহাস আপনাদের উদ্বুদ্ধ করবে। সেখানে ভালোমন্দ দুটি দিকই আছে।

কর্নেল ম্যাককিনি জনগণের দিকে এগিয়ে গেছেন।

ম্যারির মনে পড়ছে। সেই শব্দগুলো- আজই এই পৃথিবীতে আপনার শেষ দিন।

কখন এই মুহূর্তটা সূচিত হবে? ছটা, রাত্রি নটা অথবা মধ্যরাত?

ম্যারি তখনও বলে চলেছেন- আমরা এই দেশের জন্য গর্বিত। এই দেশের গৌরবগাথা আমাদের মনকে উদ্দীপ্ত করে।

স্কোয়ারের একদিকে একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। চট করে সেটা পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে ঢুকে পড়েছে ভেতর দিকে।

একজন পুলিশ সেদিকে ছুটে গেল। ড্রাইভার গাড়ি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করছে। পকেট থেকে একটা বস্তু বের করল সে। গাড়িটায় বিস্ফোরণ ঘটে গেল। জনগণের মধ্যে ধাতুর টুকরো ছড়িয়ে পড়েছে। ম্যারি যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে অবশ্য একটাও যায় নি। জনগণ পালাতে শুরু করেছে। ভয়ের পরিবেশ। তারপর? একজন প্রহরী ওই ছুটন্ত লোকটিকে গুলি করেছে। আরও একবার মৃত্যুটাকে ত্বরান্বিত এবং অবশ্যম্ভাবী করতে।

রোমানিও পুলিশ খুব তাড়াতাড়ি আলেকজানড্রুর স্কোয়ারকে ফাঁকা করে দিয়েছে। ওই মৃতদেহটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এখনও আগুন জ্বলছে। ভীত সন্ত্রস্ত ম্যারিকে এমবাসিতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আপনি রেসিডেন্সে গিয়ে বিশ্রাম করুন। ভয়ংকর অনুভূতি। কর্নেল ম্যাককিনি জানতে চাইলেন।

ম্যারি বলেছিলেন-না, এখন আমি দূতাবাসে যাব।

দূতাবাসে থাকলেই তিনি বোধহয় স্টানটন রজার্সের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। এখনই তার সঙ্গে আলোচনা করা দরকার।

পারা যাচ্ছে না, এই অসহনীয় যন্ত্রণা। মাইক শ্লেট চোখের বাইরে, তাতে কী হয়েছে? ষড়যন্ত্র কাজ করছে।

ম্যারি আবার চেষ্টা করলেন স্টানটন রজার্সের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে।

ছটা বেজেছে। মাইক ম্যারির অফিসে ঢুকলেন। তিনি খুবই রেগে গেছেন।

করিনাকে ওপরের ঘরে রেখে এসেছি। আপনি আমাকে দিয়ে কী কাজ করাতে চাইছেন? করিনার পরিচয় জানেন? রোমানিও সরকার এই কাজটা মেনে নেবে? না, ব্যাপারটা অন্যায় হয়েছে।

কর্নেল ম্যাককিনি ম্যারির অফিসে চলে এসেছেন।

ওই মৃত মানুষের পরিচয় পাওয়া গেছে। উনি বোধহয় অ্যাঞ্জেল, ওঁনার আসল নাম

এইচ আর ডি মেনডোজা।

মাইক তাকিয়ে থাকলেন অবাক চোখে— কার কথা বলছেন?

কর্নেল ম্যাককিনি বললেন আপনি তো সারাদিন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আপনি কি জানেন যে, অ্যান্ড্রাসাডরকে ফোন করে ভয় দেখানো হয়েছে। বলা হয়েছে কেউ তাকে আজই হত্যা করবে।

মাইক বললেন না তো!

-অ্যাঞ্জেলের কাছ থেকে এই মৃত্যু আহ্বান এসেছিল। অ্যাঞ্জেল অ্যান্ড্রাসাডরকে মারতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই কাজে সফল হননি।

মাইক উঠে এলেন। ম্যারির দিকে তাকালেন।

কর্নেল ম্যাককিনি বলতে থাকেন-তাহলে আমরা একটা বিপদের হাত থেকে বেঁচে গেছি?

মাইক জানতে চাইলেন- বডিটা কোথায় আছে?

পুলিশ হেড কোয়ার্টারের মর্গে।

.

নগ্ন দেহটা শোয়ানো ছিল। পাথরের বেদির ওপর। সাধারণ চেহারার মানুষ। মাঝারি উচ্চতা, চেহারার মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। একহাতে উলকি করা। পাতলা সরু কাঁধ। ঘন মুখ, ছোটো ছোটো দুটি পা। পাতলা চুল। তার জিনিসপত্রগুলো টেবিলে জড়ো করা হয়েছে।

-আমি কি একবার দেখব?

পুলিশ সার্জেন্ট ঝাঁকিয়ে বললেন- এগিয়ে যান। মনে হয় লোকটা বাধা দেবে না।

এই কৌতুকে তিনি নিজেই হেসে উঠলেন।

মাইক জ্যাকেটটা দেখলেন। লেবেলটা পরীক্ষা করলেন। বুয়েঙ্গ আয়ার্সের একটা দোকান থেকে কেনা হয়েছে। চামড়ার জুতো, আর্জেন্টিনার লেবেল মারা। কিছু খুরচো পয়সা। রোমানিও টাকাও চোখে পড়ল। ফরাসি ফ্রাঙ্ক, ব্রিটিশ পাউন্ড, আর্জেন্টিনার দশহাজার ডলার, পেসোতে। নতুন দশ পেসোর নোট।

মাইক সার্জেন্টের দিকে তাকালেন এবার বলুন তো কী জানা গেছে?

-এই লোকটা দুদিন আগে লন্ডন থেকে এখানে এসেছে। ট্যারম এয়ারলাইন্সে চেপে। সে ইন্টার কনটিনেন্টাল হোটেলে উঠেছিল। মেনডোজা ছদ্মনামে। তার পাসপোর্টে লেখা আছে বাড়ির ঠিকানা বুয়েঙ্গ আয়ার্স, তবে পাসপোর্টটা জাল।

পুলিশ ভদ্রলোক দেহটার দিকে তাকালেন। লোকটাকে দেখে আন্তর্জাতিক সুপারি কিলার বলে মনে হচ্ছে কী?

মাইক বললেন- না, মনে হয়, কোথাও একটা ভুল হচ্ছে।

একটু দূরে অ্যাঞ্জেল রেসিডেন্সের কাছে পৌঁছে গেছেন। কারোর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন না। ছবিটা চমৎকার। কিন্তু আরও সুনিশ্চিত হতে হবে। ডোভারম্যান কুকুর তাকিয়ে আছে। সব বাধা অতিক্রম করতে হবে।

অ্যাঞ্জেল ভাবলেন, এখন টাউন স্কোয়ারে কী হল? সব কাজ ভালোভাবে করতে হবে।

চৌঠা জুলাই। রেসিডেন্সে আনন্দোৎসব। বেলুন টাঙানো হবে। মেরিন ব্যান্ড বাজবে। কৌতুক অভিনেতারা আসবে। অ্যাঞ্জেল হাসলেন— পঞ্চাশ লক্ষ ডলার!

ডরোথি ছুটে এসেছেন ম্যারির অফিসে— ম্যার্ডাম অ্যাম্বাসাডর, আপনি এখনই বাবলরুমে আসুন। ওয়াশিংটন থেকে স্টানটন রজার্সের ফোন।

ম্যারি, আবার নতুন করে কাজ শুরু করুন। ব্যাপারটা কষ্টকর আমি বুঝতে পারছি।

ম্যারি ভাবলেন, আর কী সম্ভব? ভয়, প্রচণ্ড ভয় আমাকে আঁকড়ে ধরেছে।

ম্যারি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন— আমি দুঃখিত স্টান, আপনি কি আমার কেবল পেয়েছেন?

—এখনও পাইনি, কী হয়েছে বলুন তো?

ম্যারি ভাবলেন, কী করে শুরু করব?

ম্যারি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন— মাইক স্লেট আমাকে হত্যা করতে চাইছেন।

-ম্যারি, আপনি কী বলছেন? আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

-এটা একেবারে সত্যি। ফরাসি দূতাবাসের এক ডাক্তারের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। লুইস ভেসফরগেস। আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, আমার খাবারে আর্সেনিকের বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মাইক একাজটা করেছেন।

স্টানটন রজার্সের কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণতা- আপনি কী করে নিঃসন্দেহ হলেন?

লুইস এটা বের করেছিলেন। মাইক প্রতিদিন সকালে আমার জন্য কফি নিয়ে আসেন। তার মধ্যেই আর্সেনিক মেশানো ছিল। আমি বুঝতে পেরেছি, তিনি কোথা থেকে আর্সেনিক এনেছিলেন। গতরাতে লুইসকে হত্যা করা হয়েছে। আজ বিকেলেও প্লেটের এক অনুচর আমাকে মারতে চেয়েছে।

কিছুক্ষণের নীরবতা।

স্টানটন রজার্স আবার কথা বলতে শুরু করলেন- আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, ম্যারি? মাইক প্লেটের সাথে আর কেউ আছে কী?

জানি না, মাইক চাইছেন, আমি যেন রোমানিয়া থেকে চলে যাই। প্রথম থেকেই তিনি এই কথা বলে আসছেন।

স্টানটান রজার্স বললেন- আমি এফ্ফুনি প্রেসিডেন্টের কাছে সব খবর পৌঁছে দিচ্ছি। শ্লেটের ব্যাপারটা আমরা বুঝে নেব। এর মধ্যে আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। আমি আপনার নিরাপত্তা বেষ্টনীকে আরও সতর্ক করে দিচ্ছি।

-স্টান, চৌঠা জুলাইতে পার্টি আছে। অতিথিদের বলা হয়েছে। আমি কি এটা বাতিল করব?

দীর্ঘক্ষণের নীরবতা সত্যি কথা বলতে কী, পার্টিটা একটা ভালো অনুষ্ঠান। অনেকের সাথে পরিচয় হবে। ম্যারি বৃথা ভয় পাবেন না। তবে ছেলেমেয়েদের চোখের বাইরে রাখবেন না। এক মিনিটের জন্যও নয়। শ্লেট হয়তো তাদের নিয়ে ছেলেখেলা করতে পারেন।

-ঠিকই বলেছেন, ম্যারি বললেন, আচ্ছা আমি দেখছি।

ম্যারি ফোনটা নামিয়ে দিলেন। মনে হল, পিঠ থেকে বিরাট বোঝা নেমে গেছে। তারপর? ছেলেদের চোখে চোখে রাখতে হবে। এটাই ওপরওয়ালার নির্দেশ।

এডি মালজ প্রথমেই উত্তর দিলেন।

দশ মিনিট ধরে কথা হল।

-সব কিছু ঠিক আছে?

অ্যাঞ্জেল ফোনটা রেখে দিলেন।

এডি মালজ ভাবলেন, আর কতটা সময় আছে? কতক্ষণ পরে সেই প্রহরটা আসবে?

স্টানটন সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল ম্যাককিনিকে ফোন করলেন।

-বিল, আমি স্টানটন বলছি।

-বলুন স্যার, আপনার জন্য কী করতে পারি?

-মাইক প্লেটের ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

-মাইক প্লেট?

অবিশ্বাস থরথর করে কাঁপছে।

-হ্যাঁ, ওঁনাকে আলাদা করে রাখুন। ওঁনার হাতে অস্ত্র থাকতে পারে। উনি যেন কারও সাথে কথা বলতে না পারেন।

-ইয়েস, স্যার।

-মাইক প্লেটের সাথে যোগাযোগ হওয়া মাত্র হোয়াইট হাউসে ফোন করবেন, কেমন?

ইয়েস স্যার ।

.

স্টানটন রজার্সের ফোন বেজে উঠল দু-ঘণ্টা বাদে ।

-হ্যালো ।

কর্নেল ম্যাককিনি, মিঃ রজার্স ।

-পাওয়া গেছে?

না, পাওয়া যাচ্ছে না ।

-কী হয়েছে?

-মাইক শ্লেট হাওয়ায় ভর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছেন ।

.

২৯.

সোফিয়া বুলগেরিয়া । ওরা জুলাই ।

একটা ছোট বাড়ি, ইস্টার্ন সমিতির সদস্যরা ব্যস্ত আছেন একটা অধিবেশনে। টেবিলে রাশিয়া, চিন, চেকোস্লোভাকিয়া, পাকিস্তান, ভারত এবং মালয়েশিয়ার প্রতিনিধিরা বসে আছেন।

চেয়ারম্যান বললেন- আমরা ইস্টার্ন কমিটির সমস্ত সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা একটা কথা ঘোষণা করতে চাইছি, যা শুনে আপনারা সকলেই আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠবেন। আমাদের পরিকল্পনাটা এখন শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। কাল রাতে বুখারেস্টে আমেরিকান অ্যাম্বাসাডরের রেসিডেন্সে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটবে। সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকরা আসবেন। টেলিভিশনেও দেখানো হবে।

কালী নামের এক সংকেত চিহ্ন বলে ওঠেন- আমেরিকান অ্যাম্বাসাডর এবং তার দুই ছেলেমেয়ে?

তাদের হত্যা করা হবে। এবং আরও একশোজন আমেরিকানকে। ব্যাপারটার মধ্যে বিরাট বিপদের সম্ভবনা আছে। কিন্তু কাজটা করতেই হবে।

তিনি একদিকে তাকালেন। বললেন-ব্রঙ্ক?

-হ্যাঁ।

-বিষ্ণু?

হ্যাঁ।

দু উইভমিল অফ গড । সিডনি স্নেলডন

-গণেশ?

-হ্যাঁ।

-যম?

-হ্যাঁ।

ইন্দ্র।

-হ্যাঁ।

-কৃষ্ণ?

-হ্যাঁ।

রাম?

-হ্যাঁ।

-কালী?

-হ্যাঁ।

এই সবই ছদ্মনাম।-সকলকেই আমি আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।

তিনি একজন আমেরিকানের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

মাইক শ্লেটের মুখে দুষ্ট হাসি।

চৌঠা জুলাইয়ের জন্য প্রস্তুতি পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে। শনিবার সন্ধ্যাবেলা। চারদিকে সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে উপহার পাঠানো হয়েছে। এক হাজার লাল, সাদা এবং নীল বেলুন। বড়ো বড়ো বাক্স বন্দি হয়ে সেগুলো এসেছে। তিনটে সিলিন্ডারের মধ্যে আছে হিলিয়াম, যা এই বেলুনগুলোকে ফুলিয়ে দেবে। আড়াইশো রোল আইসক্রিম আনা হয়েছে। আতসবাজি, অনেক ধরনের আমেরিকার ফ্লাগের ছোটো ছোটো প্রতিকৃতি। ওয়ার হাউসে রাত আটটার সময় এই জাহাজের মালগুলো নামানো হবে। দুঘণ্টা কেটে গেছে। একটা জিপ এসে দাঁড়াল। দুটো অক্সিজেন সিলিন্ডার রয়েছে। মার্কিন আর্মির চিহ্ন আঁকা। ড্রাইভার সেগুলো ভেতরে রেখে দিল।

রাত একটা, ওয়ারহাউস একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। অ্যাঞ্জেলাকে দেখা গেল। ওয়ারহাউসের দরজাটা খোলা অবস্থায় রয়েছে। অ্যাঞ্জেলা সিলিন্ডার অন্দি পৌঁছে গেলেন। ভালোভাবে পরীক্ষা করলেন। কাজ শুরু হল। এখনই তিনটে হিলিয়াম ট্যাঙ্ককে খালি করতে হবে। ব্যাপারটা কি খুব সোজা?

চৌঠা জুলাই, সকালবেলা, রেসিডেন্সে হৈ-হৈ শুরু হয়ে গেছে। সবকিছু পরিষ্কার করা হচ্ছে। ঝাড়বাতি সাফ করা হচ্ছে। চাদর কাঁচা হল। প্রত্যেকটা ঘরে উত্তেজনা।

বলরুমকেও সাজানো হল।

.

চারটে বেজেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্মি ট্রাক দুকে পড়েছে। গার্ড থামিয়ে দিয়ে বলেছে-
কী আছে?

-পার্টির জন্য নানা জিনিস।

একবার দেখতে হবে।

-বাক্সে কী আছে?

হিলিয়াম বেলুন আর ফ্ল্যাগ।

-এগুলো খুলুন।

পনেরো মিনিট কেটে গেল, ট্রাকটা ভেতরে ঢুকে গেছে। প্রহরীরা এসে ট্রাকটা খালি করতে শুরু করেছে, বলরুমে জিনিসগুলো নিয়ে যাওয়া হল।

প্রহরীদের মধ্যে থেকে একজন বলল- বেলুনের দিকে তাকাও? কীভাবে এগুলোকে ফোলানো হবে?

এডি মালজকে দেখা গেল। এক ভদ্রলোক তার সঙ্গে রয়েছে।

এডি মালজ বললেন- এখন এত ভাববার কী আছে? কর্নেল ম্যাককিনি আদেশ দিয়েছেন, বেলুনগুলো ওড়াতে হবে।

এডি মালজ ওই অজ্ঞাত ব্যক্তিটাকে বললেন- অনেকগুলো বেলুন ফোলাতে হবে। এখন থেকেই কাজ শুরু করলে কেমন হয়?

সিলিভার খোলা হল। একজন জানতে চাইল সিলিভারে কী আছে?

হিলিয়াম। অজানা আগন্তুক বলে উঠলেন।

করপোরেল সব কিছু দেখছিলেন। আগন্তুক একটা বেলুন নিয়েছেন। সিলিভারের ভেতর বেলুনের মুখটা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। বেলুনটা পরিপূর্ণ হয়ে গেল। সেটা আপনা থেকেই ছাদে চলে গেল। এক সেকেন্ডের মধ্যে কাজটা হল।

করপোরেলের মুখে হাসি বাঃ, চমৎকার!

এমব্যাসির অফিসে বসে ম্যারি অ্যাসলে শেষ মুহূর্তের কাজ সারছিলেন। এক্ষুনি পার্টিটা বাতিল করলেই ভালো হয়। দুশোর বেশি অতিথি আসবেন। মাইক স্লেটকে কি তার আগে ধরা সম্ভব হবে?

রেসিডেন্সে টিম আর বেথকে কড়া নজরদারিতে রাখা হয়েছে। মাইক প্লেট কি ওদের কোনো ক্ষতি করতে পারেন?

ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

একটুবাদে একটা অভাবিত দৃশ্য দেখে ম্যারির মন কেঁপে উঠল।

ম্যারি কয়েক টুকরো কাগজ নেবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। মাইক প্লেটকে শান্ত মনে তার অফিসে ঢুকতে দেখা গেল। পাশের দরজা দিয়ে।

মাইককে আসতে দেখে ম্যারি চিৎকার করে উঠেছিলেন।

তীব্র রাগ ঝরে পড়ছে তার কণ্ঠস্বর থেকে কর্নেল ম্যাককিনির লোকেরা আপনার ওপর নজর রেখেছেন। আপনি এখানে এলেন কী করে? আপনি কি ভাবছেন, আমাকে মেরে ফেলবেন? কিন্তু ওরা আপনাকে শাস্তি দেবে।

-আপনি এসব গুজবে কান দেবেন না। অ্যাঞ্জেলকে ভাড়া করা হয়েছিল আপনাকে মারবার জন্য।

-না, আপনি মিথ্যুক। অ্যাঞ্জেল মরে গেছে। আমি দেখেছি।

-আর্জেন্টিনা থেকে অ্যাঞ্জেল এখানে এসেছিল। যাকে পুলিশ মেরেছে, সে এক অ্যামেচার। অ্যাঞ্জেলের মতো পোশাক পরেছে।

-আপনার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করছি না। আপনি লুইস ভেসফরগেসকে মেরেছেন, একথা অস্বীকার করতে পারেন? আমাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছেন, একথাও অস্বীকার করতে পারেন?

মাইক জবাব দিলেন না, আমি কোনোটাই অস্বীকার করছি না। আসুন, আপনার সঙ্গে আমার এক বন্ধুর আলাপ করানো যাক।

দরজার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন-বিল, এবার ভেতরে এসো। মুখোশটা খুলে ফেলল।

কর্নেল ম্যাককিনি ঘরের ভেতর ঢুকে বললেন- ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর, এবার সকলে মিলে আলোচনায় বসতে হবে। কেমন?

রেসিডেন্সের স্টোরেজ রুম। ওই অজানা আগন্তুক কাজ করতে ব্যস্ত। মেরিন করপোরেলের চোখের সামনে তিনি একটির পর একটি বেলুন ফোলাতে শুরু করেছেন।

করপোরেল বুঝতে পারছেন না, কেন সাদা বেলুনগুলোকে একটা সিলিন্ডার থেকে ফোলাতে হচ্ছে, লালগুলোকে দ্বিতীয় এবং নীলগুলোকে তৃতীয় সিলিন্ডার থেকে।

করপোরেল একটু অবাক হয়ে গেছেন। তিনি প্রশ্ন করার চেষ্টা করেছিলেন। এখন আর কথা বলে কী লাভ?

দরজা দিয়ে তারা বলরুমে এলেন। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। আহা, করপোরেল ভাবলেন, আজকের রাতটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ম্যারি অফিসে বসে আছেন। উলটোদিকে মাইক এবং কর্নেল ম্যাককিনি।

কর্নেল ম্যাককিনি বলতে শুরু করলেন— আমি শুরু করছি। যখন প্রেসিডেন্ট বললেন, তিনি লৌহ্যবনিকার অন্তরালে থাকা দেশগুলোর সাথে ভালো সম্পর্ক স্থাপন করতে চান, মনে হল একটা বোমা বোধহয় বিস্ফোরিত হয়েছে। আমাদের সরকারের এক পক্ষ মনে করেন, রোমানিয়া, রাশিয়া, বুলগেরিয়া, আলবানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়ার সাথে ভালো সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। আবার অনেকে মনে করেন, না, এমনটি করলে কমিউনিস্টরা আমাদের দেশকে ধ্বংস করে দেবে। প্রেসিডেন্ট যে পরিকল্পনাটা করেছিলেন, তার মধ্যে অনেক ভুল ছিল। দুদিকেই গুরুত্বপূর্ণ লোকেরা আছেন। তাঁরা তর্ক-বিতর্ক শুরু করে দিয়েছেন। কেউ কেউ চেয়েছেন, প্রেসিডেন্টের এই পরিকল্পনাটাকে ধ্বংস করতে। এইভাবেই তার ভাবমূর্তিকে ছোটো করা হবে। আপনার দুভাগ ম্যাডাম, আপনি না জেনেই এই বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন।

—কিন্তু আমাকে কেন নির্বাচিত করা হল?

মাইক বললেন আপনার প্যাকেজিংটা অসাধারণ। আপনার কোনো দোষত্রুটি নেই। মধ্য আমেরিকা থেকে আপনার উদ্ভব। দুটি সন্তান আছে। তাই বোধহয় আপনার ভাবমূর্তিটা

প্রেসিডেন্টের ভালো লেগেছিল। শ্রীমতী আমেরিকা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জীবনযাত্রার প্রতীক।

হায় ঈশ্বর, আমি কেন এই কাজে যোগ দিলাম?

এবার আপনাকে তৈরি করা হবে। আপনার ভাবমূর্তিটাকে আরও উজ্জ্বল করা হল। পৃথিবীর সর্বত্র আপনার নাম ছড়িয়ে পড়ল। বলা হল, আপনি বিশ্বকে শান্তির পথ দেখাবেন।

-এখন কী হবে?

-আপনাকে সকলের সামনে হত্যা করা হবে। আপনার ছেলেমেয়েদেরও জীবন কেড়ে নেওয়া হবে। এই ঘটনাটা আমরা নির্মমতার সঙ্গে করব, যাতে শান্তির পক্ষের মানুষেরা শিউরে ওঠে।

ম্যারি চুপ করে বসে রইলেন। ভয়ে কথা বলতে পারছেন না।

কর্নেল ম্যাককিনি বলতে থাকলেন- মাইক সিআইএ-র সঙ্গে যুক্ত। আপনার স্বামী এবং মারিন থোজাকে হত্যা করা হয়েছে। মাইক এবার নতুন একটা পথের পথিক। মাইক চাইছে, আমেরিকার এই পরিকল্পনাকে নষ্ট করতে। বুঝতে পারছেন, সিআইএ-র হাত কত দূর প্রসারিত।

ম্যারির মাথা ঘুরতে শুরু করেছে। ম্যারি বললেন- মাইক, আপনি আমাকে মারবেন?

মাইক জবাব দিলেন- আমি আপনাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আর সম্ভব নয়।

-আপনি আমাকে বিষ দিয়েছিলেন?

মারতে নয়, আপনাকে আবেশে আচ্ছন্ন করে রাখতে। আমাদের ডাক্তাররা আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। শেষ পর্যন্ত ডেসফরগেসই আপনাকে বাঁচিয়ে তুললেন। আপনাকে আরও অনেক সত্যি কথা শোনাব? আপনি অবাক হয়ে যাবেন।

লুইস?

লুইসকে হত্যা করতে হল, আর কোন উপায় ছিল না।

ম্যারির অনেক কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু এখন উপায় কী?

-আমার কোনো উপায় নেই। এই ঘটনাটা ঘটাতেই হবে। কী করব? আমার দলের। কাছে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ম্যারি চুপ করে বসে আছেন। মনে হচ্ছে, পৃথিবীটা বুঝি এখনই টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

স্টানটন রজার্স? তাকে কি বিশ্বাস করা যায়?

ম্যারি শেষবারের মতো জানতে চাইলেন- স্টানটন? তিনিও কি...

-না, উনি আপনাকে বারবার বাঁচিয়ে গেছেন। কর্নেল ম্যাককিনির কণ্ঠস্বরে নিরাপত্তা তা না হলে আপনি কবেই পৃথিবী থেকে হারিয়ে যেতেন। উনি বলেছেন, মাইককে এখনই গ্রেপ্তার করতে।

ম্যারি মাইকের দিকে তাকালেন- কী আশ্চর্য, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

মাইক, আপনি কেন মিথ্যে বলেছেন? আপনি বলেছেন, লুইস বিয়েও করেন নি, তাঁর সন্তান ছিল না।

..এডি মালজের কাছ থেকে আমি সব খবর পেয়েছি। লুইস বিয়ে করেছিল, দুটি মেয়ে ছিল তার।

মাইক এবং কর্নেল ম্যাককিনি চোখ চাওয়াচাওয়ি করলেন।

ম্যাককিনি বললেন- তাতে কী হয়েছে? এমন কত মিথ্যেই তো বলতে হয়।

ম্যারি জানতে চাইলেন অ্যাঞ্জেল কে?

মাইক বললেন অ্যাঞ্জেল এক ভাড়াটে খুনি। দক্ষিণ আমেরিকাতে থাকে। এই ব্যাপারে পৃথিবীতে তিনি এক নম্বর। তাঁকে পঞ্চাশ লক্ষ ডলার দেওয়া হবে। শুধু আপনাকে হত্যা করার জন্য।

ম্যারি বিশ্বাস করতে পারছেন না, পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে।

মাইক বলতে থাকেন অ্যাঞ্জেল এখন বুখারেস্টে আছে। আমি জানি, সে তার কাজ ঠিক মতো করবে। সে কারও সাথে কথা বলে না। তার এক রক্ষিতা নেউসা মুনেজের সঙ্গে কথা বলতে হয়।

-আমাকে কি মরতেই হবে?

-হ্যাঁ, রোমানিও সরকারের সামনে আমরা এই ঘটনাটা ঘটাব।

-তাহলে এখন কী হবে?

-তৈরি হোন। অ্যাঞ্জেলের হাতে যখন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বরও বোধহয় আপনাকে বাঁচাতে পারবে না। তবে একটা কথা বলতে পারি, আপনি আর আপনার ছেলেমেয়েরা যদি পার্টি থেকে দূরে থাকেন...

-তাহলে? তাহলে কি আমরা বেঁচে যাব?

তাহলে হয় তো আর মরতে হবে না। কিন্তু অ্যাঞ্জেল আবার চেষ্টা করবে। আগামীকাল অথবা পরশুদিন।

কী করা যায়? ফ্যালফ্যাল করে ম্যারি মাইক এবং কর্নেল ম্যাককিনির মুখের দিকে তাকালেন।

কিন্তু সমস্যা সমাধানের পথ বুঝতে পারলেন না।

৩০.

কর্নেল ম্যাককিনির অফিস, এমব্যাসিতে। কয়েকজন রক্ষী দাঁড়িয়ে আছে, নির্দেশের অপেক্ষায়।

-আমি চাইছি, রেসিডেন্সের চারপাশে আরও বেশি প্রহরীর ব্যবস্থা করা হোক। রোমানিয়ানরা এ ব্যাপারে খুবই সচেতন। আওনেকে জানানো হয়েছে। সরকারি সেনারা এসে পড়বে। পাস ছাড়া কেউ ভেতরে ঢুকতে পারবেন না। বোঝা গেল।

বাতাসে উত্তেজনা। স্পটলাইটের উজ্জ্বল আলো। আকাশ আলোকিত। অনেক বিশেষ প্রতিনিধি এসেছেন। পুলিশের প্রহরা। প্রেস থেকে সাংবাদিক এবং আলোকচিত্রীদের ভিড়। ফটো তোলা হচ্ছে। প্রত্যেককে ভালোভাবে তল্লাশি করা হচ্ছে।

একজন মেরিন অফিসার বললেন একটা আরশোলাও বোধহয় ভিড়ের মধ্যে ঢুকতে পারবে না।

স্টোরেজ রুম। কতক্ষণ ধরে আর বেলুন ফোলানো দেখা যায়। করপোরেল সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করলেন।

অ্যাঞ্জেল চিৎকার করে বললেন- আগুনটা ধরাবেন না।

মেরিন তাকালেন। বললেন- কী হয়েছে? আপনি তো হিলিয়াম দিয়ে বেলুন ফোলাচ্ছেন, হিলিয়াম তো বিস্ফোরক নয়।

-কর্নেল ম্যাককিনি বলেছেন, এখানে আগুন জ্বালানো হবে না।

মেরিন বললেন-ঠিক আছে, তিনি সিগারেট ফেলে দিলেন। জুতো দিয়ে ঘষে দিলেন।

অ্যাঞ্জেল সব ব্যাপারটা দেখছিলেন। যে-কোনো মুহূর্তেই বিস্ফোরণ ঘটতে পারত। হিলিয়াম জ্বলে না, কিন্তু সিলিন্ডারে তো হিলিয়াম নেই। প্রথম ট্যাঙ্কে প্রোপেন আছে। দ্বিতীয়টাতে সাদা ফসফরাস, তিন নম্বর ট্যাঙ্কে আছে অক্সিজেন-অ্যাসিটিলিনের মিক্সচার। তবে অ্যাঞ্জেল কিছুটা হিলিয়ামও ভরেছেন। যাতে বেলুনগুলো ওপরে উঠতে পারে।

বাকিটুকু প্রোপেন, আর অন্যান্য মিশ্র পদার্থ। যখন বেলুনগুলোতে বিস্ফোরণ ঘটবে, সাদা ফসফরাস ঝরে পড়বে। মানুষের দম বন্ধ হয়ে যাবে। পঞ্চাশ গজের মধ্যে দেখা দেবে মৃত্যুর বিভীষিকা। ফসফরাস সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত হতে শুরু করবে। গড়িয়ে পড়বে চারধারে। তাপ বাড়তে থাকবে। ফুসফুঁসে আঘাত লাগবে। গলা কাঁপতে থাকবে। আঃ, কী সুন্দর মৃত্যুর দৃশ্য!

অ্যাঞ্জেল তাকিয়ে থাকলেন ওই বর্ণোজ্জ্বল বেলুনগুলোর দিকে।

তারপর বললেন- আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে।

করপোরেল জবাব দিলেন- ঠিক আছে, আমরা কী করব? বেলুনগুলো বলরুমে নিয়ে যাব? তাই তো?

চারজন গার্ডকে ডাকা হল। বলা হল, বেলুনগুলো বলরুমে নিয়ে চলো তো।

বলরুমের দরজা খোলা হয়েছে।

অ্যাঞ্জেল বললেন- বাঃ, কী সুন্দর এই ঘরটি। অ্যাঞ্জেল চোখ বন্ধ করলেন। এক ঘণ্টা বাদে এই ঘরটার কোনো চিহ্ন থাকবে না।

অ্যাঞ্জেল বললেন- আমি কি একটা ছবি তুলব?

করপোরেল বললেন- ঠিক আছে তুলুন।

অ্যাঞ্জেল শেষবারের মতো তাকালেন। খুব সহজ, ছেড়ে দিন, আপনা থেকে উঠে যাবে।

-আমরা আপনার বেলুন ফাটাব না?

অ্যাঞ্জেল দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। রঙের খুনখারাপি লেগে গেছে। আহা, বুঝি এক রামধনু উড়ছে। ঠোঁটে হাসি। কী সুন্দর? এক হাজারটি বেলুন।

অ্যাঞ্জেল পকেট থেকে ক্যামেরা বের করলেন। বলরুমে এগিয়ে গেলেন।

করপোরেল বললেন- না, ভেতরে ঢুকতে পারবেন না।

-আমার মেয়েকে একটা ছবি দেখাব।

তাড়াতাড়ি করতে হবে।

অ্যাঞ্জেল প্রবেশ পথের কাছে এসে দাঁড়ালেন। আহা, অ্যাম্বাসাদর ম্যারি অ্যাসলের দুটি সন্তান এগিয়ে আসছে। সময়টা চমৎকার হয়েছে।

করপোরেল তাকালেন অ্যাঞ্জেল তাড়াতাড়ি ক্যামেরাটাকে ঢাকা দেওয়া টেবিলে রেখে দিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে না। একটু বাদে কী হবে? প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।

অ্যাঞ্জেল বললেন আমার কাজ হয়ে গেছে।

-ঠিক আছে। তাহলে চলুন।

পাঁচ মিনিট কেটে গেছে। অ্যাঞ্জেল রেসিডেন্সের বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। আলেকজানড্রু শাহিয়া স্ট্রিট ধরে এগিয়ে চলেছেন।

.

রাতটা ছিল গরম এবং অস্বস্তিকর। আমেরিকান এমবাসির রেসিডেন্স, এক উন্মত্ত গর্জনে পরিণত হয়েছে। হাজার হাজার উৎসাহী রোমানিও ঢোকান চেষ্টা করছে। পুলিশ তাদের আটকে দিচ্ছে। আলোগুলো জ্বলে উঠছে। অন্ধকার রাতের বুকে হাজার হাজার আলোর দীপ জ্বলছে বুঝি।

পাটি শুরু হবে, ম্যারি ছেলেমেয়েকে ওপরতলায় নিয়ে গেলেন।

ম্যারি বললেন- এসো, কিছু কথা আছে।

ছেলেমেয়েরা বসে পড়েছে-চোখে ঔৎসুক্য। কী ঘটতে চলেছে তা এখনই বলা হবে।

ম্যারি বললেন- কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু তোমাদের এখনই এখান থেকে চলে যেতে হবে।

বেথ জিজ্ঞাসা করল- মা, শুনেছি, কেউ তোমাকে মারতে চাইছে। তুমিও কি আমাদের সঙ্গে যাবে?

না ডার্লিং, ওই লোকটাকে ধরতে হবে।

টিম কাঁদবার চেষ্টা করছিল- মা, তুমি একা কী করে ধরবে?

ম্যারি নিজেও জানেন না, শেষ পর্যন্ত কী হবে।

বেথ এবং টিমের মুখ সাদা হয়ে গেছে। ভীষণ ভয় পেয়েছে তারা। না, ওদের বয়স বড় কম, এখনই এই কঠিন বাস্তবের মুখে এনে কী লাভ?

ভালোভাবে সাজলেন ম্যারি, মনে হচ্ছে, যেন তার মৃত্যু পোশাক। পা অর্ধি ঝালর দেওয়া লাল সিল্কের সিলফন গাউন পরেছিলেন। হাই ছিল লাল স্যাভাল। আয়নাতে প্রতিফলন। মুখখানা খড়ির মতো সাদা। বলল, বলল, হে আয়না, আজ রাতে আমি বেঁচে থাকব তো?

পনেরো মিনিট কেটে গেছে। ম্যারি, বেথ এবং টিম বলরুমে প্রবেশ করলেন। তারা এগিয়ে চলেছেন অতিথিদের দিকে। ম্যারি ছেলেমেয়ের দিকে ফিরে বললেন- হোমওয়ার্ক এগিয়ে আছে। ঘরেতেন। হায়, লাফিয়ে উদিকে ছড়িয়েতের চিহ্ন ও

ঘাড়ে হাত দিলেন। হায়, আমি জানি না। শেষ পর্যন্ত কী ঘটবে?

হঠাৎ একটা সংঘর্ষ। ম্যারি লাফিয়ে উঠলেন। একজন ওয়েটার ট্রে ফেলে দিয়েছে। কাঁচের গ্লাস ভেঙে গেছে। কাঁচের টুকরো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এটাও কি অ্যাঞ্জেলের কোনো পরিকল্পনা? ম্যারি তাকালেন বলরুমের দিকে, মৃত্যুর চিহ্ন কোথায়?

ছেলেমেয়ে বলরুম থেকে চলে গেল। কর্নেল ম্যাককিনির হেপাজতে।

দুজন প্রহরীকে ডাকা হল। বলা হল, এখনই ওদের দূতাবাসে নিয়ে যাও। কখনও চোখের বাইরে রাখবে না।

বেথ জানতে চেয়েছিল- মা ভালো থাকবে তো?

ম্যাককিনি অভয় দিয়েছেন- হ্যাঁ, ওঁনার কোনো ক্ষতি হবে না।

মাইক শ্লেট তাকিয়ে থাকলেন বেথ আর টিমের দিকে ।

এবার কিছু পরীক্ষা করতে হবে ।

আমাকে ছেড়ে যাবেন না, আমি আপনার সঙ্গে যাব ।

-কেন?

-আপনার সঙ্গে গেলে নিরাপদে থাকতে পারি ।

মাইক বললেন- ঠিক আছে, আসুন ।

অর্কেস্ট্রা বাজতে শুরু করেছে । অতিথিদের মধ্যে অনেকে আনন্দে নাচছেন । রিপোর্টাররা হাজির । আমেরিকান গান গাওয়া হচ্ছে । ব্রডওয়ে মিউজিক্যাল । ওকলাহামা এবং সাউথ প্যাসিফিক । মাই ফেয়ার লেডি । উৎসাহ এবং উদ্দীপনা ।

ম্যারি ঘাড় তুলে তাকালেন । চারপাশে শুধুই বেলুন, অন্তত এক হাজার । লাল-সাদা নীল । গোলাপি রঙের সিলিং-এ ঝুলছে । আহা, এত আনন্দ? মৃত্যু কি এর উন্মাদনা কাড়তে পারে?

আর্তনাদ করা উচিত? কেউ একজন সামনের দিকে এগিয়ে এসেছেন । তিনি দেখতে পেলেন, ওই ভদ্রলোকের হাতে একটা ছোট্ট সঁচ । অথবা? সকলের সামনে অ্যাঞ্জেল কি

আমাকে হত্যা করবে? আমাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করবে? কী হবে আমি বুঝতে পারছি না।

সহসা ম্যারির মনে হল, তিনি উলঙ্গ হয়ে পড়েছেন। অ্যাঞ্জেলের ছবি সর্বত্র দেখা যাচ্ছে।

ম্যারি জানতে চাইলেন- অ্যাঞ্জেল কি এখানে আছেন?

মাইক বললেন আমি জানি না, আপনি কি চলে যাবেন?

-না, আমাকে এই বাজিটা খেলতেই হবে।

কর্নেল ম্যাককিনিকে সামনে দেখা গেল- আমরা ভালোভাবে পরীক্ষা করেছি মাইক। কিন্তু সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেলাম না। ব্যাপারটা আমাকে অবাক করেছে।

মাইক বললেন- আরও একবার পরীক্ষা করুন।

স্নিফার ডগকে কাজে লাগানো হয়েছে। ওপরতলা থেকে এমবাসি রুম পর্যন্ত তারা ঐকে ঐকে দেখছে।

মাইক বললেন- না, সন্দেহজনক কিছুই নেই।

-ওই দিকে কিছু থাকতে পারে? পেছনের সিঁড়ির দিকে তাকালেন ম্যাককিনি।

না, স্যার, ওখানে কেউ থাকবে না।

মাইকের মনে হল ওখানেও একবার যাওয়া দরকার

চারপাশে সশস্ত্র প্রহরা। তারা সকলেই কর্নেলকে স্যালুট করল। করিনা সাঁকোলি বিছানাতে শুয়ে আছেন। রোমানিয়া ভাষায় কী বই পড়ছেন। অসাধারণ সুন্দরী। আহা, এই মেয়েটি কি অ্যাঞ্জেলকে সাহায্য করছেন।

করিনা বললেন আমি পার্টিতে যোগ দিতে পারছি না, ব্যাপারটা অবাক লাগছে, তাই তো? আমায় এখানে থাকতে হবে। বইটা শেষ করব।

মাইক দরজা বন্ধ করলেন।

-ঠিক আছে তাই করুন।

তারা কিচেনে এলেন।

কর্নেল ম্যাককিনি জানতে চাইলেন- পয়জনের ব্যাপারটা ভাবতে হবে। অ্যাঞ্জেল কি বিষ প্রয়োগ করতে পারে?

মাইক মাথা নাড়লেন না, বুঝতে পারছি না।

-মাইক, অন্য জায়গাতে বিস্ফোরক রয়েছে? ব্যাপারটা অবাক লাগছে।

নিশ্চয়ই কোনো পন্থা আছে।

ম্যাককিনি জানতে চাইলেন- কী?

-আমি জানি না, কিন্তু অ্যাঞ্জেল নিশ্চয়ই জানেন।

লাইব্রেরিতে খোঁজা হল, অফিসঘরে আসা হল, কিছুই পাওয়া যায়নি। তারা স্টোরেজ রুম পার হয়ে গেলেন। বেলুনগুলো সিলিং-এ উঠে গেছে।

করপোরেল বললেন- বাঃ, সুন্দর!

মাইক দাঁড়ালেন করপোরেল, এই বেলুন কোথা থেকে এসেছে?

-ফ্রাঙ্কফুটের ইউ এস এয়ার, বেস থেকে স্যার।

মাইক হিলিয়াম সিলিভারের দিকে তাকিয়ে বললেন- এগুলো?

-একই জায়গা থেকে। আপনার অনুমতি নিয়ে তবেই আনা হয়েছে।

মাইক কর্নেল ম্যাককিনির দিকে তাকিয়ে বললেন- চলুন, একবার ওপরে যাওয়া যাক।

তারা যাবার জন্য পা বাড়িয়েছেন।

করপোরেল বললেন- কর্নেল, যে ভদ্রলোককে আপনি পাঠিয়েছিলেন, সে টাইম ভুলে গিয়েছিল।

কর্নেল ম্যাককিনি অবাক হয়ে জানতে চাইলেন- কোন্ ভদ্রলোক?

-কেন, যিনি এসে বেলুনগুলোতে গ্যাস ভরলেন?

কর্নেল ম্যাককিনি মাথা নেড়ে বললেন- আমি তো কাউকে পাঠায়নি?

-কিন্তু এডি মালজ, উনি যে বললেন...

কর্নেল ম্যাককিনি বললেন- এডি মালজ? আমি তো তাকে ফ্রাঙ্কু যেতে বলেছি।

মাইক করপোরেলের দিকে তাকালেন।

-লোকটাকে দেখতে কেমন?

-সত্যি কথা বলতে কী, সে এক ভদ্রমহিলা। মোটা বিচ্ছিরি মুখ। বিচ্ছিরি ভাষায় কথা বলছিল।

মাইক ম্যাককিনির দিকে তাকালেন। মনে হচ্ছে নেউসা মুনেজ।

-তাহলে?

মাইক চিৎকার করলেন নেউসা মুনেজই অ্যাঞ্জেল!

তিনি সিলিভারের দিকে তাকালেন ওই ভদ্রমহিলা বেলুনগুলো ফুলিয়েছেন, তাই তো?

-হ্যাঁ, স্যার। ব্যাপারটা খুবই মজার। আমি সিগারেট ধরাতে চেয়েছিলাম, ভদ্রমহিলা চিৎকার করলেন। আমি বলেছিলাম, হিলিয়ামে তো আগুন ধরে না। উনি বলেছিলেন..

মাইক চিৎকার করে উঠলেন- বেলুন, বিস্ফোরক বেলুনের মধ্যে আছে।

কী করা যায়?

-রিমোট কন্ট্রলের সাহায্যে এগুলো ফাটানো হবে। কতক্ষণ আগে সে চলে গেছে?

-ঘণ্টা খানেক হবে।

টেবিলের তলায় ঘড়িটা পড়ে আছে। শব্দ করে এগিয়ে চলছে। আর ছ-মিনিট, তারপরেই সেই সাংঘাতিক মুহূর্ত।

মাইক পাগলের মতো ছুটাছুটি করছেন। তিনি বলছেন- মেয়েটা কোথাও এটা রেখেছে। যে-কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। হায়, আমরা কেন খুঁজে পাচ্ছি না?

ম্যারি এগিয়ে এসেছেন।

মাইক বললেন- এই ঘরটা খালি করতে হবে। তাড়াতাড়ি। ঘোষণা করুন। আপনি ঘোষণা করবেন।

ম্যারি বললেন- কী হয়েছে?

-একটা ছোট খেলনা, আমরা খুঁজছি।

-ওই বেলুনগুলো সাংঘাতিক। ওইদিকে তাকাবেন না।

ম্যারির সমস্ত চোখে মুখে আতঙ্ক।

-আমরা ওগুলোকে নামাতে পারব না?

মাইকের চিৎকার- এক হাজার, একটি একটি করে নামিয়ে আনার আগেই ঘটনা ঘটে যাবে।

মাইক, আমি একটা পন্থা জানি। দুজন ম্যারির দিকে তাকালেন।

-এই ছাদটাকে খুলে ফেলা যায়।

কীভাবে?

-একটা সুইচ আছে।

-না, এখন বিদ্যুতের যন্ত্রপাতিকে হাত দেওয়া যাবে না। আগুন জ্বলে উঠতে পারে।
আমরা কি হাতে হাতে খুলতে পারি না?

-এই ছাদটাকে মাঝামাঝি ভাগ করা যায়। প্রত্যেক ভাগে আলাদা আংটা লাগানো আছে।

দুজন মানুষ পাগলের মতো ওপরের সিঁড়ির দিকে উঠে চলেছেন। দেখলেন, হ্যাঁ, খোলার
ব্যবস্থা আছে। একটা কাঠের মই ছিল। সেটার মাধ্যমে কাজ করতে হবে।

আর একটা নিশ্চয়ই আছে।

কাজ শুরু হল। কীভাবে এই ভয়ংকর বেলুনগুলোকে বাইরে আনা যায়, বুঝতে পারা
যাচ্ছে না। যে-কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। পড়ে যাবার সম্ভাবনা।

মাইক কর্নেলকে বললেন- শুরু করতে হবে, আস্তে আস্তে, খুব ধীরে সুস্থে কিন্তু?

-ঠিক আছে।

.

আর দু মিনিট, দু মিনিট বাদেই বিস্ফোরণ ঘটবে।

.

মাইক কর্নেল ম্যাককিনিকে দেখতে পাচ্ছেন না। শুধু বেলুন আর বেলুন। ধীরে ধীরে, খোলা গেল, একটুখানি মুখ। কয়েকটা বেলুন বাইরে বেরিয়ে এসেছে। আরও একটু মুখ খোলা গেল। বেলুনগুলো বাতাসে ভাসতে শুরু করেছে। নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছে নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে। আঃ, এবার বোধহয় মুক্তির আনন্দ।

মানুষজন রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে।

পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড বাকি আছে। আর দুটো-একটা এখনও আছে। মাইক এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। কতটুকু সময় আছে কে জানে?

শেষ বেলুনটা বেরিয়ে গেল। উঁচু থেকে আরও উঁচুতে সেগুলো চলে গেছে। আকাশের বুকে অসাধারণ জলছবি।

চিৎকার, আকাশের বুকে আলোর খেলা। চৌঠা জুলাইয়ের আনন্দ। এর আগে কখনও এভাবে হয়নি। নীচে দাঁড়িয়ে থাকা জনতা আনন্দে হাততালি দিয়েছে।

মাইক তাকিয়ে থাকলেন। নিঃশেষ হয়ে গেছেন তিনি। ক্লান্ত। ব্যাপারটা তাহলে এইভাবে শেষ হল।

.

শুরু হল, শুরু হল উৎসবের শেষ প্রহর।

ফ্রয়েড বেকার, সেক্রেটারি অফ স্টেটস, রক্ষিতার সঙ্গে বিছানাতে শুয়ে ছিলেন। দরজাটা খুলে গেল। চার জন প্রবেশ করেছে।

কী হচ্ছে কী?

বলা হল-মিঃ সেক্রেটারি, আপনাকে থ্রেপ্তার করা হল।

ফ্রয়েড বেকার অবিশ্বাসের চোখে তাকালেন- তোমরা কি পাগল হয়ে গেছো? কে পাঠিয়েছে?

ফর!

.

জেনারেল অলিভার ব্রুকস ওডিন, ক্লাবে বসে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিলেন। এফ বি আই এর দুজন এজেন্ট তার কাছে এলেন-তাকে থ্রেপ্তার করলেন।

.

স্যার আলেক্স।

হোয়াইট ক্লাবে বসে পার্লামেন্টের ডিনারে ব্যস্ত ছিলেন।

বলা হল- স্যার আলেক্স, কয়েকজন ভদ্রলোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনার সঙ্গে কথা আছে।

প্যারিসে আর একজনকেও ধরা হল।

কলকাতা। বিষ্ণু লিমুজিনে বসে ছিলেন। তাকে জেলে পাঠানো হল।

রোম, ক্যামেরা ডেই ডেপুটি ফায়ার, তুর্কিস্তানবর্গে ব্যস্ত ছিলেন, তিনি গ্রেপ্তার হলেন।

এইভাবে কাজ এগিয়ে চলল। মেক্সিকো, আলবানিয়া, জাপান, পশ্চিম জার্মানি, অস্ট্রিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন।

শেষ অব্দি আমরা কি জিততে পারব?

এডি মালজকে গুলি করে হত্যা করা হল। তিনি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন।

পেট কোনরস আত্মহত্যা করলেন। এফবিআই এজেন্টরা তার ঘরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছিলেন।

ম্যারি এবং মাইক শ্লেট, বাবল রুমে বসে আছেন। সারা পৃথিবী থেকে সংবাদ আসছে।
উত্তেজিত সংবাদ। হৃদয়বিদারক সংবাদ।

মাইক টেলিফোনে কথা বলছেন ভিলেন, উনি দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের একজন এম
পি।

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। ম্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন- সকলকেই ধরা সম্ভব
হয়েছে। কনট্রোলার আর অ্যাঞ্জেল অর্থাৎ নেউসা মুনেজ এখনও ধরা পড়েনি।

-কেউ কি জানত যে অ্যাঞ্জেল একজন ভদ্রমহিলা? ম্যারি অবাক হয়ে গেছেন।

-না, সে সবাইকে বোকা বানিয়েছে।

কনট্রোলারের খবর কী? কেউ তাকে চোখে দেখেনি। কনট্রোলার টেলিফোনের মাধ্যমে
নির্দেশ দিয়ে থাকেন। অসাধারণ সংগঠক।

অ্যাঞ্জেল অবাক হয়েছেন। প্রচণ্ড রেগে গেছেন তিনি। আহত রক্তাক্ত জন্তুর মতো
ঘোরাফেরা করছেন। কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে।

ওয়াশিংটনে প্রাইভেট নাম্বারে ফোন করলেন। ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠস্বর- অ্যাঞ্জেল এত রাগ করার কী আছে? কোথাও ভুল হয়েছে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

-না, আর কিছুই ঠিক হবে না। ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল।

তার মানে কী হবে এখন?

বাবলরুমে প্রাইভেট ফোন বেজে উঠেছে। ম্যারি ধরলেন, স্টানটন রজার্স।

-মারি, তুমি ভালো আছো তো? তোমার ছেলেমেয়ে?

-স্টান, আমরা সবাই ভালো আছি।

-ভগবানকে ধন্যবাদ। কী হয়েছিল বলো তো?

-অ্যাঞ্জেল, অ্যাঞ্জেল রেসিডেন্সটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল।

তার মানে?

না, অ্যাঞ্জেল এক মহিলা, তার আসল নাম নেউসা মুনেজ।

দীর্ঘক্ষণের নীরবতা নেউসা মুনেজ? অ্যাঞ্জেলের ওই মোটা প্থুলা উপপত্নীটি?

— ম্যারির মনে হল, ঠিক কথা স্টান।

ম্যারি, তোমার জন্য আমি কী করতে পারি?

—না, আমি এখন আমার ছেলেমেয়েকে দেখতে যাচ্ছি। পরে কথা বলব।

ম্যারি ফোনটা নামিয়ে দিলেন। মাইক তাকিয়ে আছেন— কী হয়েছে?

ম্যারি মাইকের দিকে তাকালেন। তিনি বললেন— হ্যারি লানজ-ই একমাত্র জানতেন নেউসা মুনেজ কেমন দেখতে, তাই তো?

—হ্যাঁ।

—এইমাত্র স্টানটন রজার্স বলে দিলেন, মুনেজের চেহারাটা কেমন?

অ্যাঞ্জেলের প্লেন ডালাস এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করছে। উনি টেলিফোন বুথের দিকে ছুটে গেলেন। কনট্রোলারের প্রাইভেট নাম্বারে ফোন করলেন।

পরিচিত কণ্ঠস্বর, আমি স্টানটন রজার্স বলছি।

দু-দিন কেটে গেছে। মাইক, কর্নেল ম্যাককিনি এবং ম্যারি বসে আছেন এমবাসির কনফারেন্স রুমে। এইমাত্র এক ইলেকট্রনিক্স এক্সপার্টের কাজ শেষ হয়েছে।

মাইক বললেন- কন্ট্রোলার আর স্টানটন রজার্স একই ব্যক্তি।

-কিন্তু উনি আমাকে হত্যা করতে চাইবেন কেন? উনি তো প্রথমেই চেয়েছিলেন, আমি যেন এই পদে না বসি। একথা উনি নিজে আমাকে বলেছেন।

মাইক বলতে থাকলেন, যখন উনি দেখলেন, ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে, তখন এমন বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন।

ম্যারি কাঁধ ঝাঁকিয়ে চললেন কীভাবে উনি এই ষড়যন্ত্রের শিকার হলেন?

-স্টানটন রজার্স তার প্রিয় বন্ধু পল এলিসনকে ক্ষমা করতে পারেন নি। স্টানটনের মনে হয়েছিল তাকে ঠকানো হয়েছে। তিনি প্রথমে উদারনৈতিক হিসেবে তার রাজনৈতিক কেরিয়ার শুরু করেন। এক প্রতিক্রিয়াশীল মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। মনে হয় তার ওপর ওই মহিলার প্রভাব ছিল অপরিসীম।

-ওঁনাকে পাওয়া গেছে কী?

না, উনি কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। কিন্তু বেশিদিন এইভাবে লুকিয়ে থাকতে পারবেন না।

স্টানটন রজার্সের কাটা মাথাটা পাওয়া গেল ওয়াশিংটনের এক আবর্জনার স্তুপের মধ্যে। দুদিন বাদে। তার চোখদুটো বীভৎসভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

৩৩.

প্রেসিডেন্ট পল এলিসন হোয়াইট হাউস থেকে বললেন- আমি আপনার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করব না।

-আমি দুঃখিত মিঃ প্রেসিডেন্ট, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি আর পারছি না।

-ম্যারি, আমি জানি কী ভীষণ সংকটের মধ্যে দিয়ে আপনার সময় কেটেছে। কিন্তু আমার একান্ত অনুরোধ আপনি রোমানিয়াতে গিয়ে আবার যোগ দিন।

না, আমি কখনোই তা করব না। ম্যারি ভাবতে থাকেন। এবার শান্ত জীবন চাই।

মনের মধ্যে ভাবনা, অনেক কথা মনে পড়ে গেল। এডওয়ার্ডের কথা, কীভাবে এডওয়ার্ডকে হত্যা করা হয়েছে। লুইসের কথা, তার মৃত্যু। অ্যাঞ্জেলের কথাও মনে পড়ে গেল।

যদি আমি রোমানিয়াতে যাই তাহলেও আগের মতো কাজ করতে পারব না। ম্যারি ভাবলেন, প্রথম যখন এসেছিলাম, তখন আমি ছিলাম একেবারে অনভিজ্ঞ। অভিজ্ঞতা আমাকে আরও প্রাজ্ঞ করেছে। না, আমি অনেক ভালো কাজ করেছি। হানা মারফিকে

জেলখানা থেকে ছাড়িয়ে এনেছি। আওনেস্কুর ছেলেকে বাঁচিয়েছি। কয়েক হাজার ইহুদির কাছেও নতুন জীবনের ঠিকানা পৌঁছে দিয়েছি।

-হ্যালো, আপনি এসেছেন?

মাইক শ্লেট চেয়ারে বসে আছেন।

অসাধারণ কাজ হয়েছে। প্রেসিডেন্ট বললেন, আমরা সকলে আপনার জন্য গর্বিত। আপনি কাগজ দেখেছেন?

না তো, কী হয়েছে?

তিনি তাকালেন প্রেসিডেন্টের দিকে মিঃ প্রেসিডেন্ট, আমি হয়তো কাজ করতে রাজী আছি, কিন্তু আপনি কথা দিন করিনা সোকোলিকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেবেন।

-আমি দুঃখিত ম্যারি, এটা আমরা করতে পারি না। এই ব্যাপারটা করলে আওনেস্কু রাগ করবেন।

-আমি আওনেস্কুকে চিনি, আওনেস্কু ওই মহিলাকে নানাভাবে ব্যবহার করছেন। দীর্ঘক্ষণের নীরবতা- কীভাবে আপনি ওকে রোমানিয়া থেকে এখানে আনবেন।

-আমি কারগো প্লেনের সাহায্যে।

-ঠিক আছে। আমি দেখছি।

ম্যারি তাকালেন মাইক শ্লেটের দিকে না, এটা করতেই হবে। আর মাইক শ্লেট এখানে আমার সঙ্গে থাকবেন, ওঁনাকে আমার দরকার আছে।

মাইকের মুখে হাসির টুকরো।

প্রেসিডেন্ট আবার বললেন- শ্লেটকে আমেরিকায় পাঠাতে হবে, ওর জন্য অন্য কাজ আছে।

ম্যারি ফোনে হাত দিলেন, কোনো কথা বলতে পারছেন না।

প্রেসিডেন্ট বললেন- অন্য কাউকে পাঠাব। আপনি বলুন, ওঁর বদলে কাকে দরকার। নীরবতা।

—ম্যারি, মাইকের এখানে কাজ আছে।

ম্যারি মাইকের দিকে তাকালেন।

প্রেসিডেন্ট বললেন- ম্যারি, হ্যালো, এটা কিন্তু একধরনের ব্ল্যাকমেল। ম্যারি তখনও কথা বলতে পারছেন না।

শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট বললেন- ঠিক আছে, আমি কথা দিচ্ছি মাইককে আবার পাঠিয়ে দেব। কিন্তু কিছুদিন বাদে।

ম্যারির মনে হল, তার হৃদয়ে আলো জ্বলে উঠেছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ মিঃ প্রেসিডেন্ট । আমি অ্যাম্বাসাডর হিসেবে কাজ করতে রাজি আছি ।

প্রেসিডেন্ট বললেন ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর, আপনার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা আছে । সমস্যার বাইরে থাকার চেষ্টা করবেন ।

লাইনটা কেটে গেল ।

ম্যারি রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন, মাইকের দিকে তাকালেন ।

-আপনি এখানেই থাকবেন, আমার সামনে আর কোনো সমস্যা নেই ।

-বাঃ! হ্যাঁ, প্রেসিডেন্ট বলেছেন! আমি অনেক কথাই আপনাকে বলেছিলাম, তার জন্য দুঃখিত ।

ম্যাডাম অ্যাম্বাসাডর । আসুন, আমরা কফি খেতে খেতে আলোচনা করি ।

.

শেষ পর্ব

অ্যালিস পাহাড়ে বসন্ত, অস্ট্রেলিয়া ।

চেয়ারম্যান বলছিলেন- হ্যাঁ, একটা ক্ষতি হয়ে গেছে। কিন্তু ঘটনা আমাদের অভিজ্ঞ করেছে। আমাদের সংস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে হবে। পৃথিবীর নানা জায়গাতে আমরা অফিস খুলব। দেখা যাক, আপনারা কে কে আমাদের সঙ্গে আছেন। আমি সংকেত নামগুলো ডাকছি। আপনারা হাত তুলবেন।

-অ্যাপ্রোডাইট?

ইয়েস।

এথেনে?

-ইয়েস।

সাইবেলে?

ইয়েস।

-সেলেনে?

আমাদের আগের কন্ট্রোলারকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে।

-হ্যাঁ অথবা না বলুন।

না।

মাইক?

-ইয়েস।

-নেমেসিস?

-ইয়েস।

-তাহলে এই প্রস্তাব পাশ করা হল। এবার আমরা আরও সতর্ক হয়ে উঠব। আজ থেকেই আমাদের কাজ শুরু করতে হবে। হ্যাঁ, অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেছে। এবার আমরা সফল হবই, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।